খুতবার সংকলন

এটি ইসলামী খুতবার এক অনুপম সংকলন। যেখানে ইসলামের মূলনীতি, তার সৌন্দর্য, গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য এবং ইসলাম পরিপন্থি দিকগুলো সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

লেখক:
ফাযিলাতুশ শায়খ মাজিদ বিন সুলায়মান আর-রাসি

অনুবাদক:
আব্দুর রহমান বিন লুৎফুল হক

الغيث الهامع من الخطب الجوامع

مجموع خطب في أصول الدين

ومحاسنه وفضائله ومزاياه ونواقضه

(مترجم إلى اللغة البنغالية)

تأليف:

فضيلة الشيخ ماجد بن سليمان الرسى

বইয়ের বিবরণ

বইয়ের নাম	:	ইসলামী খুতবাগুলির একটি সুন্দর ফুলঝুড়ি
লেখক	:	ফাযিলাতুশ শায়খ মাজিদ বিন সুলায়মান আর-রাসি
অনুবাদক	:	আব্দুর রহমান বিন লুৎফুল হক
প্রকাশকাল	:	১৪৪৬ হিজরী - ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
ই-মেইল	:	rashidlutful@gmail.com
খুৎবার সংকলন	:	
খুৎবার চ্যানেল	:	

[এই বই মুদ্রণ ও প্রকাশনার অধিকার সকল মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

এটি একটি খুতবার সংকলন। এই সংকলনে আমি এমন কিছু খুতবা একত্রিত করেছি, যা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, ইসলামের মূল শিক্ষা, এর সৌন্দর্য, ফযীলত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। পাশাপাশি, এসব খুতবায় এমন বিষয়গুলোও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা ইসলামের পরিপন্থি এবং ইসলামের পরিপূর্ণতা বিনষ্টকারী বিষয়। তদুপরি, বছরে যেসব ফযীলতপূর্ণ সময় আসে সেগুলোর ওপরও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি।

এই খুতবাগুলো সংকলন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুতবার মূল দিকনির্দেশনার প্রতিফলন করে:

প্রমথত: আক্বিদার (বিশ্বাসত বিষয়) ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছি। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুতবাগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতের প্রশংসা, তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলি বর্ণনা, ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান, জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা, আখিরাতের স্মরণ, আল্লাহভীতির প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও সন্তুষ্টির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা। ইবনুল কয়্যিম (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "যাদুল মাআদ"-এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয়ত: সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা রজায় রেখেছি। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুতবার পদ্ধতি ছিল সংক্ষিপ্ত, অথচ তিনি অর্থবহ খুতবা প্রদান করতেন এবং নামাজ দীর্ঘ করতেন।

জুমাআর খুতবা সমাজে ব্যাপক দাওয়াতি ও শিক্ষামূলক প্রভাব ফেলে থাকে। এটি মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে এবং ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি, এই সংকলনটি ইমাম, বক্তা ও ওয়ায়েজদের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সহজতা সৃষ্টি করবে।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে আমি এই চমৎকার খুতবার সংকলনটি প্রস্তুত করেছি, যাতে ৬৪টি খুতবা সংকলিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এটিকে লেখক, পাঠক এবং প্রচারকদের জন্য কল্যাণকর করুন।

وصلى الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

লিখেছেন: মাজিদ বিন সুলায়মান আর-রাসি

majed.alrassi@gmail.com

সূচিপত্র

(৬৪টি খুতবার সংকলন)

- **ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ নিয়ে খুতবার ধারাবাহিকতা: (১৭ টি খুতবাহ) [পৃষ্ঠা: ৭]**

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান:

ক. আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান

খ. আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান

গ. আল্লাহকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জরুরী

ঘ. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান

২। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

৩। আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান

৪। ক. রাসূলগণের প্রতি ঈমান (এক)

খ. রাসূলগণের প্রতি ঈমান (দুই)

৫। আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান:

ক. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (এক)

খ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (দুই)

গ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (তিন)

ঘ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (চার)

ঙ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (পাঁচ)

চ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (ছয়)

ছ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (সাত)

জ. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (আট)

৬। তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

- **প্রিয় নবী (সা:)-এর প্রতি ঈমানকে মজবুত করার খুতবার ধারাবাহিকতা: (১২টি খুতবাহ) [পৃষ্ঠা: ১৪৯]**

১। মুহাম্মাদ (সা:)-এর শাহাদাতের সাক্ষ্য দানের শর্তসমূহ এবং তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

২। মুহাম্মাদ (সা:)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে আসার দাবীসমূহ

৩। মুহাম্মাদ (সা:)-এর মহত্ত্বের ১০টি প্রমাণসমূহ রাসুলগণের প্রতি ঈমান

৪। মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁর আনুগত্য করা

৫। মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁর অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা

৬। মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁকে ভালোবাসা

৭। মুহাম্মাদ (সা:)-এর স্ত্রীগণের সম্মান করা

৮। সাহাবাগণের সম্মান করা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূল আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত

৯। মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক আহলে বায়তের সম্মান করা

১০। মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা

১১। মুহাম্মাদ (সা:)-এর উপর দরূদ পাঠ করা দশটি লাভ

১২। মুহাম্মাদ (সা:)-এর হিজরত থেকে ১৬টি শিক্ষা

- **ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয়ের উপর খুতবার ধারাবাহিকতা: (১০টি খুতবাহ) [পৃষ্ঠা: ২২৯]**

১। প্রথম ঈমান বিধ্বংসী হচ্ছে: আল্লাহর সাথে শিরক করা

২। দ্বিতীয় ঈমান বিধ্বংসী একটি কারণ হচ্ছে: মুশরিকদের কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা

৩। তৃতীয় ঈমান বিধ্বংসী একটি কারণ হচ্ছে: মুশরিকদের কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা
৪। ঈমান বিধ্বংসী চতুর্থ কারণ নবী (সা:)-এর আনিত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করা
৫। ঈমান বিধ্বংসী পঞ্চম কারণ ইসলামের কোনো বিধানের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা
৬। ঈমান বিধ্বংসী ষষ্ঠ কারণ হলো জাদু করা
৭। সপ্তম ঈমান বিধ্বংসী কারণ জ্যোতির্বিদ্যা
৮। অষ্টম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা
৯। নবম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করা জায়েয মনে করা
১০। দশম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

- **ইসলামী শরীয়তের চল্লিশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর খুতবার ধারাবাহিকতা: (৮টি খুতবাহ)** [পৃষ্ঠা: ৩০৬]

১। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১-৫)
২। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৬-১০)
৩। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১১-১৫)
৪। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১৬-২০)
৫। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (২১-২৫)
৬। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (২৬-৩২)
৭। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৩৩-৩৮)
৮। ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৩৯-৪২)

- **নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে খুতবার ধারাবাহিকতা: (৪টি খুতবাহ)** [পৃষ্ঠা: ৩৪৮]

১। নামাযের গুরুত্ব
২। নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি করার ফযীলত
৩। জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজিব
৪। জুমাআর সালাতের ১০টি বৈশিষ্ট্য

- **বার্ষিক মৌসুমসমূহের উপর খুতবার ধারাবাহিকতা: (১১টি খুতবাহ)** [পৃষ্ঠা: ৩৭০]

১। মুহাররম মাসের সম্মান করা এবং আশুরার রোযার ফযীলত
২। জুমাআর দিনের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত
৩। রোযার দশটি হিকমত ও রহস্য
৪। রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ (১)
৫। রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ (২)
৬। রামাযান মাসে বেশি বেশি কুরআন পাঠের উৎসাহ প্রদান
৭। লায়লাতুল কদরের দশটি বৈশিষ্ট্য
৮। ঈদুল ফিতরের দশটি করণীয়
৯। যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত
১০। আরাফার দিনের বৈশিষ্ট্য
১১। ঈদুল আযহার খুৎবা- বিশটি দিকনির্দেশনা

- বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসার দশটি বৈশিষ্ট্য
- **দুইটি ঈমানদীপ্ত খুতবাহ: (২টি)** [পৃষ্ঠা: ৪৫০]

১। যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা নিষেধ
২। করোনা ভাইরাস ব্যাধি ও তার প্রতিকার

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ নিয়ে খুতবার ধারাবাহিকতাঃ

(১৭ টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, এবং তাকে স্মরণ কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্য হয়ে যেও না। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথমঃ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

দ্বিতীয়ঃ তাঁর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস।

তৃতীয়ঃ তাঁর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস।

চতুর্থঃ তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস।

আমি আজকের এই খুতবাতে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের বিষয়টি সঠিক ফিতরাত বা সহজাত, জ্ঞান ও যুক্তি, শরীয়ত এবং অনুধাবন দ্বারা প্রমাণিত।

- **ফিতরাত বা সহজাত প্রমাণঃ**

মানুষের সঠিক ফিতরাত (প্রকৃতি) আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। কেননা প্রতিটি মাখলুক পূর্ব চিন্তা বা শিক্ষা ছাড়াই তাঁর স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের উপর জন্মগ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ شَهِدْنَآ﴾

অর্থ: "আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নই?" তারা বলেছিল, হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম"।[১]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে মানুষ প্রকৃতগতভাবেই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যদি সে শয়তান দ্বারা যারা বিপথগামী না হয়ে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (প্রত্যেক নবজাতক

(১) সূরা আল-আরাফ, আয়াত নং: ১৭২।

ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহূদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক করে)[২]।

তাই যখন তার উপর খুব বড় কোনো বিপদ নেমে আসে তখন সে তার হাত, চোখ এবং অন্তরকে আকাশের দিকে নিবদ্ধ করে এবং আল্লাহকে ডাকে। এবং নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়কার মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾

অর্থ: (আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ)[৩]। এ বিষয়ে অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

- **জ্ঞান ও যুক্তির প্রমাণঃ**

আল্লাহর বান্দাগণ! এই সব কিছুর অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন যিনি এদের সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ তার অস্তিত্বের আগে এটি অস্তিত্বহীন ছিল। তাহলে সে কীভাবে এ সৃষ্টির স্রষ্টা হতে পারে?! একইভাবে, স্রষ্টা ছাড়া ঘটনাক্রমে এই প্রাণীর অস্তিত্ব দু'টি কারণে হতে পারে না:

প্রথমটি: প্রতিটি ঘটনার জন্মদাতা থাকা আবশ্যক, যা জ্ঞান ও যুক্তি এবং শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ﴾

অর্থ: "তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?"[৪]

দ্বিতীয়টি: এই বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, আশ্চর্যময় সামঞ্জস্য, যেখানে কোন জিনিসের সাথে কোন জিনিসের বিঘ্ন বা সংঘর্ষ নেই, একটি সত্তা ছাড়াই শুধু ঘটনাক্রমে কখনোই হতে পারে না। এমন

বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা এবং আশ্চর্যময় সামঞ্জস্য অস্তিত্বও আসতে পারে না তাহলে সেটা আবার কীভাবে টিকে ও নিয়মিত থাকতে পারে।

দেখুন আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেনঃ

﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

(২) বুখারী, হাদিস নং: ১৩৫৯, আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত।
(৩) সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত নং: ৮৭।
(৪) সূরা আত-তূর, আয়াত নং: ৩৫।

অর্থ: "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে"[৫]।

একজন বেদুইনকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাকে বলা হলো, তুমি তোমার রবকে কিভাবে চিনলে? তিনি বললেনঃ উটের মল উটের অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, গাধার গোবর গাধার প্রমাণ দেয়, তাহলে কি এই বুরূজবিশিষ্ট আসমান, প্রশস্ত যমীন এবং এই তরঙ্গযুক্ত সমুদ্র কি একজন সর্বশ্রোতা, দর্শনকারী আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করে না?

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর সৃষ্টির বিস্ময়গুলির মধ্যে একটি হল মশা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটির মধ্যে তার ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও জমা রেখেছেন প্রচুর হিকমত ও রহস্য। তাই আল্লাহ এতে জমা করেছেন সুরক্ষা এবং চিন্তার শক্তি, স্পর্শ ও দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণের অনুভূতি এবং খাবার বের হওয়ার রাস্তা। তিনি তাকে দান করেছেন পেট, শিরা, মস্তিষ্ক এবং হাড়। সে আল্লাহ কতই না পবিত্র যিনি নির্ধারণ করেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেন, আর যিনি কোনো কিছুই বেকার সৃষ্টি করেন নি। সুতরাং যখন এটি নিজেরা নিজে থেকেই অস্তিত্বে আসতে পারে না বা ঘটনাক্রমেও এটা ঘটা অসম্ভব, তখন এটা প্রমাণকরে যে এর নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন পুরো বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহ তা'আলা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা তুরে এর অকাট্য যুক্তি ও দলীল পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা)? অর্থাৎ তারা স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয়নি বা নিজেরা নিজেদেরকেও সৃষ্টি করে নি। তাহলে এটা প্রমাণ করে যে, তাদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।

যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মাগরিবের সালাতে সূরাহ তূর পড়তে শুনেছি। এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম ঈমান আমার অন্তরে স্থান করে নেয়[৬]।

এটিই আমার বক্তব্য এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কারণ, তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

জেনে রাখুন! শরীয়ত দ্বারাও আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ হয়েছে। সমস্ত আসমানী কিতাব এর সাক্ষ্য বহন করে। সেই মত এই গ্রন্থগুলিতে মানুষের কল্যাণের কল্যাণের জন্য যা বিধি-বিধান রয়েছে তা প্রমাণ

(৫) সূরা ইয়াসিন, আয়াত নং: ৪০। আরও দেখুন: ইবদাউল খালিক, লেখক শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আয যাহরানী।
(৬) বুখারী হাদিস নং: ৪৮৫৩, ও ৪০২৩।

করে যে এটি একজন প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। অনুরূপ এতে যে সংবাদ ও ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যার সত্যতা ও বাস্তবতা মানুষের নিকট প্রমাণ হয়ে গেছে। এটাও প্রমাণকরে যে, তিনি যা বলেছেন তা করতে সক্ষম।

সেই মত কুরআনে কোনো গরমিল বা সাংঘর্ষিক কথাবার্তা না থাকা বরং এর এক কথা অন্য কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এটা অকাট্য দলীল যে, এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾

অর্থ: "তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত"[৭]।

এটা প্রমাণ করে যে এই কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট থেকে।

- **অনুধাবনযোগ্য প্রমাণঃ** এটি দুটি দিক থেকে:

প্রথম: যা আমরা দেখতে পাই প্রার্থনাকারী ও অসহায়দের দুআ গ্রহণ হয়। যা তার অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ। কারণ এটা প্রমাণ করে যে, একজন রব আছেন যিনি মানুষের প্রার্থনা শুনেন এবং তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَنُوحًا إِذۡ نَادَىٰ مِن قَبۡلُ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ﴾

অর্থ: "আর স্মরণ করুন নূহকে; পূর্বে তিনি যখন ডেকেছিলেন তখন আমরা সাড়া দিয়েছিলাম তার ডাকে"[৮]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿إِذۡ تَسۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لَكُمۡ﴾

অর্থ: "স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন"[৯]।

আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি জুমুআর দিন মসজিদে নবাবীতে দারুল কাযার দিকে স্থাপিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (অনাবৃষ্টির ফলে) মাল সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান

(৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৮২।
(৮) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ৭৬।
(৯) সূরা আনফাল, আয়াত নং: ৯।

করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, "আল্ল-হুম্মা আগিসনা- আল্ল-হুম্মা আগিসনা-, আল্ল-হুম্মা আগিসনা-" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন)।

আনাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! এ সময় আসমানে কোনো মেঘ বা মেঘের চিহ্নও ছিল না। আর আমাদের ও সালই পাহাড়ের মাঝে কোন ঘর-বাড়ী কিছুই ছিল না। (ক্ষণিকের মধ্যে) তার পেছন থেকে ঢালের ন্যায় অখণ্ড মেঘ উদিত হ'ল। একটু পর তা মাঝ আকাশে এলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বৃষ্টি শুরু হ'ল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আল্লাহর শপথ! আমরা সপ্তাহকাল যাবৎ আর সূর্যের মুখ দেখিনি। অতঃপর পরবর্তী জুমুআয় আবার এক ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে বলল: হে আল্লাহর রসূল! মাল সম্পদ সব বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যেন বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার হাত উঠিয়ে দুআ করলেন, "আল্ল-হুম্মা হাওলানা- ওয়ালা- আলায়না- আল্ল-হুম্মা 'আলাল আ-কা-মি ওয়ায় যিরা-বি ওয়া বুতনিল আওদিয়াত ওয়া মানা-বিতিশ শাজার" (অর্থাৎ- হে আল্লাহ আমাদের অবস্থা পাল্টে দাও আমাদের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে দিও না। হে আল্লাহ! পাহাড়ী এলাকায়, মালভূমিতে মাঠের অভ্যন্তরে ও গাছপালা গজানো স্থলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাও)। এরপর বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বের হয়ে সূর্যের তাপের মধ্যে চলাচল করতে লাগলাম[১০]।

যারা সত্য অন্তরে আল্লাহকে ডাকেন তাদের ডাকে সাড়া দেওয়া একটি সুবিদিত বিষয়।

আল্লাহর বান্দাগণ! অনুধাবনযোগ্য প্রমাণের দ্বিতীয় দিকটি হল: যে নবীদের অলৌকিক নিদর্শন দিয়ে প্রেরণ করা হয় যা মানুষে মানুষ দেখেছেন বা শুনেছেন। এটা বার্তাবাহকদের প্রেরণকারীর অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়?? কারণ এই অলৌকিক নিদর্শনগুলি মানুষের ক্ষমতার উর্ধে। যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর রসূলদের সমর্থন এবং তাদের বিজয় দান করার জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করার নির্দেশ দেন ফলে তা বিভক্ত হয়ে বারোটি শুষ্ক পথের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٖ كَٱلطَّوۡدِ ٱلۡعَظِيمِ﴾

অর্থ: "অতঃপর আমরা মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, আপনার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করুন। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল"[১১]।

---

(১০) বুখারী, হাদিস নং: ১০১৯, মুসলিম, হা: ৮৯৭।
(১১) সূরা শুয়ারা, আয়াত নং: ৬৩।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস সঠিক ফিতরাত বা সহজাত, যুক্তি, জ্ঞান এবং শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। এবং একজন নাস্তিক ছাড়া যার হৃদয় বিচ্যুত হয়েছে তা কেউ অস্বীকার করে না। আর তারা নগণ্য। আলহামদুলিল্লাহ।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"[১২]।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও

আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

(১২) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৫৬।

খুৎবার বিষয়ঃ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান

<u>প্রথম খুৎবা</u>

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, এবং তাঁকে স্মরণ কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তার অবাধ্য হয়ে যেও না। এবং জেনে রাখ যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথমঃ তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস।

দ্বিতীয়ঃ তাঁর রুবুবিয়্যাতে বিশ্বাস।

তৃতীয়ঃ তাঁর উলুহিয়্যাতে বিশ্বাস।

চতুর্থঃ তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস।

আমি আজকের এই খুতবাতে আল্লাহর প্রতি রুবুবিয়্যাতের ঈমান নিয়ে আলোচনা করব।

আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে (প্রভুত্বে) বিশ্বাস করা মানে এটা বিশ্বাস করা যে একমাত্র আল্লাহই রব, তাঁর কোন অংশীদার বা সাহায্যকারী নেই। আর রব হচ্ছেন: সৃষ্টি, রাজত্ব ও আদেশ যার কাজ। অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া স্রষ্টা ও মালিক অথবা অধিপতি কেউ নয়। আল্লাহ যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় সেটা উল্লেখ করে বলেন:

﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾

অর্থ: (জেনে রাখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা)[১৩]।

তিনি আরো বলেন: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾

অর্থ: (তিনি আসমান ও যমীনসমূহের অস্তিত্বদাতা)[১৪]।

অন্যত্রে তিনি বলেন: ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾

অর্থ: (তিনি আকাশ ও যমীনসমূহের স্রষ্টা)[১৫]।

(১৩) সূরা আ'রাফ, আয়াত নং: ৫৪।
(১৪) সূরা বাকারা, আয়াত নং: ১৭৭।
(১৫) সূরা ফাতির, আয়াত নং: ১।

হে বিশ্বাসীগণ! আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল তেরোটি সৃষ্টিঃ যা হল আসমান, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, তারা, রাত ও দিন, মানুষ, পশুপাখি, বৃষ্টি, বাতাস, সমুদ্র এবং নদ-নদী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তার সৃষ্টিকে নিয়ে অনেক প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে সূরা জাসিয়ার শুরুতে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَكِيمِ ۝٢ إِنَّ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَأٓيَٰتٖ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٣ وَفِي خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٞ لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ۝٤ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزۡقٖ فَأَحۡيَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا وَتَصۡرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ ءَايَٰتٞ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ﴾

অর্থঃ "হা মীম। এ কিতাব মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত। নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য রয়েছে বহু নিদর্শন। আর তোমাদের সৃষ্টি এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে। আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশ হতে যে রিযক (পানি) বর্ষণ করেন, অতঃপর তিনি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে অনেক নিদর্শন রয়েছে, এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বোঝে)[১৬]।

আর রাজত্ব শুধু তারই এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا﴾

অর্থঃ "বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং দুর্দশাগ্রস্ততা থেকে বাঁচতে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন নেই। আর আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন"[১৭]।

আর আদেশ তাঁরই এর দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾

অর্থঃ (সৃজন ও আদেশ তাঁরই)[১৮]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

(১৬) সূরা জাসিয়া, আয়াত নংঃ ১-৫।
(১৭) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নংঃ ১১১।
(১৮) সূরা আ'রাফ, আয়াত নংঃ ৫৪।

অর্থ: “আমরা কোনো কিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমাদের কথা তো শুধু এই যে, আমরা বলি, ‘হও’; ফলে তা হয়ে যায়”[১৯]।

তিনি আরো বলেনঃ (তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তন করানো হয়)।

- **হে মুসলিমগণ! আদেশ হচ্ছে দুই প্রকার:**

(১) শারঈ আদেশ। (২) কাউনি (ক্ষমতাগত) আদেশ।

শারঈ বা দীনি আদেশ হচ্ছে- যা শরীয়ত ও নবুআতের সম্পর্ক। কেননা আল্লাহ তাঁর হিকমত অনুসারে যা শরীয়তের বিধি-বিধানের আদেশ করেন, আর যা ইচ্ছা রহিত করেন। আল্লাহ তা'আলাই মানুষের জন্য যে ইবাদত ও আমল উপযুক্ত ও লাভদায়ক তা বিধিবদ্ধ করেন। কারণ, তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, তাদের জন্য কী সঠিক তা বেশি জানেন এবং তাদের প্রতি সবচেয়ে দয়ালু।

আল্লাহর দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হচ্ছে- কাউনি (ক্ষমতাগত) হুকুম। এটি মহাবিশ্বের পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত। অতএব, মেঘের উড্ডয়ন, বৃষ্টি বর্ষণ, জীবন ও মৃত্যু জীবিকা ও সৃষ্টি, ভূমিকম্প, বিপর্যয় এড়ানো এবং মহাবিশ্বের ধ্বংস হওয়া, এই ধরনের যা কিছু মহাবিশ্বে ঘটে তার তিনিই আদেশ দেন। অতএব, আল্লাহ তা'আলা যখন এসব বিষয়ে কোনো আদেশ দেন, তখন তা ঘটতে বাধ্য এবং কেউ এর উপর জয়লাভ করতে পারে না এবং কেউ তা ঠেকাতেও পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (আমরা কোনো কিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমাদের কথা তো শুধু এই যে, আমরা বলি, ‘হও’; ফলে তা হয়ে যায়)। তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَآ أَمۡرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٞ كَلَمۡحِۭ بِٱلۡبَصَرِ﴾

অর্থ: “আর আমাদের আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের মত”[২০]।

অর্থাৎ, যখন আমরা কিছু ঘটাতে চাই, আমাদের জন্য শুধু একবার বলাই যথেষ্ট যে (হও) তারপর চোখের পলকে তা ঘটে, এক মুহূর্তও ঘটতে দেরি হয়না। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহর হুকুম দুই প্রকার: কাউনি বিধান এবং শারঈ বিধান। যার উপর ভিত্তি করে কিয়ামতের দিন পুরস্কার ও শাস্তির বিচার করা হবে।

এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

---

(১৯) সূরা নাহল, আয়াত নং: ৪০।
(২০) সূরা ক্বমার, আয়াত নং: ৫০।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

আল্লাহর বান্দারা! আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন যে, এটা জানা যায় না যে কোন মাখলুক আল্লাহর প্রভুত্বকে অস্বীকার করেছে, তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে অহংকারী এবং নিজেই সত্য কথা বলে না বলে যার বিশ্বাস। যেমনটি ফেরাউন করেছিল যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল: (আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব)।

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের কথা আরো বলেনঃ

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِى﴾

অর্থ: (আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে জানি না!)[২১]।

কিন্তু সে তার বিশ্বাসের কারণে এমন কথা বলেনি, বরং তা অহংকার ও দাম্ভিকতার কারণে এমন বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾

অর্থ: (আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল)[২২]।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় মুশরিকরা তাদের ইবাদতে আল্লাহকে শরীক করার সাথে সাথে আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকারও করত। তারা এটা বিশ্বাস করত আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, রিযিকদাতা এবং এই মহাবিশ্বের পরিচালনকারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহর সাথে শিরক করত। যেমন: প্রার্থনা, কুরবানী, মানত, সেজদা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা মূর্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করত এবং তাদের পূজা করত! ফলে তারা কাফের হয়ে যায় এবং আল্লাহর প্রভুত্বে তাদের বিশ্বাস তাদের কোন উপকারে আসেনি, কারণ তাওহীদ রুবুবিয়্যাত যেটাকে জরুরী করে তার প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল না। আর তা হচ্ছে তাওহিদ উলুহিয়্যাত। এবং এটা সর্বজনবিদিত যে তাওহীদ রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব স্বীকার করা) এর প্রতি শুধু বিশ্বাস ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তাওহিদ উলুহিয়্যাত (আল্লাহর জন্য শুধু ইবাদত খাস করা) প্রতি বিশ্বাস না রাখবে।

---

(২১) সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত নং: ৩৮।
(২২) সূরা নামল, আয়াত নং: ১৪।

মুশরিকরা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস রাখত তা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেনঃ

﴿قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٨٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۝٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٨٧ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ﴾

অর্থঃ "বলুন, 'যমীনে এবং এতে যা কিছু আছে এগুলোর মালিকানা কার? যদি তোমরা জান (তবে বল)।' অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্‌র।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?'

বলুন, 'সাত আসমান ও মহা-'আরশের রব কে?' অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' বলুন, 'কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান (তবে বল)।' অবশ্যই তারা বলবে, 'আল্লাহ্।' বলুন, 'তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদুকৃত হচ্ছো?)[২৩]।

তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও)।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

(২৩) সূরা মু'মিনুন, আয়াত নংঃ ৮৪-৮৯।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ আল্লাহকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা জরুরী

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না।

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আনুগত্য করো, তাঁর অবাধ্যতা করো না, এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন তা হল তাওহীদ, যা আল্লাহ্‌কে ইবাদত করার জন্য এককভাবে নির্দিষ্ট করা, এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক না করে। এবং এটি সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ (আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে)[২৪]।

আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ ভালবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক কর্ম ও হার্দিক বা মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেছেন: "নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, কথার সত্যতা, আমানত পূর্ণ করা, পিতামাতার সেবা করা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা এবং অন্যয় কাজে নিষেধ করা। কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ, প্রতিবেশী, এতিম, গরীব, পথিক ও দাস-দাসীর এবং জন্তুর প্রতি সদয়তা ও ইহসান করা, দোয়া, যিকর, তেলাওয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য সব কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

তিনি আরো বলেছেনঃ "অনুরূপভাবে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর জন্য দ্বীনের আন্তরিকতা, তাঁর আদেশের জন্য ধৈর্য ধারণ করা, তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁর আদেশের প্রতি সন্তুষ্টি, তাঁর প্রতি আস্থা, তাঁর রহমতের আশা ও শাস্তির ভয় এগুলোও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত"।

আল্লাহর বান্দাগণ! রসূলদের দাওয়াত ও আহ্বান এই শ্রেণীর তাওহীদের উপর নিবদ্ধ ছিল - অর্থাৎ তাওহীদে উলুহিয়্যাত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ﴾

অর্থঃ (আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর)[২৫]।

এবং সমস্ত রাসূলগণ তাদের সম্প্রদায়কে এটাই বলেছিলেন যেঃ

﴿ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ﴾

(২৪) সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নংঃ ৫৬।
(২৫) সূরা আম্বিয়া, আয়াত নংঃ ২৫।

অর্থঃ (হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই)[২৬]।

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ যে অন্য কেউ ছাড়া একাই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই মহাবিশ্বের রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্বে) তাঁর স্বতন্ত্রতা, এতে তাঁর কোন অংশীদার বা সাহায্যকারী নেই। রুবুবিয়্যাত এর মধ্যে রয়েছে সৃষ্টি, রাজত্ব, রিযিক দান, এবং ব্যবস্থাপনা। আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই, তিনি ছাড়া কোনো রিযিক প্রদানকারী নেই, তিনি ছাড়া কোনো মালিক নেই এবং তিনি ছাড়া কোনো শাসক নেই।

আল্লাহ তা'আলা যে, একাই স্রষ্টা তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾

অর্থঃ (আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বধায়ক)[২৭]।

এবং রাজত্ব তাঁরই তা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ﴾

অর্থঃ (তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব, আধিপত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়)[২৮]।

এবং আল্লাহ একাই রিযিকদাতা এর দলীল হলঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ﴾

অর্থঃ (নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই তো রিযিকদাতা, প্রবল শক্তিধর, পরাক্রমশালী)[২৯]।

সব ফায়সালা ও আদেশ আল্লাহরই এর দলীল হলঃ

﴿وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُ ٱلۡأَمۡرُ كُلُّهُۥ﴾

অর্থঃ (এবং তাঁরই কাছে সবকিছু প্রত্যাবর্তন করানো হবে)[৩০]।

সুতরাং এই মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা যেমন জীবন ও মৃত্যু, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, সম্পদ ও দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য ও রোগ, নিরাপত্তা ও ভয় এবং এই মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে তা একমাত্র মহান আল্লাহর নির্দেশেই হয়।

(২৬) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ৫৯।
(২৭) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ৬২।
(২৮) সূরা ফাতির, আয়াত নং: ১৩।
(২৯) সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং: ৫৮।
(৩০) সূরা হূদ, আয়াত নং: ১২৩।

হে মুসলমানগণ! তাওহীদ উলুহিয়্যাতের বিপরীত হল আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক করা। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার বানিয়ে দেওয়া। তাই সে তার ইবাদত করবে যেমন সে আল্লাহর ইবাদত করে, তাকে ভয় করবে যেমন আল্লাহকে ভয় করে, এবং কিছু ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করবে, যেমন সে আল্লাহর কাছে করে। যেমন যে ব্যক্তি কবরের ইবাদত করে, তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে, তাদের জন্য মানত করে, তাদের প্রদিক্ষণ করে, তাদের চৌকাঠে চুম্বন দেয় এবং তাদের কাছ থেকে বরকত কামনা করে, বিশ্বাস করে যে তারা রিযিক, উপকার বা ক্ষতি এবং অনুরূপ কাজ করে। এটি এমন একটি শিরকের কাজ যা বান্দার এই ঈমানকে ধ্বংস করে দেয় যে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٦٥ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعْبُدْ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ﴾

অর্থঃ (আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী কর হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিস্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত। বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন)[৩১]।

শিরক করার জন্য আল্লাহ বড় শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾

অর্থঃ (নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই)[৩২]।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا﴾

অর্থঃ (আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং এবং তারা নিজেদের অপকার কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আর মৃত্যু, জীবন ও উত্থানের উপরও কোনো ক্ষমতা রাখে না)[৩৩]।

(৩১) সূরা যুমার, আয়াত নংঃ ৬৫-৬৬।
(৩২) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নংঃ ৭২।
(৩৩) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নংঃ ৩।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ﴾

অর্থঃ (বলুন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ্ মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা আসমানসমূহে অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়, যমীনেও নয়। আর এ দু'টিতে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সহায়কও নয়। আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের রব কী বললেন?' তার উত্তরে তারা বলে, যা সত্য তিনি তা-ই বলেছেন 'আর তিনি সমুচ্চ, মহান)'।[৩৪]

এই যদি তাদের দেবতাদের অবস্থা হয়, তাহলে তাদের দেবতা হিসাবে গ্রহণ করা সবচেয়ে বড় মূর্খতা এবং সবচেয়ে বড় বাতিল।

আল্লাহর বান্দাগণ! শিরক বাতিল হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ: এই মুশরিকরা স্বীকার করত যে আল্লাহই একমাত্র রব ও স্রষ্টা যার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তাঁর বিপক্ষে কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না।

আর আল্লাহর রুবুবিয়্যাত স্বীকার করা এটা দাবি রাখে তাদের আল্লাহর উলুহিয়্যাতকেও স্বীকার করতে হবে।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

অর্থঃ (হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আসমানকে করেছেন ছাদ এবং আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। কাজেই তোমরা জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করিও না)[৩৫]।

(৩৪) সূরা সাবা, আয়াত নং: ২২-২৩।
(৩৫) সূরা বাক্বারা, আয়াত নং: ২১-২২।

সুতরাং এই কারণেই আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা সব কিছুই বাতিল ও মিথ্যা। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ﴾

অর্থঃ "এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান"[৩৬]।

এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

জেনে রাখুন যে, ইবাদতের ইবাদত মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ইবাদতে শিরক করে তা হল প্রার্থনার ইবাদত। কুরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠভাবে দুআ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং তা অন্য কারো জন্য করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾

অর্থ: "তোমরা বিনিতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক"[৩৭]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ﴾

অর্থ: "নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন, আর তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাক"[৩৮]।

(৩৬) সূরা হাজ্জ, আয়াত নং: ৬২।
(৩৭) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ৫৫।
(৩৮) সূরা আন-নামল, আয়াত নং: ৬২।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

অর্থ: "আর আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয় আমি অতি নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দিই। কাজেই তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাতে তারা সঠিক পথে চলতে পারে"[৩৯]।

তিনি আরো বলেন: ﴿وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ﴾

অর্থ: "আর আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ"[৪০]।

শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য দুআ নির্দিষ্ট করার বিষয়টি কুরআনে প্রায় তিনশো স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গীতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর নিকট একানিষ্ঠভাবে দুআ কর।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহবান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে"[৪১]।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে এসেছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"[৪২]।

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করে, বা তার কাছে সাহায্য চায়, বা তার জন্য মানত করে, বা তার জন্য কুরবানী করে, বা তার জন্য কিছু ইবাদত করে, সে তা

আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে গ্রহণ করল। সে একজন নবী, অলী, বাদশাহ, জিন, একজন মূর্তি বা যাই হোক না কেন।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ কোরআনের দুই স্থানে অন্যের দোয়া বাতিল ও অসত্য বলে ঘোষণা করেছেন। প্রথম স্থান হচ্ছে সূরা হজ্জ, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ﴾

অর্থ: "এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য"[৪৩]।

দ্বিতীয় স্থানটি হচ্ছে সূরা লোকমান, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(৩৯) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৬।
(৪০) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৩২।
(৪১) বুখারী, হাদিস নং: ৪৪৯৭, ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত।
(৪২) বুখারী, হাদিস নং: ৪৭৬১, মুসলিম, হাদিস নং: ৮৬, ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত।
(৪৩) সূরা হজ্ব, আয়াত নং: ৬২।

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ﴾

অর্থ: "এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য"[৪৪]।

হে ঈমানদারগণ! প্রার্থনায় শিরক পুরাতন যুগেও ঘটেছে এবং নতুন যুগেও ঘটেছে। তা মূল মুশরিকদের মধ্যেই হোক না কেন, যেমন খ্রিস্টানরা যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে ডাকে। বা ভারতীয় ধর্মের অনুসারীরা যারা গাভী পূজা করে এবং তাদের সাত দ্বারা তৈরিকৃত ও খোদাইকৃত মূর্তিকে ডাকে। এধরনের আরও অনেকের পূজা করে থাকে। অনুরূপভাবে, প্রার্থনায় শিরক ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন চরমপন্থী সুফিরা যারা তাদের শাইখদেরকে ডাকে এবং তাদের কাছ থেকে বরকত অর্জন করে। এবং শিয়া ও রাফিযাদের মধ্যেও ঘটে থাকে যারা আহলে বাইতেরকে ডাকে। সেই মত কবরবাসীদের মধ্যেও যারা কবরবাসীদেরকে ডাকে। তবুও তারা দাবি করে যে তারা মুসলমান, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসে! কিন্তু ইসলাম তাদের শিরক থেকে পবিত্র। আমরা অন্ধ অন্তর্দৃষ্টি থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আমরা আল্লাহর কাছে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও সুন্নাতের চিরস্থায়ী নিআমতের জন্য প্রার্থনা করি।

তাহলে জেনে রাখুন - আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"[৪৫]।

এবং নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়"[৪৬]।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শন্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু ধর্মের শত্রুদর ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

(৪৪) সূরা লুকমান, আয়াত নং: ৩০।
(৪৫) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৫৬।
(৪৬) আহমাদ (৪/৮), আলবানি ও মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির প্রতি ঈমান

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে ভয় করুন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুন। এবং মনে রাখবেন যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার ইসলামে একটি মহান স্থান ও মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে তাঁর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপক প্রশংসা করেছেন, যেমনটি আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

অর্থঃ "আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"[৪৭]।

তিনি আরো বলেনঃ (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)

অর্থঃ "আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"[৪৮]।

(৪৭) সুরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩৪।
(৪৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৯৬।

এ ধরনের অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এছাড়াও, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফের অনেক জায়গায় তাঁর রবের প্রশংসা এবং তাঁর মহিমা ও পরিপূর্ণতার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস বান্দার মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে, যার ফলশ্রুতিতে বান্দা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করে যাতে আল্লাহ খুশি হন। আর এটাই হল সত্য। যেমন কথিত আছে যে, (যে আল্লাহকে বেশি জানে সে তাকে বেশি ভয় করে)[৪৯]।

এই কারণেই যারা আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী জানে তারা আল্লাহকে বেশি ভয় পায়, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)

অর্থঃ "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই কেবল তাঁকে ভয় করে"[৫০]।

যেহেতু এটাই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব, সেহেতু শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তা পালন করা বান্দার উপর ওয়াজিব। অর্থাৎ যে নাম ও গুণাবলী আল্লাহ তাঁর কিতাবে প্রমাণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সুন্নাহতে যেভাবে প্রমাণ করেছেন, সেগুলো যেভাবে আল্লাহর মহিমা ও গৌরবের যোগ্য, সেভাবেই তা প্রমাণ করতে হবে।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য **দুটি শর্ত রয়েছেঃ**
প্রথম শর্ত হলোঃ সেগুলো যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ ও তাৎপর্য বোঝা উচিত, কোনো প্রকার বিকৃতি, অপব্যাখ্যা বা উপমা ছাড়াই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾

অর্থঃ "আর আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় মহোত্তম গুণাবলী"[৫১]।

অর্থাৎ তার জন্যই উত্তম ও পূর্ণ গুণাবলী রয়েছে। তিনি আরো বলেনঃ

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

অর্থঃ "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"[৫২]।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার দ্বিতীয় শর্ত হলো- কিতাব ও সুন্নাতে যেসব নাম ও গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর ওপরই নিবদ্ধ থাকা উচিত এবং এমন কোনো নাম ও গুণাবলি উদ্ভাবন করা উচিত নয় যা কিতাব ও সুন্নাহে উল্লেখ নেই।

(৪৯) এটি মুহাম্মাদ বিন নাসির আল-মারওয়াযী তার "তাযীমু কাদরিস সালাহ" (৭৮৬) গ্রন্থে আহমাদ বিন আসিম আল কানতাকি থেকে বর্ণনা করেছেন।
(৫০) সূরা ফাতির, আয়াত নং ২৮।
(৫১) সূরা আন-নাহল, আয়াত নংঃ ৬০।
(৫২) সূরা আশ-শূরা, আয়াত নংঃ ১১।

ইমাম আহমাদ বলেন: “আল্লাহ নিজের সম্পর্কে যা গুণ বর্ণনা করেছেন তার চেয়ে বেশি অন্য কোনো গুণ বর্ণনা করা যাবে না”[৫৩]।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনার বিপরীত হলো তার মধ্যে ইলহাদ (বিকৃতি) করা। অভিধানে “ইলহাদের” অর্থ ঝুঁকে পড়া। তাই যে কবরগুলো একদিকে ঝুঁকে থাকে সেগুলোকে “লাহদ” বলা হয়। কারণ, তা কবরের অন্তর্গত একদিকে ঝুঁকে পড়ে। এই ভিত্তিতে, নাম ও গুণাবলীর মধ্যে “ইহাদের” অর্থ হল, তার অর্থ ও মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে সেই সঠিক উপলব্ধি থেকে দূরে সরে যাওয়া যা আরবী ভাষা এবং সালাফগণের বুঝ ও ব্যাখ্যা দাবী করে।

ইলহাদের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, সেগুলির সবগুলিই হয় সঠিক অর্থকে এমন অর্থে পরিবর্তন করা যা উদ্দেশ্য নয়। অথবা এটিকে সম্পূর্ণ অর্থহীন করে তোলা, উভয়ই আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান নিয়ে আসার বিপরীত। আর এটা জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর প্রতি কোনো কিছু আরোপ করা। এটি এমন একটি বিদআত যার অনুগামীদের সালাফগণ কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এটি এমন একটি পাপ যার বিরুদ্ধে আল্লাহ শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

অর্থঃ “আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক, আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর; তাদের কৃতকর্মের ফল অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে”[৫৪]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا﴾

অর্থঃ “আর যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না; কান, চোখ, হৃদয়- এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে”[৫৫]।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ইলহাদের সবচেয়ে বিখ্যাত রূপ হল সেগুলোকে বিকৃত করা, অর্থাৎ তাদের অর্থগুলোকে প্রকৃত অর্থ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া যা আরবী ভাষা ও সালাফে সালেহীনগণের বুঝ দাবী করে। সালাফ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও যারা আন্তরিকতার সাথে তাদের অনুসরণ করেছেন। যে সাহাবীদগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জ্ঞান লাভ করেছেন তাদের বোধগম্যতা সম্পর্কে কি বলব! স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উৎকৃষ্ট হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

(৫৩) এটি কাযী আবু ইয়ালা “তাবাকুল হানবিলা” (১/৩৮৬) বর্ণনা করেছেন।
(৫৪) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৮০।
(৫৫) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৩৬।

হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী”[৫৬]।

সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ও ব্যাখ্যার পরিপন্থী সব ব্যাখ্যার আল্লাহর ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক নেই, বরং এটি দ্বীনে উদ্ভাবিত একটি বানোয়াট পদ্ধতি, এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিকৃতির একটি উদাহরণ হল আরশে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমুন্নত হওয়াকে ব্যাখ্যা করা যে, তিনি এর উপর কর্তৃত্ব করেন। আর এটাকে অস্বীকার করা হবে এর অর্থ হচ্ছে আরশে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে ইলহাদের একটি প্রকার হল সেগুলোতে “তাকয়ীফ” করা, অর্থাৎ আল্লাহর কোন গুণাবলীর প্রকৃতি ও ধরন খুঁজে বের করা। যা হারাম, কারণ আল্লাহ অস্বীকার করেছেন যে তার বান্দারা তার গুণবাচক নামের কোন প্রকৃতি ও ধরন জানতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

অর্থঃ “তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না”[৫৭]।

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর গুণাবলীর প্রকৃতি ও ধরন জানার ইচ্ছাকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সালাফে সালেহীন (রহঃ) যে ব্যক্তি এর প্রকৃতি ও ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছে তার কঠোর নিন্দা করেছেন। এক ব্যক্তি ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ)-এর কাছে এসে বলতে লাগলেন: হে আবূ আবদুল্লাহ! (রহমান আরশের উপর সমুন্নত), কেমন করে তিনি সমুন্নত হয়েছেন? বর্ণনাকারী বলেনঃ ইমাম মালিক মাথা নত করলেন এমনকি তিনি ঘামে ভিজে গেলেন, অতঃপর তিনি বললেন: “আরশে উঠার অর্থ সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ, এর অবস্থা ও প্রকৃতি মানুষের বোধগম্যতার বাইরে, এতে বিশ্বাস করা ওয়াজিব, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত। (তুমি আমার কাছে বিদ'আতী বলে মনে হচ্ছে) তাই তিনি তাকে বের করার নির্দেশ দিলেন”[৫৮]।

ইমাম মালিকের উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে উসাইমিন (রহ.) যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো: ইমাম মালিকের উক্তি হল আল্লাহর সকল নাম ও গুণাবলীর পরিমাপ ও মান। যারা আল্লাহর গুণাবলীর প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাদের প্রশ্ন করা বিদআত। কেননা সাহাবায়ে কেরাম সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী ছিলেন কল্যাণের জ্ঞান অর্জনে এবং যেসব গুণাবলী প্রমাণ করা আল্লাহর জন্য ওয়াজিব, তথাপি তারা কখনো আল্লাহর কোনো গুণাবলী নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে ইলহাদের একটি ধরন হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টিকুলের গুণের সাথে তাশবীহ তথা সাদৃশ্যবোধক করা। যেমন সৃষ্টিকুলের হাতকে আল্লাহর হাতের সাথে তাশবীহ দেওয়া নুআঈম বিন হাম্মাদ আল-খুযাঈ (রহঃ)-যিনি বুখারীর শিক্ষক বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির

(৫৬) বুখারী, হাদিস নং: ২৬৫২, মুসলিম ২৫৩৩, ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত।
(৫৭) সূরা ত্বহা, আয়াত নং ১১০।
(৫৮) বায়হাকী আল আসমা ওয়াস সিফাত (৮৬৬-৮৬৭)

সাথে তাশবীহ দেয় সে কাফের, এবং যে ব্যক্তি সেই গুণাবলী অস্বীকার করে যা আল্লাহ নিজের জন্য সাবস্ত করেছেন সে কাফের। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই"[৫৯]।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে কোন প্রকার বিকৃতি ছাড়াই বোঝা জরুরী যেভাবে সেগুলি অবতীর্ণ হয়েছে, এটি সেই বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটি যার উপর চার মাযহাব এবং অন্যান্যদের ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে। ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান আশ শায়বানী- যিনি ইমাম আবু হানিফার ছাত্র- তিনি বলেছেন: "পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল ইসলামী ফকীহগণ একমত যে, বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে যে কোরআন ও হাদিস আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তাতে আল্লাহর যে গুণাবলী রয়েছে, সেগুলো কোনো ব্যাখ্যা, বর্ণনা, বিকৃতি ও তাশবীহ ছাড়াই সেগুলোর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা জরুরী। যে কেউ এই গুণাবলীর মনগড়া কোন ব্যাখ্যা করবে সে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথের এবং জামায়াতে ইসলামিয়ার বাইরে। কারণ, তারা এই গুণাবলীর কোন মনগড়া ব্যাখ্যা করেননি, বরং কিতাব ও সুন্নাহতে যা বর্ণিত হয়েছে, সেসবের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন অতঃপর নীরব থেকেছিলেন"[৬০]।

ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন, "আমি আল্লাহর প্রতি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এবং রাসূলের প্রতি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঈমান এনেছি"[৬১]।

ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ "পবিত্র কুরআনে গুণবাচক নাম সম্বলিত যত আয়াত রয়েছে তার ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। আমি আল্লাহর ইচ্ছাই সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রেরিত সকল ব্যাখ্যা এবং তাদের বর্ণিত হাদীস অধ্যয়ন করেছি। আমি এই সম্পর্কে শতাধিক ছোট-বড় ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত আমি কোনো সাহাবীর সম্পর্কে পাইনি যে, তারা আল্লাহর গুণবাচক নাম সম্বলিত কোনো আয়াত বা হাদিসকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা এর সুপরিচিত অর্থ ও ব্যাখ্যার পরিপন্থী। পক্ষান্তরে, এই আয়াত ও হাদিসে উল্লেখিত গুণাবলীর

প্রমাণে তাদের থেকে অসংখ্য উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা এই গুণাবলীর মনগড়া ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা এবং খণ্ডন করে"[৬২]। তাঁর কথা এখানে শেষ হল।

ইবনে কাসীর (রহঃ) এই আয়াতের (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) তাফসীরে বলেন যে, "এই বিষয়ে মানুষের অনেক বক্তব্য ও মতামত রয়েছে। এই মুহূর্তে তাদের ব্যাখ্যা করা যাবে না বরং এক্ষেত্রে সালাফে সালেহীনদের পদ্ধতি অবলম্বন করা জরুরী, যেমন মালিক, আওযাঈ, সাওরী, লাইস ইবনে সাদ, শাফেঈ, আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহাওইয়া এবং তাদের মতো ইসলামের অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের। সেই পদ্ধতিটি হল যে, এই নাম ও গুণাবলীগুলি যেভাবে উল্লেখ হয়েছে সেভাবেই প্রমাণ করা জরুরী, তার মধ্যে কোন তাশবীহ, ব্যাখ্যা ও বিকৃতি করা যাবে না। এই নাম ও গুণাবলীর বাহ্যিক

(৫৯) আল উলু (৪৬৪)।
(৬০) শারহু ইতেকাদি আহলিস সুন্নাহ লালাকাঈ (৩/৪৮০)।
(৬১) ইবনু কুদামাহ যাম্মুল তাবিল (২২২)।
(৬২) মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৩৯৪)।

যে অর্থ তাশবীহকারীদের মনে আসে, তারা এই অর্থকে আল্লাহর সাথে অস্বীকার করে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

অর্থঃ "কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"[৬৩]

বরং সত্য হচ্ছে সেটাই যেটা নুআঈম বিন হাম্মাদ আল-খুযাঈ (রহঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তাশবীহ দেয় সে কাফের, এবং যে ব্যক্তি সেই গুণাবলী অস্বীকার করে যা আল্লাহ নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন সে কাফের। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে কোন সাদৃম্য নেই। অতএব, যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলীকে এমনভাবে প্রমাণ করে যা তাঁর মর্যাদা ও মহিমার যোগ্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অস্বীকার করে, তবে সে হেদায়াপ্রাপ্ত হবে"[৬৪]। তাঁর কথা এখানে শেষ হল।

আব্দুর রহমান বিন আল কাসিম আল মাক্কি (রহঃ) বলেছেন: "একজন মানুষের জন্য আল্লাহকে এমন একটি গুণের সাথে বর্ণনা করা ঠিক নয় যা আল্লাহ নিজের জন্য কুরআনে সাব্যস্ত করেননি। এবং তার হাতকে কোন কিছুর সাথে তাশবীহ দেওয়া যাবেনা না, বরং বলুন: তার দুটি হাত আছে, যেমন তিনি কুরআনে তার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এবং তার একটি চেহারা রয়েছে, যেমন তিনি তা নিজের বর্ণনা করেছেন"। আল্লাহ কুরআনে যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তার উপর নিবদ্ধ থাকা জরুরী। কারণ মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর কোন সাদৃশ্য নেই, বরং তিনি আল্লাহ, যাঁকে ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই। যেমন তিনি এই গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দুই হাত প্রসারিত, যেমন আল্লাহ কুরআনে তাঁর হাতের গুণ বর্ণনা করেছেন। এবং এই গুণও বর্ণনা করেছেন যে:

(وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ)

অর্থঃ "কিয়ামাতের দিন সমস্ত যমীন থাকবে তাঁর হাতের মুঠিতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে"[৬৫]। এখানে তাঁর কথা এখানে শেষ হল।

এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

(৬৩)সূরা আশ-শূরা, আয়াত নং: ১১।
(৬৪) উসুলুস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা-৪২।
(৬৫) সূরা যুমার, আয়াত নং: ৬৭।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

হে মুসলমানগণ! মানুষের মন, হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অর্থ জানার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন: (আল্লাহর) সুন্দর নাম এবং উচ্চ গুণাবলী, দাসত্ব ও ইবাদত এবং জীবনের বিষয়গুলির উপর সেই প্রভাব বিস্তার করে যা সৃষ্টি ও বিকাশের ক্ষেত্রে করে। প্রতিটি গুণেরই একটি বিশেষ দাসত্ব ও মর্ম রয়েছে, যার কারণে এটি জানা এবং এর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন এবং এই জিনিসটি হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত সকল প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে ব্যাপক। কাজেই লাভ-ক্ষতি, বরকত ও বঞ্চনা, সৃষ্টি ও রিযিক, জীবন-মৃত্যু প্রদানে আল্লাহ একা ও অদ্বিতীয়, এটা জানার সুফল এই যে, অভ্যন্তরীণভাবে, আল্লাহর উপর ভরসা করার বিশ্বাস জন্ম হয় এবং বাহ্যিকভাবে, আস্থার প্রয়োজনীয়তা ও ফল তার কাছে দৃশ্যমান হয়। বান্দার মহান আল্লাহর শ্রবণ, দৃষ্টি ও জ্ঞানের সাথে পরিচিত হওয়া এবং এটা জানা যে, আসমান ও যমীনের কোনো কিছুই তাঁর কাছ থেকে গোপন নেই এমনকি এক দানার পরিমাণও, তিনি গোপন ও দৃশ্যমান সব বিষয় জানেন, তিনি চোখ ও হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতা জানেন, এর গোপনীয়তাও জানেন, এটা জানার লাভ এটা হবে যে, একজন ব্যক্তি তার জিহ্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তরের চিন্তাকে আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করবে এবং এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে আল্লাহর কাছে প্রিয়ও পছন্দনীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত রাখবে। এর এটাও লাভ হবে যে, তার মধ্যে লজ্জা জন্ম নিবে এবং এই লজ্জা তাকে হারাম ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে। ঠিক একইভাবে আল্লাহর মহিমা, সম্মান ও গৌরবের সাথে একজন বান্দার পরিচিতি তার মধ্যে আত্মসমর্পণ, বশ্যতা, নম্রতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং তার জীবনকে এমন বাহ্যিক ইবাদতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে যা আল্লাহর সম্পর্কে জ্ঞান

অর্জনের ফলে হয়ে থাকে। একইভাবে আল্লাহর পূর্ণতা, মহিমা ও উচ্চ গুণাবলীর সাথে একজন বান্দার পরিচিতি তার মধ্যে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে যা ইবাদতের অবস্থানের সাথে নির্দিষ্ট। সেইমত, সমস্ত ধরণের ইবাদত তার নাম এবং গুণাবলীর প্রয়োজনীতার দিকে ফিরে আসে এবং তাদের সাথে সেভাবেই সম্পর্কিত যেভাবে সৃষ্টিকুল তাদের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশ এই মহাবিশ্বে তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ও চাহিদা। এখানে তাঁর কথা এখানে শেষ হল।

তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শন্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু ধর্মের শত্রুদর ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

হামদ ও সালাতের পর।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর"[৬৬]। অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না, এবং জেনে রাখ যে, ইসলাম ধর্মে ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের একটি মহান তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এটি ঈমানের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং তারা আল্লাহর এবং তাঁর সৃষ্টি রাসূল ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আর ফেরেশতারা অদৃশ্য জগতের মাখলুক। আল্লাহর ইবাদতকারী। তাদের উলুহিয়্যাত ও রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের কিছুই নেই। আল্লাহ তাদের নূর থেকে

(৬৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩২।

সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের তাঁর আদেশের সম্পূর্ণ আনুগত্য এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾

অর্থঃ "তারা (ফেরেশতাগণ) অমান্য করেনা তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয় তা-ই করে"[৬৭]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ﴾

অর্থঃ "আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকার-বশে তাঁর ইবাদাত করা হতে বিমুখ হয় না এবং বিরক্তি বোধ করে না। তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তারা ক্লান্তও হয় না"[৬৮]। ফেরেশতাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾

অর্থঃ "আর আপনার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না"[৬৯]। বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "অতঃপর বায়তুল মা'মূরকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মূর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করেন। এরা এখান হতে একবার বাহির হলে দ্বিতীয় বার ফিরে আসেন না"[৭০]।

- **হে ঈমানদারগণ, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস ছয়টি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত:**

প্রথম: ফেরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

দ্বিতীয়: তাদের ভালবাসা, এবং যে তাদের প্রতি শত্রুতা করে সে কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَجِبۡرِيلَ وَمِيكَىٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلۡكَٰفِرِينَ﴾

অর্থঃ "যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জিব্‌রীল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু"[৭১]।

---

(৬৭) সূরা আত-তাহরিম, আয়াত নং: ৬।
(৬৮) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ১৯।
(৬৯) সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত নং: ৩১।
(৭০) বুখারী, হাদিস নং (৩২০৭), মুসলিম, হাদিস নং (১৬৪)।
(৭১) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ৯৮।

তৃতীয়: যাদের নাম আমরা জানি তাদের প্রতি বিশ্বাস, যেমন জিব্রাইল, এবং যাদের নাম আমরা জানি না, আমরা তাদের প্রতি সাধারণভাবে বিশ্বাস করব।

চতুর্থ: তাদের নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তার প্রতি বিশ্বাস, যেমন জিব্রাইলের বৈশিষ্ট্য। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: যে তিনি তাকে সেই বৈশিষ্ট্যে দেখেছেন যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার ছয়শত ডানা ছিল যা আকাশের দিগন্তকে আবৃত করে রেখেছিল[৭২]।

এবং ফেরেশতা, আল্লাহর আদেশে, একজন মানুষেরও রূপ ধারণ করতে পারে। যেমনটি জিব্রাইলের সাথে হয়েছিল যখন আল্লাহ তাকে মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে একজন মানুষের রূপ ধারণ করেছিলেন। একইভাবে যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসেন যখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বসে ছিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত সাদা পোশাক পরা একজন লোকের আকারে তাঁর কাছে আসেন তার পরনের কাপড়-চোপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার চুলগুলো ছিল মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোন চিহ্নও তার মধ্যে দেখা যায়নি। আমাদের কেউই তাকে চিনেও না। অবশেষে সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে বসলো। সে তার হাটুদ্বয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে দিলো এবং দুই হাতের তালু তার (অথবা নিজের) উরুর উপর রাখলো।...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি জিবরীল। তোমাদের কাছে তিনি তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন[৭৩]। সেই মত যে ফেরেশতাদের ইব্রাহীম ও লুৎ (আঃ) নিকট পাঠিয়েছিলেন তাদের মানুষের রূপেই পাঠিয়েছিলেন[৭৪]।

আর ফেরেশতাদের সর্দার হচ্ছেন জীবরিল। তিনি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং সৃষ্টির দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ ١٩ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٍ ٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ﴾

অর্থঃ "যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন, সে সেখানে মান্য ও বিশ্বাসভাজন"[৭৫]।

যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে বলেনঃ

﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسۡتَوَىٰ﴾

অর্থঃ (তাকে শিক্ষা দান করেছেন প্রচন্ড শক্তিশালী, সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা । অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন[৭৬]। অর্থাৎ, যিনি মুহাম্মাদকে ওহী শিখিয়েছিলেন তিনি হলেন জিব্রিল, যাকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ আপাত ও অভ্যন্তরীণ শক্তিতে শক্তিশালী, আল্লাহ তাকে যা বাস্তবায়ন করতে

(৭২) বুখারী, হাদিস নং (৩২৩২, ৩২৩৩) এবং মুসলিম, হাদিস নং (১৭৪, ১৭৭) ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত।
(৭৩) মুসলিম, হাদিস নং: ৯, উমার বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত।
(৭৪) শারহু সালাসাতিল উসূল ইবনে উছাইমিন।
(৭৫) সূরা আত-তাকভীর, আয়াত নং: ১৯-২১।
(৭৬) সূরা নাজম, আয়াত নং: ৫ ও ৬।

আদেশ করেছেন তা পালনে শক্তিশালী, রসূলদের কাছে ওহী পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী। এবং শয়তানদের থেকে রক্ষা করা এবং এবং ওহীর মধ্যে কিছু ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী। এবং এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার ওহীর সংরক্ষণ করেছেন যে তিনি এই শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত ফেরেশতাকে রসূলের সাথে প্রেরণ করেছেন[৭৭]। অর্থাৎ, তিনি আপাত ও অভ্যন্তরীণ দোষ এবং অক্ষমতা থেকে সুরক্ষিত। আর তা এর জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের দাবি রাখে। এবং স্বাস্থ্য যা স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ তিনি শক্তি ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ"[৭৮]।

পঞ্চম: তাদের সৃষ্টিগত গুণাবলী সম্পর্কে আমরা যা জানি তাতে বিশ্বাস। এর মধ্যে রয়েছে লজ্জার বৈশিষ্ট্য। এর প্রমাণ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বলেছেন: "আমি কি সে লোককে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা পর্যন্ত যাকে দেখলে লজ্জা পান"[৭৯]।

আর ফেরেশতারা তা ঘৃণা করে যা মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন, হাদীসে এসেছে যে, "তারা এমন ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর বা মূর্তি থাকে"[৮০]।

সেই মত তিনি আদম সন্তান যা থেকে কষ্ট পায় ফেরেশতাদের তা থেকে কষ্ট পায়। যেমন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার পেঁয়াজ, রসুন খায় তাদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এবং সকল দুর্গন্ধ জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন ধূমপান। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন বা মূলা খাবে সে যেন আমার মাসজিদের কাছেও না আসে। কেননা মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায় মালাকগণও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়"[৮১]।

ষষ্ঠ: তাদের সাধারণ ও নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে আমরা যা জানি তাতে বিশ্বাস করা যা তারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সম্পাদন করেন। সাধারণ কাজ যেমন কোন ক্লান্তি বোধ ও অলসতা ছাড়াই দিনরাত

আল্লাহর প্রশংসা করা এবং ইবাদত করা। এবং তাদের মধ্যে কিছু ফেরেশতাদের বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছে , যেমন জিব্রাইল, যিনি আল্লাহর ওহী নিয়ে নবী ও রসূলদের কাছে আসেন। জিব্রীল ছাড়াও আরো কিছু ফেফরেশতা কিছু অহী নিয়ে নাযিল হন। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ ذِكۡرًا ۝٥ عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا﴾

অর্থঃ "অতঃপর তাদের, যারা মানুষের অন্তরে পৌঁছে দেয় উপদেশ। ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য"[৮২]। যেমন মিকাঈল যার উপর বৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আর যেমন শিংগায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা। এবং সর্বজনবিদিত যে তার নাম ইসরাফিল[৮৩], আর সূর এর অর্থ হচ্ছে শিংগা। হাদিসে এসেছে যে ফুঁ দেওয়া হয়, এবং তখনই কিয়ামত

---

(৭৭) দেখুন তাফসীর সাদী।
(৭৮) ইগাসাতুল লাহফান (২/১২৯)।
(৭৯) মুসলিম, হাদিস নংঃ ২৪০১, আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত।
(৮০) বুখারী (৩২২৫), মুসলিম (২১০৬), আবু তালহা থেকে বর্ণিত।
(৮১) মুসলিম, হাদিস নংঃ ৫৬৪, জাবির (রা:) হতে বর্ণিত।
(৮২) সূরা মুরসিলাত, আয়াত নংঃ ৫-৬।
(৮৩) সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতের তাফসীরে জারীর তাবারী এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আসার এবং সৃষ্টি পুনরুত্থিত হওয়ার সময় তিনি শিংগায় ফুঁক দিবেন[৮৪]। আর এই তিনজন হচ্ছেন ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের উপর এমন দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে যাতে জীবন রয়েছে। তাই জিব্রাইলকে সেই ওহীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে আত্মার জীবন রয়েছে, এবং মিকাঈলের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে বৃষ্টির যাতে পৃথিবীর জীবনে রয়েছে এবং ইসরাফিলকে শিংগায় ফুঁ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং এতে কিয়ামতের দিন দেহের জীবন হবে। ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে মৃত্যুর সময় আত্মা নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلۡ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلۡمَوۡتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ تُرۡجَعُونَ﴾

অর্থঃ "বলুন, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে"[৮৫]।

মৃত্যুর ফেরেশতাকে আযরাইল নামকরণটি কিতাব বা সুন্নাতেও প্রমাণিত হয়নি, তবে কুরআনে তাকে মৃত্যুর ফেরেশতা বলা হয়, যেমনটি আগের আয়াতে রয়েছে। আর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে মৃত্যুর ফেরেশতার সাহায্যকারীগণ রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۖ وَيُرۡسِلُ عَلَيۡكُمۡ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَهُمۡ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

অর্থঃ "আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকারী এবং তিনি তোমাদের উপর প্রেরণ করেন হেফাজতকারীদেরকে। অবশেষে তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমাদের রাসূলগণ তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ত্রুট করে না"[৮৬]।

এখানে রাসূলগণ থেকে ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে। আর তারা হচ্ছেন মালাকুল মাওতের সাহায্যকারী।

ফেরেশতাদের মধ্যে আছেন যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন, যিকরের মজলিস খোঁজে বেড়ান। এবং যদি তারা জ্ঞান ও যিকরের মজলিস খুঁজে পান, তারা ডাকেন ও মজলিস ঘিরে বসে থাকেন এবং নীচের আসমান পর্যন্ত তাদের ডানা ছড়িয়ে দেন[৮৭]। ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে গর্ভের ভ্রুণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতারা। যখন একজন মানুষ তার মাতৃগর্ভে চার মাস পূর্ণ করে, তখন আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে তার জীবিকা, তার আয়ু এবং তার কাজ লিখে রাখার নির্দেশ দেন যে সে নেককার হবে না হতভাগ্য[৮৮]। ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছেন যারা আদম সন্তানের আমল সংরক্ষণ ও

(৮৪) আবু দাউদ (৪৭৪২), তিরমিযী (৩২৪৪)।
(৮৫) সূরা সাজদাহ, আয়াত নং: ১১।
(৮৬) সূরা আনআম, আয়াত নং: ৬১।
(৮৭) বুখারী (৬৪০৮), মুসলিম (২৬৮৯)।
(৮৮) বুখারী (৩২০৮), মুসলিম (২৬৪৩), ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত।

লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তির দুইজন ফেরেশতা থাকে, একজন তার ডানদিকে এবং অন্যজন তার বাম দিকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾

অর্থঃ "যখন তার ডানে ও বামে বসা দু'জন ফেরেশতা পরস্পর (তার আমল লিখার জন্য) গ্রহণ করে"[৮৯]।

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ١٠ كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ١١ يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ﴾

অর্থঃ "আর নিশ্চয় নিয়োজিত আছেন তোমাদের উপর সংরক্ষকদল। সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে তোমরা যা কর"[৯০]।

ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছেন যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় যে মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা এবং তাকে তার রব, তার ধর্ম এবং তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা[৯১]।

ফেরেশতাদের মধ্যে জান্নাতবাসীদের খেদমতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা আছেন, জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ﴾

অর্থ: "আর ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছেন জাহান্নামের দায়িত্বের উপর অর্পিত ফেরেশতা, এবং তাদের প্রধান হল মালিক, আগুনের রক্ষক[৯২]। মহান আল্লাহ জাহান্নামীদের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

﴿وَنَادَوۡاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴾

অর্থঃ "তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালেক! তোমার রব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। সে বলবে, "নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী হবে"[৯৩]।

ফেরেশতাদের মধ্যে রয়েছে পাহাড়ের ফেরেশতা, যিনি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়িফে আক্রান্ত হওয়ার পর বলেছিলেন: "আপনি যদি চান তবে আমি তাদের দুটি পাহাড়ের মধ্যে চেপে দেব। নবী বললেন: না, বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোকদের বের করবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না"[৯৪]।

(৮৯) সূরা ক্বফ, আয়াত নং: ১৭।
(৯০) সূরা ইনফিতার, আয়াত নং: ১০-১২।
(৯১) দেখুন বুখারীর ১৩৭৪ নং হাদীস, আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিরমিযীর বর্ণনায় (১০৭১) তাদের নাম মুনকার ও নাকীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন।
(৯২) সূরা আর-রা'দ, আয়াত নং: ২৩।
(৯৩) সূরা যুখরুখ, আয়াত নং: ৭৭।
(৯৪) বুখারী হা: (৩২০৩১), মুসলিম হা: (১৭৯৫)।

কিছু ফেরেশতাগণ রয়েছেন যাদের মেঘ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجۡرٗا﴾

অর্থঃ "অতঃপর যারা কঠোর পরিচালক"[৯৫]

ফেরেশতাগণ মুমিনদের ভালোবাসেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ٱلَّذِينَ يَحۡمِلُونَ ٱلۡعَرۡشَ وَمَنۡ حَوۡلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَيُؤۡمِنُونَ بِهِۦ وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمۡ عَذَابَ ٱلۡجَحِيمِ ۝٧ رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡ جَنَّٰتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ۝٨ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ يَوۡمَئِذٖ فَقَدۡ رَحِمۡتَهُۥۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾

অর্থঃ "যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাঁর উপর ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের রব! আপনি দয়া ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আপনি তাদের রক্ষা করুন। হে আমাদের রব! আর আপনি তাদেরকে প্রবেশ করান স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকাজ করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর আপনি তাদেরকে অপরাধের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। সেদিন আপনি যাকে (অপরাধের) খারাপ পরিণতি হতে রক্ষা করবেন, তাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করবেন; আর এটাই মহাসাফল্য।"[৯৬]।

যারা নামাযের অপেক্ষায় থাকেন তাদের জন্যও ফেরেশতাগণ দুআ করেন[৯৭]। সেই মত যারা প্রথম কাতারে নামায আদায় করেন তাদের জন্যও ফেরেশতাগণ মাগফিরাতের দুআ করেন[৯৮]।

আর ফেরেশতাগণ আলেমদের জন্যও দুআ করেন। যেমন আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দো'আ করে থাকে[৯৯]।"

---

(৯৫) সূরা আস-সফ্‌ফাত, আয়াত নং: ২।
(৯৬) সূরা আল-গাফির, আয়াত নং: ৭-৯।
(৯৭) আবু দাউদ (৪৬৯), তিরমিযী (৩৩০), নাসাঈ (৭৩৩), ইবনে মাজাহ (৭৯৯), আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত।
(৯৮) আবু দাউদ (৬৭৪), তিরমিযী (৬৪৬), ইবনে মাজাহ (৯৯৭), আল বারা বিন আযিব থেকে বর্ণিত।
(৯৯) তিরমিযী (২৬৮৫)।

আর ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে যে তার ভাইয়ের প্রতি মরণাস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করবে। আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি (লৌহ নির্মিত) মরণাস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে যদিও সে তার আপন ভাই হয়[১০০]।

আর ফেরেশতাগণ ফজরের নামাযে মুমিনদের সাথে উপস্থিত হন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়[১০১]।

ফজরের নামাযকে কুরআন বলা হয়েছে কারণ এতে কিরআত লম্বা করা হয়[১০২]।

মোট কথা ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। এই পৃথিবী পরিচালনার অনেক দায়িত্ব আল্লাহ তাদের হস্তে অর্পিত করেছেন। তাই তাদের আল্লাহর বার্তাবাহক বলা হয়। কারণ তারা আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا أُوْلِىٓ أَجْنِحَةٍ ﴾

অর্থঃ "সকল প্রশংসা আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই, যিনি প্রেরণ করেন ফিরিশতাদেরকে যারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট"[১০৩]।

ফেরেশতাদের অহী, রুহ কবয, মেঘ পরিচালনা, আমল লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদির জন্য প্রেরণ করা হয়।

ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন, ফেরেশতাদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা হচ্ছেন আল্লাহর বার্তাবাহক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا ﴾ ﴿فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا﴾

অর্থঃ (এর পর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে), (অতঃপর কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের)।[১০৪]

আল্লাহ কুআনে তাদের বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করেছেন, যা আলোচনা করলে প্রসঙ্গ অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে"[১০৫]।

(১০০) মুসলিম (২৬১৬)।
(১০১) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৭৮।
(১০২) এটি ইবনে সাদী বলেছেন।
(১০৩) সূরা ফাতির, আয়াত নং: ১।
(১০৪) সূরা যারিয়াত (৪) ও সূরা নাযিয়াত (৫)।
(১০৫) আল জাওয়াবুস সহীহ (৬/২৫)।

তাদের কর্মের মাহাত্ম্যের জন্য আল্লাহ তাদের শপথ করেছেন। তিনি বলেনঃ

﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾

অর্থঃ "শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে"। এ দ্বারা তাদের মর্যাদা অনুধাবন করা যায়।

অনেক ফেরেশতা আছেন যারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য।

তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে অবনত মস্তকে সাজদায় পড়ে না আছে।)[১০৬]

চিন্তা করুন আকাশ এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সুবহানাল্লাহ।[১০৭]

এটি ফেরেশতাগণ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

তাই জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান মহান ফল দেয়, যার মধ্যে রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহর মহত্ত্ব, শক্তি এবং কর্তৃত্ব সম্পর্কে জ্ঞান। কারণ, সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্ব তাঁর সৃষ্টি দ্বারা বোঝা যায়।

দ্বিতীয়: আদম সন্তানদের যত্ন নেওয়ার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, কারণ তিনি এই ফেরেশতাদের তাদের রক্ষা করার জন্য এবং তাদের কাজ এবং অন্যান্য স্বার্থ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

---

(১০৬) আবু দাউদ (৪৬৯), তিরমিযী (২৩১২), নাসাঈ (৭৩৩), ইবনে মাজাহ (৪১৯০), আহমাদ (১৭৩৫), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(১০৭) বিস্তারিত জানার জন্য শারহুল আক্বিদা আত-তাহাবিয়্যাহ দেখুন।

তৃতীয়ঃ আল্লাহর ইবাদত করার জন্য ফেরেশতাদের ভালবাসা।

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন যে, আদম সন্তানদের মধ্যে নেককারগণ ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। এটি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের উক্তি, কারণ আদম সন্তানদের আকাঙ্খা রয়েছে যা তারা প্রতিরোধ করে। এবং তাদের একটি আত্মা আছে যা মন্দের দিকে নিয়ে যায়, এবং তাদের একটি শয়তান রয়েছে যে তাদের প্রলোভন দেয়, ফেরেশতাদের বিপরীত, তাই তারা আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য,এবং শাইতানও তাদের প্রলোভন দিতে পারে না। তাই আদম সন্তানদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর আনুগত্যে সৎ এবং নিজেকে সংযত রাখে সে ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিনে তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়"[১০৮]।
হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

(১০৮) আবু দাউদ (১০৪৭), নাসাঈ (১৩৭৩), ইবনে মাজাহ (১০৮৫), আ্হমাদ (৪/৮), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

সালাত ও সালামের পর!

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং নিজেকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং আল্লাহর এই আদেশ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: "আর আমি তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আদেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর"।[১০৯]

আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ! আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা হল ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও বিধি-বিধানের মৌলিক অংশ এবং ঈমানের তৃতীয় স্তম্ভ এবং আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক রসূলের সাথে একটি করে কিতাব পাঠিয়েছেন তাদের পথপ্রদর্শন করার জন্য। যাতে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

---

(১০৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩১।

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ﴾

অর্থ: "অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা"।[১১০]

আল্লাহ তা'আলা সম নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা জরুরী করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের নাযিল হয়েছে, এবং যা ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরদের প্রতি প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের নিকট হতে দেয়া হয়েছে । আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না । আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী'।[১১১]

- **হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস সাতটি বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত:**[১১২]

প্রথম: আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, যেমন আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾

অর্থ: রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর।[১১৩]

কিতাবগুলো ওহীর মাধ্যমে নাযিল হতো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পৃথিবীতে ওহী আনার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতার কাছে কিতাবগুলো ওহী করেছেন এবং তিনি হলেন জিব্রাইল (আঃ)। অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) প্রত্যেক নবীর প্রতি তার বিশেষ কিতাব ওহী করেন।

দ্বিতীয়: সেই বইগুলিতে বিশ্বাস করা যার নাম আমরা জানি এবং সেগুলি হল ছয়টি: ইব্রাহীম এবং মূসার সুহুফ, মূসার উপর নাযিলকৃত করা তওরাত, ইঞ্জিল যা ঈসা (আঃ) কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাবুর যা দাউদ (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল এবং কুরআন যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কোনো

(১১০) সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নং: ২৫।
(১১১) সূরা বাক্বারা, আয়াত নং: ১৩৬।
(১১২) দেখুন শারহু সালাসাতিল উসূল ইবনে উছায়মিন পৃষ্ঠা নং ৯৪।
(১১৩) সূরা বাক্বারা, আয়াত নং: ২৮৫।

কোনো আলেম বলেন, মূসা (আঃ) এর সুহুফ তাওরাতকে বোঝায় তাই কিতাবের নাম হবে পাঁচটি। আর যে সব কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়নি, আমরা সেগুলোর প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস করব।

তৃতীয়ঃ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার সাথে তৃতীয় যে বিষয়টি জড়তি তা হল নবীগণের উপর নাযিলকৃত মূল কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা, তাদের বিকৃত কিতাবসমূহে নয়। যেমন, আমরা তাওরাতকে বিশ্বাস করি যা আল্লাহ মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং আমরা ইঞ্জিলকে বিশ্বাস করি যা মারইয়াম (আ.)-এর পুত্র ঈসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং এটি আসল তাওরাত এবং আসল ইঞ্জিল, আর বর্তমানে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের হাতে যে বইগুলো আছে সেগুলো আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল নয় যা আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল করেছিলেন।

যদিও এই লোকেরা এই বইগুলির একই নাম দিয়েছিল, তবে এখন যে বইগুলো লোকদের হাতে রয়েছে সেগুলি সেই লোকদের লেখা যা তারা তাদের পূর্বসূরিদের কাছ থেকে শুনেছে এবং লিখেছে।

এবং সেগুলোর মধ্যে কিছু জিনিস সঠিক এবং কিছু জিনিস ভুল। পরবর্তীকালে লোকেরা এই লেখাগুলিকে মূল তাওরাত এবং ইঞ্জিলের সাথে যুক্ত করে।

তারপর বছরের পর বছর ধরে মানুষ এই বিশ্বাসের অনুসরণ করে। তাই এরা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেছে। যদিও এগুলি অবশ্যই আসল তাওরাত ও ইঞ্জিল নয়। এবং যখন পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবগুলি হারিয়ে গিয়েছে এবং সংরক্ষণ করা যায়নি, তখন আল্লাহ তা'আলার তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পবিত্র কুরআনসহ প্রেরণ করেন। এটিকে বিকৃত ও হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।[১১৪]

চতুর্থঃ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার সাথে চতুর্থ যে বিষয়টি জড়িত তা হলো- এসব কিতাবে যে সব খবর এসেছে সেগুলোকে সত্য হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে, যেমন কুরআনের খবর এবং একইভাবে পূর্ববর্তী কিতাবের খবর যা পরিবর্তনমুক্ত এবং অবিকৃতি। আর কুরআন এবং সুন্নাহ যা সত্য বা মিথ্যা বলে সাক্ষ্য দেয়নি, সেগুলোকে আমরা সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস অনুসরণ করে। তিনি বলেছে বলেছেনঃ "কিতাবধারী লোকেরা তোমাদের নিকট যা বলে, তাকে তোমরা সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না, বরং তোমরা বলবেঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। এমতাবস্থায় যদি ঐ কথাগুলো মিথ্যা হয়, তবে তোমাদের তা সত্য বলে বিশ্বাস করা হবে না, আর যদি তার কথা সত্য হয়, তবে তোমাদের অবিশ্বাস করা হবে না"।[১১৫]

(১১৪) সূরা হিজর, আয়াত নংঃ ৯।
(১১৫) আবু দাউদ (৩৬৪৪), আবু নামলা আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, শুয়াইব আল আরনাউত এটিকে হাসান বলেছেন। তবে এর মূল হাদীস আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বুখারীতে রয়েছে হাঃ (৪৪৮৫)।

পঞ্চম: বিষয় যা কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার একটি অংশ তা হল ঐ সকল কিতাবের হুকুম অনুসরণ করা যা রহিত হয়নি, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ﴾

অর্থ: "আল্লাহ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[১১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡ﴾

অর্থ: "এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন"।[১১৭]

এই বিধানগুলোর মধ্যে কিসাসেরও বিধান রয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ﴾

অর্থ: "আর আমরা তাদের উপর তাতে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম"।[১১৮]

এটি এমন একটি আদেশ যা আমাদের শরীয়ত অনুসরণ করা হয় কারণ আমাদের শরিয়ত এর বিরুদ্ধে আসেনি এবং এটি রহিতও হয়নি।

ষষ্ঠ: কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাসের সাথে জড়তি ষষ্ঠ বিষয় তা হল- এই বিশ্বাস করা যে এই সমস্ত বইগুলি কেবল একটি বিশ্বাসের দিকে আহ্বান করে এবং তা হল তাওহীদ, যা তিন প্রকার:

(১) তাওহীদ উলুহিয়্যাত।

(২) তাওহীদ রুবুবিয়্যাত।

(৩) নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ।

---

(১১৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ২৬।
(১১৭) সূরা আনআম, আয়াত নং: ৯০।
(১১৮) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৫।

সপ্তম: কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার একটি অংশ হল পবিত্র কুরআনকে বিশ্বাস করা যে, এটি পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উপর তদারককারী এবং এটি সকল কিতাবের রক্ষক, যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا﴾

অর্থ: "আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে"।[১১৯]

অর্থাৎ কুরআন সকল কিতাবের উপর অধিপতি। আর এ থেকে আক্বীদা এবং সেই সকল বিষয় ব্যতিক্রম যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বলেছেন: "সেই মত পবিত্র কুরআন। অতএব, কুরআনে আল্লাহ ও শেষ দিবস সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবে যে খবর এসেছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ব্যাখ্যা আর এসব বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করা হয়েছে। একইভাবে সকল নবী-রাসূলের নবুওয়াত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একই সাথে রসূলগণ যে সকল শরিয়ত সহকারে প্রেরিত হয়েছিলেন তা সংক্ষেপে স্বীকার করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন যুক্তি ও সুস্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে রসূল ও কিতাব প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে বিতর্ক করা হয়েছে। একইভাবে আল্লাহ তাদের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এবং কিতাব অনুসরণকারীদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের কথাও বলা হয়েছে। আর এসব কিতাবের মধ্যে যে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সাথে আহলে কিতাবরা যে অবৈধ কাজগুলো করেছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে আল্লাহর হুকুম যেগুলো এসব লোক লুকিয়ে রেখছিল তাও বর্ণনা করা হয়েছে। এবং কুরআন বর্ণনা করেছে সর্বোত্তম আইন-কানুন যা নবীগণ (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন এবং যার সাথে এই পবিত্র কুরআনও অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর উপর অনেক দিক দিয়েই প্রাধান্য লাভ করে। এবং এই কুরআন এই বইগুলির সত্যতার এবং এই বইগুলির বিকৃতির ও মিথ্যার সাক্ষী। আর যাদের জন্য আল্লাহ এসব কিতাবের হুকুম নিশ্চিত করেছেন তাদের জন্য এটি একটি বিচারক, আর আল্লাহ যে হুকুমগুলোকে বাতিল ঘোষণা করেছেন সেগুলো তাদের জন্য রহিত এবং এটি সংবাদের সাক্ষী এবং আদেশ প্রদানকারী"।[১২০]

তিনি আরও বলেছেন: "কুরআনের ক্ষেত্রে এটি বলা যাবে যে, একটি স্বাধীন গ্রন্থ এবং এর বিশ্বাসীদের অন্য কোন গ্রন্থের প্রয়োজন নেই"। এই বইটি পূর্ববর্তী সমস্ত বইয়ের গুণাবলীর সমন্বয় এবং এতে আরও অনেক গুণ রয়েছে যা অন্য বইগুলিতে পাওয়া যায় না। এ কারণেই এ কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী এবং তাদের সকলের উপর বিরাজ করছে। এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতাকে নিশ্চিত করে এবং সেগুলোর মধ্যে উল্টাপাল্টাগুলোকে বাতিল করে এবং আল্লাহ যে আদেশ রহিত করেছেন তা বাতিল করে দেয়। অতএব, এটি সঠিক ধর্ম প্রমাণ করে, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলির বেশি অংশ। এছাড়াও, এই বইটি পরিবর্তিত ধর্মকে বাতিল করে দেয় যা এই বইগুলিতে ছিল না এবং এই বইগুলিতে খুব কম

(১১৯) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।
(১২০) মাজমুউল ফাতওয়া (১৭/৪৪)।

জিনিসই রহিত করা হয়েছে, তাই প্রমাণিত ও কর্তৃত্বের দিক থেকে খুব কম রহিত করা বিধান রয়েছে"।[১২১]

- **হে মুসলমানগণ! আসমানী গ্রন্ত ছয়টি এ বিষয়ে একমত:**

১. সমস্ত কিতাব একই কথা বলে আর তা হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্য সকলের ইবাদত ত্যাগ করা, তা সে মূর্তি, ব্যক্তি, নবী, পাথর বা অন্য কিছু হোক না কেন। এই অর্থে নবীগণের ধর্ম একই এবং তা হল একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

২. যে বিষয়ে সমস্ত আসমানী কিতাব একমত তা হল ঈমানের মূলনীতিতে বিশ্বাস করা এবং তা হল আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালো বা মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

৩. যে বিষয়ে সমস্ত আসমানী কিতাব একমত তা হল, নামায, যাকাত, রোজা ও হজ্জের মতো নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা ওয়াজিব। কিন্তু কিছু কিছু ইবাদত বিভিন্ন ধরনের হয়, যাদের কাছে নবী প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের ধরণ অনুযায়ী। যেমন, তাওরাত নামাযের আদেশ দেয়, একইভাবে বাইবেল ও কুরআনেও এই আদেশ এসেছে, কিন্তু নামাযের শর্ত এবং তা পালনের সময় তিনটি ধর্মেই আলাদা। একইভাবে রোজা ইত্যাদি সম্পর্কেও একই কথা বলা যাবে।

শরীয়তের বিশদ বিধি-বিধানের ব্যাপারে এ ব্যাপারে সকল কিতাবই সাধারণভাবে একমত। যাইহোক, কখনও কখনও তা আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং তাঁর হিকমতের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিস্তারিতভাবে প্রথক হয়। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য শরীয়ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে যা উপযুক্ত মনে করেন তা বেছে নেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ﴾

অর্থ: "আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই"।[১২২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: ﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾

অর্থ: "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি"।[১২৩]

তাই কিছু বিশুদ্ধ খাবার রয়েছে যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন: যদিও কিছু বিশুদ্ধ খাবার আল্লাহ তার জ্ঞান ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে বানী ইসরাঈলের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন, যদিও সেগুলি আগে হালাল ছিল, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا﴾

(১২১) মাজমুইল ফাতওয়া (১৯/১৮৪-১৮৫)।
(১২২) সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত নং: ৬৮।
(১২৩) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং; ৪৮।

অর্থ: "সুতরাং ভালো ভালো যা ইয়াহুদীদের জন্য হালাল ছিল আমরা তা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম তাদের যুলুমের জন্য এবং আল্লাহর পথ থেকে অনেককে বাঁধা দেয়ার জন্য"।[১২৪]

৪. চতুর্থ জিনিস যার উপর সমস্ত আসমানী কিতাব একমত তা হল ন্যায় ও ইনসাফের আদেশ, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ﴾

অর্থ: "অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।[১২৫]

৫. পঞ্চম জিনিস যার উপর সমস্ত আসমানী কিতাব একমত তা হল পাঁচটি প্রয়োজনীয় জিনিস রক্ষা করার আদেশ; আর সেগুলো হলো: ধর্ম, বিশ্বাস, সম্পদ, সম্মান ও জীবন।

৬. ষষ্ঠ জিনিস যার উপর সমস্ত আসমানী কিতাব একমত তা হল সৎ আচরণের আদেশ এবং খারাপ আচরণের নিষেধ। যেমন, সকল বইয়ে পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণ, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় আচরণ, অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, গরীব-দুঃখীদের প্রতি দয়া ও মিষ্টি কথাবার্তা ইত্যাদি নির্দেশ করে। একইভাবে নিষ্ঠুরতা, অবাধ্যতা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, কারো ইজ্জত নিয়ে খেলা, গীবত, মিথ্যা কথা ও চুরি ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

এগুলি এমন কিছু বিষয় ছিল আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাস করার জন্য একটি লাভজনক ভূমিকার মতো।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

(১২৪) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৬০।
(১২৫) সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নং: ২৫।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কিতাব দুটি: তাওরাত এবং কুরআন। পবিত্র কুরআনে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে এই দুটি বই একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ তা উভয়ই সেরা কিতাব এবং তার শরীআহ সবচেয়ে সম্পূর্ণ শরীআহ।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এ কারণে আল্লাহ তাআলা একে অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং এ গ্রন্থে এমন অলৌকিক ঘটনা, বক্তব্য ও জ্ঞান রয়েছে যা অন্য গ্রন্থে নেই।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী যার মাধ্যমে আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে কথা বলেছেন, তারপর এটি ফেরেশতা জিব্রাইলের মাধ্যমে নবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, তারপর নবী এটি তাঁর সাহাবীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তারপর এটি মানুষের বুকের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছিল, তারপর পাতা এবং কাগজে সংরক্ষিত করা হয়েছে।

অতঃপর তা খলিফা উসমান বিন আফফানের খিলাফত আমলে একটি বইয়ে সংগ্রহ করা হয়। আর তা থেকে আজ সারা অসংখ্য কপি ছাপানো হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন যে,

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

অর্থ: "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণ কর"।[১২৬]

হে মুসলমানগণ! সর্বশেষ গ্রন্থ হল কুরআন[১২৭]। আল্লাহ তা'আলা তা অবতীর্ণ করার কিছু হিকমত উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে একটি হিকমত হল কুরআনের আয়াতের উপর চিন্তা ভাবনা করা যাতে জ্ঞানীরা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে তাকওয়া সঞ্চার করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ مُبَٰرَكٞ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَٰتِهِۦ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾

অর্থ: "এক মুবারক কিতাব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রহণ করে উপদেশ"।[১২৮]

---

(১২৬) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৯।
(১২৭) উল্লেখিত আয়াতের ক্ষেত্রে ইযইয়াউল বায়ান মূল কথা নেওয়া হয়েছে।
(১২৮) সূরা স্ব-দ, আয়াত নং: ২৯।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ أَوۡ يُحۡدِثُ لَهُمۡ ذِكۡرٗا﴾

অর্থ: "আর এভাবেই আমরা কুরআনকে নাযিল করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা এটা তাদের মধ্যে স্মরণিকার উৎপত্তি করে"।[১২৯]

পবিত্র কুরআন নাযিলের পিছনে আল্লাহর একটি হিকমত হল: মুত্তাকীদের প্রতিদানের সুসংবাদ দেওয়া এবং যারা অস্বীকার করে বিমুখ হয় তাদের শাস্তির প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرۡنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلۡمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوۡمٗا لُّدّٗا ﴾

অর্থ: "আর আমরা তো আপনার জবানিতে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে আপনি তা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে পারেন"।[১৩০]

পবিত্র কুরআন নাযিল করার হিকমত হল: মানুষের কাছে শরীয়াহর বিধান ব্যাখ্যা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ﴾

অর্থ: "আর আপনার প্রতি আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা করে"।[১৩১]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾

অর্থঃ "আর আমরা তো আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং যারা ঈমান আনে এমন সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ"।[১৩২]

পবিত্র কুরআন নাযিল করার ক্ষেত্রে আল্লাহর আরও একটি হিকমত হলঃ ঈমানদারদেরকে ঈমান ও হেদায়াতের উপর অবিচল রাখা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(১২৯) সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং: ১১৩।
(১৩০) সূরা মারইয়াম, আয়াত নং: ৯৭।
(১৩১) সূরা নাহল, আয়াত নং: ৪৪।
(১৩২) সূরা নাহল, আয়াত নং: ৬৪।

﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدٗى وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ﴾

অর্থঃ “বলুন, আপনার রবের কাছ থেকে রূহুল কুদুস- জিবরীল- যথাযথ ভাবে একে নাযিল করেছেন, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ”।[১৩৩]

কুরআন নাযিল করার ক্ষেত্রে আল্লাহর আরও একটি হিকমত হলঃ কুরআনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বিচার করা। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ﴾

অর্থঃ “আমরা তো আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি আল্লাহ আপনাকে যা জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা করতে পারেন”।[১৩৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই কুরআনে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে।

তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু‘আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি‘আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ

(১৩৩) সূরা নাহল, আয়াত নংঃ ১০২।
(১৩৪) সূরা আন-নিসা, আয়াত নংঃ ১০৫।

শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান (এক)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী, এবং সর্বোত্তম পন্থা হল মুহাম্মদের পথ, নিকৃষ্ট জিনিস হল দ্বীনে নব আবিষ্কার, এবং দীনে প্রতিটি নব আবিষ্কার উদ্ভাবন বিদআত, প্রতিটি বিদ'আত গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

১. হে মুসলমান! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেসজীব রাখো, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখো এটা তাঁর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত যে তিনি তাঁর রসূলকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন যাতে তাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী জিনিসের জ্ঞান তাদের নিকট পৌঁছে দেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার সুখ ও পরকালের মুক্তির পথ দেখান।

কেননা মানুষের যতই জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধি থাকুক না কেন, তাদের বুদ্ধি-বিবেক এমন একীভূত ও সাধারণ শরীয়তের নাগাল পেতে পারে না, যার দ্বারা উম্মাহর যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। কারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও সচেতন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির চাহিদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾

অর্থ: "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত"।[১৩৫]

(১৩৫) সূরা মুলক, আয়াত নং: ১৪।

অতএব, রাসূল হচ্ছেন আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও সৃষ্টির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾

অর্থ: "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন"।[১৩৬]

যেহেতু রসূলগণের অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উঁচু ও উন্নত ছিল, তাই তাদের প্রতি ঈমান আনাই ছিল সকল শরীয়ত দ্বীনের মূল ভিত্তি। ইসলামী শরীয়তেও তাদের একই অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে, যা জোর দিয়ে বলে যে রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ভিত্তি, তা ছাড়া বান্দার ঈমান সঠিক হতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾

অর্থ: "রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না"।[১৩৭]

২. রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম"।[১৩৮]

যেমন আনাস (রাঃ) থেকে শাফাআতের হাদীসে বর্ণিত আছে, "তোমরা নূহ (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনিই প্রথম রাসূল (আঃ) যাকে আল্লাহ জগৎবাসীর কাছে পাঠিয়েছেন"। (বুখারী ও মুসলিম)।

৩. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ রাসূল ও নবী বলে বিশ্বাস করা'।

(১৩৬) সূরা আয়িদাহ, আয়াত নং: ৬৭।
(১৩৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৮৫।
(১৩৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৬৩।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

অর্থ: "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী"।[১৩৯]

৪. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জাতিতে এমন কিছু রসূল প্রেরণ করেছেন যাদেরকে তাদের জাতির জন্য একটি স্থায়ী শরীয়ত ও আইন দিয়ে প্রেরিত করা হয়েছে, অথবা এমন একজন নবী প্রেরণ করা হয়েছে যার কাছে তার পূর্ববর্তী আইন প্রেরিত হয়েছে। যাতে নতুন করে তা প্রচার করেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

অর্থ: "আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর"।[১৪০] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

অর্থ: "আর এমন কোনো উম্মত নেই যার কাছে গত হয়নি সতর্ককারী"।[১৪১]

৫. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, রসূলদের বিধান ভিন্ন হলেও তাদের দাওয়াত এক ছিল, তা হল তাওহীদ উলুহিয়্যাতের দাওয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ﴾

অর্থ: "আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর"।[১৪২]

তিনি আরো বলেনঃ ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

অর্থ: "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে শরীয়ত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি"।[১৪৩]

৬. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে রসূলগণও মানুষ ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেছেন।

---

(১৩৯) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৪০।
(১৪০) সূরা নাহল, আয়াত নং: ৩৬।
(১৪১) সূরা ফাতির, আয়াত নং: ২৪।
(১৪২) সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং: ২৫।
(১৪৩) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।

তিনি তাদেরকে রসূলের দায়িত্ব পালন করার এবং এ পথে আসা কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বিশেষকরে উলুল-আযম রসূলদের এ ক্ষমতা অধিক পরিমাণে দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ٱللَّهُ يَصۡطَفِي مِنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلٗا وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾

অর্থ: "আল্লাহ্ ফিরিশতাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য থেকেও"।[১৪৪]

৭. রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে রসূলগণও মানুষ ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রভুত্বের বা উলুহিয়্যাতের কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, যিনি সকল রাসুলদের নেতা এবং যিনি আল্লাহর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মর্যাদা এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁকে বলেনঃ

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾

অর্থ: "বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই"।[১৪৫]

৮. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, রসূলগণও সে সব রোগে আক্রান্ত হন মানুষ যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয়, যেমন অসুস্থতা, মৃত্যু, খাদ্য ও পানী ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি তার রবের এভাবে গুণ বর্ণনা করেছেনঃ

﴿وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ۝٨٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ﴾

অর্থ: "আর তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন; আর তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন"।[১৪৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে)। (বুখারী ও মুসলিম)

৯. রাসুলদের প্রতি ঈমান আনার একটি দাবি হলো রাসূলগণকে আল্লাহর বান্দা বলে বিশ্বাস করা।

(১৪৪) সূরা হাজ্ব, আয়াত নং: ৭৫।
(১৪৫) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৮৮।
(১৪৬) সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত নং: ৭৯-৮১।

আল্লাহ তাঁর মনোনীত রসূলদের প্রশংসা করার সময়, আল্লাহ তাদের বান্দা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, তাই তিনি নূহ (আঃ) সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا﴾

অর্থ: "তিনি তো ছিলেন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা"।[১৪৭] ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ:)-সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ ﴾

অর্থ: "আর স্মরণ করুন, আমাদের বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা, তাঁরা ছিলেন শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী"।[১৪৮]

ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ) সম্পর্কে বলেনঃ

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ﴾

অর্থ: "তিনি তো কেবল আমারই এক বান্দা, যার উপর আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে বানিয়েছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত"।[১৪৯]

এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেনঃ

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا﴾

অর্থ: "কত বরকতময় তিনি! যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, সৃষ্টিজগতের জন্য সতর্ককারী হওয়ার জন্য"।[১৫০]

এ দ্বারা জানা যায় যে, তারা সকলেই আল্লাহর রসূল ও বান্দা ছিলেন, তাই তাদের জন্য কোন ইবাদত করা, দুআ করা, নামায পড়া, পশু জবাই করা, নযর ও মানত করা এবং সাজদাহর মত ইবাদত তাদের জন্য কর বৈধ নয়। বরং এ সকল ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। সমস্ত আসমানী শরীয়তে এ বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾

---

(১৪৭) সূরা ইসরা, আয়াত নং: ৩।
(১৪৮) সূরা সাদ, আয়াত নং: ৪৫।
(১৪৯) সূরা যূখরুখ, আয়াত নং: ৫৯।
(১৫০) সূরা ফুরকান, আয়াত নং: ১।

অর্থ: "আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ অহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর"।[১৫১]

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

১০. মনে রাখবেন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- যে রসূলদের উপর বিশ্বাস করার একটি দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ কিছু নবীকে অন্যদের উপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾

অর্থ: "আর অবশ্যই আমরা নবীগণের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদা দিয়েছি"।[১৫২]

সকল রাসুলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন উলুল-আযম রাসুল, তাদের সংখ্যা পাঁচটি, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের পবিত্র গ্রন্থে দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন। একটি সূরা আল আহয়াবে এবং অন্যটি সূরা সূরাতে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِيثَٰقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ﴾

অর্থ: "আর স্মরণ করুন, যখন আমরা নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং আপনার কাছ থেকেও, আর নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসার কাছ থেকেও"।[১৫৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۟ فِيهِ﴾

অর্থ: "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে, আর যা আমরা অহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না"।[১৫৪]

(১৫১) সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং: ২৫।
(১৫২) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং ৫৫।
(১৫৩) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৭।
(১৫৪) সূরা শূরা, আয়াত নং: ১৩।

হে ঈমানদারগণ! এগুলি হল রসূলদের প্রতি ঈমান আনার জন্য দশটি প্রয়োজনীয় বিষয়, যেগুলো জানা এবং সে সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা ঈমানদারের জন্য ফরজ, যাতে সে এসব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকে এবং ঈমানের পথে তার পা অব্যাহত থাকে। খুতবার সংক্ষিপ্ততার কথা মাথায় রেখে, আমরা পরবর্তী খুতবায় বাকি দশটি প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করব, ইনশা-আল্লাহ।

তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়"।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান (দুই)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لاإِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা হল মুহাম্মদের পথ। নিকৃষ্ট জিনিস হল দ্বীনে নব আবিষ্কার এবং দীনে প্রতিটি নব আবিষ্কার উদ্ভাবন বিদআত, প্রতিটি বিদ'আত গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীই জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমান! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেসজীব রাখো, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখো এটা তাঁর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত যে তিনি তাঁর রসূলকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন যাতে তাদের নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারী জিনিসের জ্ঞান তাদের নিকট পৌঁছে দেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার সুখ ও পরকালের মুক্তির পথ দেখান।

কেননা মানুষের যতই জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধি থাকুক না কেন, তাদের বুদ্ধি-বিবেক এমন একীভূত ও সাধারণ শরীয়তের নাগাল পেতে পারে না, যার দ্বারা উম্মাহর যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। কারণ মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু আল্লাহ প্রজ্ঞাময় ও সচেতন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টির চাহিদা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত, আল্লাহ বলেনঃ

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾

অর্থ: “যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত”।[১৫৫]

অতএব, রাসূল হচ্ছেন আল্লাহর শরীয়ত ও বিধান পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও সৃষ্টির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾

অর্থ: “হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন”।[১৫৬]

যেহেতু রসূলগণের অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উঁচু ও উন্নত ছিল, তাই তাদের প্রতি ঈমান আনাই ছিল সকল শরীয়ত দ্বীনের মূল ভিত্তি। ইসলামী শরীয়তেও তাদের একই অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে, যা জোর

(১৫৫) সূরা মুলক, আয়াত নং: ১৪।
(১৫৬) সূরা আয়িদাহ, আয়াত নং: ৬৭।

দিয়ে বলে যে রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের ভিত্তি, তা ছাড়া বান্দার ঈমান সঠিক হতে পারে না, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾

অর্থ: "রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহ্র উপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না"।[১৫৭]হে মুসলমানগণ! পূর্ববর্তী খুতবায় রসূলদের প্রতি বিশ্বাসের দশটি প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছিল এবং এই খুতবায় আমরা বাকি দশটি প্রয়োজনীতার বিষয়ে কথা বলব ইনশা-আল্লাহ।

১. হে ঈমানদারগণ! রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, সকল রসূলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন খলিল ইব্রাহীম ও খলিল মুহাম্মাদ (সাঃ)। কারণ, মহান আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রেরণ, তার খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানাননি। এটি ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তর। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের খলীল হওয়ার দলীল হচ্ছেঃ

﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبۡرَٰهِيمَ خَلِيلٗا﴾

অর্থ: "আর আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন"।[১৫৮]

আর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খলিল হওয়ার দলীল হচ্ছেঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি বন্ধু বানাতাম তাহলে আবূ বাকরকেই বন্ধু হিসেবে অগ্রাধিকার দিতাম। তবে তিনি আমার ভাই এবং আমার সঙ্গী আর তোমাদের সঙ্গীকে আল্লাহ তা'আলা (খলিল) বন্ধু বানিয়েছেন। (মুসলিম)

২. রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম একটি দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জন খলিলের মধ্যে সর্বোত্তম, কারণ আল্লাহ তাঁকে সমস্ত প্রাচীন ও নতুন সৃষ্টি এবং নবী ও অন্যান্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

অতএব, তিনি তাদের সকলের ইমাম ও নেতা। যেমন নবী নিজেই বলেছেন: "আমি বিচার দিবসে সমস্ত আদম সন্তানের নেতা হব"।[১৫৯]

এছাড়াও, আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অনেক নিদর্শন দিয়ে উন্নীত করেছেন যা অন্যান্য নবীদের অলৌকিকতার চেয়েও বেশি ছিল। অধিকাংশ লোক এই নিদর্শনগুলিতে বিশ্বাস করেছিল, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় নিদর্শন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিকতা হল পবিত্র কুরআন। এটাও জানা যায় যে,

(১৫৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নংঃ ২৮৫।
(১৫৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১২৫।
(১৫৯) মুসলিম, হাদিস নং (২২৭৮)।

নবীদের অলৌকিকতা তাদের মৃত্যুর সাথে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন একটি চিরন্তন অলৌকিক নিদর্শন।

সকল নবীর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্বের একটি দলীল হল যে, বিভিন্ন নবীকে যে সকল গুণাবলী প্রদান করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে সব গুণাবলী একত্রিত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া, আল্লাহর সাথে কথা বলা এবং নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তি। অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া- যা ভালবাসার সর্বোচ্চ স্তর- এ ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর খলিল এবং আল্লাহ তাঁর খলিল ছিলেন। তিনি এই বৈশিষ্ট্যে ইব্রাহিম (সাঃ)-এর সাথে শরিক ছিলেন।

একইভাবে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার বিষয়টি তো মিরাজের রাতে আল্লাহ তাঁর সাথে আকাশে কথা বলেছিলেন এবং তার উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল, আপনি এই বৈশিষ্ট্যে মুসা (আঃ)-এর সাথে শরিক ছিলেন।

আর নবুওয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারটি তো কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তার নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তাআলার এই বক্তব্যঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾

অর্থ: "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন"।[১৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ ﴿وَأَرۡسَلۡنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗا﴾

অর্থ: "আপনাকে আমরা মানুষের জন্য রাসূলরূপে পাঠিয়েছি"।[১৬১]

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত এই চারটি গুণ: আল্লাহর খলীল হওয়া, আল্লাহর সাথে কথা বলা, নবুওয়ত ও রিসালাত প্রাপ্তি, কখনোই কোনো নবীর মধ্যে একত্রিত হয়নি, এটাই প্রমাণ যে তিনি সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধ্যায়ে এটিও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে, কুরআনে যেসব নবীদের কথা বলা হয়েছে তারা সেই নবীদের চেয়ে উত্তম যাদের কথা কুরআনে বলা হয়নি। এর কারণ কুরআনের উচ্চ মর্যাদা। অতএব, আল্লাহ যে নবীদের কথা কুরআনে উল্লেখ করেছেন তারা তাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি।

৩. রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল সকল নবীকে কোন পার্থক্য ছাড়াই বিশ্বাস করা। এর বিপরীতটি হল কোন কোন নবীকে বিশ্বাস করা এবং অন্যকে বিশ্বাস না করা। এমনকি শুধুমাত্র একজন নবী হলেও কোন পার্থক্য করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর প্রতি ঈমান আনার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বলেছেনঃ

(১৬০) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং: ৬৭।
(১৬১) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৭৯।

﴿قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা আমাদের নাযিল হয়েছে, এবং যা ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তার বংশধরদের প্রতি প্রতি নাযিল হয়েছে, এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের নিকট হতে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণকারী"[১৬২]।

এই আয়াতের তাফসীরে: (আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না) ইবনে জারীর লিখেছেন: "এমন নয় যে, আমরা কিছু নবীকে বিশ্বাস করি এবং অন্যকে প্রত্যাখ্যান করি। কিছু নবীর প্রতি শত্রুতা দেখায় এবং অন্যদের প্রতি বন্ধুত্ব ও আনুগত্য দেখায়, যেমন ইহুদীরা ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি শত্রুতা দেখিয়েছিল এবং অন্যান্য নবীদের স্বীকার করেছিল। আর যেভাবে খ্রিস্টানরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করেছে এবং অন্যান্য নবীদের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাদের সকলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সত্য ও হেদায়েতসহ প্রেরিত আল্লাহর রাসূল ও নবী ছিলেন"।

৪. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হলো সেইসব রাসুলদের প্রতি ঈমান আনা যাদের নাম কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে ছাব্বিশ (২৬) জন নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে: আদম, নূহ, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাইল, দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, ইলয়াস, ইউনুস, ইয়াসা, লুত, ইদ্রিস, হুদ, শুআইব, সালেহ, যুল-কিফল, ইউসুফ, মুসা, হারুন, খিদর, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম।

হাদিসে একজন নবীর নামও উল্লেখ করা হয়েছে, যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তিনি হলেন ইউশা বিন নুন বিন ইফ্রাইম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম খলিল আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন নবী, মুসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি বনী ইসরাঈলের নেতা ছিলেন।

সংক্ষেপে, কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নবীর সংখ্যা ২৭।

যে সমস্ত নবীদের নাম আমরা জানি না, তাদের কথা আমরা সংক্ষেপে বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর এই বাণীতে তাদের ইঙ্গিত দিয়েছে:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ مِنۡهُم مَّن قَصَصۡنَا عَلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّن لَّمۡ نَقۡصُصۡ عَلَيۡكَ﴾

(১৬২) সূরা বাক্বারা, আয়াত নং: ১৩৬।

অর্থ: "আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেইনি"।[১৬৩]

৫. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর রাসূলের সংখ্যা ৩১৫ জন, যার মধ্যে সেই সব রাসুলও রয়েছে যাদের নাম কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে। আমরা অন্যান্য রাসূলদের নামের সাথে পরিচিত নই।

আবু উমামা (রাঃ) এর বর্ণনা দ্বারা তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আদম কি নবী ছিলেন?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, (আল্লাহ) তাঁকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং তার সাথে কথা বলেছেন। জিজ্ঞেস করা হল: তাঁর ও নূহের মধ্যে কত দূরত্ব ছিল?

তিনি বললেনঃ দশ শতক।

জিজ্ঞেস করা হল: নূহ এবং ইব্রাহিমের মধ্যে কত দূরত্ব ছিল?

তিনি বললেনঃ দশ শতক।

সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কতজন রাসূল ছিলেন?

তিনি বললেনঃ ৩১৫ জনের একটি বড় দল। (এটি হাকিম বর্ণনা করেন, যাহাবী বলেন এটি মুসলিমের শর্তে, আলবানী এটিকে সহীহাতে (২৬৬৮) সহীহ বলেছেন)।

৬. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল তাদের কাছ থেকে যা কিছু সত্য সংবাদ এসেছে তা বিশ্বাস করা। তাদের গল্প ও বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এসব গল্প পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং জীবনী ও ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছে। আহলে কিতাবদের কিতাবে রসূলদের ব্যাপারে যেসব ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং যেগুলো মুসলিমদের কিতাবসমূহের সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়, তাহলে সেসব ঘটনা বিশ্বাস করা বা অস্বীকার করা কোনো মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে এগুলো যদি মুসলমানদের কিতাবের বিরোধিতা থাকে তবে সে সময় সেগুলো অস্বীকার করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ হল নবী করীম (সাঃ)-এর হাদিসঃ "তোমরা আহলে কিতাবদের সত্যায়ন বা অস্বীকার করো না, বরং বল, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি।"[১৬৪] তাদের কাছে যে বইগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো হল আসল তাওরাত ও ইঞ্জিলের কথা যা আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন, বিকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল নয় যা বর্তমানে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের হাতে রয়েছে।

৭. রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে, তারা সেই বার্তা পৌঁছে উত্তমরূপে দিয়েছিলেন যা দিয়ে তারা তাদের জাতির কাছে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী প্রেরিত

(১৬৩) সূরা গাফির, আয়াত নং: ৭৮।
(১৬৪) বুখারী, ৭৩৬২ আবু হুরাইরাহ রাঃ হতে বর্ণিত।

হয়েছিলেন। তারা এই বার্তাটি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, যাদের কাছে তারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের কেউই এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেনি। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَهَلۡ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾

অর্থ: "রাসূলগণের কর্তব্য কি শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌছে দেয়া নয়?"।[১৬৫]

এইভাবে রাসূলগণ মানুষের অভিযোগ দূরকারী হিসেবে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا﴾

অর্থ: "সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[১৬৬]

৮. রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম শর্ত হল সেই সব অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনা যার দ্বারা আল্লাহ তাদের সমর্থন করেছেন। এই অলৌকিক ঘটনাগুলো যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবেও পরিচিত। এ থেকে সেই অলৌকিক নিদর্শন বুঝানো হয়েছে যা মহান আল্লাহ নবীদের হাতে তাদের নবুয়াতের প্রমাণ হিসাবে জারি করেন, যাতে তাদের বিষয়গুলি মানুষের জন্য বিভ্রান্তির কারণ না হয়। কারণ মানুষ যখন দেখে যে রসূলরা মানুষের ক্ষমতার বাইরের জিনিস দ্বারা সমর্থিত, তখন তারা বিশ্বাস করে যে তারা আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই তারা তাদের কথায় বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি ঈমান নিয়ে আসে এবং তাদের অন্তর দ্বীনের উপর অটল থাকে।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

৯. আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। রসূলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল তাদের আনুগত্য করা। কারণ, আল্লাহ রাসুলদেরকে শরিয়তসহ প্রেরণ করেছেন, তিনি প্রত্যেক রসূলের সাথে একটি করে শরিয়ত নাযিল করেছেন যাতে লোকেরা তাদের আনুগত্য করে এবং অনুসরণ করে। প্রতিটি শরীয়াতে এমন শিক্ষা ছিল যা মানুষের ঈমান, ইবাদত এবং নৈতিকতার সংস্কারের নিশ্চয়তা দেয়।

(১৬৫) সূরা নাহল, আয়াত নং: ৩৫।
(১৬৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৬৫।

আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইসলামের দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা সকল বিধানের চেয়ে উত্তম ও নিখুঁত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর আনুগত্যকে আল্লাহ নিজের আনুগত্য বলে ঘোষণা করেছেনঃ

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: "যে রাসূলের আনুগত্য করল সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করল"।[১৬৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ﴾

অর্থ: "তোমরা যদি রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে"।[১৬৮]

১০. রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবি হল এটা বিশ্বাস করা যে রসূলগণ সর্বদা বিজয়ী হন। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ﴾

অর্থ: "আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন, 'আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও'। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী।[১৬৯] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে, আর যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে"।[১৭০]

শানকিতী (রাহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে আল্লাহর রাসূলগণ সর্বদা তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকেন।

বিজয় দুই প্রকার: হুজ্জাত ও দলীল এবং তর্কের বিজয়। যা সকল রাসূলের জন্য প্রমাণিত। আরেকটি হল তরবারির বিজয়: যা বিশেষভাবে সেই সমস্ত রাসূলদের জন্য প্রতীয়মান হয় যাদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[১৭১]

এ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়্যার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: নবীগণ যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় অর্জন করেছিলেন তা সেই মুজাহিদদের ন্যায় যারা তাদের শত্রুকে পরাজিত করেছে। আর

(১৬৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৮০।
(১৬৮) সূরা আন-নূর,আয়াত নং: ৫৪।
(১৬৯) সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং: ২১।
(১৭০) সূরা গাফির, আয়াত নং ৫১।
(১৭১) আয ওয়াউল বায়ান।

নবীরা তরবারির মাধ্যমে তাদের প্রতিপক্ষের উপর যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তা সেই মুজাহিদদের ন্যায় যারা তাদের শত্রুকে হত্যা করেছিল।[১৭২]

তিনি আরো বলেনঃ এমন কোন নবী নেই যাকে জিহাদের ময়দানে হত্যা করা হয়েছে।[১৭৩]

হে ঈমানদারগণ! এগুলি হল রাসুলদের প্রতি ঈমান আনার বিশটি দাবি ও প্রয়োজনীয়তা, যেগুলো জানা ও বিশ্বাস করা মুমিনের জন্য ফরজ, যাতে সে এসব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকে এবং ঈমানের পথে তার পা অবিচল থাকে।

(১৭২) আন নুবুওয়াত পৃষ্ঠঃ (২০৯)।
(১৭৩) আল ফাতাওয়া।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (এক)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়দ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?" ।[১৭৪]

পরকালের দিনকে ইয়াইমুল মাআদ বলা হয়, কারণ এর পর আর কোনো দিন হবে না।

সুতরাং জান্নাতীরা তাদের জায়গায় চলে যাবে এবং জাহান্নামীরা তাদের আবাসস্থলে পৌঁছে যাবে। এই দিনটিকে কিয়ামতের দিনও বলা হয়। কারণ এই দিনে মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।

- **হে ঈমানদারগণ! শেষ দিবসে বিশ্বাসের সাথে ছয়টি বিষয় জড়িত:**

প্রথমটি হল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, **দ্বিতীয়টি:** হল কিয়ামতের দিনের ভয়বহতা, **তৃতীয়টি:** হল মাখলুকের পুনরুত্থান, **চতুর্থটি:** হল মানুষের হাশরের ময়দানে জমায়েত হওয়া, **পঞ্চমটি:** হল ভাগ্যের হিসাব-কিতাব এবং পুরস্কারও শাস্তি এবং **ষষ্ঠ:** বিষয় হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ।

১. আল্লাহর বান্দারা! শিঙ্গায় ফুঁক দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার খবর দেওয়া হবে। শিঙ্গা বলতে সেই শিঙ্গাকে বোঝায় যেখানে শিংগার ফেরেশতা অর্থাৎ ইসরাফিল- দু'বার ফুঁক দিবেন। প্রথম ফুঁকে সমস্ত

(১৭৪) সূরা আল-মূ'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

প্রাণী অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং মারা যাবে। ইসরাফেল (আঃ) ফুঁক দিতে থাকবেন যতক্ষণ না পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত মানুষ মারা যাবে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَا يَنظُرُ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيۡحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ﴾

অর্থ: "আর এরা তো কেবল অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দের, যাতে কোনো বিরাম থাকবে না"।[১৭৫] অর্থাৎ, এরপর তারা জ্ঞান ফিরে পাবে না এবং পৃথিবীতে ফিরে আসবে না।

অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, যার দ্বারা সমস্ত মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে দাঁড়াবে। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ﴾

অর্থ: "অতঃপর তা তো একটি মাত্র প্রচণ্ড ধমক... আর তখনই তারা দেখবে"।[১৭৬]

দেখা গেল যে প্রথম ফুঁকে জীবিতদের মৃত্যু ঘটবে এবং দ্বিতীয় ফুঁকে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। কুররআনে শিঙাকে নাকুর নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ﴾

অর্থ: "অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে"।[১৭৭]

২. শেষ দিবসে বিশ্বাস করার মধ্যে রয়েছে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পরে কিয়ামতের যে ভয়াবহতা ঘটবে তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। যেমন পৃথিবীতে ভূমিকম্প হওয়া। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا﴾

অর্থ: "যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে"।[১৭৮] আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِذَا رُجَّتِ ٱلۡأَرۡضُ رَجّٗا﴾

অর্থ: "যখন প্রবল কম্পনে যমীন প্রকম্পিত করা হবে যমীন"।[১৭৯]

কিয়ামতের ভয়াবহতার মধ্যে রয়েছে যে আকাশ ফেটে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

(১৭৫) সূরা সাদ, আয়াত নং: ১৫।
(১৭৬) সূরা সফফাত, আয়াত নং: ১৯।
(১৭৭) সূরা মুদাসসির, আয়াত নং: ৮।
(১৭৮) সূরা যিলযাল, আয়াত নং: ১।
(১৭৯) সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত নং: ৪।

﴿فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّهَانِ﴾

অর্থ: "যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন তা রক্তিম গোলাপের মত লাল চামড়ার রূপ ধারণ করবে"।[১৮০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَوۡمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلۡمُهۡلِ﴾

অর্থ: "সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত"।[১৮১]

সেদিন পর্বতগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা উড়ন্ত বালির মতো বা ধুনিত পশমের মতো হয়ে যাবে। এ দুটি গুণই প্রায় একই রকম, পাহাড় চূর্ণ হওয়ার কথা আল্লাহ তায়ালার এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

﴿وَتَكُونُ ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ﴾

অর্থ: "আর পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত"।[১৮২] সেই মত আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَكَانَتِ ٱلۡجِبَالُ كَثِيبٗا مَّهِيلًا﴾

অর্থ: "পর্বতসমূহ বিক্ষিপ্ত বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে"।[১৮৩]

সেদিন পাহাড়গুলোকে তাদের স্থান থেকে উপড়িয়ে ফলা হবে যতক্ষণ না তারা মরীচিকার মত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَسُيِّرَتِ ٱلۡجِبَالُ فَكَانَتۡ سَرَابًا﴾

অর্থ: "আর চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা"।[১৮৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُهَا جَامِدَةٗ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِۚ صُنۡعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إِنَّهُۥ خَبِيرُۢ بِمَا تَفۡعَلُونَ﴾

(১৮০) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৩৭।
(১৮১) সূরা মাআরিজ, আয়াত নং: ৮।
(১৮২) সূরা আল-ক্বারিয়াহ, আয়াত নং ৫।
(১৮৩) সূরা মুযাম্মিল, আয়াত নং: ১৪।
(১৮৪) সূরা আন-নাবা, আয়াত নং: ২০।

অর্থ: "আর আপনি পর্বতমালা দেখছেন, মনে করছেন, সেটা অচল, অথচ ওগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান। এটা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকেই করেছেন সুষম। তোমরা যা কর নিশ্চয় তিনি সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত"।[১৮৫]

কিয়ামতের ভয়াবহতার মধ্যে রয়েছে যে সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ﴾

অর্থ: "সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে"।[১৮৬]

সূর্যকে নিষ্প্রভ করার অর্থ হল এটিকে পাগড়ির মতো আবৃত করে ফেলে দেওয়া হবে, যার ফলে এর আলো অদৃশ্য হয়ে যাবে।[১৮৭]

কিয়ামতের ভয়াবহতার মধ্যে একটি হল নক্ষত্রগুলো ভেঙ্গে যাবে অর্থাৎ আকাশের উচ্চতা থেকে ভেঙ্গে একের পর এক পৃথিবীতে পতিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

﴿وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ﴾

অর্থ: "আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে"।[১৮৮]

কিয়ামতের ভয়াবহতার মধ্যে একটি হলো সমুদ্রে আগুনের গর্জন হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ﴾

অর্থ: "আর যখন সাগরকে অগ্নি-উত্তাল করা হবে"।[১৮৯]

আল্লাহ মহিমান্বিত, যাঁর হাতে প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾

অর্থ: "আমরা কোনো কিছুর ইচ্ছে করলে সে বিষয়ে আমাদের কথা তো শুধু এই যে, আমরা বলি 'হও' ফলে তা হয়ে যায়"।[১৯০]

(১৮৫) সূরা নামল, আয়াত নং: ৮৮।
(১৮৬) সূরা তাকভীর, আয়াত নং: ১।
(১৮৭) দেখুন তাফসীর ইবনে জারীর।
(১৮৮) সূরা তাকভীর, আয়াত নং: ২।
(১৮৯) সূরা তাকভীর, আয়াত নং: ৬।
(১৯০) সূরা আন-নাহল, আয়াত নং: ৪০।

৩. আখিরাতের ঈমানের মধ্যে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করাও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হল যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন মৃতদের জীবিত করা হবে।

পুনরুত্থান একটি প্রমাণিত বিষয়, কিতাব সুন্নাহ এবং মুসলমানদের ঐক্যমত এর দলীল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ تُبْعَثُونَ﴾

অর্থ: "এরপর তোমরা নিশ্চয় মরবে, তারপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে"।[১৯১]

তখন মানুষ খালি পায়ে এবং খালি শরীরে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তারা সবাই সুস্থ থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের যে দোষ-ত্রুটি ছিল, যেমন পঙ্গুত্ব ও অন্ধত্ব থেকে তারা মুক্ত হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ﴾

অর্থ: "সেদিন আমরা আসমানসমূহকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর; যেভাবে আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; এটা আমার কৃত প্রতিশ্রুতি, আর আমরা তা পালন করবই"।[১৯২]

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

৪. আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম শর্ত হলো হাশরের ময়দানে সৃষ্টিকুলের সমাবেশে ঈমান আনা। হাশর মানে সৃষ্টিকুলকে তাদের কবর থেকে উঠিয়ে হাশরের ময়দানে একত্র করা, এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

(১৯১) সূরা আল-মু'মীনুন, আয়াত নং: ১৫-১৬।
(১৯২) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ১০৪।

অর্থ: "আর তিনিই তোমাদেরকে যমীনে বিস্তৃত করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে।[১৯৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা হাশরের ময়দানে নগ্নপদে, নগ্নদেহে খাতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত হবে[১৯৪]।

সাহল ইবনু সা'দ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লোকেদেরকে কিয়ামাতের দিন ময়দার রুটির ন্যায় (গোল) লালচে সাদা জমিনের উপরে জমায়েত করা হবে। সেখানে কারো কোন বিশেষ নিদর্শন মওজুদ থাকবে না[১৯৫]।

এই দিনে মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও গবাদি পশু একত্রিত হবে। মানুষ ও পশুদের একত্রিত হওয়ার প্রমাণ হল পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাপকতা এবং গবাদি পশুদের একত্রিত হওয়ার দলীল আল্লাহর এই বাণীঃ

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ﴾

অর্থ: "আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মতো এক একটি উম্মত। এ কিতাবে আমারা কোনো কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রবের দিকে একত্র করা হবে"।[১৯৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ﴾

অর্থ: "আর যখন বন্য পশুগুলো একত্র করা হবে"।[১৯৭]

ফেরেশতাদের একত্রিত হওয়ার দলীল হচ্ছেঃ

﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا﴾

অর্থ: "আর যখন আপনার রব আগমন করবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও"।[১৯৮]

---

(১৯৩) সূরা আল-মু'মীনুন, আয়াত নং: ৭৯।
(১৯৪) বুখারী (৬৫২৬), মুসলিম (২৮৬০)।
(১৯৫) বুখারী (৩৩৬১)।
(১৯৬) সূরা আনআম, আয়াত নং: ৩৮।
(১৯৭) সূরা আত-তাকভীর, আয়াত নং: ৫।
(১৯৮) সূরা আল-ফাজর, আয়াত নং: ২২।

অতএব, ফেরেশতারা তাদের রবের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, কিন্তু তাদের হিসাব হবে না, কারণ এটি তাদের প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে যে তারা আল্লাহর আদেশগুলি মেনে চলেন এবং প্রভুর অবাধ্য হয় না। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের এই গুণটি উল্লেখ করেছেনঃ

﴿لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ﴾

অর্থ: "ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত তা-ই করে"।[১৯৯]

আল্লাহর বান্দারা! শেষ দিবসে বিশ্বাস করার জন্য এই চারটি প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হল। পরকালের প্রতি ঈমান সম্পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ না এই প্রয়োজনীয়তাগুলিও সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস না করা হয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগামী খুতবায় আলোচনা হবে ইনশা-আল্লাহ।[২০০]

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও

(১৯৯) সূরা তাহরীম, আয়াত নং: ৬।
(২০০) দেখুন সহীহ মুসলিম (২৮৬৪)।

আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন। সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের যুলকাদা মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (দুই)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: “তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না”।[২০১]

হে ঈমানদারগণ! পূর্ববর্তী খুতবায়, আমরা শেষ দিবসে বিশ্বাস করার জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছি যা হল:

শিঙায় ফুঁক দেওয়া, কেয়ামতের ভয়াবহতা, সৃষ্টিকুলের পুনরুত্থান এবং হাশরের মাঠে মানুষের সমাবেশ। আজকে ইনশা-আল্লাহ, আমরা হাশরের ময়দানে সংঘটিত হওয়া কিছু ঘটনার বিস্তারিত কথা বলব।

- **আল্লাহর বান্দারা! হাশরের ময়দানে চারটি ঘটনা ঘটবে:**

(১) মানুষ আতঙ্কিত থাকবে। এর দলীল হল সূরা আল হজ্জের শুরুতে আল্লাহ তাআলার এই বাণী:

(২০১) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡۚ إِنَّ زَلۡزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيۡءٌ عَظِيمٞ ١ يَوۡمَ تَرَوۡنَهَا تَذۡهَلُ كُلُّ مُرۡضِعَةٍ عَمَّآ أَرۡضَعَتۡ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمۡلٍ حَمۡلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَٰرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَٰرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٞ﴾

অনুবাদঃ "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার"।[২০২]

যেদিন তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেকগর্ভবতী তাদের গর্ভপাত করে ফেলবে; মানুষকে দেখবেন নেশাগ্রস্থের মত, যদিও তারা নেশাগ্রস্থ নয়, বরং আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

তার প্রচণ্ড তীব্রতার আলামত এই যে, মানুষের চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধি বিঘ্নিত হবে এবং কতদিন তারা এই পৃথিবীতে থেকেছে তা নির্ধারণ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে বলেন কেউ বলবে:

﴿إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا عَشۡرٗا﴾

অনুবাদঃ "দুনিয়াতে শুধু দশ দিন থেকেছি"।[২০৩]

আর কেউ বলবেঃ

﴿قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ فَسۡـَٔلِ ٱلۡعَآدِّينَ﴾

অনুবাদঃ তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন বা দিনের কিছু অংশ; সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন"।[২০৪]

অন্য আয়াাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقۡسِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٖۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤۡفَكُونَ﴾

অনুবাদঃ "আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হত"।[২০৫]

সেদিনের ভয়াবহতা এমন হবে মানুষ একে অপরের প্রতি গাফলতি করবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

---

(২০২) সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত নং: ১-২।
(২০৩) সূরা আত-ত্বহা, আয়াত নং: ১০৩।
(২০৪) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৩।
(২০৫) সূরা আর-রুম, আয়াত নং: ৫৫।

﴿يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤ وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ۝٣٥ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ۝٣٦ لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾

অনুবাদঃ সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান থেকে"।[২০৬]

সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে ।

আল্লাহর বান্দারা! কেয়ামতের দিন যারা ভয় পাবে তারা হবে পাপী মানুষ যেমন কাফির, বিদ'আতী, ও গুনাহগার মুমিন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ عَسِيرًا﴾

অনুবাদঃ "এই দিনটি কাফেরদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হবে"।[২০৭]

কিন্তু যাদের পূর্ণ ঈমান আছে তারা এতে ভয় পাবে না।

তারা হবে সেই লোকেরা যারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে এবং তার নিষেধ থেকে বিরত থেকেছে। অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাকে আখেরাতে নির্ভীক রাখবেন এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে নির্ভীক মনে করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন ভীত করবেন।

এটা আল্লাহর ন্যায় যে, তিনি বান্দাকে উভয় জগতে শাস্তি এবং উভয় জগতে ভয়ও দেন না। অতএব, যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহ তাকে বিচারের দিন ভীত করবেন। মহান আল্লাহ প্রকৃত মুমিনদের সম্পর্কে বলেন:

﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ﴾

অনুবাদঃ "মহাভীতি তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না"।[২০৮] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ﴾

অনুবাদঃ "সেদিন তারা শঙ্কা থেকে নিরাপদ থাকবে"।[২০৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىٓ ءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ﴾

অনুবাদঃ যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে সে কি শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে?।[২১০]

(২০৬) সূরা আবাসা, আয়াত নং: ৩৪-৩৭।
(২০৭) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং: ২৬।
(২০৮) সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং: ১০৩।
(২০৯) সূরা নামল, আয়াত নং: ৮৯
(২১০) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ৪০।

(২) হাশরের ময়দানে যে ঘটনা ঘটবে তার মধ্যে একটি হল সূর্য মানুষের কাছাকাছি হয়ে যাবে। এমনকি এক মাইল দূরে হবে[২১১]।

একটি উক্তি অনুযায়ী "মীল" শব্দ থেকে চোখে সুরমা লাগানোর শলাকা বুঝানো হয়েছে। আরেকটি উক্তি আছে যে এর অর্থ এক মাইল দূরত্ব, এটি বোঝানো হোক বা অন্যটি যেকোন অবস্থায় সূর্য খুবই কাছাকাছি আসবে।

যদি জিজ্ঞেস করা হয়: এমন কেউ কি থাকবে যে সূর্যের তাপ থেকে নিরাপদ থাকবে? তাহলে বলা হবে যে: হ্যাঁ, কিছু লোক থাকবে যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেদিন সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করবেন। তাদের মধ্যে সাত প্রকারের লোক থাকবেন যাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর (আরশের) ছায়াতলে রাখবেন। যেদিন এই সিংহাসনের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, এর অর্থ হল আল্লাহ যে ছায়া সৃষ্টি করবেন, সেটিই হবে আরশের ছায়া, যার দ্বারা বহু মানুষ সূর্য থেকে রক্ষা পাবে। সেই দিনে আল্লাহ আমাদেরকে সেই ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করুন। সেই সাত প্রকারের ভাগ্যবান লোক হচ্ছেঃ

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২. সে যুবক যার জীবন গড়ে উঠেছে তার প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে।

৩. সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

৪. সে দু' ব্যক্তি যারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর ওয়াস্তে, একত্র হয় আল্লাহর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্লাহর জন্য।

৫. সে ব্যক্তি যাকে কোনো উচ্চ বংশীয় রূপসী নারী আহবান জানায়, কিন্তু সে এ বলে প্রত্যাখ্যান করে যে, 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি'।

৬. সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা খরচ করে বাম হাত তা জানে না,

৭. সে ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহর যিকর করে। ফলে তার দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে।[২১২]

(৩) হাশরের ময়দানে যে দৃশ্যগুলো সংঘটিত হবে তার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, লোকেরা নবীর হাওযের নিকট আসবে, যা হবে মাহশরের ময়দানে।

এ থেকে সেই মুমিনদের পানি পান করানো হবে। যারা শরীয়তের উপর অটল ছিল। আর এই হাওয থেকে দুই ধরনের লোককে বিতাড়িত করা হবে:

(২১১) সহীহ মুসলিম, হা: (২৮৬৪)।
(২১২) বুখারী (৬৬০), মুসলিম (১০৩১), আবু হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত।

এক হল তারা যারা ইসলামের পরে ধর্মত্যাগ করেছে। যেমন নবীর মৃত্যুর পর যারা মুরতাদ হয়েছিল। আর তাদের মত এমন লোকও থাকবে যারা কিয়ামত পর্যন্ত ধর্মত্যাগের শিকার হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হবে বিদ'আতীরা। কথার বিদ'আত হোক বা আমলের। তাদেরকেও হাওয থেকে এমনভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হবে যেভাবে ঘাট থেকে অপরিচিত উটকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।[২১৩]

সে হাওযের পাত্র মেঘবিহীন আঁধার রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চাইতেও বেশী। সে সব পাত্র জান্নাতেরই পাত্র। যে ঐ পাত্র হতে পান করবে শেষ পর্যন্তআর তৃষ্ণার্ত হবে না। ঐ হাওযের মধ্যে জান্নাত হতে প্রবাহিত দু'টো নালার সংমিশ্রণ রয়েছে। যে লোক ঐ হাওয হতে পান করবে সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। সে হাওযের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান হবে। সে হাওযের প্রশস্থতা আম্মান থেকে আয়লার মাঝামাঝি ব্যবধানের সমতুল্য। তার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও বেশি মিষ্ট।[২১৪]

আল্লাহর বান্দারা! নবীর হাওয এখনও বিদ্যমান, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম! আমি এখনও আমার হাওযের দিকে তাকিয়ে আছি।

প্রত্যেকনবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "প্রত্যেকনবীর জন্য একটি করে হাওয হবে। আর এ নিয়ে তারা পরস্পর গর্ববোধ করবেন যে, কার হাওযে কত বেশি লোক অবতরণ করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আমার হাওযেই সবচেয়ে বেশী সংখক লোক আসবে।[২১৫]

এটি আল্লাহর প্রজ্ঞা এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর করুণার বহিঃপ্রকাশ। যাতে অতীতের মুমিনরাও তাদের অনুসরণকারী নবীদের হাওয থেকে পানি পান করতে পারে, যাতে তারা সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হয়।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

(৪) আপনার জানা উচিত (আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন) যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যে দৃশ্যগুলি উপস্থাপন করা হবে তার মধ্যে বড় সুপারিশও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তা এমনভাবে যে কিয়ামতের দিন মুমিন বা কাফির সকল মানুষ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। অতঃপর নবীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য সুপারিশ করার কথা বলবে যে, তারা যেন তাদের রবের কাছে হিসাব করা শুরুকরার কথা বলবে। যাতে সমস্ত মানুষ তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, হয় জান্নাতের সুখে বা জাহান্নামের। তবে,

(২১৩) মুসলিম, হাদিস নং: (২৩০২)।
(২১৪) বুখারী ও মুসলিম।
(২১৫) তিরমিযী (২৩৪৪), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন "সহীহা" (১৫৮৯)।

পাঁচজন নবী নবী তাদের সুপারিশ করতে রাজি হবেন না, তাঁরা হচ্ছেনঃ আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং ঈসা, তারপর ঈসা আঃ তাদেরকে মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে পাঠাবেন। তাই তারা তাঁর কাছে যাবে এবং তিনি বললেন বলবেন। আমিই এ কাজের জন্য। আমি তখন আমার রবের নিকট অনুমতি চাইব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য ইলহাম করা হবে যা দিয়ে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব। যেগুলো এখন আমার জানা নেই। আমি সেসব প্রশংসা বাক্য দিয়ে প্রশংসা করব এবং সাজদাহ্য় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার কথা শোনা হবে। চাও, দেয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।

অতঃপর তিনি আল্লাহর সামনে হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা বান্দাদের হিসাব-নিকাশ শুরু করার সুপারিশ করবেন। তখন আল্লাহ তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং তার সকল বান্দাদের মধ্যে হিসাব-নিকাশ শুরু করবেন, তারা মুমিন হোক বা কাফির। আদম থেকে শেষ বিচার দিবস পর্যন্তসকল বান্দার বিচার করবেন।

এটা সেই সুপারিশ যাকে আল্লাহ তা'আলা মাকামে মাহমুদ নামে অভিহিত করেছেনঃ

﴿عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا﴾

অনুবাদঃ আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।[২১৬]

এটি এমন একটি স্থান যা অর্জন করার পরে, কিয়ামতের দিন পূর্বে এবং পরে যারা আসবে তারা সবাই তাঁর প্রশংসা করবে এবং এর কারণে তার প্রতি আকাঙ্খা করবে। কারণ হিসাবের সূচনা করার জন্য সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর তাঁর অনুগ্রহ রইবে। তারা বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী, মানুষ হোক বা জ্বীন।

এই শাফায়াতের মাহাত্ম্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলেমগণ একে মহান শাফায়াত বলেছেন এবং কিয়ামতের দিন এটিই হবে প্রথম শাফায়াত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই যে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যেগুলো ঘটবে এই চারটি এমন দৃশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে। একজন মুসলমানের সর্বদা এই দৃশ্যগুলি মনে রাখা উচিত যাতে সে আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করতে ইচ্ছুক এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে।

(২১৬) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নংঃ ৭৯।

কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন। সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের যুলকাদা মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (তিন)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না"।[২১৭]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো: শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, আখিরাতে পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের সমাবেত হওয়া, এবং আজকে আমরা ইনশাল্লাহ বদলা এবং শাস্তি সম্পর্কে কথা বলব।

১. আল্লাহর বান্দারা! হিসাব ও কিতাব ও শাস্তি সত্য, যা কিতাব, সুন্নাহ ও মুসলমানদের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:

﴿إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ۝٢٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم﴾

(২১৭) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

অনুবাদ: নিশ্চয়ই তারা আমার কাছে ফিরে আসবে, তারপর তাদের জবাবদিহি করা আমার দায়িত্ব।[২১৮] তিনি আরো বলেনঃ

﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ﴾

অনুবাদঃ কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে। আর কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তার অনুরূপ প্রতিফলই দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।[২১৯]

এই আয়াতও উপরোক্ত বিষয়ের প্রমাণ করে:

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾

অনুবাদঃ আর কিয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব। আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।[২২০]

২. হিসাব কিতাব, পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া আল্লাহর হিকমত দাবি করে। কারণ আল্লাহ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, রসূল পাঠিয়েছেন এবং এই রসূলদের আনা বাণী গ্রহণ করা তাঁর বান্দাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছেন। যা ফরয তা অনুসরণ করতে হবে। এছাড়াও যারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ফরয এবং তাদের রক্ত, তাদের সন্তানদের এবং তাদের স্ত্রীদের রক্ত এবং তাদের ধন-সম্পদ হালাল করেছেন। যদি জবাবদিহিতা ও শাস্তি না থাকত, তাহলে এই শরীয়ত অকেজো ও অর্থহীন হয়ে যেত। যা থেকে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পবিত্র।

৩. আল্লাহর বান্দারা! দুই ধরনের হিসাব আছে: একটি হিসাব যা শুধুমাত্র উপস্থাপনা (কর্মের) করা।

দ্বিতীয় হিসাব হচ্ছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নেওয়া। এবং সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এর দলীল হল আয়িশাহ (রা:) কোন কথা শুনে না বুঝলে বার বার প্রশ্ন করতেন। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "(কিয়ামতের দিন) যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আয়িশাহ (রা:) বলেনঃ "আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি ইরশাদ করেননি, (তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে)"। (সূরাহ্ ইনশিক্বাক ৮৪/৮)।

তখন তিনি বললেনঃ তা কেবল হিসেব প্রকাশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[২২১]

(২১৮) সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত নং: ২৫।
(২১৯) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ১৬০।
(২২০) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ৪৭।
(২২১) বুখারী হা: (৬৫৩৭), মুসলিম হা: (২৮৭৬)।

এই দুই প্রকারের হিসাবের কথা ইবনে উমারের হাদীসে এই বর্ণিত আছে, সাফওয়ান ইবনু মুহরিব আল-মাযিনী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন আমি ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর মু’মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কী বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ! হে আমার প্রতিপালক। এভাবে তিনি তার কাছ হতে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব[২২২]। তারপর তার নেক আমলনামা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৪. এই দিনে মানুষের আমলগুলি দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে যাতে মানুষের মধ্যে আল্লাহর ন্যায় প্রকাশ পায়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾

অনুবাদঃ আর কিয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব। আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।[২২৩]

কেউ যদি প্রশ্ন করেঃ ভাল এবং খারাপ জিনিসগুলি যখন বস্তুগত জিনিস হয় তখন কীভাবে ওজন করা হবে?

তাহলে এর উত্তর হলঃ আল্লাহর কুদরতে আমলগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে রূপান্তরিত হবে। একইভাবে আমল ছাড়াও অন্যান্য বিষয়গগুলোও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ ধারণ করবে। যেমন মৃত্যুকে ধরুন, এটি বস্তুগত জিনিস নয়, বরং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে মেষের আকারে আনা হবে এবং জান্নাতের মাঝখানে হত্যা করা হবে। তারপর বলা হবেঃ হে জান্নাতবাসী! তোমাদের চিরকাল বেঁচে থাকতে হবে এবং কখনো মরবে না এবং হে জাহান্নামীগণ! তোমাদের চিরকাল বাঁচতে হবে, মরবে না[২২৪]।

আর কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, সকল মুমিন-অবিশ্বাসীর আমল কি ওজন করা হবে, নাকি শুধু মুমিনদের? তাহলে উত্তর হলঃ আখিরাতে শুধুমাত্র মুমিনদের আমলই ওজন করা হবে। তাই যদি কোন মুমিনের

(২২২) বুখারী হাঃ (২৪৪১), মুসলিম হাঃ (২৭৬৮)।
(২২৩) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নংঃ ৪৭।
(২২৪) বুখারী হাঃ (৪৭৩০), মুসলিম হাঃ (২৮৪৯)।

আমলে কোন গুনাহ না পাওয়া যায়। তাহলে তাকে শুরুতেই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যদি তার আমলনামাতে গুনাহ থাকে তাহলে তাকে সেই পাপের শাস্তি দেওয়া হবে। তারপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অথবা তাকেও শুরুতেই ক্ষমা করে কোন শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার কারণ হয় সুপারিশকারীদের সুপারিশ বা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া। কাফেরদের জন্য, তাদের আমল ওজন করা হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের প্রতিদান এই দুনিয়াতে স্বাস্থ্য, রিযিক বা প্রাচুর্য ইত্যাদির মাধ্যমে দিয়েছেন।

কিন্তু পরকালে যখন সে আল্লাহর মুখোমুখি হবে তখন তার জন্য জাহান্নামের শাস্তি ছাড়া কিছুই থাকবে না। সে দুনিয়াতে যতই ভালো কাজ করুক না কেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেনঃ

﴿أُولَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

অনুবাদঃ তাদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করেছিল আখিরাতে তা নিস্ফল হবে। আর তারা যা করত তা ছিল নিরর্থক।[২২৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَقَدِمۡنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَٰهُ هَبَآءٗ مَّنثُورًا﴾

অনুবাদঃ আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।[২২৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖۖ لَّا يَقۡدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيۡءٖۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ﴾

অনুবাদঃ যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের উপমা হল, তাদের কাজগুলো ছাইয়ের মত যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি।[২২৭]

অন্যত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(২২৫) সূরা হূদ, আয়াত নং: ১৬।
(২২৬) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং: ২৩।
(২২৭) সূরা ইব্রাহীম, আয়াত নং: ১৮।

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ﴾

অনুবাদঃ আর যারা কুফরী করে তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসা কাতর ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে থাকে। কিন্তু যখন সে সেটার কাছে আসে তখন দেখে সেটা কিছুই নয় এবং সে পাবে সেখানে আল্লাহ্কে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণমাত্রায় দেবেন। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী।[২২৮]

সংক্ষেপে কাফের ও মুনাফিকদের হিসাব তাদের ভালো-মন্দ কাজের তুলনা করার জন্য করা হবে না, বরং তাদের পাপ স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে এবং তাদের তিরস্কার করা হবে, যেমনটি ইবনে উমরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাদের কৃতকর্ম স্বীকার করতে বলা হবে এবং তা সম্পর্কে অবগত করা হবে। যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿هَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمۡۚ أَلَا لَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

অনুবাদঃ এরাই তাদের রবের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান! আল্লাহ্র লা'নত যালিমদের উপর।[২২৯]

এরপর তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ মুমিনের পাপ ঢেকে দেবেন এবং কাফেরদের (প্রকাশ্যে) অপমানিত করবেন।

৫. মুমিনগণ! হিসাব-নিকাশের একটি দৃশ্য এমন হবে যে, যখন লোকদেরকে হিসাব নেওয়ার জন্য ডাকা হবে, তখন তারা দুঃখে ও আতঙ্কে নতজানু হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٖ جَاثِيَةٗۚ كُلُّ أُمَّةٖ تُدۡعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾

অনুবাদঃ আর আপনি প্রত্যেক জাতিকে দেখবেন ভয়ে নতজানু। প্রত্যেক জাতিকে তার কিতাবের প্রতি ডাকা হবে, (এবং বলা হবে) 'আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা আমল করতে। এই আমাদের লেখনি, যা তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে সত্যভাবে। নিশ্চয় তোমরা যা আমল করতে তা আমরা লিপিবদ্ধ করেছিলাম।'[২৩০]

হে ঈমানদারগণ! সর্বপ্রথম বান্দার কাছ থেকে নামাযের হিসাব নেওয়াা হবে, নামায সঠিক হলে তার সকল আমল সঠিক হবে এবং এতে কোন ভুল থাকলে সকল আমল নষ্ট হয়ে যাবে[২৩১]।

---

(২২৮) সূরা আন-নূর,আয়াত নং: ৩৯।
(২২৯) সূরা হুদ,আয়াত নং: ১৮।
(২৩০) সূরা জাছিয়াহ, আয়াত নং: ২৮।
(২৩১) তাবরানী ফিল আওসাত (১৮৮০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহা: ১৩৫৮।

৬. মানুষের অধিকারের মধ্যে সর্বপ্রথম বান্দার মানুষ হত্যার হিসাব নেওয়া হবে। এর প্রমাণ হচ্ছে নবীর এই হাদিস: "কিয়ামতের দিন সবার আগে মানুষ হত্যার বিচার হবে"[২৩২]।

৭. সেদিন যদি কোন ব্যক্তি তার খারাপ কাজকে অস্বীকার করে, তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হাড় তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ফলে তার কান, তার চোখ এবং তার চামড়া তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝١٩ حَتَّىٰٓ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝٢٠ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

অনুবাদঃ আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে আগুনের দিকে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। আর তারা (জাহান্নামীরা) তাদের ত্বককে বলবে: 'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?' তারা বলবে: 'আল্লাহ্ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন'। আর তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা প্রর্তাবর্তিত হবে।[২৩৩]

আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

হাসান বসরী সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ হে আদম সন্তান! আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনার প্রতি ন্যায়বিচার করেছেন, যে আপনার নিজেকে জবাবদিহি করেছেন। ইবনে জারীর তাবারী উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে কাতাদার এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন: যে দিন দুনিয়াতে পড়তে জানত না সেও পড়তে শিখে যাবে।

৮. হে মুসলমানগণ! সেদিন সত্তর হাজার লোককে হিসাব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। তাদের হিসাব করা হবে না এবং তাদের শাস্তিও হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারা হবে পরিপূর্ণ ঈমানের লোক, যারা আল্লাহ তাদের জন্য যে সমস্ত কাজ ওয়াজিব করেছিল তা পালন করেছেন। তারা ভাল কাজ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ ও জঘন্য কাজগুলিকে এড়িয়ে চলেছিলেন।[২৩৪]

আবু ওমামা (রাঃ) হাদীসে এ অনুগ্রহ প্রাপ্ত লোকের সংখ্যা তার চেয়ে বেশি হবে বলে দলীল রয়েছে। আবূ উমামা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ আমার

---

(২৩২) বুখারী (৬৫৩৩), মুসলিম (১৬৭৮)।
(২৩৩) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ১৯-২১।
(২৩৪) বুখারী (৬৫৪১), মুসলিম (২২০), তিরমিযী (২৪৪৬) এবং আহমাদ (১/২৭১)।

প্রভু আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমার উম্মাতের মধ্যে সত্তরহাজার লোককে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যাদের কোন হিসাবও নেয়া হবে না এবং শাস্তিও প্রদান করা হবে না। আর প্রতি হাজারের সাথে থাকবে আরো সত্তরহাজার। আর আমার পরোয়ারদেগারের তিনমুঠি পরিমাণ[২৩৫]।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

৯. আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনার জানা উচিত যে মানব ও জিন উভয় মাখলুক হিসাব-নিকাশের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, জিনরাও রসূলের সম্বোধনকারী। যেমনটি জানা যায়, তারাও শরীয়ত পালনে বাধ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের আগে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর'।[২৩৬]

সেই মত আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের হুর সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٞ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنّٞ﴾

অর্থ: এদেরকে এর আগে কোনো মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।[২৩৭]

১০. আল্লাহর বান্দারা! সেদিন আল্লাহ তায়ালা গবাদি পশুদেরকে একে অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে বাধ্য করবেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিতে হবে। এমনকি শিং বিশিষ্ট বকরী থেকে শিং বিহীন বকরীর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে[২৩৮]।

অর্থাৎ শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ নেওয়া হবে সেই শিংওয়ালা ছাগলের দ্বারা যেটি তাকে দুনিয়ায় মেরেছে। মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর ন্যায় ও প্রজ্ঞা দ্বারা আমাদের বিস্মিত করেছেন

(২৩৫) তিরমিযী (২৪৩৭), আলবানি এটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহা: ১৯০৯।
(২৩৬) সূরা আ'রাফ, আয়াত নং: ৩৮।
(২৩৭) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৫৬।
(২৩৮) মুসলিম হা: (২৫৮২)।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই দশটি বিষয় যা বিচার দিবসে হিসাব ও শাস্তির প্রতি বিশ্বাসের সাথে জড়িত। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন যারা তাদের আমল ডান হাতে পাবে এবং তাদের হিসাব সহজ হবে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (চার)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: “তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না”।[২৩৯]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, মাখলুকের উত্থান হাশরের ময়দানে মানুষের জমায়েত হওয়া এবং হিসাব-কিতাব।

আজ ইনশা-আল্লাহ, আমরা সেই জান্নাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব যা আল্লাহ মুমিনদের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

১. জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাস করা শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার একটি অংশ এবং এ দুটি মাখলুকের চিরস্থায়ী আবাস। জান্নাত হল নিয়ামতের আবাস, যা আল্লাহ তায়ালা সেই সকল মুমিন ও পরহেজগার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা আল্লাহর প্রতিটি আদেশ পালন করে যার প্রতি ঈমান আনা আল্লাহ ফরজ করেছেন এবং একইভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করেন।

(২৩৯) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

আর জান্নাতের অভ্যন্তরে রয়েছে নানা ধরনের নিয়ামত যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং তাদের অন্তরে এর কোন চিন্তাও প্রবেশ করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ۝٧ جَزَآؤُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাদের রবের কাছে আছে তাদের পুরস্কার: স্থায়ী জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটি তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।[২৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

অনুবাদঃ "অতএব কেউই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ"।[২৪১]

২. হে ঈমানদারগণ! জান্নাতে একশতটি বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সুতরাং উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-যমীনের সমান ব্যবধান বর্তমান। ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত। সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহ তা'আলার) আরশ স্থাপিত। তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে।[২৪২]

৩. হে মুসলমানগণ! জান্নাত একটি বাগানের নাম নয়, বরং অনেকগুলো বাগানের সমন্বয়ে গঠিত। একইভাবে এর নেয়ামত এক নয়, বরং এর স্তর ভিন্ন ও পৃথক এবং জান্নাতবাসীরাও তাদের নেক আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্তরে থাকবে। সুতরাং দুটি জান্নাত এবং তার মধ্যে থাকা সমস্ত বিলাসিতা সোনার এবং দুটি জান্নাত এবং তার সমস্ত বিলাসিতা রূপার। যেমন প্রথম দুটি জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾

অনুবাদঃ আর যে তার রবের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।[২৪৩]

অতঃপর এ দু'টি উদ্যান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বলেন যা উপরোক্ত বাগানের তুলনায় নিয়ামতের দিক থেকে কিছুটা কম। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

---

(২৪০) সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত নং: ৭-৮।
(২৪১) সূরা সাজদাহ, আয়াত নং: ১৭।
(২৪২) আহমাদ (৫/৩১৬), মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।
(২৪৩) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৪৬।

﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ﴾

অনুবাদঃ “এ উদ্যান দুটি ছাড়াা আরো দুটি উদ্যান রয়েছে”।[২৪৪]

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এই দুটি আয়াতের তাফসীরে আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ “দুটি সোনার বাগান নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য এবং রৌপ্যের দুটি বাগান ডান হাত বিশিষ্টদের জন্য”।

কায়স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সবকিছুই হবে রূপার। আর দু'টি জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভিতরের সবকিছুই হবে সোনার। জান্নাতে আদ্নে তাদের ও তাদের রবেবর দর্শনের মাঝে তাঁর চেহারার উপর অহঙ্কারের চাদর ব্যতীত আর কোন কিছু আড়াল থাকবে)[২৪৫]।

৪. হে আল্লাহর বান্দাগণ! নৈকট্যপ্রাপ্ত ও ডান হাত বিশিষ্টদের মধ্যে পার্থক্য এখানে স্পষ্ট করা উচিত বলে মনে হয়। সুতরাং নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদেরকে বোঝায় যারা ওয়াজিব পালন করে এবং অবাধ্যতা ও মন্দ কাজ এড়িয়ে চলে। আর ডান হাত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (যাদের আবরারও বলা হয়) তারাও ওয়াজিব পালন করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু তারা নফল পালনের প্রতি সম্পূর্ণ আগ্রহী নয় এবং কখনও কখনও তারা মাকরূহ কাজেও করে ফেলে।

তবে হ্যাঁ! অবাধ্যতা থেকে উভয় দলের লোকই, তা কবীরা গুনাহ হোক বা সগীরা হোক, সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে এবং এ সকল লোক তওবা করতে তাড়াতাড়ি করে এবং এতে করে তাদের অবস্থা আগের চেয়েও ভালো হয়। তবে পুরস্কারের দিক দিয়ে আবরারের চেয়ে নৈকট্যপ্রা দের কারণ স্পষ্ট।

তাই নৈকট্যপ্রাপ্তরা আল্লাহর আনুগত্য পালনে ও নাফরমানি পরিহারে মহান দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। একইভাবে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের দায়িত্ব গ্রহণ করে, জিহাদ, দান-খয়রাতের মাধ্যমে, দুই ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন, মসজিদ নির্মাণ এবং সক্রিয়ভাবে ভাল কাজে অংশগ্রহণ করে অন্যদের জন্য লাভদায়ক ও উপকারী হন। আর আবরারগণ উপরোল্লিখিত বিষয়ে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবরারদের উপর নৈকট্যপ্রাপ্তদের শ্রেষ্ঠেত্বের একটি কারণ হল, আল্লাহ তায়ালা নৈকট্যপ্রাপ্তদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾

অর্থঃ “সেসখানে তাদেরকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে”।[২৪৬]

আর আবরারদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ﴾

(২৪৪) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৬২।
(২৪৫) বুখারী হা: (৭৪৪৪), মুসলিম হা: (১৮০)।
(২৪৬) সূরা কাহাফ, আয়াত নং: ৩১।

অর্থঃ "রৌপ্যে নির্মিত কংকন দ্বারা অলংকৃত করা হবে"।[২৪৭]

সেই মত আল্লাহ তা'আলা সূরা ওয়াকিয়ার শুরুতে এবং শেষে নৈকট্যপ্রাপ্তদের নিয়ামত ও আবরারদের নিয়ামতের পার্থক্য সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অবশ্যই জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের বালাখানার বাসিন্দাদের এমনভাবে দেখতে পাবে। যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে উজ্জ্বল দীপ্তিমান নক্ষত্র দেখতে পাও। এটা হবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে। সহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এ তো নাবীগণের জায়গা। তাদের ব্যতীত অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যেসব লোক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করবে।[২৪৮]

৫. হে আল্লাহর বান্দাগণ! জান্নাতবাসীদের মহান নিয়ামতের মধ্যে রয়েছে জান্নাতী নারীরা। তাই কুরআন ও হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে প্রত্যেক মুমিন পুরুষের দুইজন হূর থাকবে। সেইসাথে সেই সব নারী যারা পার্থিব জীবনে তার স্ত্রী হিসেবে ছিল তারাও হবে। মুমিনের আমল অনুযায়ী অনেক হূর দান করা হবে। হূর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَحُورٌ عِينٌ ۝ كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ﴾

অনুবাদঃ আর তাদের জন্য থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্টা হূর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা।[২৪৯]

সাদী (রাহঃ) বলেনঃ "এই আয়াতটি সেই সব নারীদেরকে বোঝায় যাদের চোখে সুরমা রইবে, অতি সুন্দর ও তৃপ্তিদায়ক হবে। এবং (ইন) অর্থ সবচেয়ে বড় বড় চোখ হবে, যা নারী লিঙ্গের সৌন্দর্যের একটি প্রধান কারণ।

আর আল্লাহ তা'আলার এই বাণীঃ

﴿كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ﴾

অর্থঃ যেন তারা সাদা, চকচকে, স্বচ্ছ এবং কমনীয় মুক্তা।

(আল-মাকনুন) অর্থঃ তাদেরকে অন্যের দৃষ্টি, বাতাস এবং তাপ থেকে রক্ষা করা হবে। যাদের রং খুব সুন্দর এবং তাতে কোন প্রকার ত্রুটি নেই। একইভাবে এমন হূর থাকবে যাদের চোখ ডাগর হবে। আর যাদের মধ্যে কোন প্রকার খুঁত থাকবে না বরং তারা হবে নিখুঁত গুণাবলী ও সুন্দর গুণাবলী দ্বারা চিহ্নিত।

(২৪৭) সূরা ইনছান, আয়াত নংঃ ২১।
(২৪৮) বুখারী হাঃ (৩২৫৬), মুসলিম হাঃ (২৮৩১)।
(২৪৯) সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত নংঃ ২২।

আপনি তাদের মধ্যে যতই চিন্তা করবেন আপনি পাবেন যা হৃদয়কে তৃপ্ত করবে এবং চোখ জুড়িয়ে যাবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلۡيَاقُوتُ وَٱلۡمَرۡجَانُ﴾

অনুবাদঃ "তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল"[২৫০]।

সূরা ওয়াকিয়াহতে জান্নাতী নারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

﴿إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءً ۝٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ۝٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابًا﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।[২৫১]

(ওরুবান) এর অর্থ হল সে তার স্বামীদের প্রতি খুব স্নেহশীল হবে এবং **(আতরাবান) এর অর্থ হলঃ** সকলের বয়স একই হবে অর্থাৎ ৩৩ বছর।

একইভাবে তাদের পবিত্রতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فِيهَآ أَزۡوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾

অনুবাদঃ এবং সেখনে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গীনি। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[২৫২]

ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেনঃ "অর্থাৎ ঐ নারীরা ঋতুস্রাব, মলমূত্র এবং দুনিয়াতে তাদের কষ্টের কারণ ছিল এমন সবকিছু থেকে মুক্ত থাকবে এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তঃস্থলও হিংসা ও তাদের স্বামীদের কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত থাকবে। তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা থেকে এবং তাদের স্বামী ছাড়া অন্য পরুষদের প্রতি লালসা থেকেও মুক্ত থাকবে।[২৫৩]

একইভাবে আল্লাহ তায়ালা তার একটি গুণের কথাও উল্লেখ করেছেন যে, সে তার স্বামী ব্যতীত (অন্য লোকদের থেকে) দৃষ্টি নত রাখবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فِيهِنَّ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرۡفِ﴾

অনুবাদঃ "সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না"।[২৫৪]

(২৫০) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নংঃ ৫৮।
(২৫১) সূরা আল-ওয়াকিয়াহ, আয়াত নংঃ ৩৫-৩৭।
(২৫২) সূরা বাকারা, আয়াত নংঃ ২৫।
(২৫৩) রাওযাতুল মুহিব্বিন, পৃষ্ঠাঃ (৩৪৮)।
(২৫৪) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নংঃ ৫৬।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿حُورٌ مَّقۡصُورَٰتٌ فِي ٱلۡخِيَامِ﴾

অর্থ: "তারা হূর, তাঁবুতে সুরক্ষিতা"।[২৫৫]

ইবনে কাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন: "তাদের এই গুণটি যে (তারা জান্নাতের তাঁবুতে বাস করবে) এর অর্থ: তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য নিজেকে সজ্জিত করবে না। কেবল তাদের স্বামীদের জন্যই হবে। তারা তাদের ঘর থেকে বের হবে না। তারা নিজেদেরকে তাদের স্বামীদের কাছে এমনভাবে আবদ্ধ করে রাখবে যে অন্য তাদের নিকটেও আসতে দিবে না এবং আল্লাহ যে তাদের বর্ণনা করেছেন (তারা সেখানে তাঁবুতে বসবাসকারীনী হবে)। এই গুণটি আগের গুণের তুলনায় অনেক ভালো এবং নিখুঁত। তাই তাদের মধ্যে একজন মহিলা তার স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এবং তার প্রতি তার সম্মতি প্রকাশ করার জন্য তার চোখ নামিয়ে রাখবে এবং তারা তাদের ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবে না"।[২৫৬]

তাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসে যেসব বর্ণিত হয়েছে তা বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দেয়। আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রথম যে দল জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল হবে আর তাদের অনুগামী দলের চেহারা আকাশের উজ্জ্বল তারকার চেয়েও অধিক সুন্দর ও উজ্জ্বল হবে। তাদের অন্তরগুলো এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের মধ্যে কোন বিদ্বেষ থাকবে না, কোন হিংসা থাকবে না, তাদের প্রত্যেকের জন্য ডাগর ডাগর চোখওয়ালা দু'জন করে এমন স্ত্রী থাকবে, যাদের পদ তলের অস্থি মজ্জা ও গোশ্ত ভেদ করে দেখা যাবে।[২৫৭]

ইবনে হাজার (রাহিঃ) বলেন: "হূর হল তারা যাদেরকে দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে, এবং তাদের কাপড়ের আড়াল থেকে তাদের পায়ের গোছার মাংস দেখা যাবে। পরিষ্কার বর্ণের কারণে দর্শক তাদের মুখ আয়নার মতো দেখতে পাবে"।[২৫৮]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সব কিছু চেয়ে উত্তম।[২৫৯]

একটি প্রশ্ন: ইবনে উসাইমীন (রাহিঃ) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হুরের জন্য যে গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে; পৃথিবীর নারীদেরও কি এসব গুণ থাকবে?

---

(২৫৫) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৭২।
(২৫৬) রাওযাতুল মুহিব্বিন, পৃষ্ঠাঃ (৩৪৮)।
(২৫৭) বুখারী, হাঃ (৩২৪৬), মুসলিম, হাঃ (২৮৩৪)।
(২৫৮) ফাতহুল বারী (৬/৩৭৫)।
(২৫৯) বুখারী, হাঃ (২৭৯৬)।

উত্তর: তিনি জবাবে বলেন: "যতদূর আমি জানি, এই পৃথিবীর মহিলারা তাদের বাহ্যিক গুণাবলীতেও হুরের চেয়েও উত্তম এবং সুন্দরী হবে"।

৬. হে মুসলমানগণ! পায়িও জান্নাতের নিয়ামতের অংশ। যা চার প্রকার: পানি, দুধ, সুরা এবং মধু। এই সমস্ত পানীয় নদীতে প্রবাহিত হয়। যেখান থেকে মুমিনগণ পানি পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مَّثَلُ ٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلۡمُتَّقُونَۖ فِيهَآ أَنۡهَٰرٞ مِّن مَّآءٍ غَيۡرِ ءَاسِنٖ وَأَنۡهَٰرٞ مِّن لَّبَنٖ لَّمۡ يَتَغَيَّرۡ طَعۡمُهُۥ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ خَمۡرٖ لَّذَّةٖ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنۡهَٰرٞ مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗى﴾

অনুবাদঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত: তাতে আছে নির্মল পানির নহরসমূহ, আছে দুধের নহরসমূহ যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ, আছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল। আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা (মুত্তাকীরা) কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং যাদেরকে পান করানো হবে ফুটন্ত পানি। ফলে তা তাদের নড়ীভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে?[২৬০]

পানি সম্পর্কে আল্লাহর বাণী (নির্মল পানি) এর অর্থ: পানি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে এতে কোনো পরিবর্তন হবে না এবং **আল্লাহর এই বাণী: (পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ)** এ আয়াতে জান্নাতের মদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা পার্থিব মদের মতো তেতো হবে না, বরং তা হবে মিষ্টি[২৬১]। এই মদের বিষয়ে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে যে এতে (গাওল) নেই অর্থাৎ- এই মদের মধ্যে এমন কিছু নেই যা পেটে ব্যথা করে। আর আল্লাহর এই বাণী:

﴿وَلَا هُمۡ عَنۡهَا يُنزَفُونَ﴾

অর্থঃ "এই মদ পান করার ফলে তাদের বুদ্ধি লোপ পাবে না"।[২৬২]

আল্লাহর এই বাণীঃ ﴿مِّنۡ عَسَلٖ مُّصَفّٗى﴾

এর উদ্দেশ্য হল এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে (জান্নাতের মধু) প্রত্যেক ময়লা ও ভেজাল থেকে মুক্ত থাকবে যা সাধারণতঃ পার্থিব মধুতে পাওয়া যায়।

খাদ্য ও ফলমূলও জান্নাতের নিয়ামতের অংশ। এবং মাছের কলিজা তাদের সর্বপ্রথম খাদ্য হিসেবে দান করা হবে। যেমন হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সাওবান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। ইতোমধ্যেই ইয়াহুদীদের এক আলিম এসে বলল: হে মুহাম্মদ! জান্নাতে যখন

(২৬০) সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং: ১৫।
(২৬১) দেখুন তাফসীরে তাবারী ও সাদী।
(২৬২) সূরা সাফফাত, আয়াত নং: ৪৭।

তারা প্রবেশ করবে তখন তাদের তোহফা কি হবে? তিনি বললেন: মাছের কলিজার টুকরা। সে বলল: এরপর তাদের দুপুরের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেন: তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যাবাহ করা হবে যা জান্নাতের আশেপাশে চড়ে বেড়ায়। সে বলল: এরপরে তাদের পানীয় কি হবে? তিনি বললেন: সেখানকার একটি ঝর্ণার পানি যার নাম সালসাবীল।[২৬৩]

জান্নাতবাসীদের খাদ্য ও ফল-ফলাদি নিয়ে অনেক দলীল রয়েছে যা এখানে উল্লেখ করার কোনো অবকাশ নেই। যা সংক্ষেপে এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَأَمۡدَدۡنَٰهُم بِفَٰكِهَةٖ وَلَحۡمٖ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ﴾

অনুবাদ: আর আমরা তাদেরকে বাড়িয়ে দেব ফলমূল এবং গোশত যা তারা কামনা করবে।[২৬৪]

৯. হে ঈমানদারগণ! আখিরাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল আল্লাহর সাক্ষাত লাভ। সুতরাং সুহায়ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন: তোমরা কি চাও, আমি আরো অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিই? তারা বলবে: আপনি কি আমাদের চেহারাগুলো আলোকজ্জ্বল করে দেননি, আমাদের জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে নাযাত দেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আল্লাহ তা'আলা আবরণ তুলে নিবেন। আল্লাহর দর্শন লাভের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় জিনিস আর কিছুই তাদের দেয়া হয়নি।[২৬৫]

৯. হে মুসলমানগণ! জান্নাতের নিয়ামত আরো ভালো থেকে ভাল হতে থাকবে। কিন্তু তা পুরাতন হবে না। আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুমুআয় জান্নাতী লোকেরা এতে একত্রিত হবে। তারপর উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধূলা-বালি তাদের মুখন্ডল ও পোশাক-পরিচ্ছদে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এবং শরীরের রং আরো বেড়ে যাবে। তারপর তারা স্ব স্ব পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের শরীরের রং এবং সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারে লোকেরা বলবে: আল্লাহর শপথ আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দয বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে: আল্লাহর শপথ! তোমাদের শরীরের সৌন্দর্য তোমাদের নিকট থেকে যাবার পর বহুগুণে বেড়ে গেছে।[২৬৬]

---

(২৬৩) মুসলিম হাঃ (৩১৫)।
(২৬৪) সূরা তূর, আয়াত নং: ২২।
(২৬৫) মুসলিম, হা: (১৮১)।
(২৬৬) মুসলিম, হা: (২৮৩৩)।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মুগীরাহ ইবনু শুবাহ (রাযিঃ) এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মূসা (আঃ) তার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নস্তরের মর্যাদার লোক কে হবে? তিনি (আল্লাহ) বললেন: সে হল এমন এক ব্যক্তি যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে: হে প্রতিপালক তা কিরূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন, তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে: হে প্রভু! আমি খুশী। আল্লাহ বলবেনঃ তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হল। সাথে দেয়া হল আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, আমি সন্তুষ্ট, হে আমার রব। তিনি (আল্লাহ) বলবেনঃ এটা তোমার জন্য এবং আরো দশগুণ দেয়া হল। তাছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস যা দ্বারা মন তৃপ্ত হয় চোখ জুড়ায়।

সে (লোকটি) বলবে: হে আমার প্রভু! আমি পরিতৃপ্ত। মূসা (আঃ) বললেনঃ তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ এরা তারাই, যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি।
তিনি (আল্লাহ) বলবেনঃ ওরা তারাই যাদের জন্য আমি নিজ হস্তে তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছি। আর তার উপর মোহর মেরে দিয়েছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কারো অন্তরে কখনো কল্পনায়ও উদয় হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন: কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি এর সত্যায়ন করেঃ "কেউ জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ"।[২৬৭]
আল্লাহর বান্দারা! জান্নাত ও এর নিয়ামত সম্পর্কিত অনেক বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাত এবং জান্নাতবাসীদের গুণাবলী সম্পর্কে আরও তথ্য চায়, তার উচিত ইবনে কাইয়্যিমের বইটি পড়া (হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ)।

১০. আল্লাহর বান্দারা! জান্নাত এবং জাহান্নাম চিরন্তন, তা কখনও ধ্বংস হবে না। এর প্রমাণ হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলীল। জান্নাতে ঈমানদারদের চিরস্থায়ী অস্তিত্বের প্রমাণ এবং জাহান্নামে অবিশ্বাসীদের অস্তিত্বের প্রমাণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং যারা এ কথা বলে যে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কথাটি এতই দুর্বল যে এটি বিশ্বাস করা যায় না। কারণ এটি শরীয়ত। অসংখ্য দলীলের বিপরীত এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমনভাবে সম্বোধন করেছেন যাতে তারা বুঝতে পারে। অতএব, কোন প্রকার পরিবর্তন বা অপব্যাখ্যা ছাড়াই দলীলগুলি গ্রহণ করা ওয়াজিব।

(২৬৭) মুসলিম, হা: (১৮৯)।

১১. হে ঈমানদার সম্প্রদায়! জান্নাত ও জাহান্নাম এমন দুটি সৃষ্টি যা এখনো বিদ্যমান। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ

﴿وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ﴾

অর্থঃ আর তোমরা তীব্র গতিতে চল নিজেদের রবের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য ।[২৬৮]

এখানে বলা হয়েছে যে, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আর হাদীস থেকে এর দলীল হচ্ছেঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলালকে বললেনঃ হে বিলাল! তুমি ইসলামে তোমার নিকট সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক উপকারী যে কাজ করেছ, তা আমাকে বল। কারণ আমি জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার (জুতার) শব্দ শুনতে পেলাম!

বিলাল বললেনঃ আমি ইসলামে আমার নিকট সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক উপকারী এ ছাড়া অন্য কাজ করিনি যে, আমি দিবারাত্রে যখনই পরিপূর্ণ পবিত্র হয়েছি, তখনই সেই পবিত্রতা দ্বারা আল্লাহর লিখিত তাকদীর অনুযায়ী নামায পড়েছি।[২৬৯]

আরেকটি দলীল হলঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুড়ী।[২৭০]

আল্লাহর বান্দারা! এই দশটি বিষয় যা জান্নাতে বিশ্বাস করার সাথে জড়িত। প্রতিটি মুমিনের জন্য সেগুলি জানা জরুরী যাতে জান্নাতের কথা সর্বদা তার মনে থাকে। তাই তাকে সৎ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং অলসতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেবে। আর আমি জাহান্নাম হতে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি এবং ঐসব কথা ও কাজ হতেও পানাহ চাচ্ছি যেগুলো আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমার দীন পরিশুদ্ধ করে দিন, যে দীনই আমার নিরাপত্তা। আপনি শুদ্ধ করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবনোপকরণ রয়েছে। আপনি সংশোধন করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আপনি আমার আয়ুষ্কালকে বৃদ্ধি করে দিন প্রত্যেকটি ভালো কর্মের জন্য এবং আপনি আমার মরণকে বিশ্রামাগার বানিয়ে দিন সব সর্বপ্রকার খারাবী হতে।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

(২৬৮) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নংঃ ১৩৩।
(২৬৯) বুখারী (১১৪৯), মুসলিম (২৪৫৮)।
(২৭০) মুসলিম, হাদিস নংঃ ১৬৩।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (পাঁচ)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না"।[২৭১]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, মাখলুকের উত্থান হাশরের ময়দানে মানুষের জমায়েত হওয়া এবং হিসাব-কিতাব।

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা হল এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা:

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, আজ আমরা জাহান্নামের গুণাবলী ও ধরন নিয়ে কথা বলব। ইনশা-আল্লাহ।

১. আল্লাহর বান্দাগণ! শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস এবং এ দুটিই সৃষ্টির চিরস্থায়ী আবাস। তাই জান্নাত হল আনন্দের ঘর যা আল্লাহ মুমিন ও দীনদার

(২৭১) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন এবং জাহান্নাম হল শাস্তির স্থান, যা আল্লাহ দুই ধরনের মানুষের জন্য প্রস্তুত করেছেন: কাফের এবং এমন মুমিন যারা বড় পাপ করে।

২. হে মুমিনগণ! জাহান্নামে যাওয়া মুমিনদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত হল তাদের পাপ থেকে শুদ্ধ করা। এর পরে আল্লাহ তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কারণ জান্নাত একটি পবিত্র স্থান, তাই সেখানে কেবল পবিত্র আত্মারা প্রবেশ করবে এবং পাপ হল অপবিত্রতা। তাই প্রথমে এই গুনাহ থেকে তাদের পবিত্র করা ওয়াজিব, এটা মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা। কিন্তু আল্লাহ বড় বড় গুনাহকারী মুমিন বান্দাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন দেন এবং বিনা শাস্তিতে তাদের জান্নাত দান দান করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾

অর্থ: "আল্লাহ শিরক কখনো মাফ করবেন না। এবং শিরক ছাড়া গুনাহ তিনি যাকে চাইবেন মাফ করবেন"।[২৭২]

তাই আল্লাহ যাকে ক্ষমা করেন তা তাঁর অনুগ্রহ এবং যাকে তিনি শাস্তি দেন তা তাঁরই ন্যায়বিচার। কাফেরকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে আল্লাহর প্রজ্ঞা হলো তাকে লাঞ্ছিত করা। এ শাস্তি দ্বারা তার পবিত্রতা উদ্দেশ্য নয়। কারণ মন্দ তার মধ্যে শিকড় গড়েছে, যা আগুন দিয়েও দূর হবে না। অতএব, সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি।

৩. জাহান্নামে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ও আযাব হবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আমরা যালেমদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় যা তাদের মুখগুল দগ্ধ করবে; এটা নিকৃষ্ট পানীয়! আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!"[২৭৩]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠﴾

(২৭২) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৪৮।
(২৭৩) সূরা কাহাফ, আয়াত নং: ২৯।

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে করেছেন অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক পাবে না, কোনো সাহায্যকারীও নয়"।[২৭৪]

যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে, সেদিন তারা বলবে, "হায়! আমরা যদি আল্লাহ্কে মানতাম, আর রাসূলকে মানতাম!"

৪. এটা জানা যায় যে, অবিশ্বাসীরা চিরকাল জাহান্নামে বাস করবে। কিন্তু পাপী মুমিনরা, যদি আল্লাহ তাদের ক্ষমা না করেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেখানে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। তারা যে পাপ করেছে সে অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যেমন জিহ্বার গুনাহ, বা গোপনাঙ্গের গুনাহ, অথবা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, বা হারাম (গান ও কথাবার্তা) শোনা, বা হারাম জিনিসের দিকে তাকানো, বা হারাম জিনিস খাওয়া ইত্যাদির গুনাহ। তবে আগুন সেজদার স্থান স্পর্শ করবেন না। এটি নামাজের স্থান ও মর্যাদা প্রমাণ করে। আগুন তাদের একজনের গোড়ালি, একজনের হাঁটু, অন্যজনের কোমর, এবং তাদের কারোর গলার হাড় পর্যন্ত পৌঁছাবে।

এটি গলা এবং ঘাড়ের মধ্যবর্তী হাড়কে বোঝানো হয় নির্দেশ। এটি একটি প্রমাণ যে, তাদের শাস্তি কঠোরতা এবং তীব্রতা অনুসারে ভিন্ন হবে। তাই যখন তারা তাদের শাস্তি শেষ করবে, তখন তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারপর তাদের জান্নাতের প্রথম অংশে একটি স্রোতে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে বলা হয় জীবনের পানি। যাতে তারা পানির প্রবাহে প্রাকৃতিক বীজের মতো বেড়ে ওঠবে। অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

৫. জাহান্নামের গঠন অনেক বড়। এর দৃশ্য খুবই ভয়ানক এবং এর জ্বলন খুবই কঠিন। এর আকারের প্রমাণ হল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই হাদিস, তিনি বলেন: তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেদিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় আনা হবে যে তার সাথে সত্তর হাজার লাগাম লাগানো হবে এবং প্রতিটি লাগাম ধরে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা, যারা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

৬. তার দৃশ্য ভয়ংকর হবে। তা আল্লাহ তায়ালার এই ফরমান থেকে জানা যায়:

﴿إِنَّهَا تَرۡمِي بِشَرَرٖ كَٱلۡقَصۡرِ﴾

অর্থ: "নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপন করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য"।[২৭৫]

এটা জানা ছিল যে জাহান্নামের স্ফুলিঙ্গগুলি তাদের আয়তনে একটি প্রাসাদের মতো (আয়াতটিতে শব্দটি) কাসর হল কাসরা শব্দের বহুবচন, যার অর্থ একটি গাছের শিকড়। তাই জাহান্নাম থেকে উড়ে আসা স্ফুলিঙ্গগুলি একটি গাছের শিকড়ের মতো। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

---

(২৭৪) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৬৪-৬৬।
(২৭৫) সূরা মুরসিলাত, আয়াত নং: ৩২।

৭. জাহান্নামের দহনের তীব্রতা নবী (সাঃ)-এর এই হাদিস থেকে জানা যায়ঃ "এই দুনিয়ার আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরতম (৭০) অংশ। বলা হলঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই দুনিয়ার আগুন যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেনঃ সেই আগুন উনসত্তর (৬৯) অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রতিটি অংশ পৃথিবীর আগুনের মত উত্তপ্ত।"

৮. হে মুসলমানগণ! জাহান্নামের সাতটি দরজা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্দিষ্ট এবং পরিচিত অংশ বিভক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٣ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾

অর্থ "আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান।"[২৭৬]

জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করার জন্য (শয়তানের অনুসারীদের) নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।

৯. জাহান্নামীদের খাবারও তাদের গ্রেড অনুযায়ী ভিন্ন হবে। কারণ জাহান্নামীদের শাস্তি তাদের পাপের পরিমাণ ও গুণাগুণ অনুযায়ী একে অপরের থেকে আলাদা হবে। কিছু জাহান্নামীদের খাবার পুঁজ, পঁচা রক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾

অর্থঃ "আর কোনো খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া"।[২৭৭] গিসলিন বলতে জাহান্নামীদের ক্ষত থেকে প্রবাহিত পুঁজকে বোঝায়।

জাহান্নামীদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকবে যাদের খাবার হবে কাঁটাযুক্ত গাছ। অর্থাৎ শুকনো কাঁটাযুক্ত গাছ।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ﴾

অর্থঃ "তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কাঁটাযুক্ত গুল্ম ছাড়া"।[২৭৮]

কিছু জাহান্নামীদের খাবার যাক্কুমের গাছ হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۝٤٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ۝٤٤ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ۝٤٥ كَغَلْيِ ٱلْحَمِيمِ ۝٤٦﴾

(২৭৬) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৪৩-৪৪।
(২৭৭) সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত নং: ৩৬।
(২৭৮) সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত নং: ৬।

অর্থ: "নিশ্চয় যাক্কুম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য। গলিত তামার মত, পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে"।[২৭৯]

যাক্কুম এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের মূল থেকে জন্মে এবং তা দেখতে এবং খেতে খুবই অপছন্দনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿أَذَٰلِكَ خَيۡرٞ نُّزُلًا أَمۡ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ۝٦٢ إِنَّا جَعَلۡنَٰهَا فِتۡنَةٗ لِّلظَّٰلِمِينَ ۝٦٣ إِنَّهَا شَجَرَةٞ تَخۡرُجُ فِيٓ أَصۡلِ ٱلۡجَحِيمِ ۝٦٤ طَلۡعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ۝٦٥ فَإِنَّهُمۡ لَأٓكِلُونَ مِنۡهَا فَمَالِـُٔونَ مِنۡهَا ٱلۡبُطُونَ﴾

অর্থ: "আপ্যায়নের জন্য কি এটাই শ্রেয় না যাক্কুম গাছ? যালিমদের জন্য আমরা এটা সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ। এ গাছ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। তারা তো এটা থেকে খাবে এবং উদর পূর্ণ করবে এটা দিয়ে"।[২৮০]

১০. জাহান্নামীদের পানীয়ের জন্য, তাদের গরম পানি দেওয়া হবে এবং তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে। যার দ্বারা তাদের শরীরের বাইরের অংশে এবং পেটের ভিতরের অংশেও শাস্তি দেওয়া হবে। যার দ্বারা তাদের চামড়া পঁচে যাবে এবং তাদের অন্ত্র কেটে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتۡ لَهُمۡ ثِيَابٞ مِّن نَّارٖ يُصَبُّ مِن فَوۡقِ رُءُوسِهِمُ ٱلۡحَمِيمُ ۝١٩ يُصۡهَرُ بِهِۦ مَا فِي بُطُونِهِمۡ وَٱلۡجُلُودُ﴾

অর্থ: "অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। যা দ্বারা তাদের পেটে যা আছে তা এবং তাদের চামড়া বিগলিত করা হবে।[২৮১]

﴿وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمٗا فَقَطَّعَ أَمۡعَآءَهُمۡ﴾

অর্থ: "তাদের পান করানো হবে, ফুটন্ত পানি। ফলে তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিবে।[২৮২]

জাহান্নামীদের শাস্তির জন্য অন্যান্য ধরণের আরো পানীয় থাকবে যা আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে ইঙ্গিত করেছেনঃ

﴿هَٰذَا فَلۡيَذُوقُوهُ حَمِيمٞ وَغَسَّاقٞ ۝٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكۡلِهِۦٓ أَزۡوَٰجٌ﴾

(২৭৯) সূরা আদ-দুখান,আয়াত নং: ৪৩-৪৬।
(২৮০) সূরা আস-সাফফাত, আয়াত নং: ৬২-৬৬।
(২৮১) সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত নং: ১৯-২০।
(২৮২) সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং: ১৫।

অর্থ: "এটাই, কাজেই তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ । আরো আছে এরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি"।[২৮৩]

১১. কিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। সেই তিন প্রকারের লোক হল: ফেরাউন ও তার অনুসারী, বনী ইসরাঈলের সেই লোকগণ যারা কুফরী করেছিল এবং মুনাফিক। এর দলীল হচ্ছেঃ

﴿وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ﴾

অর্থ: "এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে'।[২৮৪]

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেনঃ

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بَعۡدُ مِنكُمۡ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابٗا لَّآ أُعَذِّبُهُۥٓ أَحَدٗا مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾

অর্থ: "কিন্তু এর পর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী করলে তাকে আমি এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি সৃষ্টিকুলের আর কাউকেও দেব না"।[২৮৫]

মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرۡكِ ٱلۡأَسۡفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾

অর্থ: "মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে"।[২৮৬]

১২. কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় রাখা হবে জ্বলন্ত অঙ্গার, তাতে তার মগয ফুটতে থাকবে।

১৩. সকল মানুষকে জাহান্নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, সে মুমিন হোক বা কাফের। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِن مِّنكُمۡ إِلَّا وَارِدُهَاۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتۡمٗا مَّقۡضِيّٗا﴾

অর্থ: "আর তোমাদের প্রত্যেকেই তার (জাহান্নামের) উপর দিয়েই অতিক্রম করবে, এটা আপনার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত"।[২৮৭]

---

(২৮৩) সূরা সোয়াদ, আয়াত নং: ৫৭-৫৮।
(২৮৪) সূরা গাফির, আয়াত নং: ৪৬।
(২৮৫) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ১১৫।
(২৮৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৪৫।
(২৮৭) সূরা মারইয়াম, আয়াত নং: ৭১।

কিন্তু সেই মুমিনদেরকে, যাদেরকে আল্লাহ বাঁচাতে চান, আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। বরং তারা এর উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করবে এবং আগুন তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান, সে একজন পাপী মুমিন হোক বা কাফির, সেতুর সাথে লাগানো পেরেক তাকে ধরে নিবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু মুমিনদের তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। তারপর, তাদের সেখান থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। মুনাফিকদের চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর বাণীর এটাই মর্মঃ

﴿وَّنَذَرُ ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾

অনুবাদঃ পরে আমরা উদ্ধার করব তাদেরকে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং যালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

১৪. জাহান্নামীদের চরম তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾

অনুবাদঃ "এবং অপরাধিদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো"।[২৮৮]

১৫. "সেদিন জাহান্নামীদের এমন কিছু নিদর্শন থাকবে, যা দেখে ফেরেশতারা তাদের চিনতে পারবেন এবং চিনতে পেরে তাদের কপাল ও পা ধরে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَـٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ﴾

অনুবাদঃ "অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে। অতঃপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে"।[২৮৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا﴾

অনুবাদ: "যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে"।[২৯০]

(২৮৮) সূরা মারইয়াম, আয়াত নং: ৮৬।
(২৮৯) সূরা আর-রাহমান, আয়াত নং: ৪১।
(২৯০) সূরা আত-তূর, আয়াত নং: ১৩।

১৬. জাহান্নামীদেরকে এমন শাস্তিও দেওয়া হবে যে, তাদেরকে মুখের দিকে উপুড় করে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا۟ مَسَّ سَقَرَ﴾

অনুবাদঃ "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; সেদিন বলা হবে, 'জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।'[২৯১]

জাহান্নামীদের শাস্তির মধ্যে একটি হবে তাদেরকে আগুনের পোশাক পরানো হবে। যা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

﴿فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ﴾

অনুবাদঃ "অতএব যারা কুফরী করে তাদের জন্য কেটে তৈরি করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে য়ো হবে ফুটন্ত পানি"।[২৯২]

এছাড়াও, তাদেরকে আগুনে মোড়ানো পিতলের পোশাকে পরিধান করানো হবে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ﴾

অনুবাদঃ "তাদের জামা হবে আলকাতরার"।[২৯৩]

জাহান্নামীদের একটি শাস্তি এটাও দেওয়া হবে যে, তাদের লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করা হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ﴾

অনুবাদঃ এবং তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি।[২৯৪]

১৭. জাহান্নামের আগুন দেখে গর্জন করে এবং চিৎকার করে। এর প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ

﴿إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ سَمِعُوا۟ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾

(২৯১) সূরা আল-ক্বামার, আয়াত নং: ৪৮।
(২৯২) সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত নং: ১৯।
(২৯৩) সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং: ৫০।
(২৯৪) সূরা আল-হাজ্ব, আয়াত নং: ২১।

অনুবাদঃ “দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে এর ক্রুদ্ধ গর্জন ও হুঙ্কার”।[২৯৫]

অর্থাৎ, জাহান্নামের আগুন যখন কাফেরদের হাশরের ময়দানে দেখবে। তখন তারা এর টগবগ করে ফুটতে থাকার শব্দ শুনতে পাবে এবং তারা এর গর্জন ও হুঙ্কার শুনতে পাবে। এ দুটি বিখ্যাত শব্দ, কিন্তু এগুলোর অবস্থা কেমন হবে একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি বলেনঃ

﴿إِذَآ أُلۡقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقٗا وَهِيَ تَفُورُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلۡغَيۡظِ﴾

অনুবাদঃ “যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা জাহান্নামের বিকট শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত। যেন রাগে ফেটে পড়বে”।[২৯৬]

১৮. জাহান্নামের আগুন জ্বলবে এবং স্তিমিতও হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنَٰهُمۡ سَعِيرٗا﴾

অনুবাদঃ “যখনই তা স্তিমিত হবে তখনই আমরা তাদের জন্য আগুনের শিখা বৃদ্ধি করে দেব”।[২৯৭]

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

১৯. আল্লাহ তা‘আলা এটা ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহ জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন। তিনি বলেনঃ

﴿وَلَٰكِنۡ حَقَّ ٱلۡقَوۡلُ مِنِّي لَأَمۡلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ﴾

অনুবাদঃ “কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ কথা অবশ্যই সাব্যস্ত যে, আমি নিশ্চয় কতেক জ্বিন ও মানুষের সমন্বয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব”।[২৯৮]

২০. আল্লাহর বান্দাগণ! জাহান্নাম একটি মাখলুক। এবং তা এখনও মজুত রয়েছে। এর দলীল হলঃ

---

(২৯৫) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং: ১২।
(২৯৬) সূরা আল-মুলক, আয়াত নং: ৭-৮।
(২৯৭) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৯৭।
(২৯৮) সূরা সাজদাহ, আয়াত নং: ১৩।

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

অনুবাদঃ "আর তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে"।[২৯৯]

হাদীস থেকে এর দলীল হল: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি বানী কা'ব এর বাবা আমর ইবনু লুহাই ইবনু কামা'আহ ইবনু খিনদিফকে জাহান্নামের মাঝে দেখেছি সে তার পেট হতে সব নাড়ী-ভুড়ি টেনে বের করছে।

আরেকটি হাদীসে এসেছেঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক নারী একটি বিড়ালের কারণে জাহান্নামে গিয়েছিল। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে তাকে খাবারও দেয়নি, ছেড়েও দেয়নি। যাতে সে যমীনের পোকা মাকড় খেতে পারত।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই ২০টি বিষয় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দরকারী তথ্য সম্বলিত একটি আলোচনা। একজন মুসলমানের সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। যাতে জাহান্নামের স্মৃতি তার মনে সর্বদা তাজা থাকে। সে ভাল কাজ করতে আগ্রহী হয় এবং পাপ ও অলসতা থেকে দূরে থাকে।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের নিকট নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا

(২৯৯) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৩১।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (ছয়)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না"।[৩০০]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, মাখলুকের উত্থান হাশরের ময়দানে মানুষের জমায়েত হওয়া এবং হিসাব-কিতাব।

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যা হল এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনা:

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের গুণাবলী, আজ আমরা কিয়ামতের কিছু দৃশ্য নিয়ে কথা বলব। ইনশা-আল্লাহ।

১. আল্লাহর বান্দারা! শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে কিয়ামতের দিনের দৃশ্যগুলোর প্রতিও ঈমান আনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই দৃশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে: আমলনামা, তাই লোকেরা সেগুলোকে হাত

(৩০০) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

দিয়ে গ্রহণ করবে। কিছু লোক তাদের ডান হাতে আমলনামা গ্রহণ করবে, যারা সঠিক পথে থাকবে এবং তারাই জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য। পক্ষান্তরে কিছু লোক তাদের বাম হাতে আমলনামা গ্রহণ করবে, তারা হবে অবিশ্বাসী ও কাফির। মুমিন খুশি হয়ে তাদের ডান হাতে আমলনামা নেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَـٰبِيَهْ ۝١٩ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ ۝٢٠ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝٢٢ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ﴾

অনুবাদঃ "তখন যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ আমি দৃঢ়বিশ্বাস করতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।' কাজেই সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন। সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। বলা হবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে"।[৩০১]

কিন্তু কাফেরেরা তাদের আমলনামা তাদের বাম হাত তাদের পিঠের পিছন দিক থেকে পাবে। যেমন সে পৃথিবীতে তার পিঠের পিছনে আল্লাহর কিতাব রেখেছিল। একইভাবে পরকালে তার আমলনামা তাকে দেয়া হবে, যাতে সে পূর্ণ প্রতিদান পায়। তাই সে দুঃখ, হতাশা ও অনুশোচনা নিয়ে তার আমলগুলোকে গ্রহণ করবে।

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَـٰبِيَهْ ۝٢٥ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝٢٦ يَـٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۝٢٧ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ ۜ ۝٢٨ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَـٰنِيَهْ﴾

অনুবাদঃ "কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, 'হায়! আমাকে যদি দেয়াই না হত আমার আমলনামা। আর আমি যদি না জানতাম আমার হিসেব! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোনো কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হয়েছে"।[৩০২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ۝١٠ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ۝١١ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝١٢ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝١٣ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ۝١٤ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا﴾

(৩০১) সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত নং: ১৯-২৪।
(৩০২) সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত নং: ২৫-২৯।

অনুবাদঃ “আর যাকে তার ‘আমলনামা তার পিঠের পিছনদিক থেকে দেয়া হবে সে অবশ্যই তার ধ্বংস ডাকবে এবং জ্বলন্ড় আগুনে দগ্ধ হবে; নিশ্চয় ‡স তার স্বজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল, সে তো ভাবতে যে, সে কখনেই ফিরে যাবে না । হ্যাঁ, নিশ্চয় তার রব তার উপর সম্যক দৃষ্টি দানকারী” ।[৩০৩]

২. হে মুমিনগণ! তিয়ামতের একটি দৃশ্য হল জাহান্নামের উপরে একটি সেতু স্থাপন করা হবে। তারপর লোকেরা তার উপর দিয়ে যাবে। মুহাম্মদের উম্মত সর্বপ্রথম এর উপর দিয়ে যাবে, এটি হবে পা পিছলে যাওয়ার জয়গাা। অর্থাৎ পা স্থির থাকবে না, এতে শক্ত ধরনের চওড়া কাঁটা থাকবে, তার মধ্যে এমন কাঁটা থাকবে যা বাঁকানো হবে। সাদান নামক গাছের কাঁটা যা নজদে জন্মে। সেতু দিয়ে তিন ধরনের মানুষ যাবেঃ

একঃ যে সুরক্ষিত হয়ে মুক্তি পাবে।

দুইঃ যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে মুক্তি লাভ করবে।

তিনঃ আর যে জাহান্নামের আগুনে পতিত হবে।

সুতরাং কিছু লোক কাঁটাঝোপ থেকে রক্ষা পাবে। তাদের আঘাত করা হবে না এবং তারা কাঁটা দ্বারা ধরা পড়বে না। তারা পরিপূর্ণ ঈমানের লোক যারা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তার বিরোধিতা এড়িয়ে চলে।

হে মুসলমানগণ! দ্বিতীয় প্রকার তারা হবে যারা কাঁটা দ্বারা আহত হবে। কিন্তু তাদের ধরে রাখতে সক্ষম হবে না এবং সেতুটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

তাদের আমলনামায় এমন কিছু পাপ থাকবে যা জাহান্নামে প্রবেশের নিশ্চয়তা দেয় না। তবে কেবল আহত হওয়াই তাদের আখেরাতের শাস্তি হবে, যার পরে তারা রক্ষা পাবে।

তৃতীয় প্রকারের মানুষ হবে তারা যাদেরকে কাঁটা পাকড়াও করবে এবং জোড়পূর্বক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। তারা হবে সেই মুমিন যারা তাদের গুনাহ এবং বড় পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। মুনাফিকদের অবস্থাও তাই হবে, তাদেরকেও ধরা হবে এবং জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, আল্লাহর আশ্রয়। কিন্তু মুমিনদের তাদের পাপ অনুযায়ী জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারপর তাদের সেখান থেকে বের করা হবে।

তবে মুনাফিকদের সর্বদা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতে হবে। আর কাফেররা সেতু দিয়ে যাবে না। সেতু স্থাপিত হওয়ার আগেই তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾

অনুবাদঃ “আর কাফেরদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে” ।[৩০৪]

(৩০৩) সূলা ইশতিক্ব-ক, আয়াত নং: ১০-১৫।
(৩০৪) সূরা যুমার, আয়াত নং: ৭১।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ﴾

অনুবাদঃ “সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে। অতঃপর সে তাদেরকে আগুনে উপনীত করবে। আর যেখানে তারা উপনীত হবে তা উপনীত হওয়ার কত নিকৃষ্ট স্থান!”[৩০৫]

অতএব, অবিশ্বাসীদের প্রত্যেকটি দল তাদের দেবতাকে অনুসরণ করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। যেমন মূর্তি, সূর্য ও চন্দ্র, প্রতিটি দল তাদের উপাস্যের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামের আগুন জ্বলন্ত বালির মতো তাদের সামনে উপস্থিত হবে, এর অংশগুলি একে অপরের সাথে থাকবে। তারা একের পর এক এর মধ্যে পড়তে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাজত করুন। এরপর জাহান্নামের উপর একটি সেতু স্থাপন করা হবে এবং পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিন ও মুনাফিকরা এর মধ্য দিয়ে যাবে।

আল্লাহর বান্দারা! সেতুর উপর মানুষের গতি তাদের উপর নির্ভর করবে না, তাদের শারীরিক শক্তির সাথেও এর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের পার হওয়ার গতি হবে তাদের কর্ম অনুসারে। যেমন এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমাদের প্রথম দলটি এ সিরাতে, বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে। সাহাবা বলেন: আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমাকে বলে দিন “বিদ্যুৎ গতির ন্যায়” কথাটির অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আকাশের বিদ্যুৎ চমক কি কখনো দেখনি? চোখের পলকে এখান থেকে সেখানে চলে যায় আবার ফিরে আসে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এর পরবর্তী দলগুলো যথাক্রমে বায়ুর বেগে, পাখির গতিতে, তারপর লম্বা দৌড়ের গতিতে পার হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তার আমাল হিসেবে তা অতিক্রম করবে। আর তোমাদের নাবী সে অবস্থায় পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে এ দু'আ করতে থাকবে। আল্লাহ এদেরকে নিরাপদে পৌছিয়ে দিন, এদেরকে নিরাপদে পৌছিয়ে দিন।

এরূপে মানুষের আমাল মানুষকে চলতে অক্ষম করে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা এ সিরাত অতিক্রম করতে থাকবে। শেষে এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে সে নিতম্বের উপর ভর করে পথ অতিক্রম করছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, সিরাতের উভয় পাশে ঝুলানো থাকবে কাটাযুক্ত লৌহ শলাকা। এরা আল্লাহর নির্দেশক্রমে চিহ্নিত পাপীদেরকে পাকড়াও করবে। তন্মধ্যে কাউকে তো ক্ষত-বিক্ষত করেই ছেড়ে দিবে; অতঃপর সে নাজাত পাবে। আর কতক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জাহান্নামের গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবে।

৩. হে মুমিনগণ! কিয়ামতের দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি হল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি সেতুর উপর কিছু মুমিনকে থামানো হবে, সেদিন সেই মুমিনদেরকে যাদের জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে, জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের একটি মধ্যবর্তী সেতুতে থামানো

(৩০৫) সূরা হুদ, আয়াত নং: ৯৮।

হবে। যাতে তারা তাদের অন্তরের ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে পরিশুদ্ধ হবে। কারণ তাদের অন্তর সম্পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হলেই তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পর একটি পুলের ওপর তাদের দাঁড় করানো হবে, যা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণ করানো হবে। তারা যখন পাক-সাফ হয়ে যাবে, তখন তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার দুনিয়ার বাসস্থানের তুলনায় জান্নাতের বাসস্থানকে উত্তমরূপে চিনতে পারবে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) বলেছেন: মন্দ ও অপবিত্র আত্মার জন্য একটি বিশুদ্ধ জান্নাতে প্রবেশ করা শোভা পায় না। যেখানে কোন বিদ্বেষ ও অপবিত্রতা থাকবে না। তাই মন্দ ও অপবিত্র আত্মার পবিত্র জান্নাতে প্রবেশ করা শোভা পায় না।

بَارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا الله؛ إنه كان غفارًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

৪. আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন! কিয়ামতের দৃশ্যগুলোর মধ্যে একটি দৃশ্য হবে যে, কিয়ামতেরদিন নবী (সাঃ) শাফাআত করবেন, যে মহান শাফাআতের কথা আগে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও চার প্রকার সুপারিশ হবে।

তাঁর প্রথম সুপারিশ হবে: মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য। কারণ মুমিনরা যখন জান্নাতে আসবে তখন এর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এমন সময় নবী সাঃ জান্নাতের দরজায় কড়া নাড়বেন। জান্নাতের খাযিন (অভিভাবক) জিজ্ঞেস করবেনঃ তুমি কে? নবী (সাঃ) বলবেনঃ আমি মুহাম্মদ, তিনি বলবেনঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছিল যে, আমি তোমার পূর্বে কারো জন্য দরজা খুলবো না।

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমিই সর্বপ্রথম লোকদের মধ্যে জান্নাতের জন্য সুপারিশ করব এবং সকল নবীর চেয়ে আমার অনুসারী বেশি হবে।"

জানা যায় যে, নবী হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর আগে কেউ প্রবেশ করবে না। এতে নবী ও তাঁর উম্মতের অবস্থান ও মর্যাদা স্পষ্ট হয়। কেননা, আপনি এবং আপনার উম্মত সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

নবী (সাঃ)-এর দ্বিতীয় সুপারিশটি হবেঃ সেইসব লোকদের জন্য যাদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য জবাবদিহি করা হবে না। এর প্রমাণ আবু হুরায়রার শাফায়াতের দীর্ঘ হাদিস। এতে বলা হয়েছঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতের সেই সব লোককে জান্নাতের ডান দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান যাদের কোনো হিসাব-নিকাশ নেই।

নবী (সাঃ)-এর তৃতীয় সুপারিশ হবেঃ সেই সব পাপী মুমিনদের জন্য যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এই হাদীসে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে, "প্রত্যেক নবীর জন্য একটি দোয়া ছিল যা তাঁরা এই দুনিয়ায় করেছিলেন, কিন্তু আমি আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য আখিরাতে আমার প্রার্থনা সংরক্ষণ করতে চাই।"

এছাড়াও আপনার এই হাদিসঃ "আমার সুপারিশ হবে আমার উম্মতের সেই সমস্ত লোকদের জন্য যারা বড় গুনাহ করেছে"।

চতুর্থ সুপারিশঃ নবী তার চাচা আবু তালিবের পক্ষে শাস্তি হালকা করার জন্য সুপারিশ করবেন। কারণ তিনি তাকে রক্ষা করতেন এবং মুশরিকদের নির্যাতন থেকে হেফাজত করতেন। আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের কি উপকার করেছেন, যিনি আপনাকে সমর্থন করেছিলেন এবং আপনার জন্য অন্যদের প্রতি রাগান্বিত হতেন?"

তিনি বললেনঃ "তিনি তার গোড়ালি পর্যন্ত হালকা আগুনে রয়েছেন। যদি আমি না থাকতাম, তাহলে তিনি আগুনের নিম্ন স্তরে থাকতেন।

আল্লাহর বান্দারা! বিচার দিবসের চারটি দৃশ্য রয়েছেঃ আমলনামা উড্ডয়ন, জাহান্নামের উপরে একটি সেতু স্থাপন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপর কিছু মুমিনের দাঁড় করানো এবং পাঁচটি সুপারিশ যে নবী (সাঃ) কিয়ামতেরদিন তাঁর অনুসারীদের জন্য অনুসরণ করবেন।

হে আল্লাহ! আপনার নবী মুহাম্মদের সুপারিশের মাধ্যমে আখেরাতে আমাদের সম্মানিত করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا.

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (সাত)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ عَبَثًا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ﴾

অর্থ: “তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না”।[৩০৬]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, মাখলুকের উত্থান হাশরের ময়দানে মানুষের জমায়েত হওয়া এবং হিসাব-কিতাব।

(৩০৬) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের গুণাবলী এবং কিয়ামতের কিছু দৃশ্য সম্পর্কে। আজ আমরা কিয়ামতের দিন করা হবে এমন কিছ বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ সম্পর্কে কথা বলব। ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহর বান্দারা! বিচার দিবসে যে দৃশ্যগুলো সংঘটিত হবে তার মধ্যে সুপারিশকারীগণ সুপারিশের যোগ্যদের জন্য সুপারিশ করবেন। শাফায়াতকারী ছয় প্রকার: রাসূল, মুমিন, শহীদ, নাবালক শিশু, ফেরেশতা এবং কুরআন।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁর মুমিন অনুসারীদের জন্য সুপারিশ: এটি সেই সমস্ত অনুসারীদের সাথে সম্পর্কিত হবে যারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই রাসূল (সাঃ) তাদের জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ করবেন।

এর দলীল জাবির (রাঃ)-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “যখন জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়া হবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তখন রাসূলগণ (সাঃ) সুপারিশের জন্য দাঁড়াবেন, (আল্লাহ) বলবেনঃ যাও আর যাদেরকে (জাহান্নাম থেকে) উদ্ধার কর তাদেরকে বের কর। তারা তাদের (অনুসারীদের) বের করে নেবেন যখন তারা পুড়ে কালো হয়ে যাবে। তারপর তাদের (জীবনের খাল) নামক খালে ফেলে দেবে, তাদের পোড়া দেহগুলো তীরে পতিত হবে। এবং তারা আবার শসার মত সাদা হয়ে উঠবে। তারপর রাসূল (দ্বিতীয়বার) সুপারিশ করবেন। তখন (আল্লাহ) বলবেন: যাও, যার অন্তরে এক কীরাতের মত ঈমান আছে, তাকে বের করে দাও। তাই তারা কিছু লোককে বের করে আনবে, তারপর সুপারিশ করবে। (মহান আল্লাহ) বলবেন: যাও, রাইয়ের দানার মতও যার অন্তরে ঈমান আছে তাকে বের করে আন।

যারা জাহান্নামে গেছে তাদের জন্য রাসূলের সুপারিশ করার আরেকটি দলীল হল হুজাইফা (রাঃ)-এর হাদিস যে নবী বলেছেন: ইবরাহিম (আঃ) কিয়ামতের দিন বলবেন: হে আমার রব! তাই আল্লাহ বলবেনঃ হে ইবরাহীম! ইবরাহীম (আঃ) বলবেন: (আপনি আমার সন্তানদের জাহান্নামে রেখেছেন)।

আল্লাহ বলবেন: যার অন্তরে অণু বা দানার পরিমাণও ঈমান আছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে দাও।

২. আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন দ্বিতীয় প্রকারের সুপারিশ হবে যে, জান্নাতে থাকা ঈমানদাররা তাদের ভাইদের জন্য সুপারিশ করবে যারা জাহান্নামে থাকবে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার জন্য। এর দলীল আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর এই হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “সে সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ দিন মু'মিনগণ তাদের ঐ সব ভাইদের স্বার্থে আল্লাহর সাথে এত অধিক বিতর্কে লিপ্ত হবে যারা জাহান্নামে রয়ে গেছে যে, তোমাদের পার্থিব অধিকারের ক্ষেত্রেও এমন বিতর্কে লিপ্ত হয় না। তারা বলবে, হে রব! এরা তো আমাদের সাথেই সিয়াম, সালাত আদায় করত, হজ্জ করত। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে যে, যাও, তোমাদের পরিচিতদের উদ্ধার করে

আন। উল্লেখ্য এরা জাহান্নামে পতিত হলেও মুখমণ্ডল আযাব থেকে রক্ষিত থাকবে (তাই তাদেরকে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না)। মুমিনগণ জাহান্নাম হতে এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে আনবে। এদের অবস্থা এমন হবে যে, কারোর তো পায়ের নলা পর্যন্ত। আবার কারো হাটু পর্যন্ত দেহ আগুন ছাই করে দিবে।

উদ্ধার শেষ করে মুমিনগণ বলবে, হে রব যাদের সম্পর্কে আপনি নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, তাদের মাঝে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ বলবেন: পুনরায় যাও, যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন তারা আরো একদলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে: হে রব! অনুমতিপ্রাপ্তদের কাউকেও রেখে আসিনি। আল্লাহ বলবেনঃ আবার যাও, যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণও ঈমান অবশিষ্ট পাবে তাকেও বের করে আন। তখন আবার এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে: হে রব! যাদের আপনি উদ্ধার করতে বলেছিলেন তাদের কাউকে ছেড়ে আসিনি। আল্লাহ বলবেনঃ আবার যাও, যার অন্তরে অণু পরিমাণও ঈমান বিদ্যমান, তাকেও উদ্ধার করে আন। তখন আবারও এক বিরাট দলকে উদ্ধার করে এনে তারা বলবে: হে রব! যাদের কথা বলেছিলেন তাদের কাউকেও রেখে আসিনি।

সাহাবা আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) বলেন: তোমরা যদি এ হাদীসের ব্যাপারে আমাকে সত্যবাদী মনে না কর তবে এর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতটি যদি চাও তবে তিলাওয়াত করতে পারঃ “আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না এবং অণু পরিমাণ নেক কাজ হলেও আল্লাহ তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তার নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

৩. আল্লাহর বান্দারা! তৃতীয় প্রকারের শাফায়াত যা কিয়ামতের দিন ঘটবে তা হল: ফেরেশতাগণ পাপী মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ করবেন। তারপর কোন প্রকার সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ অনেক দলকে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে বের করে নেবেন। উপরোল্লোখিত সুপারিশের পর আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ ফেরেশতারা সুপারিশ করলেন, নাবীগণও সুপারিশ করলেন এবং মুমিনরাও সুপারিশ করেছে, কেবলমাত্র আরহামুর রাহিমীন পরম দয়াময়ই রয়ে গেছেন। এরপর তিনি জাহান্নাম থেকে এক মুঠো তুলে আনবেন। ফলে এমন একদল লোক মুক্তি পাবে যারা কখনো কোন সৎকর্ম করেনি এবং আগুনে জ্বলে লাল হয়ে গেছে। পরে তাদেরকে জান্নাতের প্রবেশ মুখের নাহরুল হায়াতে ফেলে দেয়া হবে। তারা এতে এমনভাবে সতেজ হয়ে উঠবে। যেমনভাবে শস্য অঙ্কুর স্রোতবাহিত পানি ভেজা উর্বর জমিতে সতেজ হয়ে উঠে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি কোন বৃক্ষ কিংবা পাথরের আড়াল কোন শস্যদানা অঙ্কুরিত হতে দেখনি? যেগুলো সূর্য কিরণের মাঝে থেকে সেগুলো হলদে ও সবুজ রূপ ধারণ করে আর যেগুলো ছায়াযুক্ত স্থানে থাকে সেগুলো সাদা হয়ে যায়।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন: এখন আমি আমার জ্ঞান ও রহমতের কারণে (জাহান্নাম থেকে অনেক মাখলুককে) বের করে নেব। এবং তারপর তিনি সেই সংখ্যার বহুগুণ লোককে বের করবেন এবং তাদের ঘাড়ে লেখা রইবেঃ “আল্লাহর মুক্ত বান্দা”। তারপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে তাদের নাম হবে “জানহামিউন”।

৪. আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন চতুর্থ প্রকারের শাফায়াত হবে শহীদগণ: তাদের মুমিন ভাইদের জন্য সুপারিশ করবে। এর দলীল মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রাঃ) হাদীস, তিনি বলেন। "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শহীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছয়টি পুরস্কার বা সুযোগ আছে। তার প্রথম রক্তবিন্দু পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করা হয়, তাকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হয়, কবরের আযাব হতে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে কঠিন ভীতি হতে নিরাপদ থাকবে, তার মাথায় মর্মর পাথর খচিত মর্যাদার টুপি পড়িয়ে দেওয়া হবে। এর এক একটি পাথর দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু হতে উত্তম। তার সাথে টানা টানা আয়তলোচনা বাহাত্তরজন জান্নাতী হুরকে বিয়ে দেওয়া হবে এবং তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য তার সুপারিশ কুবুল করা হবে"।

৫. আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন পঞ্চম প্রকারের সুপারিশ হবে: সেই শাফাআত যা বালিগ হওয়ার আগেই মারা যাওয়া শিশুরা তাদের পিতামাতার পক্ষে করবে। কারণ হাদীসে **"ফারাত"** শব্দটি এসেছে যার অর্থ: এমন শিশু যে বালিগ হওয়ার আগেই মারা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ)-সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: কোন মুসলিম মাতা-পিতার সামনে তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে সন্তানদের উপরে আল্লাহর রহমত লাভের কারনে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেন: সন্তানদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তারা বলবে: আমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা এবং তোমাদের মাতা-পিতা জান্নাতে প্রবেশ কর।

৬. আল্লাহর বান্দারা! কিয়ামতের দিন ষষ্ঠ প্রকারের শাফায়াত হল: কুরআন মুমিনদের পক্ষে সুপারিশ করবে। এর দলীল:

আবূ উমামাহ আল বাহিলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামাতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে"।

আল্লাহর বান্দারা! এই ছয় ধরনের সুপারিশ যা বিচার দিবসে ঘটবে, যা মুমিনদের উপকার করবে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং (এসব সুপারিশের মাধ্যমে) যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেনি তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবে।

بارَكَ اللهُ لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعَنا بما صرَّف فيه مِن الآيات والذِّكْر الحكيم، واستغفِروا اللهَ؛ إنه كان غفارًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহর বান্দারা! আপনি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে, সবাই উপরে উল্লেখিত সুপারিশগুলি পাবেন না। তবে সুপারিশের শর্ত যাঁর পক্ষে পাওয়া যাবে আল্লাহ তার পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করবেন। অন্যথায় সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হবে। এই সুপারিশকে বলা হয় "শাফাআতুন মুসবাতা" অর্থাৎ যে সুপারিশটি প্রমাণিত।

সুপারিশের দুটি শর্ত রয়েছে: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুপারিশকারীকে সুপারিশ করার অনুমতি দেন। এর প্রমাণ মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ﴾

অনুবাদঃ "কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?"।[৩০৭]

﴿وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ﴾

অনুবাদঃ "আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না"।[৩০৮]

দ্বিতীয় শর্তঃ যার পক্ষে সুপারিশ করা হয় আল্লাহর তার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। এই শর্তের প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীঃ

﴿وَلَا يَشۡفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرۡتَضَىٰ﴾

অনুবাদঃ "আর তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্যই যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত"।[৩০৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই ফরমানে এই দুটি শর্তকে একত্রিত করেছেনঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرۡضَىٰٓ﴾

অনুবাদঃ "আর আসমানসমূহে বহু ফিরিশতা রয়েছে; তাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হবে না। তবে আল্লাহর অনুমতির পর, যার জন্য তিনি ইচ্ছে করেন ও যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট"।[৩১০]

---

(৩০৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৫৫।
(৩০৮) সূরা সাবা, আয়াত নং: ২৩।
(৩০৯) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ২৮।
(৩১০) সূরা আন-নাজম, আয়াত নং: ২৬।

শাফাআত তার পক্ষে (স্বীকৃত) হবে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। এর পক্ষে যুক্তি এই যে, ইবরাহিম (আঃ)-তাঁর পিতা আযারের জন্য সুপারিশ করবেন। কিন্তু আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করবেন না। কারণ তাঁর পিতা একজন মুশরিক। আর সুপারিশকারী হবেন ইবরাহিম (আঃ) যিনি খলিলুল্লাহ।

হে ঈমানদারগণ! এটাও জানা জরুরী যে, আল্লাহ তায়ালা একজন বান্দার প্রতি তখনই সন্তুষ্ট হবেন যখন সে তাওহীদের থাকবে। **যার অর্থ:** একমাত্র আল্লাহর জন্য সমস্ত ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা, তা ইবাদত হোক, দুআ হোক, জবাই হোক, বা নযর হোক। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য আমার দুআ সংরক্ষিত রেখেছি। তাই এই দুআ আমার উম্মতের প্রত্যেক সেই ব্যক্তিরা পাবে যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করেই মারা গেছে।

এটি এবং অন্যান্য অনুরূপ হাদিসগুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহর জন্য ইবাদত ইত্যাদির মতো সমস্ত ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা হল সেই ব্যক্তির জন্য প্রথম শর্ত যে বিচার দিবসে সুপারিশকারীদের সুপারিশে সফল হতে চায়। কিন্তু যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, যেমন জীবের কাছে দোয়া করা, বা তাদের নামে জবাই করা, ইবাদত করা ইত্যাদি। তাহলে সে ব্যক্তি কারো সুপারিশ পাবে না। যদিও সে যা ইচ্ছা করে। আর কেউ তার পক্ষে সুপারিশ করলেও তার সুপারিশ গৃহীত হবে না। যদিও সুপারিশকারীরা রসূল হন। কেননা শিরক হল শাফায়াতের অন্তরায়।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আখিরাতে যারা সুপারিশ করবে তাদের সুপারিশে ধন্য করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ শেষ দিবসের প্রতি ঈমান (আট)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং মনে-প্রাণে তাঁর ভয়কেজীবন্ত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর শরীয়ত বিধিবদ্ধ, তাকদীর এবং পুরষ্কার ও শাস্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাময়। তিনি এই সৃষ্টির জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন যেখানে তিনি তাদের সেই কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন যা তিনি তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে তাদের উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَـٰكُمۡ عَبَثًا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না"।[৩১১]

হে ঈমানদারগণ! শেষ দুই খুতবায় আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বিষয় পেশ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ, মাখলুকের উত্থান হাশরের ময়দানে মানুষের জমায়েত হওয়া এবং হিসাব-কিতাব।

(৩১১) সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং: ১১৫।

শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া, কিয়ামতের ভয়াবহতা, মাখলুকের পুনরুত্থান, হাশরের ময়দানে মানুষের একত্রিত করা, শাস্তি ও হিসাব এবং জান্নাতের নিয়ামত, জাহান্নামের গুণাবলী এবং কিয়ামতের কিছু দৃশ্য এবং বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ সম্পর্কে। আজ আমরা এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা শেষ দিবসে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। এব তা হল: কবরের ফিতনা, এর শাস্তি এবং এর নিয়ামত সম্পর্কে। ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহর বান্দারা! ফিতনা অর্থ প্রশ্ন এবং পরীক্ষা। এখানে ফিতনা বলতে কবরে মৃতদের জিজ্ঞাসা করা তিনটি প্রশ্নকে বোঝানো হয়েছেঃ

১। তোমার রব কে?

২। তোমার ধর্ম কি?

৩। এবং তোমার নবী কে?

মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে আল্লাহ তাকে প্রশ্নোত্তরের সময় ধৈর্য্য ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করবেন এবং সঠিক উত্তর দেবেন। আর যদি সে খারাপ কাজ করে থাকে তবে সে সঠিক উত্তর দিতে পারবে না এবং শাস্তি ভোগ করবে।

- **মৃতদেরকে কবরে প্রশ্ন করার প্রমাণ হিসেবে তিনটি হাদীস এসেছেঃ**

প্রথম হাদীসঃ যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দাকে যখন তার ক্ববরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় (এতটুকু দূরে যে), তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার নিকট দু'জন ফেরেশ্‌তা এসে তাকে বসিয়ে দন। অতঃপর তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাঁর সম্পর্কে তুমি কী বলতে? তখন সে বলবে: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল। তখন তাঁকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তখন সে দু'টি স্থান একই সময় দেখতে পাবে। আর যারা কাফির বা মুনাফিক, তারা বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছ, না তিলাওয়াত করে শিখেছ। অতঃপর তার দু' কানের মাঝখানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে মারা হবে, যাতে সে চিৎকার করে উঠবে। তার আশেপাশের সবাই তা শুনতে পাবে মানুষ ও জ্বীন ছাড়া।

বারা ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক আনসারীর জানাযায় কবরের কাছে গেলাম। (তখনো কবর তৈরি করা শেষ হয়নি বলে) লাশ কবরস্থ করা হয়নি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জায়গায় বসে থাকলেন। আমরাও তাঁর আশেপাশে (চুপচাপ) বসে আছি এমনভাবে যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি (নিবিষ্টভাবে) মাটি নাড়াচাড়া করছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, কবরের 'আযাব থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা

ভিক্ষা করো। এ কথা তিনি দু'বার কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য।

তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাখুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন: হে পবিত্র আত্ম! আল্লাহর মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌঁছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত এ রূহকে নিয়ে নেন। তাকে নেবার পর অন্যান্য মালাকগণ এ রূহকে তার হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তারা তাকে তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রূহ হতে উত্তম সুগন্ধি ছাড়তে থাকে যা তার পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর ওই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া মালায়িকার কোন একটি দলও এ 'পবিত্র রূহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েন না। তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত, সে পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। এভাবে তারা এ রূহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন ও আসমানের দরজা খুলতে বলেন, দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তী মালাকগণ এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান যায় যায়। এভাবে সাত আসমান যায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে বলেন: এ বান্দার 'আমলনামা ইল্লীয়্যিনে' লিখে রাখো আর রূহকে জমিনে (কবরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে কবরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরত পাঠাব। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাব।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আবার এ রূহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার কাছে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন: তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, আমার রব 'আল্লাহ'।

আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন: তোমার দীন কি? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দীন 'ইসলাম'। আবার তারা দু' মালাক প্রশ্ন করেন: এ ব্যক্তি কে? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে, ইনি হলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর তারা দু'জন বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে? ওই ব্যক্তি বলবে, আমি 'আল্লাহর কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহবানকারী (আল্লাহ) আহবান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে পরিধান করাও জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা যায় প্রশ্নস্ত করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভাল কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে: তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যেদিনের ওয়া'দা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি বলবে, তমি কে? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সে ব্যক্তি বলবে: আমি তোমার নেক 'আমল'। মু'মিন ব্যক্তি বলবে: হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

দ্বিতীয় হাদীসঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কাফির ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন শেষ করে যখন আখিরাতে পদার্পণ করবে, আসমান থেকে 'আযাবের মালায়িকাহ্' নাযিল হবেন। তাদের চেহারা নিকষ কালো। তাদের সাথে কাঁটাযুক্ত কাফনের কাপড় থাকবে। তারা দৃষ্টির শেষ সীমায় এসে বসেন। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন ও তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন: হে নিকৃষ্ট আত্মা! আল্লাহর আযাবে লিপ্ত হবার জন্য তাড়াতাড়ি দেহ হতে বের হও। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: কাফিরের রূহ এ কথা শুনে তার গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত তার রূহকে শক্তি প্রয়োগ করে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন। যেভাবে লোহার গরম শলাকা ভিজা পশম হতে টেনে বের করা হয় (আর এতে পশম আটকে থাকে)।

তৃতীয় হাদীসঃ ইমাম মুখারী বর্ণনা করেছেন, আয়িশাহ (রাযি.)-হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "আমার নিকট ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি।" বর্ণনাকারী বলেনঃ আসমা (রাযি.) কোনটি বলেছিলেন, আমি জানি না। তোমাদের প্রত্যেকের নিকট (মালাইকাহ) উপস্থিত হবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী জান?"। তারপর মু'মিন বা মু'কিন' ব্যক্তি বলবে: আসমা 'মুমিন' বলেছিলেন না 'মুকিন' তা আমি জানি না। ইনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আমাদের নিকট মু'জিযা ও হিদায়াত নিয়ে আগমন করেছিলেন। আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছি, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং তাঁর ইত্তিবা করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। আমরা জানলাম যে, তুমি মু'মিন ছিলে। আর 'মুনাফিক' বা 'মুরতাব' বলবে: আমি জানি না আসমা এর কোনটি বলেছিলেন- লোকজনকে এর সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি আর আমিও তা-ই বলেছি।

এই তিনটি হাদিস ইঙ্গিত করে যে, মৃতকে কবরে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মুমিনকে প্রশ্ন করার সময় দৃঢ় রাখবেন এবং তাকে সঠিক উত্তর দেওয়ার তাওফীক দান করবেন। যদিও সে পাপী হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ﴾

অনুবাদঃ "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে সুদৃঢ় বাক্যের দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন"।[৩১২]

- **হে ঈমানদারগণ! শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের সাথে সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিষয় হল:** কবরের আযাব ও তার নিয়ামত। এর দলীল হল:

যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিঃ)-এর সূত্রে আবু সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, আবু সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত ছিলাম না, বরং আমাকে যায়দ ইবনু সাবিত (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জার গোত্রের একটি প্রাচীর ঘেরা বাগানে তার একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। এ সময় আমরা তার সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তা লাফিয়ে উঠল এবং তাকে ফেলে দেয়ার উপক্রম করল। দেখা গেল, সেখানে ছয়টি কিংবা পাঁচটি অথবা চারটি কবর রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন: জুরাইরী এমনটিই বর্ণনা করতেন। অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন: এ কবরবাসীদেরকে কে চিনে? তখন এক ব্যক্তি বললেন, আমি চিনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? তিনি বললেন, তারা শিরকের অসস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এ উম্মাতকে তাদের কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বর্জন করবে, এ আশঙ্কা না হলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাব শুনান যা আমি শুনতে পাচ্ছি।

তারপর তিনি আমাদের প্রতি মনোনিবেশ করে বললেন: তোমরা সবাই জাহান্নামের আযাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সহাবাগণ বললেন: জাহান্নামের শাস্তি হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তারপর তিনি বললেন: তোমরা সকলে কবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। সহাবাগণ বললেন: কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। অতঃপর তিনি বললেন: তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রশ্নার ফিতনাহ হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। তারা বললেন: প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রশ্নের ফিতনাহ্ হতে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি আবারো বললেন: তোমরা দাজ্জালের ফিতনাহ হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। সহাবাগণ বললেন: দাজ্জালের ফিতনাহ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কেউ যখন (সলাতে) তাশাহহুদ পড় তখন চারটি জিনিস থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা করবে। এ বলে দুআ করবেঃ "আল্লহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম ওয়ামিন আযা-বিল কবরি ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহইয়া- ওয়াল মামা-তি ওয়ামিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল"। (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনাহ থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)।[৩১৩]

---

(৩১২) সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং: ২৭।
(৩১৩) বুখারী (১৩৭৭), মুসলিম (৫৮৮)।

- **আল্লাহর বান্দারা! কবরের আযাব দুই ধরনের লোককে দেওয়া হবে: পাপী মুমিন ও কাফের। পাপী মুমিনদের প্রমাণ হল ইবনে আব্বাসের এই হাদীসঃ**

ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা মাদ্বীনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য হতে কোন এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু' ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন যে, তাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এদের দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে। অথচ কোন গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এদের একজন তার পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না। অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করত।[৩১৪]

এটা জানা যায় যে চোগলখোরি করা মহাপাপ। সেই মত প্রস্রাব থেকে সতর্ক না থাকাও মহাপাপ। আর এ দু'টি গুনাহের অপরাধী তার পাপের অনুপাতে কবরের শাস্তির যোগ্য। যাতে সে এসব পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।

একইভাবে এগুলো ছাড়াও আরো কিছু গুনাহ রয়েছে যার জন্য (মানুষকে) কবরে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ কবর হলো শাস্তির স্থান।

- **কাফেরদেরকে কবরের আযাব দেওয়ার দলীল হল আল্লাহর এই বাণীঃ**

﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِى غَمَرَٰتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا۟ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا۟ أَنفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

অনুবাদঃ "যদি আপনি দেখতে পেতেন, যখন যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফিরিশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর'। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তোমারা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহংকার করতে"।[৩১৫]

অতএব, আল্লাহ তায়ালার এই বাণী: ﴿ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ﴾

অনুবাদঃ (আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে)। এই বাণী থেকে জানা যায় যে, অবিলম্বে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾

অনুবাদঃ "আগুন, তাদেরকে তাতে উপস্থিত করা হয় সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে"।[৩১৬]

---

(৩১৪) বুখারী (২১৬), মুসলিম (২৯২)।
(৩১৫) সূরা আনআম, আয়াত নং: ৯৩।
(৩১৬) সূরা আল-গাফির, আয়াত নং: ৪৬।

এখানেঃ **غُدُوًّا وَعَشِيًّا :** সকাল ও সন্ধ্যার অর্থ হচ্ছে কিয়ামতের পূর্বে। কেননা এর পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ﴾

অর্থঃ এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, 'ফিরআউন গোষ্ঠীকে নিক্ষেপ কর কঠোর শাস্তিতে।

এই কারণেই কিয়ামতের পূর্বের শাস্তি এবং কিয়ামতের পরের শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে।

- **আর কবরের নিয়ামত, এটি প্রস্তুত মুমিনদের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ**

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', তারপর অবিচলিত থাকে। তাদের কাছে নাযিল হয় ফেরেশতা (এ বলে) যে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।[৩১৭]

এই আয়াত থেকে যুক্তির ভিত্তি হল আল্লাহর বক্তব্য, যা ফেরেশতাদের দ্বারা বলা হবে: (জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর)।

এটা বলা হয় হৈ সময়ে যখন রূহ কবয করা হয়। তাই মৃত্যুর সময় এবং আত্মাকে বের করার সময় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া একটি নিআমত বলে মনে করা হয় এবং এটিই হল এর সাক্ষী বা প্রমাণ।

- **কবরে পাওয়া নিয়ামত কুরআন থেকে প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:**

﴿فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ﴾

অনুবাদঃ সুতরাং কেন নয় প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকিয়ে থাক। আর আমরা তোমাদের চেয়ে তার কাছাকাছি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। অতঃপর যদি তোমরা হিসাব নিকাশ ও প্রতিফলের সম্মুখীন না হও। তবে তোমরা ওটা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও! অতঃপর যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান।[৩১৮]

(৩১৭) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ৩০।
(৩১৮) সূরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত নং: ৮৩-৮৯।

এই আয়াত থেকে যুক্তির ভিত্তি হল, আত্মা যখন কণ্ঠাগত হয় তখন আরাম, রিযিক ও প্রশস্ত বেহেশতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। যেমন উপরের আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে। এটাই যুক্তি যে, একজন ব্যক্তি যে নিয়ামত পাবে, তা তার মৃত্যুর সময় থেকে শুরু হয় এবং এটি কবরের প্রথম নিয়ামত।

- **কবরে প্রাপ্ত নিয়ামতের একটি কুরআন থেকে প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার এই বক্তব্যঃ**

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

অনুবাদঃ ফিরিশতাগণ যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তমভাবে। ফিরিশতাগণ বলবেন, তোমাদের উপর সালাম! তোমরা যা করতে তার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।[৩১৯]

এই আয়াত থেকে যুক্তির ভিত্তি হল যে, আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলেন: (জান্নাতে প্রবেশ কর)।

আত্মা শরীর থেকে বের হওয়ার আগেই মুমিনকে নিয়ামতের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এর একটি দলীল হল আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:

﴿يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٢٨ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ٢٩ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى﴾

অনুবাদ: "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর"।[৩২০]

রূহ কবয করার পরেই মুমিন নিয়ামত প্রাপ্ত হয় হাদীস থেকে এর দলীল হচ্ছে: বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-এর এই হাদীস, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন বান্দা দুনিয়ার জীবন শেষ করে পরকালের দিকে যখন ফিরে চলে (মৃত্যুর কাছাকাছি হয়) তখন আসমান থেকে খুবই আলোকোজ্জ্বল চেহারার কিছু মালায়িকাহ্ (ফেরেশতাগণ) তার কাছে যান। তাঁদের চেহারা যেন দীপ্ত সূর্য।

তাঁদের সাথে (জান্নাতের রেশমী কাপড়ের) কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি থাকে। তারা তার দৃষ্টির দূর সীমায় বসবে। তারপর মালাকুল মাওত আসবেন, তার মাথার কাছে বসবেন ও বলবেন: হে পবিত্র আত্ম! আল্লাহর মাগফিরাত ও তার সন্তুষ্টির কাছে পৌঁছবার জন্য দেহ থেকে বেরিয়ে আসো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এ কথা শুনে মু'মিন বান্দার রূহ তার দেহ হতে এভাবে বেরিয়ে আসে যেমন মশক হতে পানির ফোঁটা বেয়ে পড়ে। তখন মালাকুল মাওত এ রূহকে নিয়ে নেন। তাকে নেবার পর অন্যান্য মালাকগণ এ রূহকে তার হাতে এক পলকের জন্যও থাকতে দেন না। তারা তাকে

(৩১৯) সূরা আন-নাহল, আয়াত নং: ৩২।
(৩২০) সূরা আল-ফাজর, আয়াত নং: ২৭-৩০।

তাদের হাতে নিয়ে নেন ও তাদের হাতে থাকা কাফন ও খুশবুর মধ্যে রেখে দেন। তখন এ রূহ হতে উত্তম সুগন্ধি ছড়াতে থাকে যা তার পৃথিবীতে পাওয়া সর্বোত্তম সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর ওই মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) এ রূহকে নিয়ে আকাশের দিকে রওয়ানা হন (যাবার পথে) সাক্ষাত হওয়া মালায়িকার কোন একটি দলও এ 'পবিত্র রূহ কার' জিজ্ঞেস করতে ছাড়েন না। তারা বলে অমুকের পুত্র অমুক। তাকে তার উত্তম নাম ও যেসব নামে তাকে দুনিয়ায় ডাকা হত, সে পরিচয় দিয়ে চলতে থাকেন। এভাবে তারা এ রূহকে নিয়ে প্রথম আসমানে পৌঁছেন ও আসমানের দরজা খুলতে বলেন, দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের নিকটবর্তী মালাকগণ এদের সাথে দ্বিতীয় আসমান যায় যায়। এভাবে সাত আসমান যায় পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (এ সময়) আল্লাহ তা'আলা মালাকগণকে বলেন: এ বান্দার 'আমলনামা ইল্লীয়্যিনে' লিখে রাখো, আর রূহকে জমিনে (কবরে) পাঠিয়ে দাও (যাতে কবরের) সওয়াল জবাবের জন্য তৈরি থাকে। কারণ আমি তাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। আর মাটিতেই তাদেরকে ফেরত পাঠাব। আর এ মাটি হতেই আমি তাদেরকে আবার উঠাব।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এরপর আবার এ রূহকে নিজের দেহের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার কাছে দু'জন মালাক (ফেরেশতা) (মুনকির নাকীর) এসে তাকে বসিয়ে নেন। তারপর তাকে প্রশ্ন করেন: তোমার রব কে? সে উত্তর দয়, আমার রব 'আল্লাহ'। আবার তারা দু'জন জিজ্ঞেস করেন: তোমার দীন কি? তখন সে উত্তর দেয়, আমার দীন 'ইসলাম'। আবার তারা দু' মালাক প্রশ্ন করেন: এ ব্যক্তি কে? যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সে ব্যক্তি উত্তর দিবে: ইনি হলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপর তারা দু'জন বলবেন, তুমি কিভাবে জানলে? ওই ব্যক্তি বলবে: আমি 'আল্লাহর কিতাব' পড়েছি, তাই আমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন আহবানকারী (আল্লাহ) আহবান করে বলবেন, আমার বান্দা সত্যবাদী। অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছাও, তাকে পরিধান করাও জান্নাতের পোশাক-পরিচ্ছদ, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও। (তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে)।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে দরজা দিয়ে তার জন্য জান্নাতের হাওয়া ও খুশবু আসতে থাকবে। তারপর তার কবরকে দৃষ্টির শেষ সীমা যায় প্রশস্ত করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারপর একজন সুন্দর চেহারার লোক ভাল কাপড়-চোপড় পরে সুগন্ধি লাগিয়ে তার কাছে আসবে। তাকে বলবে: তোমার জন্য শুভ সংবাদ, যা তোমাকে খুশী করবে। এটা সেদিন, যেদিনের ওয়া'দা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে ব্যক্তি বলবে: তুমি কে? তোমার চেহারার মতো লোক কল্যাণ নিয়েই আসে। তখন সে ব্যক্তি বলবে: আমি তোমার নেক আমল। মু'মিন ব্যক্তি বলবে: হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। হে আল্লাহ! তুমি ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কায়িম করে ফেলো। আমি যেন আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের কাছে যেতে পারি।

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَفَعَنَا بِمَا صَرَّفَ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ؛ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহর বান্দারা! আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং জেনে রাখা উচিত যে আখিরাতে বিশ্বাস করার অনেক উপকারিতা ও ফল রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল:

১। সেদিনের সওয়াবের আশায় আনুগত্য কামনা করা ও তার ব্যবস্থা নেওয়া।

২। গুনাহের ভয় করা এবং সেদিনের শাস্তির ভয়ে, তাতে রাজি হওয়া থেকে ভয় করা।

৩। মুমিন এই দুনিয়াতে যে নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় তা পূরণ করার জন্য আখেরাতের নিয়ামত ও পুরস্কারের আশা করে সান্ত্বনা লাভ করা।

৪। আল্লাহর ন্যায় ও ন্যায্যতার সাথে পরিচিত হওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তার বান্দাদের তাদের কাজের জন্য প্রতিদান দেবেন। যদি কাজটি ভাল হয় তবে সওয়াব হবে এবং যদি কাজ খারাপ হয় তবে প্রতিদান খারাপ হবে।

৫। আল্লাহর হিকমতের জ্ঞান। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমতের জন্য, যা তাঁর ইবাদত করা। অর্থাৎ তারা যেন সকল আনুগত্য ও ইবাদত করে এবং সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা পরিহার করে। অতঃপর আল্লাহ তাদের পরকালে জবাবদিহি করবেন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে, জীবন মৃত্যুর শাস্তি এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আখিরাতে যারা সুপারিশ করবে তাদের সুপারিশে ধন্য করুন।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে জান্নাতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ

প্রথম খুৎবা

الحمد لله العلى الأعلى، الذى خلق فسوى، والذى قدّر فهدى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَاإِلـهَ إِلَّا اللهُ وحده لا شريك له، له الحمد فى الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسوله، بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁকে শ্রদ্ধা কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং অবাধ্যতা পরিহার কর, আনুগত্যের কাজ সম্পাদনে ধৈর্য ধর এবং পাপ ও মন্দ কাজ এড়িয়ে চল। জেনে রাখ যে, তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ। এটাকে আমলে না নিয়ে ঈমান সঠিক হতে পারে না। তাকদীর মানে আল্লাহ তায়ালা তার পূর্বের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অনুযায়ী মহাবিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

১. আল্লাহর বান্দারা! তাকদীরের প্রতি ঈমান আনার মধ্যে চারটি জিনিস রয়েছেঃ জ্ঞান, লেখা, ইচ্ছা এবং সৃষ্টিতে বিশ্বাস।

জ্ঞানে বিশ্বাস করার অর্থ: আল্লাহ অনন্তকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সব কিছু অবিস্তারিত ও বিস্তারিতভাবে জানেন, যদিও তা তার কর্মের সাথে সম্পর্কিত হয়। যেমন জীবন-মৃত্যু দান করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, বা বান্দাদের কর্মের সাথে সম্পর্কিত হোক। যেমন তাদের কথা ও কাজ, এসব বিষয়ে আল্লাহ অবগত। এর দলীল আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمًا﴾

অনুবাদঃ "আর আল্লাহ্ সর্বকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ"।[৩২১] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾

অনুবাদঃ "আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত রয়েছেন। তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্য কণাও অঙ্কুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই"।[৩২২]

(৩২১) সূরা ফাতাহ, আয়াত নং: ২৬।
(৩২২) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ৫৯।

২. হে মুমিনগণ! ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের দ্বিতীয় বিষয় হলঃ লেখার প্রতি বিশ্বাস করা। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।

নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা এটা লিখেছিলেন। তাকদীরের লেখার দলীল হলঃ

﴿قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾

অনুবাদঃ "বলুন! আমাদের জন্য আল্লাহ্ যা লিখেছেন তা ছাড়া আমাদের অন্য কিছু ঘটবে না"।[৩২৩]
আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾

অনুবাদঃ "যমীনে বা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমরা তা কিতাবে লিপিবদ্ধ রেখেছি। নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ"।[৩২৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকের তাকদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে লিখেছেন। তিনি বলেছেন" সে সময় আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল।[৩২৫]

উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছিলেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর তিনি কলমকে বললেন, লিখ। কলম বলল, কী লিখব? আল্লাহ বললেন, ক্বদর (কদর) (তাক্বদীর) সম্পর্কে লিখ। সুতরাং কলম-যা ছিল ও ভবিষ্যতে যা হবে, সবকিছুই লিখে ফেলল।

আতা (রাহঃ) বলেনঃ তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ)-এর ছেলে ওয়ালীদের সাথে দেখা করে তাকে প্রশ্ন করি, আপনার পিতা তার মৃত্যুকালে আপনাকে কি কি উপদেশ দিয়ে গেছেন? তিনি বললেনঃ তিনি আমাকে সামনে ডেকে বললেনঃ হে বৎস! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর আর জেনে রাখ, যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস না আনবে এবং ভাগ্য ও তার ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস না আনবে তুমি সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ভয় অর্জন করতে সক্ষম হবে না।[৩২৬]

(৩২৩) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৫১।
(৩২৪) সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নং: ২২।
(৩২৫) সহীহ মুসলিম
(৩২৬) তিরমিযী।

৩. হে মুসলমানগণ! তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের তৃতীয় জিনিসটি হল: ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস, যার অর্থ এই মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়। অর্থাৎ তাঁর অনুমতিক্রমে ঘটছে, যদিও তা আল্লাহর কর্মের সাথে সম্পর্কিত। যেমন জীবন-মৃত্যু দান করা এবং মহাবিশ্বের কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা। অথবা এটি মাখলুকের কর্মের সাথে সম্পর্কিত, যেমন আসা-যাওয়া, কিছু করা এবং ত্যাগ করা, আনুগত্য করা এবং অমান্য করা এবং এ ছাড়াও বান্দাদের সে সমস্ত কাজ যা গণনা করা সম্ভব নয়।

এর দলীল আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ﴾

অনুবাদ: "আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন"।[৩২৭]

আল্লাহ তায়ালা বাণী:

﴿وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ﴾

অনুবাদঃ "আল্লাহর যা ইচ্ছা তা করেন"।[৩২৮]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمۡ عَلَيۡكُمۡ فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতেন ফলে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত।[৩২৯]

অতএব যুদ্ধ, যা বান্দার কর্মের সাথে সম্পর্কিত তাও আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ঘটে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ﴾

অনুবাদঃ যদি আপনার রব ইচ্ছে করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন।[৩৩০]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكُواْ﴾

অনুবাদঃ "আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা শিরক করত না"।[৩৩১]

---

(৩২৭) সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াত নং: ৬৮।
(৩২৮) সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং: ২৭।
(৩২৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৯০।
(৩৩০) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ১১২।
(৩৩১) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ১০৭।

এটা জানা যায় যে, এই মহাবিশ্বে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না, তা আল্লাহর কাজের সাথে সম্পর্কিত হোক বা বান্দাদের কাজের সাথে। কারণ এই মহাবিশ্ব আল্লাহর সম্পত্তি, তাই তিনি যা ইচ্ছা এবং যা অনুমতি দেবেন তাই ঘটবে। যদি তাঁর অনুমতি ব্যতীত কিছু ঘটতে থাকে, তবে তাঁর মালিকানা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহ এ থেকে পবিত্র ও মহান।

৪. হে মুসলমানগণ! ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসের তৃতীয় বিষয়টি হল সৃষ্টি: অর্থাৎ এই বিশ্বাস করা যে সমগ্র মহাবিশ্ব তার সমস্তগুণাবলী ও কার্যাবলীসহ আল্লাহ শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٍ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আরো বলেছেনঃ

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرًا﴾

অনুবাদঃ "তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে"।[৩৩২]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٍ﴾

অনুবাদ: নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।[৩৩৩]

আল্লাহর বান্দারা! এই চারটি বিষয় যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের রুকন। যে ব্যক্তি এগুলো বুঝে সে অনুযায়ী আমল করে সে নিয়তে বিশ্বাস করে।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহর তাকদীর তিন প্রকার:

১. প্রথম ভাগ্য: যা আল্লাহ তায়ালা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ যখন কলম সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে বলেন: কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সবকিছুর ভাগ্য লিখে রাখ।

(৩৩২) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং: ০২।
(৩৩৩) সূরা আল-ক্বামার, আয়াত নং: ৪৯।

২. দ্বিতীয় ভাগ্য: জীবনের ভাগ্য, এটি লখা হয় যখন গর্ভাশয়ে শুক্রাণু তৈরি হয়। সেই সময় লেখা হয় সে ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তার বয়স ও তার কাজ, সুখ-দুঃখ, ভরণ-পোষণ সবকিছু। দুনিয়াতে তার সাথে যা ঘটবে তা লেখা হয়, তারপর এতে কোন কম বেশি হয় না।

এর দলীল হল: আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাদিকুল মাসদুক (ন্যায়পরায়ন ও ন্যায়নিষ্ঠরূপে প্রত্যায়িত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তোমাদের প্রত্যেকের শুক্রকীট তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন একত্রিত করা হয়। তারপর হুবহু চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। তারপর হুবহু চল্লিশ দিনে তা একটি গোশত টুকরায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়ে। আর তাকে চারটি কালিমা (বিষয়) লিপিবদ্ধ করার আদেশ করা হয়। রিযক, মৃত্যুক্ষণ, কর্ম, বদকার ও নেক্কার। সে সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝ হতে কেউ জান্নাতীদের আমালের ন্যায় আমল করতে থাকে। অবশেষে তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে। অতঃপর ভাগ্যের লিখন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সে জাহান্নামীদের কর্ম শুরু করে। এরপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। আর তোমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জাহান্নামের কাজ-কর্ম করতে থাকে। ফলে জাহান্নামের মাঝে ও তার মাঝে মাত্র একহাত দূরত্ব থাকে। তারপর ভাগ্যলিপি তার উপর জয়ী হয়। ফলে সে জান্নাতীদের ন্যায় আমাল করে। অবশেষে জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়।[৩৩৪]

৩. বার্ষিক তাকদীর: প্রতি বছর রমজানের শেষ দশকে কদরের রাতে লেখা হয়। এতে আগামী বছরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। এর দলীল মহান আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمۡرٗا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমরা এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে; নিশ্চয় আমরা সতর্ককারী। সে রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে, নিশ্চয় আমরা রাসূল প্রেরণকারী।[৩৩৫]

শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাসির সাদী, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: অর্থাৎ প্রতিটি তাকদীরী ও শরীয়ত আদেশকে বিস্তারিতভাবে লিখিত করা হয়, যা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্দেশিত হয়েছে। শবে কদরে রচিত এই উল্লেখযোগ্য তাকদীর যেগুলো লেখা হয় তার মধ্যে অন্যতম। অতএব, এই লেখাটিও সেই প্রথম লেখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেটিতে আল্লাহ সকল সৃষ্টির ভাগ্য, তাদের জীবন, জীবিকা, কর্ম ও পরিস্থিতি লিখে রেখেছেন।

(৩৩৪) বুখারী ও মুসলিম।
(৩৩৫) সূরা আদ-দুখান, আয়াত নংঃ ৩-৫।

আল্লাহর বান্দারা! মনে রাখবেন আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। যে তাকদীর বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তি তার কর্মে বাধ্য। সে কাজগুলো ভালো হোক বা মন্দ হোক। কারণ আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, তাকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার বুদ্ধি দিয়েছেন। যার দ্বারা সে মুক্তির পথ ও ধ্বংসের পথ বেছে নিতে পারে। আল্লাহ তাকে ন্যায়পরায়ন, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় হতে আদেশ করেছেন এবং অশ্লীল কাজ ও কথা, এবং জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করেছেন।

এর ভিত্তিতে, বিষয়টি বান্দার দিকেই ফিরে আসে। যদি সে চায় তবে তার কৃতজ্ঞ হবে, আর যদি সে অকৃতজ্ঞ হবে। সে চাইলে সরল পথ অবলম্বন করবে আর আর চাইলে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করবে। সে চাইলে আনুগত্য করবে আর চাইলে অমান্য করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিচারের দিন তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করবেন। আমল ভালো হলে সওয়াব হবে ভালো, আর আমল খারাপ হলে সওয়াব খারাপ হবে। আল্লাহ বান্দার ইচ্ছাকে প্রমাণ করে বললেনঃ

﴿فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا﴾

অনুবাদঃ “অতএব, যার ইচ্ছে সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক”।[৩৩৬]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ﴾

অনুবাদঃ আর বলুন, সত্য তোমাদের রব-এর কাছ থেকে; কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে কুফরী করুক।[৩৩৭]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾

অনুবাদঃ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার।[৩৩৮]

আপনার আরও জানা উচিত! আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন। যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

(৩৩৬) সূরা আন-নাবা, আয়াত নং: ৩৯।
(৩৩৭) সূরা আল-কাহাফ, আয়াত নং: ২৯।
(৩৩৮) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২২৩।

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানকে মজবুত করার খুতবার ধারাবাহিকতাঃ

(১২টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ
মুহাম্মাদ (সা:)-এর শাহাদাতের সাক্ষ্য দানের শর্তসমূহ এবং তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহঃ

প্রথম খুৎবা

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর এবং মনে রেখো যে, মুমিনের জন্য মুহাম্মদের নবুওয়াতের সাক্ষ্য তখনই কার্যকর হতে পারে যখন তা আটটি শর্তের সাথে থাকে:

১. এর অর্থ জানা এবং বোঝা। যার অর্থ এটা বিশ্বাস করা যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন প্রেরিত সত্য রাসূল।

২. অন্তর থেকে বিশ্বাস করা। যা সন্দেহ ও সংশয়ের বিপরীত। এর প্রমাণ হল আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟﴾

অর্থ: “তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি”।[৩৩৯]

৩. আল্লাহর রাসূলের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে অনুসরণ ও আনুগত্য করা। আনুগত্যের প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার এই বাণী:

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ﴾

অর্থ: “আর যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মজবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহর কাছে।”[৩৪০]

(৩৩৯) সূলা হুজরাত, আয়াত নং: ১৫।
(৩৪০) সূরা লুকমান, আয়াত নং: ২২।

৪. এই সাক্ষ্য দানের প্রয়োজনীয় দাবীগুলো গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শাহাদাতের অপরিহার্য কোন অংশকে অস্বীকার করবে, সে (এই সাক্ষ্য) অস্বীকার করবে।

৫. আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য দেওয়া। অর্থাৎ সাক্ষীদাতাদর উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। যার বিপরীত হল শিরক। এমনভাবে যে, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাহাদাত কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে করা হয়, যেমনটি মুনাফিকদের আচরণ।

৬. সততা এবং বিশ্বস্ততার সাথে এর উপর অটল থাকা। যার বিপরীত মিথ্যা বলা। এর দলীল আল্লাহ তায়ালার এই বাণীঃ

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَٰذِبِينَ﴾

অর্থ: আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী ।[৩৪১]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে কোন বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন"। [৩৪২]

৭. এটিকে এবং যারা এটি বিশ্বাস করে তাদের ভালবাসা এবং যারা তা ঘৃণা করে তাদের সাথে শত্রুতা করা।

৮. এর পরিপন্থী বিষয়গুলোকে অস্বীকার করা। এমন পাঁচটি বিষয় রয়েছে যেগুলো আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাহাদাতের পরিপন্থী। আল্লাহ আমাদেরকে এগুলোর মধ্যে পড়া থেকে রক্ষা করুন।

- **হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শাহাদাতের বিপরীত পাঁচটি বিষয় রয়েছেঃ**

প্রথম বিপরীত: উপরোক্ত আটটি শর্তের এক বা একাধিকের বিরোধিতা করা।

দ্বিতীয় বিপরীত বস্তু: দ্বীনের সেই অংশকে অস্বীকার করা যা অপরিহার্য ও প্রসিদ্ধ। যেমন আল্লাহর রাসূলের নবুওয়াত বা তাঁর মানব হওয়াকে অস্বীকার করা বা উম্মাহ মুহাম্মাদিয়ার উপর তাঁর অধিকার বা হুকুম অস্বীকার করা। অথবা তাঁর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করা। বা তাঁর নবুওয়াত পূর্ববর্তী আইনের রহিতকরণ তা অস্বীকার করা। অথবা অস্বীকার করে যে তিনি পুরো দ্বীন দুনিয়ার লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

অথবা অস্বীকার করা যে আপনার বার্তা সকল মানব দানবের জন্য। বা ইসলামের কোনো রুকন (গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ) অস্বীকার করা, বা মদ, চুরি, ব্যভিচার জাতীয় অন্যায় হারাম জিনিস অস্বীকার করা।

(৩৪১) সূরা আনকাবুত, আয়াত নং: ৩।
(৩৪২) বুখারী ও মুসলিম।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের শাহাদাতের তৃতীয় পরিপন্থী বিষয়ে: তাঁর ব্যক্তিত্বকে অপমান করে তাকে আঘাত করা, তা তাঁর জীবদ্দশায় হোক মৃত্যুর পরে।

যেমন তাঁর সত্যবাদিতার সমালোচনা করা, বা তাঁর বোধগম্যতা বা সতীত্বের সমালোচনা করা। এগুলোর জন্য আল্লাহর রাসূলের সাক্ষ্য অস্বীকার করা প্রয়োজন। কারণ এটা ঈমানের পরিপন্থী। পবিত্র কুরআনে প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাকে নবুয়তের জন্য বেছে নিয়েছেন।

যারা তাকে কষ্ট দেয় তারা যে কাফের তার প্রমাণ আল্লাহর এই বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾

অর্থ: “নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি”।[৩৪৩]

অভিশাপ রহমত থেকে দূর করাকে বলা হয়। আল্লাহ যাকে করুণা থেকে দূরে করেন সে কাফেরই হতে পারে।

হে ঈমানদারগণ! তাকে কষ্ট দেওয়ার একটি ধরন হল তাকে নিয়ে মোজা করা, সিরিয়াসলি হোক বা ঠাট্টা করে। যারা তাকে ঠাট্টা করে তারা কাফের তার প্রমাণ সূরা তওবায় আল্লাহর এই বাণী:

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾

অর্থ: “আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেলা-তামাশা করছিলাম।’ বলুন, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?”।[৩৪৪]

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী (রাহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা এক প্রকার কুফর যা কাউকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। কারণ দ্বীনের ইমারত আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও তাঁর রসূলদের সম্মানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এগুলোর যে কোন একটিকে উপহাস করা এই নীতির পরিপন্থী এবং এর পরিপন্থী কাজ।

চতুর্থ পরিপন্থী: ইসলাম ভঙ্গকারী কোনো একটি পাপাচারের মধ্যে পতিত হওয়া। যেমন আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা বা অন্য কোনো পন্থাকে আল্লাহর রাসূলের পন্থার চেয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা।

(৩৪৩) সূরা আল-আহযান, আয়াত নং: ৫৭।
(৩৪৪) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৬৫।

অথবা অন্য কোন সিদ্ধান্ত তার সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম মনে করা। যেমন যারা তার সিদ্ধান্তের চেয়ে তাগুতের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেয়। সেই মত যারা ইসলামী ব্যবস্থা চেয়ে কমিউনিজম বা গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি কাফের।

এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রাসূলের আনা শিক্ষাকে ঘৃণা করা, বা আল্লাহর দ্বীনকে, বা এর সাওয়াব ও শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা, বা যাদুতে লিপ্ত হওয়া, বা আল্লাহর দ্বীনে থেকে বিমুখ হওয়া। সেই দীন শিখবে না বা অনুশীলন করবে না।

নবী (সাঃ)-এর শাহাদাতের পঞ্চম ও শেষ পরিপন্থী: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করা। অর্থাত তাঁর শ্রদ্ধায় সীমা অতিক্রম করা। তিনি তাঁর জীবনে এমনকি মুমূর্ষ অবস্থাতেও তিনি কঠোরভাবে তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন যাতে মানুষ তাঁর জীবনে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে। তিনি উম্মাহর জন্য কত মহান ও উপকারী ছিলেন, তিনি বহু হাদীসে বাড়াবাড়ি করা থেকে নিষিদ্ধ করেছেন।

তার মধ্যে একটি উমার রাঃ এর হাদীস। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 'উমার (রাঃ)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। যেমন ঈসা মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে, নবীর সম্মানে অতিরঞ্জন দুই প্রকার:

এক প্রকার: ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়।

দুই: এবং অন্য প্রকার এ থেকে কম।

ধর্ম থেকে বের করে দেয় এমন বাড়াবাড়ির একটি উদাহরণ: তার জন্য ইবাদত করা। যেমন তাকে ডাকা, বা তার প্রতি আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের গুণাবলী আরোপ করা। যেমন বৃষ্টি বর্ষণ করা, জীবিকা প্রদান করা এবং অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সম্বোধন তার দিকে করা। এসবই বাতিল ও কুফরি কাজ এবং তার শানে বাড়াবাড়ির বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ﴾

অর্থ: বলুন, 'আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবেন খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং

কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই।[৩৪৫]

যে সমস্ত অতিরঞ্জন ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে না এবং এটি একটি অ-কুফরি বিদআত বলে বিবেচিত হয়। তবে এই ধরনের অতিরঞ্জন প্রথম প্রকারের দিকে নিয়ে যায়।

এর একটি উদাহরণ হল: তার শপথ করা বা তার অসীলা গ্রহণ করা, বা তার জন্ম উদযাপন করা, বা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তাকে নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। বা বিশ্বাস করা যে আল্লাহ তার জন্যই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। বা তার কবরের দিকে যাত্রা করা।

অনেকে এই আমলের সাথে জড়িত এবং এটি একটি পুণ্য হিসাবে পালন করে। অথচ এটি একটি বিদআত। কারণ এটি এমন একটি কাজের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যা শরিয়ত দ্বারা নির্দেশিত নয়। বরং এটি নবী কর্তৃক নিষিদ্ধ। তিনি বললেনঃ মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুর রাসূল এবং মাসজিদুল আকসা (বায়তুল মাক্দিস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে হাওদা বাঁধা যাবে না।[৩৪৬]

অনেকে এই আমলের সাথে জড়িত এবং এটি একটি পুণ্য হিসাবে পালন করে। অথচ এটি একটি বিদআত, কারণ এটি এমন একটি কাজের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যা শরিয়ত দ্বারা নির্দেশিত নয়, বরং এটি নবী কর্তৃক নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। অতএব, যদি কোন মুসলমান মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে নামায পড়ে তাহলে তার নিয়ত পূর্ণ হবে। এরপর তার জন্য নবীর কবর যিয়ারত করা সঠিক হবে। এবং নবী (সাঃ) ও আবু বাকর ও উমার (রাঃ) কবরে সালাম পেশ করবে। এবং মসজিদে কুবাতে যাওয়াও তার জন্য সঠিক হবে। এতে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। যেমনটি নবী (সাঃ) করতেন।

আর বাকির কবর যিয়ারত এবং সেখানে সমাহিত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করা ও পেশ করারও অনুমতি রয়েছে। একইভাবে, কেউ উহুদের শহীদদের এবং অন্যান্য কবরস্থান পরিদর্শনে যেতে পারে পাঠ ও উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তাদের সমাধিস্থ লোকদের সালাম পাঠাতে পারে।

- **হে মুসলমানগণ! নবীর প্রতি সম্মানের ব্যাপারে তিন প্রকারের লোক রয়েছে:**

প্রথম প্রকার: সেই সব চরমপন্থী ও পথভ্রষ্ট লোক যারা তাঁর হক নষ্ট করে এবং তাঁর ভালোবাসা ও আনুগত্যের যা জরুরী অধিকার তা আদায় করে না। **তাদের দুই প্রকারঃ**

প্রথম: পাপী ও গাফেল লোক যারা তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয়: সেই সব চরমপন্থী সুফি যারা তাদের ইমামদের পছন্দ করে নবীর উপর প্রাধান্য দেয়।

---

(৩৪৫) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৮৮।
(৩৪৬) বুখারী ও মুসলিম।

দ্বিতীয় প্রকার: অতিরঞ্জনকারী মানুষ। এরা প্রথম প্রকারের বিপরীত। সুতরাং তারা তাঁর জন্য এমন কাজ সাব্যস্ত করে যা শুধু আল্লাহর হক। যেমন দোয়া, মানত, কোরবানি ইত্যাদি। অথবা তারা তাঁর এমন গুণাবলী বর্ণনা করে যা আল্লাহর বিশেষ গুণ। যেমন অদৃশ্যের জ্ঞান ইত্যাদি। কবর পূজারীদের মধ্যে এই ধরনের ভন্ডামি বেশি দেখা যায়।

তৃতীয় প্রকারঃ হল হকপন্থী, যারা মধ্যপন্থী মনোভাব পোষণ করে, তাঁর সাথে ভালবাসা ও আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে। তারা তাঁর শরীয়তসম্মত অধিকার পূরণ করে এবং তারা তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাদের পথে অটল রাখুন।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।[৩৪৭]

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

(৩৪৭) আহমাদ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ، وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে আসার দাবীসমূহ:

প্রথম খুৎবা

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয়, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করেন যে তিনি তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কুরআন ও হিকমতের শিক্ষা দেন। যদিও তারা এর আগে প্রকাশ্য বিভ্রান্তে ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য পনেরটি শর্ত ও দাবী রয়েছে:

১. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বংশ ক্রমধারাঃ

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মোত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দ মানাফ বিন কুছাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুই বিন গালিব বিন ফাহর বিন মালিক বিন আন নাযর বিন কিনান বিন খুজাইমা বিন মুদরেকা বিন ইলায়াস বিন মুদার হিন নিজার বিন মা'দ বিন আদনান।

আদনান ছিলেন ইসমাইলের বংশ থেকে এবং ইসমাইল ছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশ থেকে। এই সমগ্র বংশে তাঁর নাম ও পিতার নাম জানাই যথেষ্ট এবং তা হল: মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ। এছাড়াও, তিনি কুরাাইশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২. নবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার অন্যতম শর্ত হল, তিনি যে সকল দলীল সহ প্রেরিত হয়েছেন তাতে বিশ্বাস করা। যেগুলো অনেক, তার মধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলঃ পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ। তার ইঙ্গিতে চাঁদের দুই টুকরো হয়ে যাওয়া। তার জন্য খেজুর গাছের কান্নায় ফেটে পড়া, তির সামনে খাবারের তাসবীহ পাঠ করা। তার আঙ্গুলের মধ্য থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত হওয়া, ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত অদেখা কিছু বিষয়ের খবর দান করা, ইত্যাদি।

৩. নবীর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হলো, তাঁর নবুওয়াত ও রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তিনিই আল্লাহর প্রেরিত সত্য ও ন্যায়পরায়ণ রসূল।

৪. নবীর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হল, তিনিই শেষ নবী এবং তাঁর নবুওয়াতই শেষ নবুয়াত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

অর্থ: "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; ববং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী"।[৩৪৮]

সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুশরিকদের সাথে আমার উম্মাতের কতিপয় গোত্র না মিলিত হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমনকি তারা মূর্তিপূজাও করবে। আমার উম্মাতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের সকলেই দাবি করবে যে সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।[৩৪৯]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল। কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী।[৩৫০]

৫-. বী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার অন্যতম দাবী হল বিশ্বাস করা যে, তিনি যে আইন আনেন তা পূর্ববর্তী সমস্ত আইন বাতিল ও রহিতকারী এবং তাদের রক্ষাকারী। উদাহরণস্বরূপ, ঈসা (আঃ) এবং মূসা (আঃ)-এর আনীত আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

অর্থ: "আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে"।[৩৫১]

তাই ইসলামী শরীয়তের অন্য কোনো ধর্মের আলোকে আল্লাহর ইবাদত করা জায়েয নয়।

৬. আল্লাহর বান্দারা! মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার শর্ত হলো, এ সত্যেও বিশ্বাস করা যে, তাঁর প্রেরণের পর ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ﴾

অর্থ: "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত"।[৩৫২]

---

(৩৪৮) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৪০।
(৩৪৯) আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ, আলবানী ও মুসনাদ আহমাদ এর মুহাক্কীকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৩৫০) বুখারী ও মুসলিম।
(৩৫১) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।
(৩৫২) সূলা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৮৫।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদী হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।[৩৫৩]

৭. মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হল এটা বিশ্বাস করা যে, তিনি (বিশ্ববাসীর কাছে) আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন এবং তা সম্পূর্ণ করেছেন, পাশাপাশি তাঁর উম্মতকে উজ্জ্বল রাজপথে রেখে গেছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[৩৫৪]

মাসরূক (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: আমি আয়িশাহ (রাযিঃ) এর মাজলিসে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। তখন তিনি বলছেন: হে আবূ আয়িশাহ! তিনটি কথা এমন, যে এর কোন একটি বলল, সে আল্লাহ সম্পর্কে ভীষণ অপবাদ দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম: সেগুলো কি? তিনি বললেন: তার মধ্যে একটি হল যে, আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেন: আর ঐ ব্যক্তিও আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ দেয়. যে এমন কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কোন কথা গোপন রেখেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ﴾

অর্থ: "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন, যদি তা না করেন তবে আপনি তার বার্তা প্রচারই করলেন না"।[৩৫৫]

সাহাবী আবূ যার (রাঃ) বলেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ইলমও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।[৩৫৬]

নবীজীর সাহাবীগণ বিদায় হজ্জে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন

(৩৫৩) মুসলিম, হাদিস নং: ১৫৩।
(৩৫৪) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৩।
(৩৫৫) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৬৭।
(৩৫৬) আহমাদ, এর মুহাক্কীকগণ হাসান বলেছেন।

তোমরা কী বলবে?” তারা (উপস্থিত জনতা) বললেন: আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আঙ্গুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আপনি সাক্ষী থাকুন”।[৩৫৭]

৮. নবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার অন্যতম শর্ত হল এই বিশ্বাস করা যে তিনি সমগ্র মানব-দানবের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾

অর্থ: “বলুন, ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল”।[৩৫৮]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَـٰلَمِينَ﴾

অর্থ: “আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি”।[৩৫৯]

সূরা আল-জ্বিনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্বীনদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন কিছু জ্বীন তাঁর কাছে এসে তাঁর কাছ থেকে ইসলামের অঙ্গীকার গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে সূরা আহকাফের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। যা নিম্নরূপ:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ ٢٩ قَالُواْ يَـٰقَوۡمَنَآ إِنَّا سَمِعۡنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٣٠ يَـٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾

অর্থ: “আর স্মরণ করুন! যখন আমরা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম জিনদের একটি দলকে, যারা মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনছিল। অতঃপর যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তারা বলল, ‘চুপ করে শুন।’ অতঃপর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি

(৩৫৭) মুসলিম, হাদিস নং: ১২২৮।
(৩৫৮) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৫৮।
(৩৫৯) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ১০৭।

যা নাযিল হয়েছে মূসার পরে, এটা তার সম্মুখস্থ কিতাবকে সত্যায়ন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে হেদায়াত করে। হে আমাদের সম্প্রদায় আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন"।[৩৬০]

আল্লাহর হুকুম মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে ইসলামের দাওয়া দিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্যদের ইসলামের দাওয়াত দেন, তারপর আরব, পারস্য ও রোমের রাজাদের কাছে চিঠি লেখেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশিকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তিনি দাওয়াতের পথ প্রশস্ত করার জন্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তার পরে তার সঙ্গীরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাই তারাও আল্লাহর দিকে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সাহাবাগণ কুরআন ও সুন্নাহকে রক্ষা করেছেন, মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, নবুওয়াতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, বিশ্বব্যাপী বিজয়ের পতাকা তুলেছেন।

তাই তারা সিরিয়া, মিশর ও মরক্কো জয় করেন এবং খোরাসানের উপর বিজয়ের পতাকা তুলেন, সর্বত্র তাওহীদ ছড়েয়ে দেন, মূর্তিগুলোকে বশীভূত করেন এবং ইসলামের বিজয় ও বিজয়ের জন্য অনেক আমল করেন যা ইতিহাস ও হাদীসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। তারা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাজগুলো কিয়ামতের দিন কবুল করে আল্লাহ যেন এর উত্তম বদলা দান করেন।

৯. নবী (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনার অন্যতম দাবী হল, এটা বিশ্বাস করা যে, তাঁর পন্থাই হল সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খুতবায় বলতেন: "প্রশংসার পর সর্বোত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি হ'ল মুহাম্মদের পদ্ধতি, সবচেয়ে খারাপ জিনিস (ধর্মের) উদ্ভাবিত বিদআত, এবং প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী।

১০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হলো- তার হক আদায় করা। যার মধ্যে সর্বাগ্রে তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসা এবং তিনি যে শরীয়ত এনেছেন তার অনুসরণ করা, তাঁর আদেশ পালন করা এবং আপনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করা এবং রাসূল (সাঃ)-কে ভালবাসাও তাঁর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

১১. আল্লাহর বান্দারা! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের একটি দাবী হল তিনি মানুষ ছিলেন এর প্রতি ঈমান আনা।

(৩৬০) সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত নং: ২৯-৩১।

আর তিনি সেই আল্লাহর বান্দা যার ইবাদত করা ঠিক নয় এবং এমন একজন রাসুল যাকে অস্বীকার করা জায়েয নয়।

অনেক আয়াতে এর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-ইসরায় আল্লাহর এই নির্দেশ দেখুন:

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا﴾

অর্থ: "পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করালেন, আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত"।[৩৬১]

উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা আমার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না। যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে থাকে। আমি আল্লাহর বান্দা, তাই আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূলই বলো।[৩৬২]

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾

অর্থ: "বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ"।[৩৬৩]

আপনার মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করে এটা বিশ্বাস করা দরকার যে, আপনি এবং আপনি ছাড়া অন্য সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোনো গুণ ছিল না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে লোকদের বলতে আদেশ করেছিলেনঃ

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ﴾

অর্থ: "বলুন, আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভালো মন্দের উপরও আমার কোনো অধিকার নেই। আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোনো অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নয়"।[৩৬৪]

এই এবং অন্যান্য অনুরূপ আয়াত প্রমাণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষ ছিলেন এবং তিনি রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না। তাই তাঁর গায়েবী জ্ঞানও ছিল না, পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ছিল না। আর তিনি দোয়া কবুল করতেন না। বরং তিনি আমাদের

(৩৬১) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ১।
(৩৬২) বুখারী।
(৩৬৩) সূরা আল-কাহাফ, আয়াত নং: ১১০।
(৩৬৪) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৮৮।

মত আল্লাহর একজন বান্দা ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাকে নবুয়াত দিয়ে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছিলেন। এবং অন্য সকল নবীদের ক্ষেত্রেও একই কথা।

১২. মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবী হলো, সেইসব সহীহ হাদীস ও আসারগুলোর প্রতিও ঈমান আনা যা তাঁর বরকতময় চরিত্র, উত্তম নৈতিকতা ও গুণাবলী, আল্লাহর পথে জিহাদ, সত্যের প্রচার এবং তাঁর ধৈর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১৩. মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হলো, তাঁর সকল সৃষ্টিগত ও নৈতিক গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনা। যেমন তাঁর উচ্চতা, চেহারা, আচার-আচরণ, এবং তাঁর সুন্দরময় চরিত্র। ঠিক একইভাবে আল্লাহ আপনাকে যেসব উচ্চ নেতিকতা দান করেছেন এবং যা আপনি ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায়নি। যেমন সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দয়া ও সহানুভূতি, দয়া ও ক্ষমা ইত্যাদি।

১৪. মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার শর্ত হল, তার ব্যক্তিগত ও শরয়ী বৈশিষ্ট্যের প্রতিও ঈমান আনা। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি উদাহরণ হল নবুওয়াতের মোহর, যা দুই কাধের মাঝামাঝি স্থানে কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল গোশতপিণ্ড আকারে ছিল।

তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ হল আপনার চোখ ঘুমাতো কিন্তু আপনার হৃদয় ঘুমাত না।

এর আরেকটি উদাহরণ হল, আল্লাহ আপনার শরীর থেকে বের হওয়া ঘাম ও লালা (তার বরকতময় মুখ থেকে) বরকত সৃষ্টি করেছেন।

আপনার শরয়ী বৈশিষ্ট্যের এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হল: কেউ তার উত্তরাধিকারের অধিকারী নয়। তার এবং তার পরিবারের জন্য সাদাকাহ হারাম, তার জন্য ইফতার না করেই একটানা একাধিক রোজা রাখা জায়েয ছিল। আল্লাহ আপনাকে চারটির বেশি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়াও, আপনার কাছেছ এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করার বিশেষ অনুমতি ছিল যে নিজেকে তার কাছে সমর্পণ করত। সেইসাথে যেখানে আপনি মারা গেছেন সেখানেই কবর করা হয়েছে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনার জন্য নির্দিষ্ট।

১৫. আল্লাহর বান্দারা! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়অ সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনার একটি দাবী হল তাঁর নির্দোষতায় বিশ্বাস করা। তিনি পাঁচটি বিষয়ে নিষ্পাপ ছিলেন:

এক. তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি ও কিছু গোপন করা থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ﴾

অর্থ: "আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়"।[৩৬৫]

তিনি আরো বলেনঃ

(৩৬৫) সূরা আন-নাজম, আয়াত নং: ৩।

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ﴾

অর্থ: "হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন; যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন"।[৩৬৬]

২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিষ্পাপতার একটি দিক হল, তিনি শিরক থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। তিনি মূর্তির সামনে সিজদা করেননি, তাঁকে (আশীর্বাদের জন্য) স্পর্শ করেননি এবং শিরকের মতো কোনো কাজও করেননি। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা যা করত। তিনি ফিতরাত অনুযায়ী আল্লাহর সাথে পরিচিত ছিলেন। তিনি হেরাতে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং এ ইবাদতের সাথে কাউকে শরীক করতেন না।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তিনি তাওহীদের ওপর কায়েম ছিলেন। কারণ আল্লাহ তার থেকে শয়তানের অংশকে দুবার সরিয়ে দিয়েছেন। প্রথমবার যখন তিনি ছোট ছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন তিনি বড় হয়েছিলেন। আর তার সাথে বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি ঘটেছিল।

৩. তার নিরপরাধতার একটি দিক হল যে আপনি বড় গুনাহ থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের আগে হোক বা পরে, নবী (সাঃ) জীবনী এর সাক্ষী। কারণ তিনি কখনও মদ পান করেননি। কিংবা তিনি কখনো কোনো নারীকে স্পর্শ করেননি। তার দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক। কিংবা তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি কেবল সত্য কথা বলি।"

তিনি কিভাবে বড় গুনাহ করতে পারেন যখন তিনি তার সাহাবীদের বলেছিলেন: "আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি"।

কুরতুবি (রাহঃ) বলেন: এই বিষয়ে আলেমগণের ইজমা রয়েছে যে, নবীগণ সমস্ত বড় পাপের পাশাপাশি সেই সমস্ত ছোট পাপ থেকেও নিষ্পাপ ছিলেন যাতে অশ্লীলতা পাওয়া যেত।

৪. নবী (সাঃ)-এর নিষ্পাপ হওয়ার একটি দিক হল যে, তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যভিচার থেকে সুরক্ষিত ছিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীর বংশকে জাহিলিয়াতের যুগের ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। যদি তিনি একজন পিতা মাতা উভয় দিক হতে। তার জন্ম ইসলামিক বিবাহের রীতিতে পরিচালিত বিবাহে জন্ম হয়েছিল।

এর প্রমাণ হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস, যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "আমার পিতা-মাতার মধ্যে কখনও অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। স্বচ্ছতা এবং বিশুদ্ধতা

(৩৬৬) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৬৭।

সহ একটি বিশুদ্ধ গর্ভে স্থানান্তর হতে থাকে।” যখনই দুটি শাখা (পরিবারের) একত্রিত হয়েছিল, আমি তাদের মধ্যে সেরা ছিলাম।

৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাসুম হওয়ার একটি দিক হল, তিনি খারাপ নৈতিকতা থেকে নিষ্পাপ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নৈতিকতার কথা বললে কথোপকথন অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল ভালো নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং সকল খারাপ নৈতিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার এই বাণীই আমাদের জন্য যথেষ্ট, যা তাকেই সম্বোধন করে হলেন বলা হয়েছে:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ: “আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন”।[৩৬৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য এই পনেরটি দাবী ও শর্ত। আল্লাহ আমাদেরকে এই চাহিদাগুলোর প্রতি ঈমান আনতে এবং সেগুলো অনুসরণ করতে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। যারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং যে আলো নিয়ে তিনি এসেছেন তার অনুসরণ করেছেন। আর তারাই সফলকাম।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, এই দাবীগুলো পূর্ণ করা এবং এর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাহাদাত বাস্তবায়ন করার অন্তর্ভুক্ত। কামনার মাধ্যমে ঈমান অর্জন হয় না, বরং ঈমান হচ্ছে যা অন্তর বিশ্বাস করে এবং আমল এর বাস্তবায়ন করে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা

(৩৬৭) সূরা আল-ক্বলাম, আয়াত নং: ৪।

হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।[৩৬৮]

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

(৩৬৮) আহমাদ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর মহত্ত্বের ১০টি প্রমাণসমূহ রাসুলগণের প্রতি ঈমান

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে এই উম্মতের নবী ও রাসূল বানিয়েছেন। যিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকৃতপক্ষে তিনি নৈতিকতা ও জ্ঞানের দিক থেকে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই কারণেই তিনি সমগ্র বিশ্বে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা জ্বীন হোক বা মানুষ, এমনকি পশুর উপরও।

যদিও তিনি সত্যিকার অর্থে একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন, তবুও তার মতো কেউ জন্মগ্রহণ করেনি এবং তা হতেও পারে না।

রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহিমা কিছু নির্দিষ্ট আঙ্গিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি প্রতিটি দিককে জুড়ে রয়েছে। তাঁর মহত্বের শতাধিক দলীল রয়েছে। প্রতিটি দলীল অন্যটির থেকে আলাদা।

- **তার মধ্যে কয়েকটি হলঃ**

১. আল্লাহ তায়ালা তাকে সকল মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন যাতে তিনি নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗا﴾

অর্থ: "আমি আপনাকে মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছি"।[৩৬৯]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত ও নবুওয়াত উভয়ই দান করেছেন।

৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহত্ত্বের একটি প্রমাণ হল, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রসূলগণের একজন। আর তারা পাঁচজন নবী রয়েছেন: নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহযাব এবং সূরা আশ-শুরাতে দুটি স্থানে তাদের উল্লেখ করেছেন।

৪. মহানবীর মহানুভবতার একটি প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তাঁকে অনেক নিদর্শন দ্বারা উন্নীত করেছেন যা তাঁর নবুওয়াতকে নির্দেশ করে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রাহঃ) "ইগাসাতুল লাহফান" গ্রন্থের শেষাংশে উল্লেখ করেছেন যে এই নিদর্শনগুলি এক হাজারেরও বেশি।

এটা তাঁর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত। যাতে আপনি তার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনতে পারেন এবং তার কথা গ্রহণ করতে এই নিদর্শনগুলো সমর্থক হয় এবং বিরোধীদের তর্ক-বিতর্কের জন্য শক্তিশালী তরবারি হিসেবে প্রমাণিত হয়।

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহানুভবতার একটি প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি চিরন্তর অলৌকিক দান করেছেন যা তাঁর জন্ম থেকে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং তা হল পবিত্র কুরআন।

কেননা সকল নবীর নিদর্শন তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে গেলেও কুরআন এমন একটি অলৌকিক যা পৃথিবী ও এর অধিবাসীরা যতদিন থাকবে ততদিন থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে: প্রত্যেক নাবীকে তাঁর যুগের প্রয়োজন মুতাবিক কিছু মুজিযা দান করা হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আমাকে যে মুজিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, ওয়াহী- যা আল্লাহ্ আমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। কাজেই আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের অনুপাতে আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক অধিক হবে।[৩৭০]

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের একটি প্রমাণ হল, আল্লাহ তাঁর ওপর সর্বোত্তম শরীয়ত নাযিল করেছেন। এবং তিনি এটিতে সমস্ত ভাল আদেশ এবং শিক্ষাগুলিকে শামিল করেছিলেন যা সমস্ত আসমানী বইগুলিতে উপস্থিত ছিল এবং সেগুলো থেকে অতিরিক্ত জিনিস যুক্ত করেছেন।

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের একটি প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তাঁর নিকট এমন হাদীসও ওহী করেন। যাতে শরীয়তের বিবরণ রয়েছে।

(৩৬৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৭৯।
(৩৭০) বুখারী।

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের একটি প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রসূল বানিয়েছেন। পাক্ষান্তরে অন্যান্য নবীগণকে বিশেষভাবে তাদের জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালঅ বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا﴾

অর্থ: "আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"[৩৭১]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

অর্থ: "আর আমরা তো আপনাকে সৃষ্টিকুলের জন্য শুধু রহমতরূপেই পাঠিয়েছি"।[৩৭২]

আল্লাহ তা'আলা এটাও উল্লেখ করেন যে, জিনেরাও তার দাওয়াত কবুল করেছিল। আল্লাহ তায়লার বাণী:

﴿وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ﴾

অর্থ: "আর স্মরণ করুন, যখন আমরা আপনার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম জিনদের একটি দলকে, যারা মনোযোগসহকারে কুরআন পাঠ শুনছিল। অতঃপর যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তারা বলল, 'চুপ করে শুন।' অতঃপর যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে"।[৩৭৩]

এ আয়াত পর্যন্ত চিন্তা করুনঃ

﴿يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾

অর্থ: "হ আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন"।[৩৭৪]

(৩৭১) সূরা সাবা, আয়াত নং: ২৮।
(৩৭২) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ১০৭।
(৩৭৩) সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত নং: ২৯।
(৩৭৪) সূরা আল-আহক্বাফ, আয়াত নং: ৩১।

আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হচ্ছেন নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার কাছ থেকেই জ্বিনরা কুরআন তিলাওয়াত শুনেছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “প্রত্যেক নবীকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত করা হত এবং আমি লাল ও কালো সকলের কাছে প্রেরিত হয়েছি”।[৩৭৫]

এখানে লাল ও কালো থেকে সারা বিশ্ব বোঝানো হয়েছে।

৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহানুভবতার অন্যতম প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ করেছেন। তাই তাঁকে শেষ নবী বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾

অর্থ: “মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন; ববং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।”[৩৭৬]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের অবস্থা এমন, এক ব্যক্তি যেন একটি গৃহ নির্মাণ করল; তাকে সুশোভিত ও সুসজ্জিত করল, কিন্তু এক পাশে একটি ইটের জায়গা খালি রয়ে গেল। অতঃপর লোকজন এর চারপাশে ঘুরে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ঐ শূন্যস্থানের ইটটি লাগানো হল না কেন? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমিই সে ইট। আর আমিই সর্বশেষ নাবী।[৩৭৭]

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের একটি প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্মরণকে অনেক বেশি উচ্চ করে দিয়েছেন। যেমনটি মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾

অর্থ: “আর আমরা আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি”।[৩৭৮]

আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রিয় নামটিকে তাওহীদের শাহাদাতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়েছেন: “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।” আযান ও ইকামত, খুতবা, নামায, তাশাহহুদ, তাহিয়্যাত এবং অনেক যিকির ও দোয়াতে যেখানেই আল্লাহকে উল্লেখ করা হয়, সেখানে নবী মুহাম্মদের উল্লেখও থাকে। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর

(৩৭৫) জামেউল ওসূল।
(৩৭৬) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৪০।
(৩৭৭) বুখারী ও মুসলিম।
(৩৭৮) সূরা আশ-শারাহ, আয়াত নং: ৪।

প্রতিটি প্রান্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উল্লেখে মুখরিত। বিশ্বে এমন কোন ব্যক্তি নেই যাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মতো উল্লেখ ও প্রশংসা করা হয়।

যেমন হাসান ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ

ألم تر أن الله أخلد ذكره   إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد

وضمَّ الإلهُ اسم النبِي مع اسمه   إذا قال فى الخمس المؤذنُ أشهدُ

وشقَّ له من اسمه ليُجِلَّه   فذو العرش محمود وهذا محمد

অনুবাদঃ আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ তায়ালা তার স্মৃতিকে অমর করে রেখেছেন? যখন মুয়াজ্জিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে তার নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়।

আল্লাহ তার নবীর নামকে তার নিজের নামের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। আসলে মুয়জ্জিন যখন পাঁচ ওয়াক্ত আযানে শাহাদাত বাণী পাঠ করেন (তখন তিনি আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মদের নাম নেন)।

তাঁর সম্মানার্থে আল্লাহ তার নিজের নাম থেকে তার নামের উৎপত্তি করেছেন। সুতরাং আরশের মালিক হলো মাহমুদ আর তিনি হলেন মুহাম্মদ

হে মুসলমানগণ! এগুলি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্ত্বের দশটি প্রমাণ। এই প্রমাণগুলি অনেক এবং সংখ্যা একশ পর্যন্ত। যেমন আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে অশ্লীল ও কৎসিত কাজ হল মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও সম্মানের অবমাননা করা। তাকে গালিগালাজ করে বা তার মানহানি করে। যাদের পক্ষে ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে তাদের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী সত্য প্রমাণ হয়ঃ

﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ"।[৩৭৯]

(৩৭৯) সূরা আল-কাওছার, আয়াত নংঃ ৩।

অর্থাৎ: যে আপনাকে ঘৃণা করে এবং আপনাকে যে হেদায়াত ও আলো দিয়ে প্রেরিত করা হয়েছে তা ঘৃণা করে। তাদের সব চিহ্ন মুছে ফেলা হবে, তাদের নাম নেওয়ার কেউ থাকবে না এবং তারা সব ধরনের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন যে, তারা যতবারই ইসলামকে আক্রমণ করে, ততবারই তাদের জাতির মনোযোগ ইসলামের দিকে বেশি হয়। যাতে তারা ইসলামের তথ্যসূত্র মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানতে পারে, সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং তা ছড়িয়ে দিতে পারে। ইসলামিক দাওয়াহ প্রচার-প্রসারের জন্য মুসলমানরাও তাদের দেশে দাওয়াহ কার্যক্রম জোরদার করে।

﴿وَمَكَرُواْ مَكۡرٗا وَمَكَرۡنَا مَكۡرٗا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ﴾

অর্থ: "আর তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম। অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি"।[৩৮০]

একই সাথে মুসলমানদের মনে রাখতে হবে যে, কাফেররা মুসলমানদেরকে উসকানি দিতে চায়। যাতে তারা হিংসা, ক্রোধ, অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং নাশকতা প্রদর্শন করে। এমনকি যখন তারা এই জিনিসগুলি দেখাতে শুরু করে, তখন তারা তাদের জাতির লোকদের বলে: দেখুন "ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে তারা কি করছে"। তারপর মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে তাদের নাশকতার দৃশ্য মিডিয়ায় প্রচার করে।

অতএব, সতর্ক ও সজাগ থাকুন, দুর্বল চিত্তের মানুষের প্রলোভনে পড়া ঠিক নয়। বরং ধৈর্য ধরে রাখা, নিজেকে সংযত করা, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে বিষয়টি অর্পণ করা, এ ধরনের ঘটনাকে আল্লাহর দাওয়াত হিসেবে ব্যবহার করা এবং যেসব সন্দেহের উদ্রেক করা হচ্ছে তা প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

যাতে শত্রুরা প্রতারণার সুযোগ না পায় এবং আল্লাহর হুকুম ফিতনা বরকতে পরিণত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾

অর্থ: "আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে"।[৩৮১]

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

(৩৮০) সূরা আন-নামল, আয়াত নং: ৫০।
(৩৮১) সূরা আর-রুম, আয়াত নং: ৬০।

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।[৩৮২]

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তি আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

(৩৮২) আহমাদ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁর আনুগত্য করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন। জেনে রাখুন! আল্লাহ তায়ালা এই জাতিকে শ্রেষ্ঠ মাখলুককে নবী ও রাসুল বানানোর মর্যাদা দিয়েছেন, যিনি হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। প্রকৃতপক্ষে তিনি নৈতিকতা, জ্ঞান ও কর্মের দিক থেকে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তার সাথে সদিচ্ছা ও কল্যাণ কামনার নির্দেশ দিয়েছেন। তামীম আদ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ সদুপদেশ দেয়াই দীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তার কিতাবের, তার রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।[৩৮৩]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য সদুপদেশ ও শুভ কামনার অর্থ কী? এটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (রাহঃ) একজন আলেমের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেনঃ

“আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য সদুপদেশ ও শুভকামনা জানানোর অর্থ হল আল্লাহর রসূল নবুয়তের প্রতি বিশ্বাস করা। তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা। তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর জীবনকালে এবং এমনকি তাঁর মৃত্যু পরেও তাঁর সাহায্য ওসমর্থন করা।

(৩৮৩) মুসলিম।

যে তাঁর শত্রু তার সাথে শত্রুতা করা এবং যে তার বন্ধু তার সাথে বন্ধুত্ব করা তাঁর অধিকারকে সম্মান করা।"

তাঁর পদ্ধতি ও সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে, তাঁর শরিয়ত প্রচার-প্রসার করতে হবে। শরীয়তের প্রতি আরোপিত অপবাদ খন্ডন করতে হবে। শরীয়াহ জ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হবে, এর অর্থ বোঝাতে হবে, মানুষকে এর দিকে আহ্বান করতে হবে, এর শিক্ষা উদারতা ও দয়ার সাথে দিতে হবে, এর অবস্থান ও মর্যাদাকে উন্নীত করতে এবং উচ্চতর করতে হবে, এর শিক্ষা দেওয়ার সময় সম্মান ও ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে।

জ্ঞান ছাড়া এটি সম্পর্কে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ তারা এই জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আচার-আচরণে নিজেকে সজ্জিত করতে হবে। তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসতে হবে এবং যারা তাঁর সুন্নাতে বিদআত সৃষ্টি করে এবং যারা সাহাবীদের সম্মানের প্রতি আঙ্গুল তোলে তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

হে মুসলমানগণ! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করা হল তাঁর প্রতি সদিচ্ছা ও তাঁর মঙ্গল কামনা করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ। যেমনটি আলেমদের উপরোক্ত উক্তিতে বলা হয়েছে। কেন এমনটি হবে না, যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকুলকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا﴾

অনুবাদঃ কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে আপনাকে তো আমরা তাদের উপর তত্ত্বধায়ক করে পাঠাই নি।[৩৮৪]

এর কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল ও প্রচারক, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু দেননি। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾

অনুবাদঃ বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র সত্য ইলাহ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের ৩৩টি স্থানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৮৫] উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন:

(৩৮৪) সূরা আন-নিসা, আয়াত নংঃ ৮০।
(৩৮৫) সূরা কাহাফ, আয়াত নংঃ ১১০।

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾

অনুবাদঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমারা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ কর তা থেকে বিরত থাক।[৩৮৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

অনুবাদঃ তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।[৩৮৭]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ﴾

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।[৩৮৮]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের।[৩৮৯]

নবী (সাঃ) হাদিসগুলিতেও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করার, তাঁর পথ অনুসরণ করার, তাঁর সুন্নাহ মেনে চলার এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করার প্রতি উৎসাহিত করেছে।

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সকল উম্মত জান্নাতে যাবে যারা অস্বীকার করেছে তারা ছাড়া।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন: হে! আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেনঃ যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হবে সে আমাকে অস্বীকার করল।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল।

(৩৮৬) সূরা হাশর, আয়াত নং: ৭।
(৩৮৭) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৩২।
(৩৮৮) সুরা আনফাল, আয়াত নং: ২০।
(৩৮৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৫৯।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করি, তখন তাথেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্য অনুসারে মেনে চল।

হজরত আবু সাঈদ আল-খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম! তোমরা সবাই প্রবেশ করবে। জান্নাত, তারা ব্যতীত যারা প্রত্যাখ্যান করে এবং উটের মতো (আল্লাহ ও রাসূলের) আনুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।" সাহাবীগণ বললেনঃ আচ্ছা, কে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হবে সে প্রত্যাখ্যান করবে।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে মুসলমানগণ! মতানৈক্যের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে ফিরে আসাও তারঁ আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাক। এ পন্থায় উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "মানুষের ঐকমত্য হল যে, আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া মানে তাঁর কিতাবের দিকে ফিরে যাওয়া এবং আল্লাহর রসূলের দিকে ফিরে যাওয়া মানে তাঁর জীবনে তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হাদীসের দিকে ফিরে যাওয়া।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ، وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁর অবাধ্যতা হতে বিরত থাকা।

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর আনুগত্য করুন, তাঁর অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকুন। জেনে রাখুন নবীর অধিকারের মধ্যে একটি হল তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তায়ালার এই আদেশে, তার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে:

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ﴾

অর্থ: "আর কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে"।[৩৯০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾

অর্থ: "আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো"।[৩৯১]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿وَيَوۡمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيۡهِ يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي ٱتَّخَذۡتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلٗا ٢٧ يَٰوَيۡلَتَىٰ لَيۡتَنِي لَمۡ أَتَّخِذۡ فُلَانًا خَلِيلٗا ٢٨ لَّقَدۡ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكۡرِ بَعۡدَ إِذۡ جَآءَنِيۗ وَكَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ لِلۡإِنسَٰنِ خَذُولٗا﴾

অর্থ: "যালিম ব্যক্তি সেদিন নিজের দু'হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম! হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

(৩৯০) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৪।
(৩৯১) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৩৬।

আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে উপদেশ পৌঁছার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক"।[৩৯২]

এ আয়াতটিও লক্ষ্য করুনঃ

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾

অর্থ: "আর কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে। তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সে দিকেই তাকে আমরা ফিরিয়ে দেব এবং তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করাব, আর তা কতই না মন্দ আবাস!"[৩৯৩]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থ: "কাজেই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৩৯৪]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: তার আদেশ অর্থাত তার পথ ও পদ্ধতি, তার সুন্নাহ এবং তার আনীত আইন। সমস্ত কথা ও কাজকে তার কথা ও কাজের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা উচিত। "যা (তার সুন্নাহ) অনুসারে হবে তা গ্রহণ করা হবে" এবং যা এর বিপরীত তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

যারা বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণভাবে রাসূলের আনীত শরীয়ত লঙ্ঘন করে, তাদের ভয় করা উচিত যাতে তারা ফিতনায় পতিত না হয়। অর্থাৎ তাদের অন্তরে যেন কুফর, মুনাফেকী বা বিদআত জাগ্রত না হয়। বা তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না আসে।

অর্থাৎ দুনিয়াতে খুন ও ধ্বংস, হুদুদ ও শাস্তি বা কারাবাসের মতো অন্য ফিতনায় না ভোগে।

---

(৩৯২) সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং: ২৭-২৯।
(৩৯৩) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১১৫।
(৩৯৪) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৬৩।

হাদিসে তার অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন হাদিসে আছে: (যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বিরত থাকো এবং যখন কোনো কাজের আদেশ দিই, তখন তা সাধ্যানুযায়ী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাফারমানী দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি কারণ। সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক লোক রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর সম্মুখে বাম হাতে খাচ্ছিল। তখন তিনি (সা:) বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বলল: আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি (সা:) বললেন: ডান হাতে খাওয়ার সাধ্য তোমার না থাকে। আসলে সে অহংকারবশত ডান হাতে খাওয়া হতে বিরত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সেই অভিশাপ বাক্যে সে আর কোনদিনই তার ডান হাত আপন মুখের কাছে নিতে পারেনি।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বিন হাযান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতামহ হাযান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম কি? তিনি বললেন, আমার নাম হাযান। নবীজি বললেন তুমি সাহল, তিনি বললেন আমি আমার বাবার দেওয়া নাম পরিবর্তন করব না। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বলেন, তখন থেকে আমাদের পরিবারে কঠোরতা ও কষ্ট রয়ে গেছে।

আবূ হুমাইদ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে শরীক হয়েছি। আমরা তাবূক পৌঁছলে, তিনি বললেনঃ সাবধান! আজ রাতে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং প্রত্যেকেই যেন তার উট বেঁধে রাখে। তখন আমরা নিজ নিজ উট বেঁধে নিলাম। প্রবল ঝড় হতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলে ঝড় তাকে তায় নামক পর্বতে নিক্ষেপ করে দিল।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন অসুস্থ একজন বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। রাবী বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল যে, পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন: কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইনশা-আল্লাহ গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ বেদুঈনকেও তিনি বললেন। চিন্তা করো না গুনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ। বেদুঈন বলল: আপনি বলেছেন গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে। তা নয়। বরং এতো এমন এক জ্বর যা বয়োঃবৃদ্ধের উপর প্রভাব ফেলছে। তাকে কবরের সাক্ষাৎ করাবে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাই হোক।[৩৯৫]

হে মুসলমানগণ! নবীর অবাধ্যতা চার প্রকার: কাবীরা গুনাহ, সাগীরা গুনাহ, বিদআত ও কুফর।

কবিরা বলতে সেই সব পাপকে বোঝায় যার জন্য আল্লাহর অভিশাপ বা গজব বা হুমকি বা জাহান্নামের শাস্তির কথা এসেছে। কবীরা গুনাহের অপরাধী পরকালে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা

(৩৯৫) বুখারী।

করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন। এজন্য বড় পাপ এড়িয়ে চলা খুবই জরুরী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ نُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَنُدۡخِلۡكُم مُّدۡخَلٗا كَرِيمٗا﴾

অর্থ: "তোমদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা কবীরা গোনাহ্ তা থেকে বিরত থাকলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব।"[৩৯৬]

চুরি, মদ্যপান, সুদ, ব্যভিচার, সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নারীর পর্দাহীনতার কর্ম কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত কাজের সাথে পার্থিব বা আখেরাতের শাস্তি বা পার্থিব ও আখেরাত উভয় শাস্তির কথা এসেছে। ছোটখাটো গুনাহ বলতে বোছায় এমন সব পাপ যার জন্য পার্থিব শাস্তি বা আখেরাতের কোনো বিশেষ শাস্তির প্রতিশ্রুতি নেয়।

কিন্তু এটাও বোঝা জরুরী যে, একজন ব্যক্তি যখন ছোট গুনাহের উপর অটল থাকে এবং তা থেকে তওবা না করে, তখন তা বড় পাপে পরিণত হয়। সাহল বিন সা'দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। কেননা, ছোট ও তুচ্ছ গোনাহসমূহের উপমা হল এরূপ, যেরূপ একদল লোক (সফরে গিয়ে) এক উপত্যকার মাঝে (বিশ্রাম নিতে) নামল। অতঃপর এ একটা কাঠ, ও একটা কাঠ এনে জমা করল। এভাবে অবশেষে তারা এত কাঠ জমা করল, যদ্দ্বারা তারা তাদের রুটি পাকিয়ে নিতে পারল। আর ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।

এই কারণেই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি সহীহ রেওয়াতে বলেছেন: ধারাবাহিকতার সাথে সংঘটিত কোন পাপ ছোট থাকে না এবং ক্ষমার সাথে সংঘটিত কোন পাপ বড় থাকে না। ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন।

আর কুফর হচ্ছে ইসলামের পরিপন্থী কাজগুলোর একটি করা। যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা। যেমন নবী ও নেককার বা তাদের কবরের ইবাদত করা। বা আল্লাহ, বা আল্লাহর রাসুল, বা আল্লাহর দীনের অবমাননা। অথবা শরীয়তের কোন অংশকে নিয়ে ঠাট্টা করা। অথবা ধর্মের কোনো সুপরিচিত বিষয়ক অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস অস্বীকার করা বা মদের নিষিদ্ধতা অস্বীকার করা। অথবা নবীর পথ ছাড়া অন্য কারো পথকে প্রাধান্য দেওয়া ও উত্তম বলে বিশ্বাস করা। বা জাদু চর্চা করা। বা কাফেরদের তাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে মুমিনদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

কুফরের অনেক কারণ আছে, যেগুলো ফকীহগণ ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবে ধর্মত্যাগের অধ্যায়ের অধীনে উল্লেখ করেছেন, আমরা কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছি।

আর বিদআত হচ্ছে: এটি "ইবতিদা" ধাতু থেকে এর উৎপত্তি। এর আভিধানিক অর্থ হল: উদ্ভাবন এবং সৃষ্টি করা।

(৩৯৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৩১।

আর এর শরীয়তের পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলঃ এমন কোন ইবাদত বা বিশ্বাস উদ্ভাবন করা যার জন্য শরীয়তে কোন প্রমাণ নেই। বিদআত বিশ্বাসের সাথেও সম্পর্কিত হতে পারে এবং কর্মের সাথেও অর্থাৎ ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

ইবাদতে বিদআতের উদাহরণ: নামাজের পর সম্মিলিতভাবে তাসবিহ পাঠ করা। জুমার নামাজের পর জোহরের নামায পড়া। ঈদে মিলাদ-উল-নবী উদযাপন। ইসরা ও মিরাজ উদযাপন করা। এবং অনুরূপ অন্যান্য কর্ম সম্পাদন করা যা কিছু লোক আল্লাহর নৈকট্যের অনুমানে সম্পাদন করে। যদিও এই ইবাদতগুলো তাদেরকে আল্লাহ থেকে দূরে রাখে। কারণ আল্লাহ এগুলোকে বৈধ করেননি, বরং নবী এ ধরনের কাজকে বিদআত বলেছেন। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে: "প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী"।

কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা আমাদের কর্তব্য। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করুন। নবীকে অমান্য করা থেকে বিরত থাকুন।

অবাধ্যতার প্রকৃতি যাই হোক না কেন এবং এর কারণ যাই হোক না কেন। যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে সে নাজাত পায় এবং যে তাদের থেকে বিচ্যুত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন নবী বলেছেন: "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যার পরে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।"

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبۡحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلۡعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ، وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক তাঁকে ভালোবাসা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ভয়কেসব সময় অন্তরে জাগিয়ে রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রাখ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা মুমিন বান্দার ঈমানের শর্ত এবং দীনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার বাধ্যবাধকতার অনেক দলীল রয়েছ। যেমন আল্লাহর এই বাণী:

﴿قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ﴾

অর্থ: "বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানেরা, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা

কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস। তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্‌ ফাসিক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না"।[৩৯৭]

এই আয়াতটি একটি (স্পষ্ট) দলীল যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালোবাসা ওয়াজিব এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। এছাড়াও এই আয়াতটি মুমিনদের নবী (সাঃ)-কে ভালোবাসতে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট। কেননা আল্লাহ তায়ালা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ব্যক্তির ধন-দৌলত, তার পরিবার-পরিজন তার কাছে আল্লাহ ও রাসূলের চেয়েও বেশি প্রিয়, সে যেন আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষা করে। এছাড়াও এই আয়াতের শেষে তাকে সীমালংঘনকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সে পথভ্রষ্টদের একজন এবং হেদায়াত থেকে বঞ্চিত।

হে ঈমানদারগণ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা তখনই পরিপূর্ণতা লাভ করে যখন তাঁর ভালোবাসাকে জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

তা ছাড়া ভালবাসা ও ঈমানে ঘাটতি থাকে। এর প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহতে রয়েছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেনঃ

﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾

অর্থ: "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর।"[৩৯৮]

হাদীসে এর প্রমাণ হল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়াতে এমন কোন মুমিন নেই যার সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে আমার নিকটতম সম্পর্ক নেই। তুমি চাইলে এই আয়াতটি পড়:

﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾

অর্থ: "নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্য তার নিজের থেকে অধিক উত্তম (কল্যাণকামী)"।[৩৯৯]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।[৪০০]

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইবনু হিশাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমরা একবার নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি তখন উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-এর হাত

---

(৩৯৭) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ২৪।
(৩৯৮) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৬।
(৩৯৯) মুসলিম।
(৪০০) বুখারী ও মুসলিম।

ধরেছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছু চেয়ে অধিক প্রিয়। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন: আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে উমর! এখন (তুমি সত্যিকার ঈমানদার হলে)।[৪০১]

আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করবে:

(১) অন্য সবার তুলনায় যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়।

(২) যে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তার বান্দাকে ভালোবাসে।

(৩) এবং যাকে আল্লাহ কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে। যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

হে ঈমানদারগণ! কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর ভালোবাসার সাথে রাসূলের ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: (যদি এগুলো তোমাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে চেয়েও প্রিয় হয়)। এই যোগসূত্রটি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের ভালোবাসার মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে। যদিও মহান আল্লাহর ভালোবাসা রাসূলের ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রাসূলের ভালবাসাকে অনন্যভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলের ভালবাসার মূল্য ও মর্যাদা অত্যন্ত মহান এবং তাঁর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ ও রসূলের ভালবাসার মধ্যে এই অপরিহার্য যোগসূত্রটি বুঝতে হবে।

হে মুসলমানগণ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার অনেক গুণ রয়েছে। একটি গুণ হলো যে ব্যক্তি আপনাকে ভালোবাসবে সে পরকালে আপনার সাহচর্য লাভ করবে। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল: কিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন: তুমি কিয়ামাতের জন্য কী জোগাড় করেছ? সে বলল: কোন কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তখন তিনি বললেন: তুমি তাঁদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালোবাস। আনাস (রাঃ) বলেন: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথা দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে, অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। (বুখারী ও মুসলিম)

আনাস (রাঃ) বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসি এবং আবূ বাকর ও উমার (রাঃ)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার ভালবাসার কারণে তাদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে পারব; যদিও তাঁদের আমলের মত আমল আমি করতে পারিনি।

(৪০১) বুখারী ও মুসলিম।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে ঈমানদারগণ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসার কারণগুলি বেশ কয়েকটি। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চারটি:

প্রথম কারণ: আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আত্মত্যাগ এবং উম্মতের প্রতি তাঁর দয়া ও নম্রতা স্মরণ করা। কারণ ইসলাম প্রচারের পথে আপনি অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসাকে শক্তিশালী করার একটি কারণ হল:

এটি মনে রাখা উচিত যে তিনি উম্মাহর চূড়ান্ত ধ্বংসের বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ: "অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন। তামাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু"।[৪০২]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার অবস্থা সে লোকের অবস্থার মতো যে আগুন জ্বলিয়েছিল, তখন তাতে তার চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত হলো, তখন পতঙ্গ ও সেসব জন্তু যা আগুনে পড়ে থাকে। তাতে পড়তে লাগল আর সে লোক সেগুলোকে বাধা দিতে লাগল। তবে তারা তাকে হারিয়ে দিতে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন: এটাই হলো তোমাদের অবস্থা আর আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলো ধরে টানি ও বলি যে, আগুন হতে দূরে থাকো, আগুন থেকে দূরে থাকো এবং তোমরা আমাকে পরাস্ত করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। (মুসলিম)

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসাকে শক্তিশালী করার তৃতীয় কারণ হল, তাঁর মহৎ গুণাবলী ও সুন্দর আচার-আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এই গুণাবলীর মধ্যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করতেন তা হচ্ছে তিনি ক্ষমা ও দয়া করতেন। তাই (দেখুন) মক্কাবাসীরা তার সম্পর্কে বলেছিল যে , সে একজন যাদুকর, সে একজন কবি, একজন পাগল এবং একজন পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। আপনার হাঁটুর উপর মারা হয়েছিল। তার উপর উটের ভুঁড়ি দ্বারা শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার দাঁত শহীদ হয়েছিল এবং বরকতময় মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়েছিল।

(৪০২) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ১২৮।

কিন্তু মক্কাবাসীর সকল অত্যাচার সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাকে মক্কাবাসীদের উপর বিজয় দান করলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ হে মক্কাবাসী! তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের সাথে কি করব? এ বিষয়ে ওই ব্যক্তিরা বলেন, আমরা আপনার কাছ থেকে ভালো আশা করছি। কারণ আপনি সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ও ভদ্র ভাইয়ের ছেলে। এতে তিনি বললেন, যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন।

সুতরাং তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিলেন যদিও আল্লাহ তাকে তাদের উপর বিজয় দিয়েছেন এবং তিনি তাদের হত্যা করতে সক্ষম ছিলেন। আর তারা সকলেই আপনার কাছে সম্পদের মর্যাদায় ছিল, এজন্যই মক্কাবাসীকে তুলাাকা বলা হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালোবাসাকে দৃঢ় করার সর্বশেষ কারণ হল নবীজীর জীবনী সম্বলিত বইগুলো বারবার পড়া ও অধ্যয়ন করা। এবং তার অবস্থা, এবং দিন ও রাতের কাজগুলি, আপনার জিহাদ এবং একটি ইসলামী সমাজ গঠনে আপনার (প্রচেষ্টা) স্মরণ করা।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসা এবং তাঁর জীবন, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বসূরিরা চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।

আবু সুফিয়ান বিন হারব যখন তিনি একজন মুশরিক ছিলেন, যায়েদ বিন দাসনাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যখন মক্কার লোকেরা তাকে হত্যা করার জন্য তাকে হারাম থেকে বহিষ্কার করে বের ছিল: হে যায়দ! আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াসিতা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি: তুমি কি চাও? এই সময় মুহাম্মদ তোমার জায়গায় থাকবে এবং তাকে হত্যা কর হবে এবং তুমি তোমার পরিবারের সাথে সহীহ সালিম থাকবে?

তিনি উত্তর দিলেনঃ আল্লাহর কসম! আমি এটাও চাই না যে মুহাম্মদ এখানে থাকুক এবং তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটুক আর আমি আমার পরিবারের মাঝখানে বসে থাকি। আবু সুফিয়ান বলেন: আমি মানুষের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি যে মুহাম্মদের সাথীরা মুহাম্মদকে যেভাবে ভালোবাসে সেভাবে কাউকে ভালোবাসে।

হে ঈমানদারগণ! কিছু লোককে ধোঁকা দেওয়ার শয়তানের আরেকটি উপায় হল যে, সে তাদের কাছে এমন সব কাজ শোভিত এবং উপস্থাপন করে যা দ্বীনের অংশ নয় এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা করেননি। নবীর সাহাবীগণ এবং তিন শতাব্দীর লোকেরাও তা করেন নি। (একই সাথে) তাদেরকে এই মিথ্যা ধারণার মধ্যে রাখে যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার এটা দাবী।

এর একটি উদাহরণ হল ঈদে মিলাদ আল-নবী নামে পরিচিত কাজটি, যা ভুল। কারণ ভালোবাসার দাবী হল যাকে ভালোবাসেন তার বশ্যতা স্বীকার করা। তার হুকুম ও নিষেধ মেনে চলা এবং তার দ্বীনে হ্রাস বা বৃদ্ধি করা থেকে বিরত থাকা। আমরা জানি যে, ঈদে মিলাদ-উল-নবী যাকে বলা হয় তা ভালোবাসার অংশ নয়। বরং নব উদ্ভাবিত ইবাদতের একটি। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের এই ধর্মে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা এর অংশ নয়, তবে সে প্রত্যাখ্যাত হবে।”

অর্থাত এ আমলটি তার দিকেই ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং তা গৃহীত হয় না।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর স্ত্রীগণের সম্মান করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং সর্বদা তার ভয়কেজীবনে জীবন্ত রাখুন। তাঁর আদেশ মেনে চলুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন। জেনে রাখুন যে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করে যে তারা নবী (সাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীদের সম্মান করেন। আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন, বরং আল্লাহ তাদেরকে সকল মুমিনদের মায়ের মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَأَزۡوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمۡ﴾

অর্থ: “নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা”।[৪০৩]

এই আয়াতে সম্মান ও মর্যাদার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার কারণে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এই অধিকার রক্ষা করা এবং শরীয়তের প্রয়োজন অনুযায়ী তা পূরণ করা ফরজ।

যে বিষয়গুলো নবীর স্ত্রীদের সম্মান করা ওয়াজিব করে, তার মধ্যে রয়েছে যে, তারা ঘরের অভ্যন্তরে নবী (সাঃ)-এর পদ্ধতির কথা মনে রেখেছে এবং উম্মতের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেছে। বিশেষ করে আয়েশা (রা:)। কারণ তিনি সেই সাহাবীদের মধ্যে রয়েছেন, যারা নবী (সা.) থেকে অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন।

(৪০৩) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৬।

আর খাদিজা (রাঃ), তিনি হলেন মহানবীর প্রথম স্ত্রী।

তিনি নবী (সাঃ)-কে সাহস ও আশ্বাস দিতেন যে, তিনি পথে অটল আছেন তা সঠিক এবং আল্লাহ তাকে কখনই অপদস্থ করবেন না। এবং এই ঘটনাটি সর্বজনবিদিত, হেরা গুহায় যখন জিব্রাইল প্রথম ওহী নিয়ে নবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি কাঁপতে কাঁপতে তার কাছে এসেছিলেন। সে সময় তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন

অতঃপর তিনি তাঁকে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফালের কাছে নিয়ে গেলেন। যিনি জাহিলিয়াতের সময় খ্রিস্টান হয়েছিলেন এবং তিনি আপনাকে আরও আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করেছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী।[৪০৪]

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ:) বলেন: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হল যে, তারা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র স্ত্রীদেরকে বিশ্বাসীদের মা হিসাবে জানেন।

এবং তারা বিশ্বাস করে যে তারা পরকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী হবেন, বিশেষ করে হজরত খাদিজা (রা.)। যার অনেক সন্তান ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম তার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং তার কাজে সাহায্য ও তাকে শক্তিশালী করেছিলেন এবং তার কাছে নবী (সাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা ছিল।

আর আয়িশাহ (রাঃ) যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আয়িশাহর মর্যাদা সব মহিলার উপর এমন, যেমন সারীদের (গোশতের সুরুয়ায় ভিজা রুটির) মর্যাদা সকল প্রকার খাদ্যের উপর)। ইবনে তাইমিয়াহ এর কথা শেষ হল।

উম্মাহাতুল মুমিনদের মাহাত্মের একটি প্রমাণ হল, বিশেষভাবে তাদের প্রতি দরুদ পাঠ করতে শেখানো হয়েছে। যার অর্থ তাদের জন্য দোয়া করা যাতে আল্লাহ (ফেরেশতাদের সমাবেশে) তাদের প্রশংসা করেন এবং তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আবু হুমাইদ আস সাঈদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরুদ পাঠ করব?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এভাবে পড়বে, হে আল্লাহ!

(আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিউওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা বা-রাক্তা আলা আ-লি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

অর্থ: আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুন। যেরূপ আপনি রহমত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উপর। আর আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, তাঁর স্ত্রীগণের উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর এমনিভাবে বরকত নাযিল করুন। যেমনি আপনি বরকত নাযিল করেছেন

(৪০৪) বুখারী হাদীস: (৩), মুসলিম হা: (১৬০)।

ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি অতি প্রশংসিত এবং অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। (সহীহ বুখারী)

মুমিনদের মায়েদের অন্যতম অধিকার হল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করা এবং তাদের গুণগান আরও ভালভাবে গাওয়া। কারণ তাঁরা আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টিতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এবং তারা এই উম্মতের অন্য সকল নারীদের চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

হে ঈমানদারগণ! কুরআনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়ার দলীল পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا﴾

অর্থঃ "হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[৪০৫]

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেনঃ "হে মুহাম্মদের পরিবার! আল্লাহ তোমাদের থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করতে চান এবং আল্লাহর নাফরমানিকারীরা যে নোংরামিতে লিপ্ত রয়েছে তা থেকে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান"।

এর ভিত্তিতে নবীর স্ত্রীদেরকে অপমান করা এবং তাদের উপর ভিত্তিহীন অপবাদ দেওয়া নবীকে যন্ত্রণা দেওয়ার এক বিরাট রূপ। আল্লাহ তায়ালা নবীকে কষ্ট দেওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ﴾

অর্থঃ "নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি"।[৪০৬]

হে মুসলমানগণ! রাফেযীদের বিশ্বাস নবীর স্ত্রীদের সম্মানের বিরুদ্ধে। কেননা তারা মুনাফিকদের পথ অনুসরণ করে এবং উম্মুল মুমিনীন আয়েশাকে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয়।

তারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আল্লাহর ধর্মের অংশ মনে করে, যা কুফরী। কারণ যে ব্যক্তি আয়েশাকে ব্যভিচারের অভিযোগ দেয় সে পবিত্র কুরআনের সূরা আল-নূরে তার পবিত্র হওয়ার খবরে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(৪০৫) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নংঃ ৩৩।
(৪০৬) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নংঃ ৫৭।

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلۡإِفۡكِ عُصۡبَةٞ مِّنكُمۡۚ لَا تَحۡسَبُوهُ شَرّٗا لَّكُمۖ بَلۡ هُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۚ لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُم مَّا ٱكۡتَسَبَ مِنَ ٱلۡإِثۡمِۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبۡرَهُۥ مِنۡهُمۡ لَهُۥ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١١ لَّوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ ظَنَّ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بِأَنفُسِهِمۡ خَيۡرٗا وَقَالُواْ هَٰذَآ إِفۡكٞ مُّبِينٞ﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় যারা এ অপবাদ রচনা তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে তাদের পাপকাজের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহা শাস্তি। যখন তারা এটা শুনল তখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীগণ তাদের নিজেদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং (কেন) বলল না, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?[৪০৭]

আল্লাহ এটাও বলেছেন যে,

﴿وَلَوۡلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبۡحَٰنَكَ هَٰذَا بُهۡتَٰنٌ عَظِيمٞ﴾

অর্থ: "আর তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয় বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। এটাতো এক গুরুতর অপবাদ!"[৪০৮]

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন: সমস্ত আলেম একমত যে এই আয়াতে বর্ণিত সতর্কতার পরেও, যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে এবং তাদের অপবাদ দেয় তবে সে কাফের। সে কুরানের অবিশ্বাসী।

এগুলি ছিল এমন কিছু উপকারিতা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে সম্পর্কিত এবং যে বিষয়গুলি এর পরিপন্থী। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ বলতে সেসব মহিলাকে বোঝানো হয়েছে যাদের সাথে তিনি বসবাস করেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এগারোটি:

১. খাদিজা বিনতে খুওয়াাইলিদ (রা:)।

২. আয়েশাহ বিনতে আবু বকর সিদ্দিক (রা:)।

(৪০৭) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ১১-১২।
(৪০৮) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ১৬।

৩. সাওদাহ বিনতে জামআহ (রা:)।

৪. হাফসা বিনতে উমর বিন খাত্তাব (রা:)।

৫. উম্মে হাবীবা, রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা:)।

৬. উম্মে সালামাহ, হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া বিন মুগীরা (রা:)।

৭. জয়নাব বিনতে জাহশ (রা:)।

৮. জয়নাব বিনতে খুযাইমাহ হিলালিয়া (রা:)।

৯. জুআইরিয়া বিনতে হারিস (রা:)।

১০. সাফিয়া বিনতে হুই বিন আখতাব, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

১১. মায়মুনা বিনতে হারিস হিলালিয়া (রা:)।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও

আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ
সাহাবাগণের সম্মান করা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূল আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত:
প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হ মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং সর্বদা তার ভয়কেজীবনে জীবন্ত রাখুন। তাঁর আদেশ মেনে চলুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন। জেনে রাখুন যে, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মৌলিক বিশ্বাসের মধ্যে রয়েছে নবী (সাঃ)-এর সাহাবীদের সম্মান করা। তাদের আনুগত্য করা, তাদের অধিকার জানা, অনুসরণ করা, তাদের প্রশংসা করা, তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া।

তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা এবং যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা উচিত। তাদের কারো সম্পর্কে যে খারাপ প্রচার করা হয়, যা কিছু ঐতিহাসিক বা অজ্ঞ বর্ণনাকারী বা পথভ্রষ্ট শিয়া ও বিদআতী দ্বারা লেখা হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

কারণ সাহাবায়ে কেরাম এমন মর্যাদা ও অবস্থানে উন্নীত আছেন যে তাদের কাউকেই খারাপভাবে উল্লেখ করা উচিত নয়। এবং তাদের কোন কাজের মন্দ দিক বর্ণনা করা উচিত নয়। বরং তাদের গুণাবলী এবং তাদের জীবনের প্রশংসনীয় দিকগুলি উল্লেখ করা উচিত। এবং এর পাশাপাশি, সুন্দর নয় এমন সবকিছু থকে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।[৪০৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের একটি নীতি হল যে, তাদের অন্তর এবং তাদের জিহ্বা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের প্রতি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে এই আয়াতে বলেছেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾

(৪০৯) আল শিফা কাজী ইয়ায থেকে সংক্ষেপে গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থঃ আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে: 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'[৪১০]

- **এখানে সাহাবীদের ১৪ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলঃ**

১. হে মুমিনগণ! নবীর সাহাবীগণের অন্যান্য লোকদের উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের জন্য সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তাদেরকে মনোনীত করেছেন। এই দুনিয়াতে নবী (সাঃ)-কে দেখার সৌভাগ্য, তাঁর জিহ্বা থেকে পবিত্র হাদিস শ্রবণ করার, তাঁর কাছ থেকে শরীয়ত ও ধর্মীয় বিধি-বিধান আহরণ, তাঁর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাঁকে যে আলো ও দিকনির্দেশনা দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত করা হয়েছিল তা সর্বোত্তম আকারে পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ সম্মান তাদেরকে দান করা হয়েছিল।

২. তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা নবী (সাঃ)-কে অত্যন্ত ভাল বাসতেন।

৩. তাঁদের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরা আপনার সাথে জিহাদ করার এবং ইসলাম প্রচার এবং এতে লোকদের দাওয়াত দেওয়ার একটি মহান সাওয়াবে ভূষিত হয়েছেন। তাঁদের পরে যারা এসেছেন তারা তাদেরও নেকীর সওয়াব পাবেন। কেননা এটা বিদিত যে, হেদায়াতের দিকে আহবানকারীকে ততটাই সাওয়াব দেওয়া হয় যতটা তার অনুসরণকারীকে। আর এই সওয়াবের কারণে যারা হেদায়াতের অনুসরণ করে তাদের সওয়াবের কোনো কমতি হবে না।

৪. তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা কুরআন ও সুন্নাহর হেফাজত করেছেন। তাদের কারণে কিয়ামত আসা পর্যন্ত পৃথিবীর কোণে কোণে নবী (সাঃ)-এর বাণী ছড়িয়ে পড়েছে।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করেছেন। তাওরাত, ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআনে তাদের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًۢا﴾

অর্থ: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবেন।

(৪১০) সূরা আল-হাশর, আয়াত নং: ১০।

তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সাজদার প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।[৪১১]

ইমাম কুরতুবি (রহঃ) তাঁর এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: "এটি একটি উদাহরণ যা আল্লাহ সাহাবীদের সম্পর্কে পেশ করেছেন। যার অর্থ হল তারা প্রথমে কম হবে, তারপর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা অনেক হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্বলতার অবস্থায় দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলে একের পর এক মানুষ তার দাওয়াত গ্রহণ করতে থাকে যতক্ষণ না তার দাওয়াত শক্তিশালী হযে ওঠে। যেমন একটি উদ্ভিদ যা বপনের পরে দুর্বল দেখায়, তারপর ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয় যতক্ষণ না তার কান্ড এবং তার শাখাগুলি শক্তিশালী হয়। এভাবে এটি একটি অত্যন্ত সঠিক উদাহরণ এবং স্পষ্ট বক্তব্য।

৬. আল্লাহর বান্দারা! সাহাবীদের মহানুভবতা ও মর্যাদার একটি প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাকওয়ার ব্যাপারে অবিচল রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

অর্থ: "আর তাদেরকে তাকওয়ার কালেমায় সুদৃঢ় করলেন, আর তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ"।[৪১২]

অতএব, আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করলেন যে, তিনি তাদেরকে তাকওয়ার ব্যাপারে অবিচল রেখেছেন, যা হল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কথা।

তারা কালেমা তাওহীদের শর্ত ও দাবীর পালনকারী করেন এবং তারাও এর শর্তসমূহ পালন করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারা অন্যদের তুলনায় এই তাকওয়া পাওয়ার বেশি হকদার।

অর্থাৎ, তারা তাকওয়ার গুণে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য ছিল। কারণ তাদের অন্তর ছিল কল্যাণে পরিপূর্ণ।

৭. সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ হলো আল্লাহ তায়ালা এ সংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমান এনেছিলেন, সেভাবে মানুষ যদি ঈমান আনে তাহলে তারা হেদায়েত পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهْتَدَواْ﴾

---

(৪১১) সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত নং: ২৯।
(৪১২) সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত নং: ২৬।

অর্থ: “অতঃপর তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছ তারাও যদি সেরূপ ঈমান আনে, তবে নিশ্চয় তারা হেদায়াত পাবে।”[৪১৩]

সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ হল, সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তারাই প্রকৃত মুমিন এবং সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

অর্থ: আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।[৪১৪]

সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ হলো, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের দু'টি স্থানে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এই দুটি আয়াত হলঃ

﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।[৪১৫]

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾

অর্থ: আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন । আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এ তো মহাসাফল্য।[৪১৬]

---

(৪১৩) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৩৭।
(৪১৪) সূরা আল-আনফাল, আয়াত নং: ৭৪।
(৪১৫) সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত নং: ১৮।
(৪১৬) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ১০০।

১০. সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, তাঁরা ছিলেন উম্মতের মধ্যে দ্বীনের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। কেননা তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন এবং ওহীর সাক্ষী ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে চারজন প্রাথমিক খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের সুন্নাহ অনুসরণ করার যোগ্য এবং তাদের পরে যারা আসবে তাদের উচিত তাদের অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির, শ্রবণ ও আনুগত্যের উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতবিরোধ দেখবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাত এবং আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাহগণের সুন্নাত অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা।[৪১৭]

১১. সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছন এবং বলেছেন:

﴿وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾

অর্থ: এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।[৪১৮]

১২. সাহাবায়ে কেরামের মহত্বের অন্যতম প্রমাণ হল যে, আল্লাহ তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরকে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার এবং তাদের প্রতি তাদের অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ না করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ﴾

অর্থ: আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।[৪১৯]

১৩. সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট করেছেন যে, সাহাবীদের যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। তিনি বলেছেন: “সকল মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম আমার সময়ের মানুষ্ তারপর যারা তাদের পরের, তারপর যারা তাদের পরের।”

---

(৪১৭) ইবনে হিব্বান, আবু দাউদ, তিরমিযী।
(৪১৮) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৫৯।
(৪১৯) সূরা আল-হাশর, আয়াত নং: ১০।

সহীহ মুসলিমের শব্দ হলঃ "আমার উম্মতের সর্বোত্তম লোক তারাই যাদের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি"।

১৪. সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও সুউচ্চতার অন্যতম প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তাদের সওয়াব ও প্রতিদান তাদের পরবর্তীদের থেকে বহুগুণ বেশি। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আমার সহাবীগণকে গালমন্দ কর না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত পরিমাণ সোনা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সওয়াব হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসের অর্থ হলো: সাহাবাদের দান-খয়রাত এক মুদ হলে তার সওয়াব তাদের পরবর্তীদের দান-খয়রাতের সওয়াবের চেয়েও বেশি, যদিও তাদের সদকা উহুদ পাহাড়ের সমান হয়।

আল্লাহর বান্দারা! আমাদের দান ও তাদের দান-খয়রাতের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হল, সাহাবীদের দান ছিল অত্যন্ত আন্তরিক এবং তাদের নিয়ত ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করুন এবং তাঁর ভয়কেআপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবিত রাখুন এবং জেনে রাখুন যে সাহাবীগণ তাদের পদমর্যাদা ও গুণাবলীতে একে অপরের থেকে আলাদা। আহলে সুন্নাহ আল-জামাআহ বিশ্বাস করেন যে নবীর পরে, এই উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তারপর উসমান এবং তারপর আলী (রাঃ)।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য দেয় কারণ মুহাজিররাই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর আনসাররা তারা যারা আল্লাহর রাসূলকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাকে সাহায্য করেছিল।

আহলে সুন্নাহ ওয়া-উল-জামাআত তাদের প্রাধান্য দেয় যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তাদের উপর যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। এবং তারা বিশ্বাস করে যে বদরের লোক, যাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশত তের। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: তোমরা যা চাও করো, আমি তোমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৪২০]

তারা আরও বিশ্বাস করে যে, যারা গাছের নিচে অর্থাৎ হুদায়বিয়ার গাছের নিচে বাইয়াত করেছিল তাদের কেউই জাহান্নামে যাবে না এবং তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশ'র বেশি।

(৪২০) বুখারী হা: (৩০০৭), মুসলিম হা: (২৪৯৪), আলী ইবনে আবী তালিব (রা:) হতে বর্ণিত।

তারা জান্নাতের সাক্ষ্য দেয় যাদের জন্য আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন আশারা মুবাস্সারা এবং অন্যান্য সাহাবীগণ।

হে ঈমানদারগণ! সংক্ষেপে, সাহাবীদের আমাদের উপর চারটি অধিকার রয়েছে:

প্রথম অধিকারঃ তাদের ভালবাসা এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

দ্বিতীয় অধিকারঃ বিশ্বাস করা যে তারা নবীর পর শ্রেষ্ঠ মানুষ।

তৃতীয় অধিকারঃ তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে নীরব থাকা।

চতুর্থ অধিকারঃ তাদের সম্পর্কে বিদআতীদের অপবাদের প্রতিরক্ষা করা। যেমন রাফেজী এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের অপবাদ।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেনঃ

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর একটি হক আহলে বায়তের সম্মান করাঃ

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمَدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুন। জেনে রাখুন যে, এটি নবীর অধিকারের একটি (প্রয়োজনীয় অংশ) এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মৌলিক বিশ্বাস যে, নবী (সাঃ)-এর পরিবারগণের সম্মান করা, তাদের ভালবাসা এবং তাদের ব্যাপারে নবীজী যে অসিয়ত বলেছেন তা অনুসরণ করা জরুরী।

এই মৌলিক বিশ্বাসের অনেক দলীল রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, যাইদ বিন আরকাম হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মাক্কাহ ও মাদীনার মাঝামাঝি ‘খুম্ম’ নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও সানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নাসীহাত করলেন। অতঃরপর বললেন: হুঁশিয়ার, হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ, অতি সত্বরই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা আসবে, আর আমিও তার আহানে সাড়া দিব। আমি তোমাদের নিকট ভারী দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং আলোকবর্তিকা আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অনুসরণ করো, একে শক্ত করে আঁকড়ে রাখো। তারপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। এরপর বলেন: আর দ্বিতীয়টি হলো আমার আহলে বায়ত।। আর আমি আহলে বায়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে

দিচ্ছি। আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বয়তের বিষয়ে তোমাদের আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি।[৪২১]

হুসাইন (রাযিঃ) বললেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বাযত কারা, হে যায়দ? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অধিভুক্ত নন? যায়দ (রাযিঃ) বললেন: বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু আহলে বায়ত তারাই তার (মৃত্যুর) পর যাদের উপর যাকাত নেয়া নিষিদ্ধ। হুসাইন (রাযিঃ) বললেন: এসব লোক কারা? যায়দ (রাযিঃ) বললেন: এরা আলী, আকীল, জাফার ও আব্বাস (রাযি:)-এর পরিবার-পরিজনেরা।

নবীর আহলে বাইতের ফজিলত সম্পর্কিত অনেক হাদিস আছে যেগুলো সহীহ, সুনান, মাসানিদ প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মদের আহলে বাইতের উম্মতের উপর এমন অধিকার রয়েছে যাতে তাদের কেউ শরীক নেই। তারা যতটা ভালবাসা ও অভিভাবকত্বের যোগ্য, কুরাইশের অন্যান্য গোত্রের ততটা নয়। কুরাইশরা যেমন ভালোবাসা ও অভিভাবকত্বের অধিকারী, তেমনি অন্যান্য গোত্রের অধিকার নেই। আর আরবরা যেমন ভালোবাসা ও অভিভাবকত্বের অধিকারী, আদম সন্তানরা এর অধিকারী নয়। এটি সেই জমহুর আলেমগণের মাযহাব যারা আরবদেরকে অন্যান্য জাতির উপর, কুরাইশকে অন্যান্য সমস্ত আরব গোত্রের উপর এবং বনু হাশিমকে সমগ্র কুরাইশদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানে বিশ্বাসী।

- **আর এই মতটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যদের থেকেও বর্ণিত হয়েছে:**

অতঃপর তিনি (রাহিমাহুল্লাহ) ওয়াসিলা ইবনুল আসকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যা উপরোক্ত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। হাদিসের শব্দগুলো নিম্নরূপ: মহান আল্লাহ ইসমাঈল (আঃ)-এর সমস্ত সন্তানদের থেকে কিনানাহ-কে চয়ন করে নিয়েছেন। আর কিনানাহর (বংশ) হতে, কুরাইশ-কে বাছাই করে নিয়েছেন। আর কুরাইশ (বংশ) হতে বানু হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বানু হাশিম হতে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন।[৪২২]

হে ঈমানদারগণ! নবীর স্ত্রীগণও আলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন কুরআনের এ আয়াত নির্দেশ করে:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا﴾

অর্থ: হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো শুধু চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।[৪২৩]

ইবনে কাসীর (রহ:) বলেছেন: এটি প্রমাণ যে নবীর স্ত্রীগণ আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই আয়াতটি তার স্ত্রীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল।

(৪২১) মুসলিম, হাদিস নং: ২৪০৮।
(৪২২) সহীহ মুসলিম, হা: ২২৭৬।
(৪২৩) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নং: ৩৩।

হে মুসলমানগণ! নবী পরিবারের জন্য দান ও যাকাত গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তায়ালা তাদের অবস্থান ও মর্যাদা বিবেচনা করে তাদের জন্য সাদাকা ও যাকাত হারাম করেছেন। কারণ সাদকা এবং যাকাত মানুষের ময়লা। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের জন্য সদকা হালাল নহে; উহা (সদকা) মানুষের হাতের ময়লা।[৪২৪]

নবীর পরিবারের যাদের উপর সাদকা ও যাকাত হারাম তারা দুটি গোত্র: বনু হাশিম বিন আবদে মানাফ এবং বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ। হে ঈমানদারগণ! নবী (সাঃ)-এর আহলে বাইতের সম্মানের অন্যতম প্রমাণ হল তিনি তাঁর উম্মতকে তাশাহহুদে এই দোয়াটি পাঠ করতে শিখিয়েছিলেন:

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন। যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। (বুখারী ও মুসলিম)

তাদের জন্য এর চেয়ে বেশি সম্মান আর কি হতে পারে যে, তাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে দোয়া করা হয়?

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

মনে রাখবেন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন যে সালফে সালেহীনগণ নবীর আহলে বাইতকে সম্মান করার (ভাল) উদাহরণ পেশ করেছেন।

তাই আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন: "যার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম, প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর রসূলের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় হওয়া আমার নিকট আমার আত্মীয়দের প্রতি সদয় হওয়ার চেয়ে বেশি প্রিয়।"

(৪২৪) মুসলিম, হা: ১০৭২।

হে মুসলমানগণ! আহলে বাইতের সাথে আহলে ঈমানের ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। রওয়াফিজদের (শিয়া) দাবি যে শুধুমাত্র তারাই আহলে বাইতকে ভালোবাসে এবং অন্যরা তাদের উপর অত্যাচার করে তা মোটেও সত্য নয়।

বরং বাস্তবতা এই যে, রওয়াফেজরাই আহলে বাইতের উপর এমন নিষ্ঠুরতা ঘটিয়েছে যার কোনো নজির নেই, তারাই তাদেরকে অপমানিত করেছে এবং তাদের সাথে প্রতারণা করেছে।

এটি আহলে বাইত সম্পর্কিত অনেক হাদিসকে অস্বীকার করার কারণ। কেনন তাদের সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা আহলে বাইত সম্পর্কে মিথ্যা বলে। এছাড়াও, আলেমগণ বিশ্বাস করেন যে তাদের আহলে বাইতের ভালবাসা শুধুমাত্র আহলে বাইতের কিছু সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সকল আহলে বাইতের সাথে ভালোবাসা ও অভিভাবকের সম্পর্ক রয়েছে।

অধিকন্তু, রাওয়াফিজ আহলে বাইতের সদস্যদের যতজনের সাথে ভালবাসার দাবি করে তারা তাদের চেয়ে বেশি আহলে বাইতের লোকদেরকে ঘৃণা করে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও

আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর একটি হক তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করাঃ

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لاإِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداعبده ورسوله.

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর।

মনে রাখবেন যে, আল্লাহর রাসূলের একটি অধিকার হল তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা এবং তার জন্য ওয়াসিলা (জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদা ও অবস্থান) এবং ফজীলতেদ জন্য প্রার্থনা করা।

আর এটা দোয়া করা যে, আল্লাহ তাকে মাকামে মাহমুদের সেই স্থানে পৌঁছে দেন যার ওয়াদা আল্লাহ তার সাথে করেছেন। আর আল্লাহর রসূলের উপর দরূদ পাঠানোর অর্থ হল রহমত ও উচ্চ মর্যাদার ও প্রার্থনা করা।

কেননা অভিধানে সালাত শব্দের অর্থ হলো দুয়া করা। যমনটি আল্লাহ তায়ালার এই বাণীতে রয়েছেঃ

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ﴾

অনুবাদঃ আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদকা গ্রহন করুন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন। আর আপনি তাদের জন্য দোয় করুন। আপনার দোয়া তো তাদের জন্য প্রশান্তিকর।[৪২৫]

অর্থাৎ, আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আপনার প্রার্থনা তাদের শান্তি দেয়। মানে এটি রহমত ও সন্তুষ্টির কারণ।

ফেরেশতারা আপনার উপর দরুদ পাঠ করেন এর অর্থ হলঃ ফেরেশতারা আপনার জন্য রহমতের প্রার্থনা করেন এবং আপনার প্রশংসা করেন।

তার প্রতি আল্লাহর দরুদ পাঠ করার অর্থ হলঃ তার প্রতি রহমত প্রেরণ করা এবং ফেরেশতাদের নিকট তার প্রশংসা করা। সারমর্ম হল যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার উপর দরুদ প্রেরণ করা হয়।

(৪২৫) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নংঃ ১০৩।

তাহলে এর অর্থ হল: আপনার সম্মান, ভালবাসা ও প্রশংসা করা। আর যদি মানুষ এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরুদ পাঠানো হয়। তাহলে এর অর্থ হল: আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যে আল্লাহ তার প্রশংসা করেন। তার স্মরণকে উচ্চ করেন এবং তার মহিমা ও সম্মান বৃদ্ধি করেন।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর রসূলকে সালাম পাঠানোর অর্থ: আপনার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা চাওয়া। এই নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে আপনার সম্মান এবং খ্যাতিকে এ থেকে রক্ষা করা যে কেউ যেন তার দিকে আঙ্গুল তোলে বা তাঁর শানে গোস্তাখি করে।

এটা জানা যায় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম প্রেরণের মধ্যে অনেক কল্যাণ রয়েছে।

সূরা আহয়াবের এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾

তাফসীরে ইবনে কাসির (রহঃ) বলেনঃ এই আয়াতের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর বান্দা ও নবীর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করতে চান। সেটা এভাবে যে, তিনি ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের কাছে তাঁর প্রশংসা করেন। এবং এই ফেরেশতা তার উপর দরুদ পাঠান। অতঃপর আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীদেরকে তার প্রতি রহমত প্রেরণের নির্দেশ দেন। যাতে উভয় জগতের প্রশংসা আপনার পক্ষে একত্রিত হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ পাঠায়, সে যেন সালাত ও তাসলিম উভয়ই পাঠায়। দুটির একটিতে থেমে না যায়। শুধু যেন না বলে: (আল্লাহ তার উপর দরুদ পাঠান)। এবং শুধু এটিও বলবে না (আল্লাহ তার উপর শান্তি পাঠান)। বরং উভয়কেএকত্রিত করবে। এটি আয়াতুল কারিমা থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

এটি ইমাম নববী ও ইবনে কাসীরের অভিমত।

হে মুসলমানগণ! যখন আল্লাহর রাসূলের কথা বলা হয়, তখন তার ওপর দরুদ ও সালাম পাঠানো ওয়াজিব। **দুটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।**

প্রথম হাদিস: নবীজির প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।

দ্বিতীয় হাদীস: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ লাঞ্ছিত হোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সাধারণ পরিস্থিতিতে রাসূলের প্রতি সালাম পাঠানো মুস্তাহাব। তবে দশটি বিশেষ স্থান রয়েছে যেখানে বিশেষভাবে দরুদ ও সালাম পাঠ করার কথা এসেছে যা নিম্নরূপ:

প্রথম স্থান: নামাজের মধ্যে শেষ তাশাহহুদে।

দ্বিতীয় স্থান: জানাজার মধ্যে দ্বিতীয় তাকবীরের পর।

তৃতীয় স্থান: জুমুআ, ঈদ এবং ইস্তিস্কার খুতবাতে। ইবনুল কাইয়্যিম বলেনঃ খুতবায় আল্লাহর রাসূলের উপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর মাসআলাটি এমন একটি বিষয় যা সকল সাহাবীদের কাছে সুপরিচিত ছিল।

চতুর্থ স্থানঃ জুমুআর দিনে। আওস ইবনু আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আহর দিন সর্বোত্তম। এদিনই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এদিনই ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এদিন আমার প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরূদ ও সালাম পেশ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ)

পঞ্চম স্থানঃ আযানের জওয়াব দেওয়ার পর। এর দলীল হচ্ছে যা ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনলে উত্তরে সে শব্দগুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। আযান শেষে আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে (এর পরিবর্তে) আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওয়াসীলা প্রার্থনা করবে। ওয়াসীলা হলো জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজন পাবেন। আর আমার আশা এ বান্দা আমিই হব। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলার দুআ করবে, কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ স্থানঃ দুআ করার সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ফাদালাহ ইবনু উবাইদ (রাঃ) বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে সলাতের মধ্যে দু'আকালে আল্লাহর বড়ত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে শুনলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এ ব্যক্তি তাড়াহুড়া করেছে। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে অথবা অন্য কাউকে বললেনঃ তোমাদের কেউ সালাত আদায়কালে যেন সর্বপ্রথম তার প্রভূর মহত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করে এবং পরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূপ পাঠ করে, অতঃপর ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে।[৪২৬]

(৪২৬) আবু দাউদ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন: দুআ আসমান ও জমিনের মধ্যে স্থগিত, আপনি নবীর উপর দরূদ না পাঠানো পর্যন্ত কোন দুআ উপরে উঠবে না।

সপ্তম এবং অষ্টম স্থান: মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়। নবী (সাঃ) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাতেন। তারপর বলতেন: হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।

আর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন, তখন তিনি আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাতেন এবং তারপর বলতেন: হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা খুলে দাও।

নবম স্থান: সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার সময়।

ওয়াহিব ইবনে আজদাহ (রা:) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে আল-খাত্তাব (রা:)-কে মক্কায় লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলতে শুনেছি: যখন তোমাদের কেউ হজের নিয়তে আসে, তখন সে যেন সাতবার আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ করে এবং মাকামে ইব্রাহিমে দুই রাকাত সালাত আদায় করে। তারপর সাফা থেকে সাঈ শুরু করে। আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে সাতবার তাকবীর বশবে। প্রতি দুই তাকবীরের মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবে এবং নিজের জন্য দোয়া করবে। আর মারওয়াতেও তাই করবে।

দশম স্থান: মজলিস শেষে। আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার যিকর করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন।

এগুলি এমন নির্দিষ্ট স্থান যেখানে আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম পাঠানো মুস্তহাব। তবে এটাও উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি সালাম পাঠানো মুস্তহাব।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম

হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করার দশটি লাভঃ

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

হে মুসলিমগণ! আল্লাহকে ভয় করুন, তার আনুগত্য করুন এবং অবাধ্যতা থেকে সাবধান থাকুন এবং জেনে রাখুন যে নবীর উপর দরূদ পাঠ করার দশটি উপকারিতা রয়েছ।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হবে, যা আল্লাহর এই বাণীতে উল্লেখ রয়েছেঃ

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

২. আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা বান্দার একটি দো'আ যা একটি ইবাদত এবং যা আল্লাহ আদেশ করেছেন, আর এর জন্য সাওয়াবও নির্ধারণ করেছেন।

৩. যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর একবার দরূদ পাঠ করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দশটি রহমত লাভ করে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন।”[৪২৭]

আর পুরষ্কার কাজের অনুরূপই হয়। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করবে, আল্লাহ তাকে তার কাজের জন্য সেভাবেই পুরস্কৃত করবেন যে ফেরেশতাদের নিকট তার প্রশংসা করবেন এবং তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

৪. যে ব্যক্তি দুরূদ পাঠ করে তার দশটি স্তর বৃদ্ধি পায, তার পক্ষে দশটি নেকী লেখা হয় এবং দশটি গুনাহ মাফ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর

(৪২৭) মুসলিম, হাদিস নংঃ ৩৮৪।

দশবার রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁর জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে।[৪২৮]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা গুনাহ মাফের কারণ এবং বান্দার জন্য সেসব বিষয়ে থেকে যথেষ্ট হওয়ার মাধ্যম যা তার দুঃখের কারণ হয়।

উবাই ইবনু কাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাতের দুই-তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে জেগে দাড়িয়ে বলতেনঃ হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ কর। কম্পন সৃষ্টিকারী প্রথম শিঙ্গাধ্বনি এসে পড়েছে এবং এর পরপর আসবে পরবর্তী শিঙ্গাধ্বনি। মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মৃত্যু তার ভয়াবহতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ।

উবাই (রাঃ) বলেন, আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো খুব অধিক হারে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করি। আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য আমি আমার সময়ের কতটুকু খরচ করবো? তিনি বললেন: তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বললেন তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়ে অধিক পরিমাণে পাঠ করতে পারলে এতে তোমারই মঙ্গল হবে। আমি বললাম: তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন: তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চেয়েও বাড়াতে পারো সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর।

আমি বললাম: তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দরূদ পাঠ করবো? তিনি বললেন: তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়েও বাড়াতে পারলে তোমারই ভাল। আমি বললাম: তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার উপর দরূদ পাঠে কাটিয়ে দিব? তিনি বললেনঃ তাহলে তোমার চিন্তা ও কষ্টের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।[৪২৯]

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন: "এই ব্যক্তির (ওবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি বিশেষ প্রার্থনা ছিল যা তিনি আল্লাহর কাছে করতেন। কিন্তু তাঁর বিশেষ দোয়ার পরিবর্তে আল্লাহই যখন তিনি নবীর উপর দরূদ পাঠাতে শুরু করেছিলেন আল্লাহই তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কষ্টের জন্য যথেষ্ট হয়েছিলেন"।

অতএব, যখনই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠাতেন, তখনই বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাঁর উপর দশটি রহমত বর্ষণ করতেন এবং তিনি যদি কখনও একজন মুমিনের জন্য দোয়া করতেন। তখন ফেরেশতারা আমীন বলতেন এবং বলতেন, "তার জন্যও অনুরূপ হোক। অতএব, তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দোয়া করাই উত্তম।

(৪২৮) নাসাঈ, সুনানুল কুবরা (১২২৪)।
(৪২৯) সুনানে তিরমিযী, হাঃ (২৪৫৭)।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠানোর ষষ্ঠ উপকারিতা হল, দুআকারী যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠায় এবং তাঁর জন্য অসীলাও চাই, তখন তা তাঁর পক্ষ থেকে সুপারিশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা, ওয়াসীলাহ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৪৩০]

৭. প্রার্থনাকারী যখন তার দুআর আগে দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন আশা থাকে যে দোয়া কবুল হবে। কারণ দুরূদ শরীফ বান্দার দোয়াকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ দুআ আকাশ যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। তামার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যতক্ষণ তুমি দুরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না।[৪৩১]

৮. দুরূদ শরীফ পাঠ করার কারণেই পাঠকারীর দুরূদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পেশ করা হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এর প্রমাণঃ তিনি বলেনঃ "তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়"।[৪৩২]

এক ব্যক্তির জন্য এর থেকে বড় সম্মানের আর কি হতে পারে যে, তার দরূদ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে পেশ করা হয়।

৯. দুরূদ শরীফ হল মজলিসের পবিত্রতা এবং তার যাকাত, এমন একটি মজলিসের বিপরীত যেখানে নবীর উপর দুরূদ পাঠানো হয় না। নিঃসন্দেহে সেই মজলিস কিয়ামতের দিন সাহাবে মজলিসে জন্য আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হবে।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে বৈঠকে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয় না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করা হয় না, বিচারের দিন সেই সমাবেশটি ত্রুটিপূর্ণ এবং ঘাটতিপূর্ণ হবে। তিনি যদি চান, পরিষদের সদস্যদের ক্ষমা করবেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দান করবেন।[৪৩৩]

(৪৩০) মুসলিম, হাঃ ৩৮৪।
(৪৩১) তিরমিযী হাঃ ৪৮৬। আলবানি (রহঃ) হাদিস এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৪৩২) আহমাদ (২/৪৮৪), মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।

(৪৩৩) মুসনাদ আহমাদ, এর মুহাক্কিকগণ ও আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

১০. দুরূদ শরীফ নবীর মহব্বতের স্থায়িত্ব ও বৃদ্ধির কারণ। এবং এটি বিশ্বাসের চুক্তিগুলির মধ্যে একটি যা শুধুমাত্র ভালবাসার মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। কারণ একজন মানুষ তার প্রিয়জনকে যত বেশি স্মরণ করে, তার মনে তার সদগুণ ও গুণাবলির নবায়ন করে যা তাকে ভালবাসার প্রতি আকৃষ্ট করে, তার ভালবাসা ততই বৃদ্ধি পায়, তার প্রিয়জনের সাথে দেখা করার আকাঙ্খা ততই বৃদ্ধি পায়। যখন সে তার প্রিয় ব্যক্তিকে স্মরণ করা বন্ধ করে দেয়, তার গুণগুলোকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলে, তখন তার অন্তরে তার ভালোবাসাও কমে যায়। প্রেমিকের দৃষ্টির চেয়ে প্রেমিকের চোখ আর কিছুই শীতল করতে পারে না!

এগুলি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ প্রেরণের দশটি উপকারিতা যা ইবনুল কাইয়্যিম-এর "জিলাউল আফহাম" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ও সারাংশ।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে মুসলমানগণ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ প্রেরণের মধ্যে রয়েছে তাঁর জন্য ওসীলা ও ফজীলতের জন্য প্রার্থনা করা, এবং এটিও যে আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাহমুদের জায়গায় পৌঁছে দেন যা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াদা করেছেন। কেননা এটি নবীর জন্য উচ্চ মর্যাদা ও প্রশংসার প্রার্থনা এবং এটি আপনার প্রতি দরূদ পাঠের অর্থ। এর প্রমাণ হল জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে দু'আ করেঃ হে আল্লাহ্! এ পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের মালিক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে ওয়াসীলা ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করুন এবং তাঁকে সে মাকামে মাহমুদে পৌঁছে দিন যার অঙ্গীকার আপনি করেছেন। কিয়ামতের দিন সে আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে।[৪৩৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমাত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা কর। কেননা, ওয়াসীলাহ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর

(৪৩৪) বুখারী, হাদিসঃ ৬১৪।

বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওয়াসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুসলিম)

ওয়াসিলা জান্নাতের উচ্চ পদকে বোঝায় এবং ফজীলাহ বলতে সাধারণ পুণ্য, বরকত ও কল্যাণকে বোঝায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাকাম আল-মাহমুদ) এর বাণীতে "মাহমুদ" বলতে সেই স্থানকে বোঝায় যেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির প্রশংসা করা হবে। এবং "আল-মাকাম" হিসাব শুরুর জন্য সেখানে অবস্থানরত ব্যক্তিদের পক্ষে মহান সুপারিশকে বোঝায়।

আর এই স্থানের অধিকারী হলেন রাসূলুল্লাহ (সা:)। এর প্রমাণ হল আবু হুরায়রা রাদিয়ল্লাহু আনহুর হাদিস, যিনি বলেছেন য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মাকামে মাহমুদ হল সুপারিশ"। ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন এবং মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে হাসান-লি গাইরিহী বলেছেন।

হাদীসের শেষে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ "দুরূদ পাঠকারীর জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে"।

এটি এই সত্যের একটি প্রকাশ যে বদলা কর্মের অনুরূপ হবে। সুতরাং যখন একজন দুআকারী আল্লাহর নবীর জন্য দোয়া করেন, তখন এই কারণে, প্রার্থনাকারী সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য হয় যাদের জন্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুনাহ মাফ এবং উচ্চ মর্যাদার সুপারিশ করবেন।

হে আল্লাহ! সুতরাং আমাদেরকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভ করবে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ মুহাম্মাদ (সা:)-এর হিজরত থেকে ১৬টি শিক্ষা:

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

হে মুসলমানগণ! সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, এবং তাকে স্মরণ কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর। জেনে রেখো যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন রাসূলগণের কিছু বিরতির পর।

পৃথিবীতে যখন মূর্তিপূজা ছড়িয় ছিল, যার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যমীন মক্কা। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকটাত্মীয়দের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ দাওয়াত গোপনে চলতে থাকে, কুরাইশের কাফেররা এ থেকে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইসলামের দাওয়াত ঘোষণা করলেন, কাফেরদের দেবতাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলেন এবং তাদের নিন্দা করলেন, তখন তাদের অন্তরে দেবতার সুরক্ষার প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় এবং এই মুশরিকদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়।

তাই তারা তাঁকে সম্পদের মায়া দেখিয়ে দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল যে আপনি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হবেন, তারা আপনাকে বিয়ের নামে প্রলোভন দিয়েছিল যে আপনি কুরাইশদের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করবেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা তোমাকে তাদের রাজা করবে।

তারা তাঁকে এক বছরের জন্য তাদের দেবতাদের উপাসনা করার বিকল্পও দিয়েছিল এবং তারা এক বছর ধরে তাঁর রবের দেবতাদের উপাসনা করবে। তিনি (সাঃ) এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বাণী:

﴿وَدُّواْ لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُونَ﴾

অর্থ: তারা চায় তুমি একটু ঢিল হও, তারাও ঢিল হয়ে যাবে) ।[৪৩৫]

তারা তাঁর অনুসারীদেরকে নিপীড়ন ও শাস্তি দিয়েছে যাদের সমাজে কোন প্রভাব ছিল না এবং পরিবার ও গোত্রের সমর্থন ছিল না। তারা তাদেরকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়েছিলেন, যাতে তারা শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাছাড়াও যাদের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা ছিল তারা তাদের শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। নবী (সাঃ) যখন দেখলেন যে তার সাহাবীরা কঠিন পরীক্ষায় ভুগছেন এবং তিনি তাদের সমর্থন ও রক্ষা করতে অক্ষম। তখন তিনি তাদের আবিসিনিয়া দেশে হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তাই সাহাবায়ে কেরাম দুবার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। প্রথমবার নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে এবং দ্বিতীয়বার নবুওয়াতের দশম বছরে।

অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হিজরত করেন এবং এই সাহাবীদের সাথে যোগ দেন, যাতে ইসলাম প্রচার এবং শান্তির সাথে আল্লাহর ইবাদত করার মিশন সফল হয়।

হে মুসলমানগণ! যে ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর হিজরত নিয়ে ধ্যান করে সে এতে অনেক হিকমত খুঁজে পায় এবং তা থেকে অনেক উপকার ও শিক্ষা লাভ করে। সেরকম কিছু শিক্ষা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আল্লাহর রাহে সম্পত্তি, দেশ ও আত্মীয়স্বজন কোরবানি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা থেকে বের হতে লাগলেন, তখন তিনি মক্কার দিকে ফিরে বললেনঃ আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে, এটি আল্লাহর জমিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহর কাছে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জমি। যদি আমি তোমাদের থেকে বহিষ্কৃত না হতাম তবে আমি ছেড়ে যেতাম না।

২. হিজরতের ঘটনা থেকে একটি শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তির জন্য দাওয়াতের পথ এক জায়গায় রুদ্ধ, সে যেন অন্য জায়গায় চলে যায়। যেখানে সে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরাইশদের হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন তিনি মদীনার দিকে ফিরে যান যাতে তিনি সেখানে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

৩. হিজরতের ঘটনা থেকে একটি শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, এখানে কষ্ট ও পরীক্ষার আল্লাহর জারি নিয়ম স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

কারণ জান্নাত একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, যা শারীরিক আরাম দ্বারা পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহর আনুগত্যের জন্য চেষ্টা করে এবং এ পথে আসা কষ্টের সাথে ধৈর্য ধরে তা অর্জন করা যায়। আল্লা তায়ালা বলেন:

(৪৩৫) সূরা আল-ক্বলাম, আয়াত নং: ৯।

﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾

অর্থ: "তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্য্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?[৪৩৬]

মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সকল প্রকার কষ্ট ও দুঃখ দূর করা এবং তাকে মক্কা থেকে মদীনায় এক পলকেই মদীনায় নিয়ে যেতে পারতেন, যেভাবে আল্লাহ তাকে ইসরা ও মিরাজের যাত্রায় এক মুহুর্তের মধ্যে মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন যাতে আপনি আপনার জাতি এবং আপনার পরবর্তী জাতিদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠতে পারেন। দ্বীন পালন ও সত্যবাদিতা চিনতে পারলে আল্লাহর দরবারে তার সওয়াব দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

আর আল্লাহর দাঈগণ এটা শিক্ষা অর্জন করতে পারেন দাওয়াতের ময়দানে কষ্টের সম্মুখীন হলে কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবে।

৪. হিজরতের ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষাও পাই যে, পার্থিব ও বাহ্যিক কারণকেও গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল্লাহ অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তিনি হিজরত করেননি এবং তিনি একজন বিশ্বস্ত সাহাবীকে বেছে নিয়েছিলেন, যিনি ছিলেন আবু বকর। আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকরের সহযোগিতাও লাভ করেন যাতে তিনি তাদের নিকট কুরাইশদের খবর পৌঁছে দিতেন।

তাঁদের উভয়ের কাছে দুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি আবু বকরের গোলাম আমির বিন ফাহিরার সাহায্যও চেয়েছিলেন। তিনি আবু বকর (রা.)-এর ছাগল চরাতেন এবং পথ দেখানোর জন্য তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আরিকাত আল-লাইসীর সাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন, যদিও সে মুশরিক ছিল। কিন্তু সে ছিল বিশ্বস্ত এবং পথের ওস্তাদ।

উপায় ব্যবহার করার উদাহরণ হল তিনি মুশরিকদের চোখে ধুলো ফেলার জন্য অজানা পথ বেছে নিয়েছিলেন।

কারণ গ্রহণের একটি উদাহরণ হল আপনি মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত সাওর গুহায় তিন রাত লুকিয়ে ছিলেন। এছাড়াও মুশরিকরা তাঁর অনুসরণ বন্ধ না করা পর্যন্ত তিনি গুহা ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হননি।

ব্যবস্থা গ্রহণের একটি উদাহরণ হল, তিনি তার হিজরতের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন এবং শুধুমাত্র তাদের কাছেই বলেছিলেন যাদেরকে বলা একান্ত প্রয়োজন ছিল, (এরা সেই লোক যাদের কাছ থেকে তিনি সহযোগিতা পেয়েছেন) এবং তার কথা বহুবার বলা হয়েছে।

---

(৪৩৬) সূলা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৪২।

এগুলি হল দশটি বিষয় যা পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নবীর জীবনের নমুনা তুলে ধরে।

৫. নবীর হিজরত থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র উপরোক্ত বাহ্যিক কারণের উপর আস্থা ও নির্ভর করতেন না, বরং তাঁর অন্তরে মহান আল্লাহর আস্থা ছিল। এর দলীল এই যে, মুশরিকরা গুহায় পৌঁছলে আবু বকর বললেনঃ আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ যদি তাদের পায়ের দিকে তাকায় তবে তারা আমাদের নীচে দেখতে পাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আবু বকর! সেই দুজন সম্পর্কে তুমি কি মনে কর যাদের সাথে তৃতীয় আল্লাহ আছেন?

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

অনুবাদঃ যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেরেরা তাঁকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে গুহায় ছিলেন; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ্ তো আমাদের সাথে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যা তোমরা দেখনি।[৪৩৭]

হিজরতের পথে সুরাকা ইবনে মালিক তার ঘোড়ায় চোড়ে তাদের অনুসরণ করে তাদের নিকট কাছে গেলেন। আবু বকর বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! অবশেষে তারা আমাদের অনুসন্ধান পেয়ে নিল। তিনি বললেন: হে আবু বকর দুঃখ করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

৬. হিজরত থেকে আমরা আরও শিখি যে, দাওয়াতের প্রসারের পথে ধৈর্যশীল হওয়া ও অবিচল থাকা ওয়াজিব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের মাধ্যমে তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মিথ্যাবাদীদের মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, যদিও তারা কঠোর হয়। অনেক সময় মুমিনদের পরীক্ষা করার জন্য এবং কাফেরদের ফিতনায় ফেলার জন্য কাফেরদের আধিপত্য দান

করে থাকেন। তবে সর্বোত্তম পরিণতি অবশ্যই তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং ধৈর্য ধারণ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

(৪৩৭) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৪০।

অনুবাদঃ আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা ।[৪৩৮]

৭. আমরা হিজরত থেকে এটিও শিক্ষা পাই যে আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে সর্বোত্তম পরিণতি কেবলমাত্র মুত্তাকীদের জন্য। যে কেউ নবীর হিজরত নিয়ে চিন্তা করবে সে বাহ্যিকভাবে দেখতে পাবে যে দাওয়াহের শেষ পরিণাম অবনতি। কারণ মিথ্যাবাদীদের বৈষয়িক শক্তি সত্যের লোকদের বৈষয়িক শক্তি থেকে অনেক স্তরে ভিন্ন ছিল। কিন্তু (সত্য হল) আল্লাহ যার সাথে আছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী। হিজরতের আট বছর পর যখন মক্কা ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে, তখন মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সময়ের সাথে সাথে আল্লাহর দ্বীন সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এটি মানুষের বস্তুগত শক্তি ছিল না, বরং ইলাহি শক্তি ছিল যা সমগ্র দৃশ্যপটকে প্রভাবিত করেছে।

অবশ্যম্ভাবীভাবে আল্লাহর দ্বীন বিজয় লাভ করে। কারণ দ্বীনের শক্তি আসলে আল্লাহর শক্তি এবং কেউ আল্লাহকে পরাজিত বা নীচু করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে?[৪৩৯]

৮. হিজরতের ঘটনা থেকে আমরা আরও জানি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। তাই যখন হিজরতকারীরা তাদের ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ও সম্পদ (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য) পরিত্যাগ করে যা মানুষের আত্মার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তখন আল্লাহ তাদেরকে আরো ভালো পুরস্কার দিয়ে বরকত দান করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাদেরকে সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় দান করলেন, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সিওিয়া, পারস্য ও মিশর তাদের অধীনে চলে আসে। সাহাবীদের যুগের পর মুসলমানরা উত্তর আফ্রিকার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং আন্দালুস জয় করেন।

৯. হিজরত থেকে আমরা এ শিক্ষাও পাই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর (আদেশ ও সীমা) রক্ষা করে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে (প্রত্যেক বিপদ থেকে) রক্ষা করেন। তিনি তার জন্য মুক্তির পথ তৈরি করে দেন। তাই যখন কুরাইশ নেতারা নবীকে বন্দী করার, বা তাকে হত্যা করার বা নির্বাসনের ষড়যন্ত্র শুরু করে, তখন আল্লাহ তাঁর রক্ষা করেন।

আল্লাহ তাঁকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন এবং কোনো প্রকার অত্যাচার বা হয়রানি ছাড়াই তাকে মক্কা থেকে বের করে এনে সম্মান ও মর্যাদার সাথে মদীনায় নিয়ে এসেছেন।

১০. হিজরতের ঘটনা দ্বারা আবু বকর (রাদিআল্লাহু আনহু)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পয়। এভাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হিজরতের সময় তাঁর সাহচর্যের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবং তিনি এর যোগ্যও ছিলেন। কারণ তিনি তার সঙ্গ চেয়েছিলেন, এবং তার সঙ্গ পেয়ে এত খুশি

(৪৩৮) সূরা আর-রুম, আয়াত নং: ৪৭।
(৪৩৯) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৬০।

হয়েছিলেন যে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবী (সাঃ)-এর জন্য একটি যাত্রার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলেন। পথে যখন আপনি মনে করতেন যে শত্রুরা সামনে রয়েছে তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এগিয়ে যেতেন এবং যখন মনে পড়ত যে শত্রু পেছনে রয়েছে তখন তিনি তার পেছনে হতেন।

তিনি তার সমস্ত পরিবারকে আল্লাহর পথে নিযুক্ত রেখেছিলেন। তাই তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহর কাছে খবর পৌঁছনোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এবং তার গোলাম আমির ইবনে ফাহিরাকে আবু বকরের ছাগল নিয়ে সকালে ও দিনে বেলায় বের হওয়ার এবং সন্ধ্যায় তাদের কাছে ছাগল নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন । যাতে তিনি এবং নবী এই ছাগলের দুধ পান করতে পারেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর যখন সকালে তাদের উভয়ের কাছ থেকে বের হতেন। আমির ইবনে ফাহিরা তাদের পদাঙ্ক মুছে যাতে তাদের পায়ের ছাপ মুছে যায় (এবং শত্রুরা আপনার কাছে পৌঁছানোর চিহ্ন খুঁজে না পায়)। সংক্ষেপে, আবু বকর সিদ্দিক ইসলামের বিজয় ও সমর্থনের জন্য নিজেকে, তার পরিবার এবং তার সম্পদকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১১. নবীর হিজরত থেকে আমরা নারীদের মহান কীর্তিও জানি, আসমা বিনতে আবী বকর (রা.) যে কৃতিত্ব করেছিলেন, অর্থাৎ তিনি তার কোমরের কাপড়ের দুটি টুকরো কেটেছিলেন এবং এক টুকরো থেকে নবী (সা:) ও আবু বকরের সফরের সম্বল একটি উটের উপর বেঁধেছিলেন এবং অন্য একটি টুকরো দিয়ে পানির পাত্র বেঁধেছিলেন। এজন্য তিনি যাতুন- নিতাকাইন উপাধি লাভ করেন।

তাঁর একটি ঘটনা হল যে, তাঁর পিতা আবু বকর (রাঃ) যখন রাসূল (সাঃ)-এর সাথে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যান, যার পরিমাণ ছিল প্রায় পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম। তিনি বলেন: আমাদের দাদা আবু কুহাফা আমাদের কাছে এসেছিলেন, যিনি অন্ধ দেখা ছিলেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় সে নিজে গিয়েছে তোমাদের কাছ থেকে এবং সাথে তার সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে গেছে। সে বলেঃ আমি বললামঃ একদম না দাদা! তিনি আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বললেন: আমি কিছু পাথরের টুকরো নিলাম, সেই ঘরের তাকে রাখলাম যেখানে আমার বাবা তার জিনিসপত্র রাখতেন এবং সেই তাকে একটা কাপড় রাখলাম, তারপর দাদার হাত ধরে বললাম: দাদা! এই গুপ্তধনে হাত দাও। তিনি বলেনঃ তিনি এই স্থানে হাত রেখে বললেনঃ কোন সমস্যা নেই। সে যদি তোমার জন্য এত সম্পদরেখে যায়, তাহলে সে অনেক বড় কাজ করেছে। তোমাদের জীবনের প্রয়োজনে তা যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি আমাদের কিছুই রেখে যাননি, তবে আমি এই কৌশলটি দিয়ে আমার বৃদ্ধ দাদাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলাম।

১২. মদীনায় নবীর হিজরতে সেখানকার আওস ও খাযরাজের অধিবাসীদের শ্রেষ্ঠত্বও প্রাধান্য পায়। কারণ ইসলামের পূর্বে মদীনার অন্যান্য শহরের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না, কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরত করেন এবং মদীনাবাসী তাকে সর্বাত্মক সাহায্য প্রদান করেন তখন মদীনা একটি অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব (অন্যান্য শহরগুলির তুলনায়) অর্জন করেছিল এবং এটি মদীনার বৈশিষ্ট্যকে আলাদা করে তুলেছিল।

১৩. নবী (সাঃ) হিজরত সেই সমস্ত নাস্তিকদের খণ্ডন করে যারা দাবি করে যে নবী (সাঃ)-এর লালসা, সম্পদ এবং রাজত্ব ও ক্ষমতার আকাঙ্খা ছিল। কারণ তাকে সম্পদ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আপনি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি যদি এই জিনিসগুলি কামনা করতেন তবে তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন এবং নিজের জায়গায় রাজা থাকতেন। তিনি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার কষ্ট সহ্য করতেন না, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেন না, নিজের বাড়ি, দেশ, পরিবার পরিত্যাগ করতেন না। কিন্তু (বাস্তবতা হল) আপনি কেবল একেশ্বরবাদ এবং মানুষকে (অবিশ্বাসের) অন্ধকার থেকে বের করে (ইসলামের) আলোয় নিয়ে আসার চিন্তা করেছিলেন।

১৪. হিজরত থেকে শেখার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল যে, একটি কাফের দেশ থেকে একটি ইসলামী দেশে হিজরত করা মুস্তাহাব যেখানে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও প্রদর্শন করতে পারে। যে ব্যক্তি কোনো স্থানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, তার জন্য এমন স্থানে হিজরত করা ওয়াজিব যেখানে সে তার ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে পারে, অন্যথায় সে ধর্মত্যাগের অপরাধী হবে।

১৫. হিজরত থেকে একটি এটিও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, এতে এমন নিদর্শন ঘটেছিল যা তার নবুওয়াতকে প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন সুরাকা বিন মালিক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করতে চেয়েছিলেন, যাতে তিনি সেই পুরষ্কার লাভ করেন যে পুরষ্কার কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলকে পেশকারীর জন্য নির্ধারণ করেছিল। নবী (সাঃ)-কে দেখে তার ঘোড়ার পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে সুসংবাদ দিলেন যে তাকে কেসরার কাঁকন দেওয়া হবে। তিনি বললেনঃ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি কেসরার কঙ্কন পরে আছ।

উমরের খিলাফতকালে এটি ঘটেছিল।

১৬. হিজরত থেকে আরেকটি শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত এর জন্য প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাউল-গামীম নামক উপত্যকার কাছে বুরাইদাহ বিন আল হুসাইব আল-আসলামী সাথে সাক্ষাত ঘটে। তিনি তার পরিবারের আশি (৮০) জন সদস্যের সাথে ছিলেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন, তিনি তাদের সাথে এশার সালাত আদায় করলেন এবং সেই রাতে তাদেরকে সূরা মারইয়ামের প্রথম আয়াত শিক্ষা দিলেন।

আমার ভাই! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন ভয়ের অবস্থাই এমনটি করেছিলেন যে, মুশরিকরা তাকে ধরে না ফেলে। কিন্তু সত্য প্রচারের ইচ্ছা ও আল্লাহর প্রতি আন্তরিক আস্থা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি নিজের জীবনের চেয়ে দাওয়াতকে বেশি গুরুত্ব দেন।

এগুলি হল নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত থেকে প্রাপ্ত ষোলটি (১৬) শিক্ষা ও উপকারিতা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও নবীগণের জীবনে আরও অনেক শিক্ষা ও উপকারিতা রয়েছে।

আল্লাহ আমাদেরকে সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হে মুসলমানগণ! আপনার জানা উচিত যে হিজরতকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, এর জন্য সমাবেশের আয়োজন করা হোক, এমনকি যদিও তাতে হিজরত থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো উল্লেখ করা হয়। বরং নবীর হিজরত বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে রাসূলের জীবনের প্রতি প্রকৃত সম্মান হচ্ছে তাঁকে অনুসরণ করা এবং তাঁর জীবনী ও হিজরতকে কেন্দ্র করে যেসব বিদআত ও কুসংস্কার ঘটছে তা পরিহার করা।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

ঈমান বিনষ্টকারী দশটি বিষয়ের উপর খুতবার ধারাবাহিকতাঃ

(১০টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ প্রথম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হচ্ছে: আল্লাহর সাথে শিরক করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহর বান্দারা! সকল শরীয়ত একমত যে সকল ইবাদত শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য করা উচিত।

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁকে সম্মান করুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন এবং জেনে রাখুন যে, যে বিষয়ে সমস্ত আসমানী শরীয়ত একমত হয়েছে তা হল: সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾

অনুবাদঃ আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর।[৪৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।[৪৪১]

শায়খ আব্দুর রহমান আস-সাদী (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: অর্থাৎ আপনার দ্বীনকে আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ রাখুন, তা বাহ্যিক নির্দেশ হোক বা অভ্যন্তরীণ নির্দেশ, ইসলাম, ঈমান ও ইহসান (আল্লাহর জন্য প্রতিটি স্তরকে খালিস করুন), তা এইভাবে যে, সকল ইবাদতকে এক আল্লাহর জন্য শুদ্ধ রাখুন, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করুন এবং অন্য কোনো উদ্দেশ্য রাখবেন না।

আল্লাহর এই বাণীঃ (আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে)।

আন্তরিকতার এই আদেশটি এই সত্যের ব্যাখ্যা যে, মহান আল্লাহ যেভাবে সকল প্রকার পূর্ণতা ধারণ করেন এবং সর্বক্ষেত্রে তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য দয়াবান ও কল্যাণদাতা, ঠিক একইভাবে বিশুদ্ধ দ্বীন তাঁর জন্য, যা সকল প্রকার মিশ্রণ, সন্দেহ এবং ভেজাল থেকে মুক্ত। এটা সেই ধর্ম যা তিনি নিজের জন্য মনোনীত করেছেন, এটা সেই ধর্ম যা তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের জন্য বেছে নিয়েছেন। তিনি

(৪৪০) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ২৫।
(৪৪১) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ২।

তাদেরকে এই দ্বীনের নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ এই দ্বীনের মধ্যে রয়েছে ভালোবাসা, ভয়, আশা, শ্রদ্ধা এবং খুশু-খুযুর মতো ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।

মুমিনদেরকে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। এটাই সেই ইবাদত যা অন্তরকে সংশোধন, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং কোন ইবাদতেই তার সাথে কাউকে শরীক করতে দেয় না। কারণ আল্লাহ শিরক থেকে মুক্ত, আল্লাহ সকল শরীকদের চেয়ে শিরক থেকে মুক্ত। শিরক অন্তরে ও আত্মায় বিকৃতি সৃষ্টি করে, ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করে এবং মানুষকে চরম দুঃখ-দুর্দশার শিকার করে।

যে সকল বিষয়ে সকল শরী'আত একমত, তার মধ্যে রয়েছে শিরক হারাম।

আল্লাহর বান্দারা! যে সকল বিষয়ে সকল শরী'আত একমত তা হলঃ আল্লাহর ইবাদতে শরীক করা নিষেধ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ﴾

অনুবাদঃ আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।

- **শিরকের পরিচয়:**

অভিধানে শিরক: شَرَكَ الشيء المفرد بغيره থেকে উদ্ভূত হয়েছে। (অর্থাৎ একটি জিনিসের সাথে অন্য জিনিসকে একত্রিত করা)। এটি বলা হয় যখন জিনিসটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে ভাগ করা হয়। এমতাবস্থায় আপনি বলে থাকেন যে-

قد اشترك الرجلان وتشاركا

অর্থ: (অর্থাৎ দুইজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিল)।

অতএব, যখন বলা হয়: فلان أشرك بالله **অর্থ:** (আল্লাহর সাথে অমুক ব্যক্তি শিরক করল) তখন **এর অর্থ হবে:** তিনি আল্লাহর সাথে তাঁর এমন কিছু গুণকে শরীক করেছেন, যার মধ্যে কাউকে তাঁর সাথে শরীক করা ঠিক নয়।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি আল্লাহর নামের সাথে সম্পর্কিত হোক বা তাঁর গুণের সম্পর্কিত হোক বা কর্মের সাথে সম্পর্কিত হোক। অথবা এটি এই সত্যের সাথে সম্পর্কিত হোক যে, একমাত্র আল্লাহই সকল ইবাদতের যোগ্য, তিনি ছাড়া অন্য কেউ নয়। যাকে অংশীদার করা হয়েছে সে মানুষ হোক বা জিন হোক বা জড়বস্তু হোক বা কবর হোক বা অন্য কিছু হোক।

সমস্ত মানুষ তাওহীদের প্রতি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারপর ধার্মিক লোকদের শ্রদ্ধার কারণে নূহের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিরক দেখা দেয়। তাই আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহর বান্দারা! আদম (আঃ)-এর যুগ থেকে মানুষ দশ শতাব্দী ধরে তাওহীদকে মেনে চলে, তারপর শিরক হয়। তাই আল্লাহ তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য নূহকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾

অর্থ: সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।[৪৪২]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নূহ ও আদমের মধ্যে দশ শতাব্দীর ব্যবধান ছিল, সেই সময়ে সকল মানুষ সঠিক শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। তাই আল্লাহ তায়ালা নবীগণ পাঠালেন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخۡتَلَفُواْۚ﴾

অর্থ: আর মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে ।[৪৪৩] অর্থাৎ তারা যে সত্য ধর্মের অনুসারী ছিল তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শিরক করতে শুরু করে।

মুমিন সম্প্রদায়! শিরক সংঘটিত হওয়ার পর, আল্লাহ সর্বপ্রথম যাকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে পাঠান তিনি ছিলেন নূহ (আঃ)।যেমন মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্ররণ করেছিলাম।[৪৪৪]

ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন: সমস্ত মানুষ আদমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তারা মূর্তি পূজা শুরু করে, এর পরে আল্লাহ নূহ (আঃ)-কে বার্তাবাহক হিসেবে প্রেরণ করেন, তিনিই প্রথম রসূল যাকে আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাঠিয়েছেন।

নূহ (আঃ)-এর যুগে শিরকের কারণ ছিল সৎলোকদের সম্মানে বাড়াবাড়ি করা।

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীরে:

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا﴾

(৪৪২) সূরা আল-বাক্বারা,আয়াত নং: ২১৩।
(৪৪৩) সূরা ইউনুস, আয়াত নং: ১৯।
(৪৪৪) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৬৩।

অনুবাদঃ (এবং বলেছে, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'ঊক ও নাসরকে)।[৪৪৫]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: যে প্রতিমার পূজা নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির মাঝে প্রচলিত ছিল, পরবর্তী সময়ে আরবদের মাঝেও তার পূজা প্রচলিত হয়েছিল। ওয়াদ দুমাতুল জান্দাল' নামক স্থানে অবস্থিত কালব গোত্রের একটি দেবমূর্তি, সূওয়া'আ হল হুযাইল গোত্রের একটি দেবমূর্তি এবং ইয়াগুস ছিল মুরাদ গোত্রের, অবশ্য পরে তা গাতীফ গোত্রের হয়ে যায়। এর আস্তানা ছিল কওমে সাবার নিকটে 'জাওফ' নামক স্থানে। ইয়াউক ছিল হামাদান গোত্রের দেবমূর্তি, নাসর ছিল যুলকালা গোত্রের হিমযায় শাখারদের মূর্তি। নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির কতিপয় নেক লোকের নাম নাসর ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের জাতির লোকদের হৃদয়ে এই কথা ঢুকিয়ে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কিছু মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সকল নেক লোকের নামানুসারেই এগুলোর নামকরণ কর। সুতরাং তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে দেয়।

- **তিন প্রকার তাওহীদেই শিরক হয়:**

আল্লাহর বান্দারা! শিরকের নিষিদ্ধতা ইসলাম ধর্মের একটি সুস্পষ্ট বিষয়, এটি ইসলামের ভঙ্গের একটি। যে ব্যক্তি শিরক করে তাকে ইসলামের ছায়াতল থেকে বের হয়ে যায়, যদিও যে ব্যক্তি শিরক করে সে নামাজ ও রোজা পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে ।
এটি সমস্ত ইসলাম ভঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ও ব্যাপক। আল্লাহর কিতাবে শিরকের জঘন্যতা এবং মুশরিকদের শাস্তির কথা অসংখ্য জায়গায় বর্ণিত আছে। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন।

হে ঈমানদার সম্প্রদায়! তাওহীদে রুবুবিয়্যাত, তাওহীদে ওলুহিয়্যাত এবং তাওহীদ আসমা ও সিফাত (তিন প্রকার) তাওহীদের মধ্যে শিরক ঘটে।

তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে শিরকের একটি উদাহরণ হল: আল্লাহর সাথে অন্য কেউ রক্ষণাবেক্ষণকারী, বা পালনকর্তা, বা স্রষ্টা বা জীবন ও মৃত্যুদাতা আছে বলে বিশ্বাস রাখা। যে ব্যক্তি এরূপ আকিদা পোষণ করে সে মুশরিক। উপরোল্লিখিত সকল কর্মের মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে গণ্য করা ওয়াজিব এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন ব্যক্তির জন্য উপরোল্লিখিত কর্মগুলো আরোপ করা বৈধ নয়।

আল্লাহর নামে শিরকের একটি উদাহরণ: মুসাইলমাহ কায্যাব এর নিজেকে "রাহমানুল ইমামাহ" বলে অভিহিত করা। মুসাইলামা সেই ব্যক্তি যে নবুওয়াতের দাবি করার মধ্যে আবির্ভূত হয় এবং নবুওয়াতের দাবি করে এবং নিজেকে "রহমান" নামে অভিহিত করে, যা আল্লাহর নামগুলির মধ্যে একটি যা একমাত্র তাঁরই অনন্য নাম।

আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শরীক করার একটি উদাহরণ হল: আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করা। যেমন: যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখে যে, যাদুকর ও কাহিন ইত্যাদি অদৃশ্যের জ্ঞান জানে

(৪৪৫) সূরা আন-নূহ, আয়াত নং: ২৩।

অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন বলে বিশ্বাস করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য অদৃশ্যের জ্ঞান দাবী করে সে মুশরিক। অদৃশ্যের জ্ঞানে আল্লাহকে অদ্বিতীয় মনে করা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

অর্থ: বলুন! আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না।[৪৪৬]

তাওহীদ উলুহিয়্যাত: যা বান্দাদের কাজ, এতে শিরক মানে যে কোনো ইবাদতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীক করা। ইবাদত, প্রার্থনা, সিজদা, যবেহ, ত্যাগ, কামনা, বাসনা ও আশা ইত্যাদিতে হতে পারে। যে ব্যক্তি এই ইবাদতের কোন অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥
بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدۡ وَكُن مِّنَ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

অনুবাদঃ আর আপনার প্রতি ও আপনার পুর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদাত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।[৪৪৭]

আল্লাহ তায়ালা অন্তরিকতার সাথে তার কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾

অনুবাদঃ আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।[৪৪৮] সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুয়াই হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ কুরআনে তিনশত স্থানে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। জবাই সম্পর্কে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর নৈকট্যের নিয়তে একটি পশু জবাই করে। আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে নির্দেশ দেন যেঃ

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ﴾

(৪৪৬) সূরা আন-নামল, আয়াত নং: ৬৫।
(৪৪৭) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ৬৫-৬৬।
(৪৪৮) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ২।

অর্থঃ আল্লাহর জন্যই নামায পড় এবং তার জন্যই কুরবানী কর।[৪৪৯]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾

অর্থঃ বলুন, 'আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।'[৪৫০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে পশু জবাই করে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ)।

মোটকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ইবাদত করে সে শিরকে জড়িত।

সে ইলাহ কবরের হোক, নবী হোক, জাদুকর হোক, জিন হোক বা অন্য কেউ হোক। এই দেবতাকে উপাসনা করার কারণ যদিও এটা হয়ে যে, একে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে বা সুপারিশকারী হিসেবে, বা অন্য কিছু হিসেবে বিবেচনা করে। এ সবই শিরক এবং এ সবই মুশরিকদের ভিত্তিহীন যুক্তি।

আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ﴾

অর্থঃ আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।[৪৫১]

আল্লাহ তায়াল বলেন:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾

অনুবাদঃ আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এগুলো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।[৪৫২]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

(৪৪৯) সূরা আল-কাওছার, আয়াত নং: ২।
(৪৫০) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ১৬২-১৬৩।
(৪৫১) সূরা আয-যূমার, আয়াত নং: ৩।
(৪৫২) সূরা ইউনুস, আয়াত নং: ১৮।

﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ قُلۡ أَوَلَوۡ كَانُواْ لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَعۡقِلُونَ﴾

অনুবাদঃ তবে কি তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? বলুন! তারা কোনো কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও?[৪৫৩]

দেখা গেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত ও সুপারিশকে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো কুরআনী দলীলের আলোকে অবৈধ ও ভিত্তিহীন। যারা এমনটি করেছে তারা তাদের কাজকে অন্য নামে ডাকে, তারা সৃষ্টিকর্তাকে মাখলুকের উপর কিয়াস করে। তারা দেখেন যে, বিশ্বের রাজা-বাদশাহ ও প্রধানদের কাছে পৌঁছানোর জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী, ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং উকিলের প্রয়োজন। তাই তারা বলে যে আল্লাহর ক্ষেত্রেও তাই, তাঁর কাছে প্রবেশের জন্য একজনের মধ্যস্থতাকারী, ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং উকিল প্রয়োজন । যেমন নবী, নেক মানুষের কবর ও ফেরেশতা ইত্যাদি। এটা আল্লাহর সাথে সুস্পষ্ট শিরক।

এটা জানা যায় যে, তাওহীদে রুবুবিয়্যাত, তাওহীদে উলুহিয়্যাতের এবং তাওহীদে আসমা ও সিফাত তিন প্রকারেই শিরক ঘটতে পারে, তবে প্রায়শই তাওহীদে উলুহিয়্যাতে শিরক ঘটে।

আল্লাহর বান্দারা! ইখলাস এবং শিরকের অর্থ বোঝার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা, যে ব্যক্তি এটি বুঝবে তার জন্য মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বোঝা সহজ হবে।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে, শিরকের কুফল ছয় দিক প্রকাশ পায়:

প্রথম দিক: এটি সবচেয়ে বড় পাপ যার দ্বারা আল্লাহর অবাধ্য করা হয়, কারণ এটি আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘন করে। যেমন ইবাদত, নম্রতা, বিনয়, আর আল্লাহর সম্মান হ্রাস করা তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করার একটি দলীল যা সবচেয়ে বড় পাপ। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾

অনুবাদঃ আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।[৪৫৪]

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

(৪৫৩) সূরা আয-যূমার, আয়াত নং: ৪৩।
(৪৫৪) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৪৮।

﴿إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ﴾

অর্থ: নিশ্চয় শিরক বড় যুলুম ।[৪৫৫]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করানো। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[৪৫৬]

দ্বিতীয় দিক: শিরক সকল আমলকে ধ্বংস করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

অর্থ: আর যদি তারা শিরক করত তবে তাঁদের কৃতকর্ম নিস্ফল হত।[৪৫৭]

আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলেনঃ

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

অর্থ: আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিষ্ফল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[৪৫৮]

তৃতীয় দিক: যে ব্যক্তি শিরক অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না এবং যে ব্যক্তি শিরক করে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। আর যে-ই আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে এক মহাপাপ রটনা করে।[৪৫৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿لَقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖ وَقَالَ ٱلۡمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمۡۖ إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾

---

(৪৫৫) সূরা লুকমান, আয়াত নং: ১৩।
(৪৫৬) বুখারী হা: (৬৮১১), মুসলিম হা: (৮৬)।
(৪৫৭) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ৮৮।
(৪৫৮) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ৬৫।
(৪৫৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৪৮।

অর্থ: যারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি তো মারইয়াম-তনয় মসীহ, অবশ্যই তারা কুফরী করেছে। অথচ মসীহ বলেছিলেন, 'হে ইসরাঈল-সন্তানগণ! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর।' নিশ্চয় কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম

করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।[৪৬০]

চতুর্থ দিক: পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শিরকের নিন্দা করেছেন, নিষেধ করেছেন, মুশরিকদের পাপাচারের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পরকালে তাদের মন্দ আবাসের কথা বর্ণনা করেছেন। কুরআনে শিরক এবং এর উদ্ভব একশত (১০০) বারের বেশি উল্লেখ করা হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর অনেক হাদীসে শিরকের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন।

পঞ্চম দিক: নবীগণ ও তাদের অনুসারীরা শিরককে ভয় করতেন এবং এতে পতিত হওয়ার ভয় পেতেন। এর উদাহরণ ইবরাহীমের দোয়া:

﴿وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ﴾

অর্থ: আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।[৪৬১]

ষষ্ঠ দিক: আলেমগণ একমত যে আল্লাহর ইবাদতে শিরক এমন একটি কাজ যা একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন: যে ব্যক্তি ফেরেশতা ও নবীদের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ডাকে, তাদের উপর আস্থা রাখে এবং তাদের কাছে উপকার ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সে তাদের কাছে গুনাহ মাফ, অন্তরের হেদায়েত, অসুবিধা দূরীকরণ এবং প্রয়োজন থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে তবে সে সবার ঐক্যমতে কাফের।

- **খুতবার উপসংহার:**

আল্লাহর বান্দারা! তাওহীদ এবং এর বিপরীত, শিরক বোঝার জন্য এবং শিরক ও এর সংঘটনের বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা। আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানকে সারাজীবন তাওহীদের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। কারণ যে ব্যক্তি শরীয়তের উপর অটল থাকবে এবং তাওহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

---

(৪৬০) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৭২।
(৪৬১) সূরা ইবরাহীম, আয়াত নং: ৩৫।

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম

হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

দ্বিতীয় ঈমান বিধ্বংসী একটি কারণ হচ্ছে: মুশরিকদের কাফির মনে না করা অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা।

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أَنْ لاإِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং মিথ্যা উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব।

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁকে শ্রদ্ধা কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চল এবং জেনে রেখো যে আল্লাহর শরীয়ত যে সকল বিষয়ে একমত তা হল তাওহীদ দুটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে:

প্রথম স্তম্ভ: আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা থেকে মুক্তি, যা আল্লাহ তাগুতের ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় স্তম্ভ: একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের স্বীকৃতি, এবং এটিই তাওহীদ, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে মুশরিকদের দ্বীন থেকে মুক্ত করেনি, সে নিজেকে তাগুত থেকে মুক্ত করেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। অতএব যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।[৪৬২]

এ আয়াতের অর্থ হলো, যে তাগুতকে অস্বীকার করেনি, সে শক্ত শৃঙ্খলকে আঁকড়ে ধরেনি যা ইসলাম ধর্ম।

ইব্রাহীম (আঃ) তার সম্প্রদায়ের ধর্মের হতে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করে বলেছিলেন:

(৪৬২) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৫৬।

﴿وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦٓ إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَۢ بَاقِيَةٗ فِي عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾

অর্থ: আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা যেগুলোর ইবাদাত করা নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত। তবে তিনি ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি শীঘ্রই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আর এ ঘোষণাকে তিনি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গিয়েছেন তার উত্তরসূরীদের মধ্যে, যাতে তারা ফিরে আসে।[৪৬৩]

আবূ মালিক তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে, তার জান-মাল নিরাপদ? আর তার হিসাব নিকাশ আল্লাহর নিকট।[৪৬৪]

হাদিসের অর্থ হলো: যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত উপাস্যকে অস্বীকার করে না, তার ধন-সম্পদ ও জান-মাল নিরাপদ নয় এবং এটি কেবল কাফেরদের পক্ষে।

- **কাফেরকে কাফের না ঘোষণা করা ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলির একটি কারণ-এর ব্যাখ্যা:**

আল্লাহর বান্দারা! কুরআন ও হাদিসের উপরোক্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে জানা যায়, যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করে না, বা তাদের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, বা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে, সে কুফুরি করেছে এবং সে ইসলাম লঙ্ঘন করেছে।

আল্লাহর বান্দারা! যে মিথ্যা ধর্মের অনুসারীদেরকে কাফের বলে না, সেও বাস্তবে কাফের, মুসলমান নয়। কারণ সে সেই ব্যক্তিকে কাফের ঘোষণা করে নি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কাফের ঘোষণা করেন। আর সে কুরআনের খবরের সত্যতা স্বীকার করেনি এবং রাসূলের নির্দেশ মানেনি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সংবাদকে সত্যায়ন করে না সে কাফের, আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

এছাড়াও যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করে না, তার জন্য ঈমান ও কুফর সমান, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই সে কাফের।

আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের মনে করে না সে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য জানে না। যদিও এটি ধর্মের এমন একটি আদেশ যা সকলেরই জানা, পবিত্র কোরআনে অসংখ্য জায়গায় কুফরের প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর যে কাফেরকে কাফের বলে স্বীকার করে না সে মুসলমান বলার যোগ্য নয়। যতক্ষণ না সে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য জানে এবং অন্তর ও জিহ্বা দিয়ে কুফর থেকে মুক্তির প্রকাশ না করে।

এছাড়াও যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে কাফের মনে করে না যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কাফের বলে ঘোষণা করেছেন, তাহলে সে আল্লাহর হারাম করা শিরককে হালাল বলে ঘোষণা করেছে। সেটা এইভাবে যে

---

(৪৬৩) সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত নং: ২৬-২৮।
(৪৬৪) মুসলিম, হাদীস নং: ২৩।

ব্যক্তি মুশরিক তাকে কাফের বলে গণ্য করে নি। এবং এটি আল্লাহর শরীয়ত আদেশের লঙ্ঘন, বরং এটি আল্লাহর সাথে বিরোধিতা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا﴾

অর্থ: বলুন! এসো তামাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করি। তা হচ্ছে, 'তোমারা তাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না।[৪৬৫]

শাইখ সাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন: (প্রত্যেক ব্যক্তি যার শরী'আত তাকফীর করেছে, তার জন্য তাকফীর করা ওয়াজিব। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন তা অস্বীকার করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। এটি তখনই যখন তার কুফুরী শরীয় যুক্তি দ্বারা তার কাছে প্রমাণিত হয়)।[৪৬৬]

শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায বলেন: (যে ব্যক্তি কাফেরকে কাফের মনে করে না, সেও তার মতো, তবে এর শর্ত হল যে, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার কাছে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়, তবুও সে তাকে কাফের না মনে করার জন্য জোর দেয়। যেমন যে ব্যক্তি ইহুদি বা খ্রিস্টান বা কমিউনিস্ট বা এ জাতীয় অন্য কাফেরদের কাফের বলে মনে করে না, যার কুফুরী স্বল্প জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছেও সন্দেহজনক নয়।

শাইখ সালেহ বিন ফাওযান বলেন: (যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফের মনে করে না সে তাদের মতই কাফের এবং মুরতাদ, কারণ তার জন্য ইসলাম ও কুফর একই, সে তাদের মধ্যে পার্থক্য করে না, তাই সে কাফের)।

- **তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার গুরুত্ব:**

আল্লাহর বান্দারা! যেহেতু তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগে তাগুতের প্রত্যাখ্যানের কথা বলা হয়েছে, যাতে বান্দার মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধন ধারণ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। এটি আল্লাহর এই বাণীতে রয়েছে:

﴿فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না । আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। এটা ভাল জিনিস দ্বারা সজ্জিত হবার পূর্বে খারাপ জিনিস বর্জন করার মত।[৪৬৭]

(৪৬৫) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ১৫১।
(৪৬৬) ফাতওয়া সা'দিয়্যাহ, পৃ: ৯৮।
(৪৬৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৫৬।

- **পাঁচটি বিষয়ের মাধ্যমে তাগুতকে অস্বীকার করা হয়:**

আল্লাহর বান্দারা! বাতিল ধর্ম পাঁচটি বিষয়ে প্রত্যাখ্যাত করা হয়ঃ তাদেরকে বাতিল মনে করা, তাদের ইবাদত ত্যাগ করা, তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা, যারা সেগুলোর অনুসারী তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করা এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এসব শর্ত আল্লাহর এ হুকুম থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ﴾

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার 'ইবাদাত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহ্‌তে ঈমান আন।[৪৬৮]

এই আয়াতে তিনটি বিষয় বোঝানো হযেছে: অবিশ্বাসীদের থেকে মুক্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করা, তাদের কর্ম থেকে -শিরক- মুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করা। এবং তাদের সাথে ঘৃণা ও শত্রুতা প্রকাশ করা। আর তাদের উপাস্যদের উপাসনাকে অবৈধ বলে বিশ্বাস করার বিষয়টি এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়। কারণ যদি বিশ্বাস না হয় যে এটি অবৈধ, তবে এই তিনটি জিনিস কার্যকর করা যাবে না।

তাদের উপাস্যদের উপাসনা ত্যাগ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টি, এই আয়াত থেকে উদ্ভূত হয়েছে যেখানে ইবরাহিম (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেনঃ

﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾

অর্থ: আর আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি; আর আমি আমার রবকে ডাকছি; আশা করি আমি আমার রবকে ডেকে আমি দুর্ভাগা হব না।[৪৬৯]

- **কুফর থেকে মুক্তি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়:**

উল্লিখিত আয়াতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় উহ্য রযেছে, তা হল, কুফুর থেকে মুক্তি প্রকাশ হৃদয়, জিহ্বা, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। জিহ্বা দ্বারা মুক্তির ঘোষণা ইবরাহীম (আঃ) সেই স্পষ্ট বাক্য দ্বারা হয়ে যায়, যা তিনি তাঁর উম্মতকে বলেছিলেনঃ

﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾

অর্থ: আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি।

আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে মুক্তি ঘোষণার কথা আল্লাহর এই বাণী দ্বারা প্রমাণিতঃ

---

(৪৬৮) সূরা আল-মুমতাহিনাহ, আয়াত নং: ৪।
(৪৬৯) সূরা আল-মারইয়াম, আয়াত নং: ৪৮।

﴿وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾

অর্থ: 'আর আমি তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের ইবাদাত কর তাদের থেকে পৃথক হচ্ছি।

ইবাদত শিরক থেকে নয়, সকল প্রকার কুফুর থেকে মুক্তি প্রকাশ করতে হবে।

আল্লাহর বান্দারা! বারাআতের অভিব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে শিরক পরিত্যাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে সব ধরনের শিরক ও কুফর রয়েছে। যেমন আল্লাহকে দোষত্রুটি দ্বারা চিহ্নিত করা, বা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করা, বা সাহাবায়ে কেরামকে অপবাদ দেওয়া, অথবা উম্মুহাতুল মুমেনীনদেদ প্রতি অপবাদ দেওয়া, অথবা এটা বলা যে জিব্রাইল খেয়ানত করেছেন, বা খ্রিস্টান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ ধর্মকে সত্য বলা , বা এমন কুফরী কাজ করা কাজ যার কুফরী হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে।

আল্লাহর বান্দারা! এই থেকে তাওহীদের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। তাওহীদের অধ্যায়ে পারস্পরিক প্রেম ও সম্পর্কের অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এর বিরোধিতার মাধ্যমে বারাআতের অর্থ প্রকাশ পায়। তা জানার মাধ্যমে হৃদয় সঠিক পথে থাকে, কারণ বিপরীত জিনিসের মাধ্যমেই বিপরীত গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

فالضِّد يظهر حسنه الضد　　　　وبضِدها تتبين الأشياء

অর্থ: সুতরাং যে ব্যক্তি শিরকের সাথে পরিচিত নয়, সেও তাওহীদের সাথে পরিচিত নয় এবং যে ব্যক্তি শিরক থেকে নির্দোষ প্রকাশ করে না সে তাওহীদ পালন করেনি।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে সে তাদের মতোই। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে বলে: আমি জানি না ইহুদিরা কাফের কি না, অথবা সে বলে, আমি জানি না খৃষ্টানরা কাফের কি না।

অথবা সে বলে: আমি জানি না যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকেযে ডাকে সে মুসলিম কি না। অথবা সে বলে: ফেরাউন কাফের কি না, আমি জানি না। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কথা বলে সেও কাফের, তার কারণ হল সে কুফুরী সত্য না মিথ্যা তা নিয়ে সে দ্বিধাগ্রস্থ।

অতএব, সে কুফর বাতিলের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য দেয় না এবং তাগুতকে অস্বীকার করেন না, যদিও আল্লাহ কুরআনে এই বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কুফরকে মিথ্যা বলে স্পষ্ট করেছেন। এখন যে ব্যক্তি এই ব্যাখ্যা সত্ত্বেও সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে বাস্তবতা হলো, সে কুরআনে যে আল্লাহর আদেশ আছে তাতে বিশ্বাস করে না।

এছাড়াও সন্দেহকারী ব্যক্তি আসলেই ইসলাম ধর্মের সাথে অপরিচিত, যদি সে ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত হতো, তাহলে ইসলামের বিরোধীতা অর্থাৎ কুফর তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত, এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সাথে পরিচিত নয় সে কিভাবে তার মুসলমান বলা যাবে?

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ) তার কিতাব "আওসাককু ওরাল-ইমান"-এ বলেছেন: যদি সে তাদের কুফর সম্পর্কে সন্দেহ করে বা তাদের কুফর সম্পর্কে অপরিচিত হয়, তাহলে তাকে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সেই দলীলগুলো ব্যাখ্যা করা হবে যা তাদের কুফরীকে স্পষ্ট করে দেয়। এরপরও যদি সে সন্দেহ করে বা দ্বিধাবোধ করে তবে সে কাফের, কেননা আলেমদের ঐক্যমত যে, যে ব্যক্তি কাফেরদের কুফরী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফের।

- **যে ব্যক্তি কাফেরদের দ্বীন ও তাদের দ্বীনকে সঠিক বলে ঘোষণা করবে, তার হুকুম:**

আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি কাফেরদের দ্বীনকে সঠিক বলে ঘোষণা করেসে তার চেয়ে বেশি গোমরাহ যে তাদের দ্বীনকে বাতিল হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে। সন্দেহকারীর কফরীর চেয়ে তার কুফরী বড়, কারণ প্রকৃতপক্ষে সে ইসলামকে ভুল বলে, যে ইসলাম কাফেরদের দীনকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। সে কুফরের সাপোর্ট করে, দাওয়াত দেয় এবং সমর্থন করে, বরং সে কুফর প্রসারের পথ প্রশস্ত করে।

যেমন, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কোনো বিশ্বাসকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে। যেমন ইহুদি ধর্ম, বা খ্রিস্টান, বা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা। অথবা, তার মতে, তিনটি ধর্মের মধ্যে অর্থাৎ ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলামের মধ্যে ঐক্যের ডাক দেয় এবং এই ধর্মগুলোকে ইব্রাহীমী ধর্মের নাম দেয়। আর মিথ্যা কথার মাধ্যমে মানুষকে সন্দেহ করা এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানরা মুসা ও ঈসার অনুসারী বলা, এটা সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ।

কারণ আল্লাহ ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সকল ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছেন এবং মুসা ও ঈসা (আঃ) জীবিত থাকলে তারাও ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করতেন। এটা সেই সময়ের হুকুম যখন তারা সঠিক ধর্মের উপর ছিল। কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, তাদের জন্য যে ধর্ম নিয়ে আসা হয়েছিল তা বিকৃত হয়ে গেছে এবং তারা তাদের সঠিক অবস্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

অতঃপর তাওরাত হারিয়ে যাওয়ার পর মূসার ধর্ম বিকৃত হয়ে যায় এবং ইহুদীরা ওযাইরকে উপাসনা করতে থাকে এবং বলে: সে আল্লাহর পুত্র!

যখন ঈসা আঃকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাদের ধর্মেও বিকৃতি ঘটে এবং তাদের অনুসারীরা ক্রুশের পূজা করতে শুরু করে এবং বলে যে তিনি আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহ তিনজনের একজন। তারপরও কি ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মকে বৈধ ধর্ম বলা সঠিক হবে, যার মাধ্যমে মানুষের জন্য আল্লাহর ইবাদত করা বৈধ?! মোটেই না, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖۚ قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ﴾

অনুবাদঃ হে কিতাবীরা! আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবের অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে।[৪৭০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾

অর্থ: কিতাবীরা! রাসূল পাঠানোতে বিরতির পর আমাদের রাসূল তোমাদের কাছে এসেছেন। তিনি তোমাদের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছেন, যাতে তোমরা না বল যে, 'কোনো সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের কাছে আসেনি। অবশ্যই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী এসেছেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৪৭১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

অর্থ: আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[৪৭২]

রাফেযী শিয়াদের নিকটবর্তী হওয়ার দাওয়াত মুশরিকদের ধর্মকে সঠিক মনে করার মত।

এর একটি উদাহরণ হল রাফেযী শিয়াদের নিকটবর্তী হওয়ার দাওয়াত দেওয়া। সেই রাফেযী যাদের ধর্মের ভিত্তি কবর পূজা করা, আলে বাইতের ইবাদত করা, নবীর সুন্নাহ অস্বীকার করা, সাহাবায়ে-কেরামকে গালি দেওয়া, দুই আমিন অর্থাৎ ফেরেশতাদের আমিন জিব্রাইল এবং উম্মাহর আমিন মুহাম্মদের প্রতি অপবাদ দেওয়া। কুরআনের অপবাদ ও অবমাননা এবং মহানবী (সা.)-কে অপমান ও অবমাননা করা।

অতএব, যে ব্যক্তি তাদের নিকটবর্তী হওয়ার দাওয়াত দেয় এবং তাদের দ্বীনকে সুন্দর করে উপস্থাপন করে, বাস্তবে সে তাদের থেকে মুক্ত নয়। তাই সেও তাদের মত কাফের, কারণ সে কুফরী ও মুনাফেকীকে সঠিক বলে মনে করে, যদিও সে তা গ্রহণ করেনি, আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন।

(৪৭০) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ১৫।
(৪৭১) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ১৯।
(৪৭২) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৮৫।

- **খুতবার শেষ কথা:**

আল্লাহর বান্দারা! তাওহীদ এবং এর বিপরীত জিনিস বোঝার জন্য এবং শিরক ও এর সংঘটনের বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্য এবং এই কথা বলার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা য, মুশরিকদেরকে কাফের না মনে করা বা তাদের কুফুরী সম্পর্কে সন্দেহ করা বা তাদের ধর্মকে সঠিক বলা থেকে সতর্ক থাকা জরুরী। যেহেতু এ তিনটি ইসলামের সীমালঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে কাফের বলে ঘোষণা করেছেন, তার কুফুরীর প্রতি ঈমান আনা এবং এ ব্যাপারে তার অন্তরে কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ না করা একজন মুসলমানের ওপর ওয়াজিব।
আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে সারা জীবন তাওহীদের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন, কারণ যে ব্যক্তি শরীয়তের উপর অটল থাকবে এবং তাওহীদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

তৃতীয় ঈমান বিধ্বংসী একটি কারণ: নবী (সা:)-এর পথ ছাড়া অন্য কারো পথ তাঁর পথের চেয়ে উত্তম মনে করা

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا

مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

তৃতীয় ঈমান বিধ্বংসী বিষয়: (যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো পথ তার পথের চেয়ে উত্তম, তাহলে সে কুফুরী করল। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহর বিচারের চেয়ে মানব রচিত ফয়সালা উত্তম, সেও কাফের। যেমন যারা আল্লাহর ফয়সালার চেয়ে তাগুতের ফয়সালা এবং স্ব-নির্মিত আইন অগ্রাধিকার দেই।)

- **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথই সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ পথ:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁকে সম্মান কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক। এবং জেনে রাখুন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদকে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ যে, এটা বিশ্বাস সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নিখুঁত পথ। এটি সেই পদ্ধতি ও পন্থাকে নির্দেশ করে যা নবী বিশ্বাস, ইবাদত, মুআমালাত, নীতি-নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং রাজনীতি ইত্যাদিতে গ্রহণ করেছিলেন। যা কুরআনের গ্রন্থে বা নবীর সুন্নাহতে উল্লেখ আছে।
আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁকে সম্মান কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক।

এবং জেনে রাখুন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদকে সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ এটা বিশ্বাস করা তাঁর পথ সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নিখুঁত। এটি সেই পদ্ধতি ও পন্থাকে নির্দেশ করে যা নবী বিশ্বাস, ইবাদত, মুআমালাত, নীতি-নৈতিকতা, ন্যাযবিচার এবং রাজনীতি ইত্যাদিতে গ্রহণ করেছিলেন। যা কুরআনে ও নবীর সুন্নাহতে উল্লেখ আছে।

আল্লাহর বান্দারা! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ হল সর্বোত্তম পন্থা, কারণ তিনি এই পথটি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং এটি জীবনের সকল ক্ষেত্র, ইবাদত, নৈতিকতা, রাজনীতি, ন্যায়বিচার, সামাজিক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পন্থাই সর্বোত্তম পন্থা এর হলো আল্লাহর বাণীঃ

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ﴾

অর্থ: অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আর্দশ।[৪৭৩]

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি জুমুআর খুতবায় বলতেনঃ সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা।

- **ঈমানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থাঃ**

আল্লাহর বান্দারা! যে নবীর জীবনী অধ্যয়ন করে সে বুঝতে পারে আপনার পদ্ধতিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। অতএব, ঈমানের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে ইসলামিক বিশ্বাস পেশ করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন তাতে সমস্ত অধ্যায় ও বিষয় রয়েছে যা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, রসূল, আখেরাতের দিবস, ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির প্রয়োজন তাতে সবকিছুই রয়েছে। এই আকীদা পূর্ববর্তী নবীদের আকীদাসমূহে সঠিক জ্ঞাননুযায়ী নতুনত্ব আনয়ন করে এবং বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখে।

- **ইবাদতের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পন্থাই সর্বোত্তম পন্থাঃ**

ইবাদতের অধ্যায়েও নবীর পন্থাই সর্বোত্তম পন্থা। এতে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বৈরাগ্যবাদ নেই এবং অলসতা নেই। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে দ্বীন তার উপর জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং (মধ্যপন্থার) নিকটে থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাত সহযোগে) সাহায্য চাও।[৪৭৪]

নবী (সাঃ) তাঁর এক সাহাবীকে বলেছিলেন যে ইবাদতে তাঁর আত্মাকে ক্লান্ত করতে চেয়েছিলঃ (তোমার উপর তোমার আত্মারও অধিকার রয়েছে)।

আর যখন একজন সাহাবী বললেন যে সে গোশত খাবে না, আরেকজন বললঃ আমি নারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাব এবং কখনো বিয়ে করব না। তৃতীয় একজন বললেনঃ আমি রোজা রাখব, রোজা ভঙ্গ করব না। আরেকজন বলল আমি সারা রাত ইবাদত করব। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেনঃ কিন্তু আমি রোযা রাখি ও ইফতার করি, নামায পড়ি ও ঘুমাই এবং নারীদের বিয়েও করি।[৪৭৫]

- **নীতি-নৈতিকতার ও চরিত্রের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর পন্থাই সর্বোত্তম পন্থাঃ**

নৈতিকতা ও আচার-আচরণের অধ্যাযে আমরা দেখতে পাই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নৈতিকতা হলো সবচেয়ে নিখুঁত নৈতিকতা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যিনি আপনার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং আল্লাহ আপনার ভালো আচরণের সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

(৪৭৩) সূরা আল-আহযাব, আয়াত নংঃ ২১।
(৪৭৪) বুখারী হাঃ ৩৯, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
(৪৭৫) বুখারী হাঃ (৫০৬৩), মুসলিম হাঃ (১৪০১), আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত।

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ: আর নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।[৪৭৬]

পরিবার, সঙ্গী-সাথী ও প্রতিবেশীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-আচরণ বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট যে, তিনি সবসময় হাসিমুখে তাদের সাথে সাক্ষাত করতেন। ক্ষমার হাত সর্বদা প্রসারিত রাখতেন সাথে। এমনকি তিনি সেই ইহুদি মহিলাকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন যে তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়েছিল এবং তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর প্রভাব অনুভব করেছিলেন। তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং দয়ালু ছিলেন।

এমনকি যুদ্ধেও তিনি শত্রুদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতেন। তাই তিনি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। যেমন বৃদ্ধ, নারী ও শিশু। তিনি লুটপাট রোধ করতেন, বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষেধ করতেন, অর্থাৎ যুদ্ধের মাল বণ্টনের পূর্বে কিছু নিতে নিষেধ করতেন এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তাদের সম্পদ বন্টন করতেন। তিনি মৃত ব্যক্তির বিকৃতি ঘটাতে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির বিকৃতি করা এবং তার উপর প্রতিশোধ নিতে নিষেধ করতেন, তিনি শপথ ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা নিষিদ্ধ করেছেন এবং বন্দীদের বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি করে দিতেন। তাদের মধ্যে কাউকে প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করতেন, কাউকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি করতেন এবং কিছু মুসলমান বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে মুক্তি দান করতেন ।

আল্লাহর বান্দারা! তাওরাত ও ইঞ্জিলেও নবী করীম (সা.)-এর উত্তম আচরণের কথা বলা হয়েছে। আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম: তাওরাতে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে গুণ বর্ণিত আছে আমাকে তা জানিয়ে দিন।

তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! তাওরাতে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের মতই। "হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও অশিক্ষিতদের পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা এবং রসূল। আমি তোমাকে মুতাওয়াক্কিল নাম দিয়েছি, তিনি বদ-মেজাজও নন, কঠোর হৃদয়েরও নন, বাজারে শোরগোলকারী নন, মন্দের বিনিময়ে মন্দ প্রতিশোধও নন, বরং করুণাময় ও দয়ালু।"

মহান আল্লাহ তাকে কখনো মৃত্যুতে পতিত করবেন না যতক্ষণ না আল্লাহ তার মাধ্যমে একটি বাঁকা জাতিকে সোজা করে দেন, এবং তারা বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তার দ্বারা অন্ধ দৃষ্টি পাবে এবং বধির শ্রবণ শক্তি ফিরিয়ে পাবে হয়ে যায় এবং পথভ্রষ্টরা হেদায়াত পাবে।[৪৭৭]

(৪৭৬) সূরা ক্বলম, আয়াত নং: ৪।
(৪৭৭) বুখারী হা: ২১২৫।

- **লেন-দেন এর ক্ষেত্রেও মহানবী (সাঃ)-এর পন্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা:**

এমনকি বাণিজ্যিক বিষয়েও, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ সকল প্রকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, মজুরি, ওকালতি এবং ঋণ লেনদেন ইত্যাদি। একইভাবে, তাঁর জীবনীও অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক সব ধরনের পাপাচার যেমন সুদ, প্রতারণা ও ঘুষ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ তাঁর "যাদুল-মাআদ" গ্রন্থে প্রায় আশি (৮০) পৃষ্ঠার বিভিন্ন অধ্যায় স্থাপন করেছেন যাতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত নববী পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

- **রাজনীতির ক্ষেত্রে নবীর পদ্ধতিই সর্বোত্তম পদ্ধতি:**

রাজনীতির ক্ষেত্রে নবীজির পদ্ধতি সবচেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি। তিনি ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষ ও বিশ্বস্ত লোকদের পরামর্শ নিতেন। কখনও কখনও তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন। যেমনটি তিনি বদর, খন্দক ও হুদায়বিয়া ইত্যাদি যুদ্ধে করেছিলেন। এটি তাঁকে সঠিক মতামত জানতে এবং বিজয়ী হতে সাহায্য করত। তিনি কাফেরদের সাথে সন্ধি করতেন। তাদের দূতদের সাথে সদয় ব্যবহার করতেন এবং যে কোন কাফের আপনার কাছে আসলে তাকে শান্তি প্রদান করতেন যতক্ষণ না সে তার আশ্রস্থলে ফিরে না আসে।

তিনি চুক্তি ভঙ্গ এবং বিশ্বাসঘাতকতা না করার জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তিনি তাদের সাথে যে সুদৃঢ় চুক্তি করেতেন তা পূরণ করতেন, এমনকি কাফেররা বিশ্বাসঘাতকতা করলেও (তবুও তিনি করতেন না)।

তিনি যুদ্ধের ময়দানে জালেমদের ক্ষমা করতেন, যখন মক্কা বিজয় হয়েছিল এবং তিনি তার অধিবাসীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আপনার হাতে এসেছিল, তখন তিনি সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

অথচ এরা তারাই ছিল যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছিল, তারা তাঁর এবং আপনার সাহাবীদের সাথে কি না করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইলেও অনায়াসে তা করতে পারতেন, তা করশে তাকে দোষী সাব্যস্ত বা করা হতো না।

ফয়সালা ও ইনসাফের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদ্ধতিই সর্বোত্তম পদ্ধতি। বিচার ও ফায়সালার অধ্যায়ে রাসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদ্ধতি হল সবচেয়ে ন্যায্য ও নিখুঁত পদ্ধতি।

ইবনুল-কাইয়্যিম, তাঁর "যাদুল মাআদ" বইয়ে প্রায় পাঁচশ (৫০০) পৃষ্ঠার বিভিন্ন অধ্যায় স্থাপন করেছেন যাতে তিনি রাসূল (সা.)-এর বিচার ও ফাইসালা সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করেছেন।

- **ওষুধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর পদ্ধতিই সর্বোত্তম পদ্ধতি:**

চিকিৎসার অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতি হল সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক পদ্ধতি। ইবনুল কাইয়্যিম যাদুল মাআদে হৃদয় ও শারীরিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে চারশত (৪০০) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর বান্দারা! অনেক জ্ঞানী অবিশ্বাসী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পথ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এটি সর্বোত্তম পথ। এমনকি তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে, কারণ তারা নিশ্চিত

ছিল যে এই ধরনের ব্যাপক ও পূর্ণ পদ্ধতি কোন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে পেশ করতে পারে না। সেই ব্যক্তি ব্যতীত যিনি একজন নবী এবং যিনি তাঁর রবের সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছন।

আল্লাহর বান্দারা! এটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পদ্ধতি ও মানহাজ হল সবচেয়ে নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট মানহাজ।

যে ব্যক্তি এটি বুঝবে তার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভালোবাসা ও দ্বীন পালনের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-আচরণ ও পদ্ধতি প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য উপযুক্ত ও উপযোগী।

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য উপযুক্ত ও উপযোগী। এটি একটি দৃঢ় ব্যবস্থা যা পরিবর্তিত হয় না, কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর উপর ভিত্তি করে। সেই আল্লাহ যিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও করুণাতে নিখুঁত, যিনি মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যেও নিখুঁত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অহী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, এটাই আল্লাহর সরল পথ এবং তাঁর মধ্যপন্থী দ্বীন যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং অন্য কোন ধর্মকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।

যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো পথ নবীর পথ ও পদ্ধতির চেয়ে উত্তম, সে কাফের। অথবা যদি সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সিদ্ধান্ত ও আদেশ আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও আদেশের চেয়ে উত্তম, তাহলে সেও কাফের। তাদের মত যারা আল্লাহর আদেশের চেয়ে তাগুতের আদেশ এবং স্ব-আরোপিত আইন পছন্দ করে।

পূর্ববর্তী বিবরণ অনুসারে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, মহানবী (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারো পথ নবীর পথ ও পদ্ধতির চেয়ে উত্তম, তাহলে সে কাফের, কারণ এমন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জ্ঞান এবং শরীয়াহকে অবমাননা করে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন ব্যক্তি যে ইসলামি শরিয়ার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং গণতন্ত্রের মতো মানবসৃষ্ট জীবনব্যবস্থাকে বেশি পছন্দ করে।

অথবা বিশ্বাস করে যে, মানব রচিত ব্যবস্থা ও আইন ইসলামী শরীয়তের চেয়ে উত্তম, অথবা বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী ব্যবস্থা কার্যকর করা যাবে না, অথবা ইসলামী ব্যবস্থা মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ, অথবা এই ব্যবস্থাটি আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে

এটিকে বাদ দেওয়া। বা এই মত পোষণ করা যে চোরের হাত কেটে ফেলা বা বিবাহিত ব্যভিচারিণীকে পাথর মারার মতো আদেশ বর্তমান যুগের জন্য উপযুক্ত নয়।

অথবা বিশ্বাস করে যে ইসলামী শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা মুআমালাত বা হুদুদ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত নেওয়া জায়েজ, তাহলে এমন ব্যক্তি কাফের। কেননা এ মতের দ্বারা সে সৃষ্টিকর্তার বিচারের উপর সৃষ্টির ফয়সালাকে প্রাধান্য দেয় এবং জাহিলিয়াতের বিচারে সন্তুষ্ট হয় এবং এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়, যে তাগুতের ফয়সালা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিচারের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এবং আল্লাহ যেভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান ও তাকফির করার নির্দেশ দিয়েছেন তা সে অনুসরণ করে না:

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا﴾

অর্থঃ অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ়তর রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাঙ্গবে না।[৪৭৮]

এছাড়াও, আল্লাহ যা সর্বসম্মতভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন তা সে জায়েয ঘোষণা করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হারাম জিনিসকে হালাল ঘোষণা করে সে আল্লাহর সাথে শত্রুতাকারী এবং সবার ঐক্যমতে কাফের।

আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য থেকে এবং তার সিদ্ধান্তথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে মুনাফিক, মুমিন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيۡتَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودٗا﴾

অর্থঃ তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদেরকে আপনি আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন।[৪৭৯]

ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সিদ্ধান্ত থেকে মুখ ফিরিযে নেয়, সে মুনাফিক, মুমিন নয়।

আর মুমিন সে যে বলে: আমরা শুনেছি এবং মেনেছি।

শুধু রসূলের সিদ্ধান্ত থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যের সিদ্ধান্ত চাওয়ার জন্য ঈমান নষ্ট হয় এবং মুনাফেকী প্রমাণিত হয়।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(৪৭৮) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৫৬।
(৪৭৯) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৬১।

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

ঈমান বিধ্বংসী চতুর্থ কারণ: নবী (সা:)-এর আনিত বিধানের কোনো অংশকে অপছন্দ করা:

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

- **দীনকে ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম অপরিহার্য বিষয়:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁকে শ্রদ্ধা কর, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক এবং মনে রাখো যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেওয়ার মধ্যে আল্লাহ ও ও তাঁর নবী মুহাম্মাদকে ভালোবাসা অন্তর্ভুক্ত। এটা নিষ্ঠার সাথে শাহাদাতাইন পালনের লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾

অর্থ: বলুন! তোমরা যদি আল্লহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।[৪৮০]

আল্লাহর বান্দারা! ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা আছে এমন মুমিনরা এর শিক্ষা অনুসরণ থেকে পিছপা হয় না, বরং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সমস্ত আদেশ-নিষেধ মেনে চলে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ أَن يَقُولُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾

অর্থ: মুমিনদের উক্তি তো এই... যখন তাদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম।' আর তারাই সফলকাম। আর যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তারাই কৃতকার্য।[৪৮১]

(৪৮০) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৩১।
(৪৮১) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৫১।

আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা আদেশ করেছেন তার কারণে ঈমানদাররা তাদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: কিন্তু না, আপনার রবের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার মীমাংসা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।[৪৮২]

মুমিন হল তারা যারা বাহ্যিকভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা এবং অন্তর দিয়ে শরীয়ত পালন করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে। আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেনঃ সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে, যে রব হিসেবে আল্লাহকে, দীন হিসেবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করেছে।[৪৮৩]

শরীয়তের জন্য অন্তর প্রশস্ত রাখা, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং তাকে ভালোবাসা একজন মানুষের উপর ওয়াজিব। কারণ এটি সেই রক্ষণাবেক্ষণকারীর কাছ থেকে যিনি তাঁর শরীয়ত বিজ্ঞ, তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন, তাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾

অর্থ: যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[৪৮৪]

- **দীনের ভালোবাসা পাওয়ার কারণসমূহ:**

আল্লাহর বান্দারা! অন্তরে দ্বীনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকারী বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এই জ্ঞান ও সচেতনতা যে আল্লাহ এই দ্বীনকে বিধিবদ্ধ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের স্বার্থ সম্পর্কে অবগত এবং তিনি যা আদেশ করেন তাতে তিনি প্রজ্ঞাবান এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি সদয়।
ধর্মের প্রতি ভালবাসা অর্জনের একটি কারণ হল সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিতি যার দ্বারা এটিকে পূর্ববর্তী ধর্মগুলি থেকে আলাদা করা হয়, যার সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি।

ধর্মের প্রতি ভালোবাসা অর্জনের একটি উপায় হল এই যে, যে ব্যক্তি এই ধর্মকে ভালোবাসে এবং পালন করে সে সফলকাম হবে এবং যে ব্যক্তি এটিকে অমান্য করে সে ধ্বংস হবে।

(৪৮২) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৬৫।
(৪৮৩) মুসলিম, হা: ৩৪।
(৪৮৪) সূরা মূলক, আয়াত নং: ১৪।

ধর্মের প্রতি ভালবাসা অর্জনের একটি কারণ হল এই ধর্ম গ্রহণকারী অনেক অমুসলিমদের পরিস্থিতি বিবেচনা করা, যারা তাদের জ্ঞান, জাতি, বর্ণ এবং ধর্মের দিক থেকে একে অপরের থেকে আলাদা। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগেও ইসলাম হল সেই ধর্ম যা মানুষ সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করছে।

আল্লাহর বান্দারা! ধর্মের প্রতি ভালবাসা অর্জনের একটি কারণ হল একজন ব্যক্তিকে এর মহৎ শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়া যা কল্যাণের আমন্ত্রণ জানায়। এই শরিয়ত এমন সব কিছুর জন্য আহ্বান করে যার কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে সঠিক বুদ্ধি ও সুস্থ প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয়। এবং এমন সব কিছু থেকে বিরত রাখে যার ক্ষতিকারক হওয়ার ব্যাপারে সঠিক বুদ্ধি এবং সঠিক প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُوقِنُونَ﴾

অর্থ: আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?[৪৮৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহসান (সদাচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালজ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৪৮৬]

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী বলেন: শরীয়তের শিক্ষাগুলো ভালো ও মহৎ কাজ, ভালো নৈতিকতা এবং বান্দাদের স্বার্থের উপর ভিত্তি করে এমন বিষয়গুলোর নির্দেশ করে। এটি ন্যায় ও ন্যায্যতা, করুণা ও দয়া, সহানুভূতি এবং দয়া এবং মঙ্গলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। এটি নিষ্ঠুরতা, অশ্লীলতা, নগ্নতা এবং অনৈতিকতাকে নিষিদ্ধ করে। পূর্ণতা ও সৌন্দর্যতার প্রত্যেকটি গুণ যা নবীদের দ্বারা প্রমাণিত ছিল তাও ইসলামী শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। এবং ধর্মীয় ও দুনিয়ার সুবিধার উপর ভিত্তি করে যে বিধানগুলি অন্যান্য শরিয়ত বলেছে, সেগুলিকেও ইসলাম উৎসাহিত করেছে। আর ইসলাম প্রত্যেক ফাসাদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

- **ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ:**

আল্লাহর বান্দারা! ঈমানের পরিপন্থী বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো ধর্ম বা এর কোনো অংশের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণার সম্পর্ক ঈমানের সাথে হোক বা ইবাদতের সাথে হোক বা লেনদেনের সাথে হোক বা আচরণ এবং নৈতিকতার সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন। কেননা একে ঘৃণা করার দ্বারা, যিনি এটি অবতীর্ণ করেছেন, সেই আল্লাহকে ঘৃণা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথবা যিনি

(৪৮৫) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৫০।
(৪৮৬) সূরা আন-নাহল, আয়াত নং: ৯০।

এটি পেশ করেছেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, আর যিনি হলেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। বা বিশ্বাস করে যে ইসলামের শিক্ষাগুলি সত্যের উপর ভিত্তি করে না, অথবা সে বিশ্বাস করে যে এই ধর্মে সুখ ও শান্তি নেই।

এগুলো সবই আল্লাহর প্রজ্ঞা, তাঁর কাজ ও বাণীকে অবজ্ঞা করার প্রদর্শন। এছাড়াও, ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ইসলাম ও ঈমানের বাস্তবতার পরিপন্থী, যার অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর দ্বারা নির্ধারিত শরীয়ত সম্মত হওয়া।

- **ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য:**

আল্লাহর বান্দারা! সত্যের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعۡسٗا لَّهُمۡ وَأَضَلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٨ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾

অর্থ: আর যারা কুফুরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করেছে। কাজেই তিনি তাদের আমলসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[৪৮৭]

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَنَادَوۡاْ يَٰمَٰلِكُ لِيَقۡضِ عَلَيۡنَا رَبُّكَۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ۝٧٧ لَقَدۡ جِئۡنَٰكُم بِٱلۡحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَكُمۡ لِلۡحَقِّ كَٰرِهُونَ﴾

অর্থ: তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালেক, তোমার রব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।' সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী হবে।'[৪৮৮]

আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই আমরা তেমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু তোমাদের বেশীর ভাগই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।'

আল্লাহর বান্দারা! শরীয়তের প্রতি বিদ্বেষ তখনই ঘটে যখন একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ শরীয়তকে, বা এর অধিকাংশকে, অথবা এর সামান্য অংশকে ঘৃণা করে।

এ সবই মুনাফিকি ও কুফর, কারণ তা শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অংশ হোক বা তার অংশ হোক, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।

আল্লাহর বান্দারা! শরীয়তের প্রতি ভালোবাসা যে ওয়াজিব তা বোঝানোর জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা।

---

(৪৮৭) সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত নং: ৮।
(৪৮৮) সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত নং: ৭৭।

এর প্রতি ভালবাসা যিনি এটি নাযিল করেছেন তার ভালবাসার দ্বারা অর্জন হয় যিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার। যে ব্যক্তি এই ভূমিকাটি বুঝে যাবে তার জন্য নবীর আচার-আচরণ অনুসরণের দরজা খুলে যায়।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

বান্দারা! আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং মনে রাখা উচিত যে দ্বীনকে ঘৃণা করার অন্যতম রূপ হল নবীর সুন্নাতকে ঘৃণা করা, বা সাহাবায়ে কেরামকে, বা উম্মাহাতুল মুমেনীনদের ঘৃণা করা বা হিজাব ও পরদাহকে ঘৃণা করা।

অথবা জীবনের সকল দিক থেকে ধর্মকে আলাদা করে শুধুমাত্র নামায, রোজা ও হজ্জের মতো ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য দাওয়াত দেওয়া উচিত। ধর্মকে লেনদেন ও রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এসবই ধর্ম বিদ্বেষের বিভিন্ন রূপ, যা কুফর আকবর। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আল্লাহর বান্দারা! আমাদের যুগে যারা ধর্মকে ঘৃণা করে তাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং উদারপন্থীদের মতো লোকেরা রয়েছে। তারা ধর্মকে জীবনের সমস্ত দিক থেকে আলাদা করর এবং নামায রোজা এবং হজের মতো ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার আহ্বান জানায়। ধর্মকে লেনদেন ও রাজনীতি থেকে বাদ দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে, তাদের এই দাওয়াত তাদের দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ এবং এর প্রতি অসন্তোষের পরিচায়ক, কারণ তারা যদি আল্লাহর ধর্মকে ভালবাসত তবে তারা এই পার্থক্যের দাওয়াত দিত না

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানায়, আবার কেউ কেউ তাদের ঘৃণা ও শত্রুতা লুকিয়ে রাখে। তারা তাদের মনোভাবের কারণে মুনাফিক, তারা তাদের ঈমান প্রদর্শন করে, কিন্তু অন্তরে তারা আল্লাহর শরীয়তের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখে, আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

তাদের বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার একটি বহিঃপ্রকাশ এই যে, তারা হিজাবের সাথে তাদের শত্রুতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের প্রতি তাদের শত্রুতা প্রকাশ করে যারা বলে যে বিচারকের পদ এবং একজন মহিলাকে সরকারের দায়িত্ব দেওয়া হারাম। তারা বহুবিবাহ রোধে তাদের দেশে আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করে এবং আল্লাহ তাঁর কিতাবে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন সেসব বিষয়ে নারী-পুরুষের সমতা দাবি করে।

উদাহরণস্বরূপ, মীরাস (উত্তরাধিকার), যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তাকে তারা ঘৃণা করে, কারণ তারা নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে ভালোবাসে এবং ভালো আচরণকে ঘৃণা করে।

ধর্ম বিদ্বেষ এমন একটি কাজ যা অন্তরে লুকিয়ে থাকে।

আল্লাহর বান্দারা! এটি এমন একটি লঙ্ঘন (ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ) যা অন্তরে লুকিয়ে থাকে। একজন জীবিত হৃদয়বান ব্যক্তির উচিত তার আত্মাকে পরীক্ষা করা যাতে সে দিন আসার আগে শরীয়ত বা এর কোন আদেশের বিরুদ্ধে তার মনে ক্ষোভ না থাকে যেদিন মৃতকে কবর থেকে জীবিত করে তোলা হবে এবং আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ যার হেফাজত করেন সেই নিরাপদ।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

ঈমান বিধ্বংসী পঞ্চম কারণ: ইসলামের কোনো বিধানের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করাঃ

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمَدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে সম্মান করুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ, রাসূল (সা:)- এবং দীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। সেটা আকীদার সাথে সম্পর্কিত হোক বা ইবাদত বা লেনদেন বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত হোক। এটি শাহাদাতকে বাস্তবায়ন এবং ঈমানের প্রতি সত্য হওয়ার লক্ষণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সম্মান তাঁর রসূল ও তাঁর দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে তাঁর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿لِّتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

অনুবাদঃ যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর শক্তি যোগাও ও তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৪৮৯]

- **ধর্মকে উপহাস করা ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ:**

আল্লাহর বান্দারা! দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের বিরোধীতা হল আল্লাহর ধর্মের কোন আদেশ বা নিদর্শন, বা আল্লাহর রসূল বা তাঁর সাওয়াব বা শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা এবং যে এটা করে সে কাফের। দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করা কুফুরী কারণ এর সাথে ঠাট্টা করার অর্থ হচ্ছে যিনি ধর্মকে বিধিবদ্ধ করেছেন তার সাথে ঠাট্টা করা, আর তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। এবং এটি একটি স্পষ্ট কুফুরী। কারণ আল্লাহকে সম্মান করা আমাদের উপর ফরজ, তাকে হেয় করা নয়। আর এমন ব্যক্তির কাছ থেকে উপহাস আসে না যে আল্লাহকে যথাযথ সম্মান করে, আল্লাহর নবীকে সম্মান করে এবং তার আনীত দ্বীনকে সম্মান করে। বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয় সেই ব্যক্তির দ্বারা যার অন্তরে নিফাক আছে।

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। এটাও জানা যায় যে, ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা মুনাফিকির অন্যতম বিখ্যাত লক্ষণ।

(৪৮৯) সূরা আল-ফাতাহ, আয়াত নং: ৯।

ইবনে সাদী বলেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ঠাট্টা করা এমন কুফর যে একজনকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দেয়, কারণ দ্বীনের ভিত্তি আল্লাহ, তাঁর দ্বীন এবং তাঁর রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের একজনকে নিয়েও ঠাট্টা করা এই ভিত্তির পরিপন্থী এবং এর ঘোর বিরোধী।

- **যে ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে সে কাফের, এর দলীলসমূহ:**

আল্লাহর বান্দারা! পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ধর্মের কোনো আদেশকে ঠাট্টা করে সে কাফের। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾

অনুবাদঃ আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেলা-তামাশা করছিলাম।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফুরী করেছ।[৪৯০]

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের যে কোন নিয়ম-কানুন ও বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে সে কাফের, তা আল্লাহ বা তাঁর আয়াত, কুরআন বা তাঁর রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত হোক এবং বিদ্রূপকারী খেল-তামাশা করে করুক বা সত্যিই করুক।

ইবনে আবি হাতেম এই আয়াতের তাফসীরে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাবুক যুদ্ধের এক মজলিসে জনৈক ব্যক্তি বলেছিল: আমি সেই তিলাওয়াতকারীদের মত অর্থাৎ নবী (সা:)-এর সাহাবীগণের মত পেটুক, মিথ্যাবাদী ও শত্রুদের মোকাবেলায়ও কাপুরুষ কাউকে দেখিনি। তখন মজলিসে উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, তুমি মিথ্যা বলেছ, বরং তুমি একজন মুনাফিক, আমি অবশ্যই এটা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানাবো, ফলে এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছে গেল। তখন কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটের দড়িতে ঝুলতে দেখেছি, সে পাথরের উপর হোঁচট খেয়ে বলছে: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কেবল নিজেদের মধ্যে হাসি তামাশা করছিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে উত্তর দিচ্ছিলেন যে, তোমাদের হাসি তামাশার জন্য কি একমাত্র আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলই ছিল!?

- **আলেমদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যে দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করে সে কাফের:**

হে ঈমানদারগণ! যে ব্যক্তি দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করে সে কাফের, এটি এমন একটি বিষয় যার উপর আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে। যে ব্যক্তি এমন কিছু নিয়ে ঠাট্টা করে যাতে আল্লাহ বা কুরআন বা রাসূলের কথা উল্লেখ আছে, শেখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল-ওয়াহহাব বলেছেন যে,

---

(৪৯০) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৬৫-৬৬।

এই কাজের কারণে সে কাফের হয়ে যায়, কারণ সে রুবুবিয়্যাত ও নবুওয়াতের মহিমায় গোস্তাখি করে যা তাওহীদের পরিপন্থী। তাই আলেমদের ঐকমত্য যে ব্যক্তি এমন আমল করে সে কাফের। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল বা তাঁর দ্বীনকে নিয়েঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, সে কাফের, যদিও সে ঠাট্টা-বিদ্রূপের উদ্দেশ্যে তা না করে, এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে।

- **ধর্মকে উপহাস করা নিষেধ ও হারাম:**

হে ঈমানদার সম্প্রদায়! জিহ্‌বার স্খলন থেকে সাবধান থাকা আমাদের কর্তব্য, কারণ জিহ্‌বাই অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। যেমন মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বললেনঃ হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহবার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৪৯১]

দ্বিতীয় হাদীসঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিশ্চয় বান্দা কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন কথা বলে অথচ সে কথা সম্পর্কে তার চেতনা নেই। কিন্তু এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা কখনও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে ফেলে যার পরিণতি সম্পর্কে তার ধারণা নেই, অথচ সে কথার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৪৯২]

কুরআনে এসেছে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَيۡلٞ لِّكُلِّ هُمَزَةٖ لُّمَزَةٍ﴾

অর্থ: দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।[৪৯৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ﴾

অর্থ: সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।[৪৯৪]

- **ধর্মকে উপহাস করার বাস্তব উদাহরণ:**

আল্লাহর বান্দারা! আলেম ও সংস্কারকদের এবং দাঈগণকে নিয়ে নিয়েঠাট্টা করা দীনের ঠাট্টা-বিদ্রূপের শামিল। কেননা আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী, তারাই দ্বীনের ধারক-বাহক, তাই যে ব্যক্তি কোনো আলেমকে শুধু এই কারণেই ঠাট্টা করে যে সে একজন আলেম, তাহলে সে কুফুরী করল, অথবা যে ব্যক্তি কোন দাঈকে নিয়ে উপহাস করে এই কারণে যে সে সৎকাজের নির্দেশ দেয় বা অসৎকাজে নিষেধ করে, তাহলে সে কুফুরী করল।

---

(৪৯১) আহমাদ (৫/২৩১)।
(৪৯২) বুখারী হা: (৬৪৭৮), আবু হুরায়রাহ (রাযি:) হতে বর্ণিত।
(৪৯৩) সূরা হুমাযাহ, আয়াত নং: (১)।
(৪৯৪) সূরা ক্ব-ফ, আয়াত নং: ১৮।

আলেম ও দোয়াকে সম্মান করা ওয়াজিব, কারণ আল্লাহ কুরআনে তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) যাকে সম্মানিত বলেছেন তাকে সম্মান করা মুমিনের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ﴾

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।[৪৯৫]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেছেনঃ "আসমান-যমীনের সকল প্রাণী (আল্লাহ তা'আলার নিকট) আলিমদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির জগতের মাছসমূহও। সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) 'আবিদগণের উপর আলিমদের মর্যাদা বিদ্যমান। অবশ্যই আলিমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তারা রেখে গেছেন মীরাস হিসেবে ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে"। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

হে ঈমানদার সম্প্রদায়! দ্বীনকে উপহাস করার মধ্যে রয়েছে নবীর সুন্নাহকে নিয়েঠাট্টা করা, দাড়ি রাখা নিয়ে ঠাট্টা করা, গোড়ালি পর্যন্ত লুঙ্গী পরা নিয়ে ঠাট্টা করা, বা মিসওয়াক নিয়ে ঠাট্টা করা, বা হিজাব ও নেকাব নিয়ে ঠাট্টা করা ইত্যাদি।

কিছু অদৃশ্য বিষয়কে উপহাস করা এবং তুচ্ছ করাও উপহাসের অংশ, যেমন জান্নাত বা জাহান্নাম নিয়ে উপহাস করা। যেমন বলা: জান্নাত কি? জাহান্নাম কি? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপহাসের মধ্যে আকীদার কিছু বিষয় নিয়েও ঠাট্টা করা এর অন্তর্ভুক্ত, যেমন সাহাবীদের দীনদারী, আয়েশা (রাযি:)-র পবিত্রতা নিয়ে কুমন্তব্য করা এটি কুফুরী। কারণ এটি কুরআনকে অস্বীকার শামিল, কারণ আল্লাহ তাঁর সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর সম্মতি প্রকাশ করেছেন। যেমনটি সূরা তাওবাহ, সূরা আল-ফাতহ এবং সূরা আল-হাশর-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

একইভাবে আল্লাহ আয়েশার পবিত্রতা ও নির্দোষতার কথা ঘোষণা করেছেন এবং মুনাফিকদের অপবাদ থেকে তাঁর মুক্ত হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এর পরেও কি কেউ এসে সাহাবীদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং নবীর মান ও সম্মানের উপর কাদা ছোড়া-ছুড়ি করবে?! যেন আল্লাহ তাঁর নবীর জন্য এমন সাহাবী এবং এমন স্ত্রীকে বেছে নিয়েছেন যারা নেককার ও দীনদার ছিলেন না? কোনভাবেই না!

হে জনগণ! ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্পষ্ট শব্দ এবং কাজ বা ম্যাগাজিন বা অন্যান্য গণমাধ্যমে লেখা প্রকাশ করাও এর শামিল। সেইসাথে অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ যেমনচোখ ও হাত দিয়ে ইশারা করা এবং জিহ্বা বের করে দেওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪৯৫) সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং: ১১।

জানা যায়, ঠাট্টা-বিদ্রূপের সামান্য অংশও ক্ষমার যোগ্য নয়, বরং ক্ষুদ্রতম অংশও বড় অংশের সমান। আল্লাহর আশ্রয় চাই। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যাই হোক না কেন, সবার হুকুম সমান।

- **যারা ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে তাদের প্রতিশাসক ও মুসলমানদের দায়িত্ব:**

হে জনগণ! আল্লাহ বা তাঁর নবীকে উপহাস করে এর অপরাধীকে হত্যা করা ওয়ালী আমরের (শাসক) জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।
আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি কাউকে আল্লাহ বা রসূল বা দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করতে দেখবে, তার উপর ওয়াজিব হল তাকে তিরস্কার করা এবং চুপ না থাকা।

অন্তত তার উচিৎ এই সমাবেশ থেকে উঠে চলে যাওয়া, কেননা এ ধরনের লোকদের মজলিসে সম্মতির সাথে বসে থাকা কুফুরী কাজ ও ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْكَٰفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

অর্থঃ কিতাবে তোমাদের প্রতিতিনি তো নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফিক এবং কাফের সবাইকে আল্লাহ তো জাহান্নামে একত্র করবেন।[৪৯৬]

হে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ! এই আয়াতটি বিবেচনা করুন! তারা যেভাবে দুনিয়ার মজলিসে ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের সাথে বসেছিল, ঠিক একইভাবে তাদের সাথে আখেরাতে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে, আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এটি শরীয়তকে সম্মান করার, যিনি এটি অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ আল্লাহকে সম্মান করার, নবীদের সম্মান করার এবং যারা এটি প্রচার করেছেন অর্থাৎ আলিম ও সংস্কারকদের সম্মান করার বিষয়ে একটি দরকারী ভূমিকা।

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতি লঙ্ঘন করে, সে বড় বিপদের সম্মুখীন হবে।

(৪৯৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৪০।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করা ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহকে নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে তারা বলে:

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ﴾

অর্থ: আর ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত রুদ্ধ'।[৪৯৭] তারা আরো বলে:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحۡنُ أَغۡنِيَآءُ﴾

অর্থ: 'আল্লাহ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত' ।[৪৯৮]

একইভাবে মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা করা কাফেরদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপকে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضۡحَكُونَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمۡ يَتَغَامَزُونَ ۝٣٠ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۝٣١ وَإِذَا رَأَوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে উপহাস করত আর যখন তারা মুমিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। আর যখন তাদের আপনজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে, আর যখন মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয় এরা পথভ্রষ্ট'।[৪৯৯]

একইভাবে মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা করা মুনাফিকের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য। যারা ঈমান প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতিঘৃণা লুকিয়ে রাখে।

তাদের মধ্যে সেকুলার ও লেবরালরা এবং তাদের মতো অন্যরাও রয়েছে। যারা ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে তাদের নিয়ে তারা ঠাট্টা করে, হিজাব নিয়ে উপহাস করে।

নবীর যে হাদিসগুলোতে কিছু ওষুধ ও চিকিৎসার উল্লেখ রয়েছে তা নিয়েতারা মজা করে, যেমন, উটের প্রস্রাব দিয়ে চিকিৎসা। আল্লাহর প্রশংসা, আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং তাদের উপহাস কোন উপকারে আসেনি। অতএব, ইউরোপের অমুসলিম চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা গবেষণাগুলি সামনে এসেছে যা সাক্ষ্য দেয় যে উটের প্রস্রাবের সাথে চিকিৎসা করা সঠিক, যেমনটি নবীর সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে।

---

(৪৯৭) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৬৪।
(৪৯৮) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৮১।
(৪৯৯) সূরা মুত্বফ্ফিফীন, আয়াত নং: ২৯-৩২।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ ঈমান বিধ্বংসী ষষ্ঠ কারণ হলোঃ জাদু করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে সম্মান করুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার কর এবং জেনে রাখ যে, নবীদের দাওয়াতের আসল হল আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর বিপরীত জিনিস থেকে দূরে থাকা। তাওহীদের পরিপন্থী সকল বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর ইবাদতে শিরক সবচেয়ে বেশি ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করা, যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা, অন্যের নামে পশু জবাই করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নযর ও মানত করা, কাবা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তাওয়াফ করা, যেমন কবর ও মাজার তাওয়াফ করা। যাদু করাও তাওহীদের পরিপন্থী কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। আজকের খুতবার বিষয় হচ্ছে এটাই।

- **জাদুর সংজ্ঞা, তার প্রকার এবং উদাহরণ:**

আল্লাহর বান্দারা! জাদু বলতে তাবিজ, গিঁট, বা ওষুধ এবং মন্ত্র বোঝায় যা হৃদয় বা শরীর বা চোখকে প্রভাবিত করে এবং তাদের অসুস্থ করে বা তাদের হত্যা করে, বা চিন্তাভাবনা এবং কল্পনাকে প্রভাবিত করে, বা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে, বা বাণিজ্যে একসাথে কাজ করা দুটি পক্ষকে পৃথক করে। ইত্যাদি।

আল্লাহর বান্দারা! জাদু দুই প্রকার: বাস্তব এবং কাল্পনিক।

- **বাস্তব জাদু তিন প্রকার:**

প্রথম প্রকার হলঃ যা শরীরকে প্রভাবিত করে এবং এটিকে অসুস্থ বা মৃত করে তোলে।

দ্বিতীয় প্রকার হলঃ যা প্রেম বা ঘৃণার মাধ্যমে হৃদয়কে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে ভালবাসা তৈরী করে যারা এক অপরকে ঘৃণা করে, বা বিপরীতও ঘটায়। যার কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে সুন্দর দেখায় বা স্ত্রী তার স্বামীকে সুন্দর করে দেখায়। এটি (আতাফ) নামে পরিচিত।

অথবা স্বামী যাকে ভালবাসে তার চোখে স্ত্রীকে ঘৃণ্য করে তোলে।

অথবা এর উল্টো, তাই স্বামী স্ত্রীর কাছে খারাপ দেখায় বা স্ত্রী স্বামীকে খারাপ দেখায়, এটি (সার্ফ) নামে পরিচিত।

তৃতীয় ধরণের জাদু হল: যা চিন্তাভাবনা এবং কল্পনাকে প্রভাবিত করে, যাতে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তি মনে করে যে সে এমন কিছু করেছে অথচ সে কিছুই করেনি।

এই জাদুর উদাহরণ হল লাবীদ বিন আল-আসাম নামক এক ইহুদী নবীর সাথে যা করেছিল, এর ফলে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন যে তিনি কিছু করেছেন, অথচ তিনি কিছুই করেন নি। এই যাদুর প্রভাব তাঁর উপর কয়েক মাস ধরে ছিল।

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকর তার জাদুবিদ্যার জন্য শয়তানের সাহায্য নেয়, এমনভাবে যে, যাদুকর যখন যাদু করতে চায়, তখন তার আত্মার উপর সেই খবীস ও মন্দ অবস্থা প্রকাশ যা সে জাদুগ্রস্তকে করতে চায়। এর জন্য সে খবীস শাইতানদের আত্মার সাহায্য নেয়, তারপর কিছু গিঁট বেঁধে তার মধ্যে থুথু দিয়ে ফুঁক মারে। যা (নফস) নামে পরিচিত এবং যা আল্লাহ তায়ালার এই বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلۡعُقَدِ﴾

অর্থ: আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়।[৫০০]

ফুঁক দানকারীনি দ্বারা রূহ ও আত্মা বোঝানো হয়েছে যারা গিঁটে ফুঁ দেয়, কারণ জাদুর প্রভাব অশুভ এবং মন্দ আত্মা থেকে হয় এবং তাদের থেকেই জাদুর প্রভাব প্রকাশিত হয়।

অতএব, এই দুষ্ট আত্মা থেকে, এমন একটি শ্বাস নির্গত হয় যা মন্দ ও কষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এতে এর সামঞ্জস্যপূর্ণ থুথু মিশ্রিত হয়। এইভাবে, দুষ্ট আত্মার পারস্পরিক সাহায্যে, জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয় এবং মহান আল্লাহর অনুমতিতে যাদু ঘটে।

যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنۡ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ﴾

অর্থ: তারা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যাতীত তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারতো না।[৫০১]

আল্লাহর বান্দারা! কিছু লোক যাদুকরের কাছে যায় তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে আলাদা করার জন্য, যাতে সে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আলাদা থাকতে পারে। এবং কাজকর্মের জন্য তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে পারে এবং যখন ফিরে আসার সময় হয়, তখন যেন জাদুর প্রভাব শেষ হয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকররা মানুষকে ধোঁক দেয়, তাই যখন কেউ তাদের কাছে যায়, তখন তারা তার সামনে কোরআন তেলায়াত করে যাতে সে তাকে ধোঁকা দিতে পারে এবং তাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করতে পারে এবং মনে করে যে এই যাদুকররা আল্লাহর অলী।

এই ধরনের লোকেরা তাদের জাদুকে অলৌকিক শক্তি বলে দাবি করে, অথচ বাস্তবে এটি জাদু, যা অর্জন করা জায়েয নয় এবং এর ধারে কাছেও যাওয়া জায়েয নয়, তবে এটি থেকে দূরে থাকা এবং এড়িয়ে চলা ওয়াজিব।

(৫০০) সূরা আল-ফালাক্ব, আয়াত নং: ৪।
(৫০১) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১০২।

আল্লাহর বান্দারা! কল্পনার জাদুর একটি মাত্র দরজা আছে, তা হল চোখকে প্রভাবিতকরা, শরীর, হৃদয় এবং মনকে নয়, যাতে যাদুগ্রস্ত বস্তুটিকে তার অবাস্তব আকারে দেখতে শুরু করে, কিন্তু বাস্তবে বস্তুটি একেবারেই পরিবর্তিত হয় না, এটি হল সেই যাদু ফেরাউনের যাদুকররা মূসা (আঃ)-এর সাথে যা যা করেছিল, আর তা হল শয়তানী কাজ।

হে জনগণ! এই ধরনের জাদু-অর্থাৎ, কাল্পনিক জাদু- বাস্তবে ঘটে, তাই দর্শকের চোখে এর একটি বাস্তব এবং সংবেদনশীল প্রভাব রয়েছে, কিন্তু তিনি যে বস্তুর দিকে তাকাচ্ছেন তার উপর এই প্রভাবটি ঘটে না। বরং এ জিনিসের বাস্তবতা অপরিবর্তিত থাকে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এর রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না, কারণ কোনো কিছুর সৃষ্টিকে অন্য সৃষ্টিতে পরিবর্তন করা আল্লাহর বৈশিষ্ট্য মাত্র, যার কোনো শরীক নেই।

আধুনিক সময়ে কল্পনাপ্রসূত জাদুর মধ্যে রয়েছে যা সার্কাস বা কুস্তি নামে পরিচিত, তাতে যাদুকররা লোকেদের কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে তা বাস্তবের চেয়ে ভিন্নভাবে দেখতে পায়।

তারা তাদের কাজকে জাদু বলে না যাতে লোকেরা ঘৃণা না করে, তবে তারা এটিকে কুস্তি খেলা ইত্যাদি বলে।

কিন্তু এটি হুকুম পরিবর্তন করে না, কারণ আসল হচ্ছে কাজ নাম নয়। তাদের কল্পনাপ্রসূত জাদুর উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে কেউ তাদের চুল দিয়ে গাড়ি টানছে, কাউকে আগুন খেতে দেখা যাচ্ছে, কেউ লোহার অস্ত্র বা খঞ্জর দিয়ে নিজেকে ছুরিকাঘাত করছে বা জিভ কেটে দিচ্ছে। কেউ প্রাণীর পেট দিয়ে প্রবেশ করে এবং মুখ দিয়ে বের হয়।

অথবা সে তার কাপড়ের ভিতর থেকে একটি পাখি বের করে, মানুষের চোখের সামনে কারো বুকে গাড়ি চলে, এই এবং অন্যান্য অনুরূপ কৌশল যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে, এটা হয় ভার বহনকারী শয়তানের সাহায্যে অথবা দর্শকের চোখে যাদু করে দেয়া হয় এবং এই উভয় পদ্ধতিই শয়তানের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

- **জাদুবিদ্যার কুফুরী এবং হারাম হওয়ার দলীলসমূহ:**

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকরদের নিন্দা কোরানের অন্য একটি আয়াতেও পাওয়া যায়:

﴿وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ﴾

অর্থ: আর জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।[৫০২]

সেই মত এই আয়াতও:

﴿وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ﴾

(৫০২) সূরা আত-ত্বহা, আয়াত নংঃ ৬৯।

অর্থ: যাদুকররা সফল হবে না।[৫০৩]

এই দুটি আয়াত যাদুকরের সাধারণ উপকারকে অস্বীকার করা হয়েছে, যা কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির পক্ষে যে ঘটে থাকে যে কুফুরে পতিত হয়েছে।

মূসা (আ.)-এর যবানের মাধ্যমে আল্লাহর এ আদেশে জাদুকরদেরও নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾

অর্থ: অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, 'তোমরা যা এনেছ তা জাদু, নিশ্চয় আল্লাহ্ সেগুলোকে অসার করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না'।[৫০৪]

এই আয়াতটি একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যাদুকর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী। উল্লিখিত আয়াতগুলো ইঙ্গিত করে যে, যাদুকর একজন কাফের এবং যাদু করা হারাম এবং তা মানুষের বড় ক্ষতি করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে আখেরাত ধ্বংসকারী বিষয়ের মধ্যে গণ্য করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন: (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।[৫০৫]

ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করে বা যার জন্য বদ-ফা নেওয়া হয়, বা যে যাজক বা যার জন্য যাজকত্ব সম্পাদিত হয়, অথবা যে জাদু চর্চা করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্‌র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।
বায়হাকী কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কা'ব বলেছেন: আল্লাহ বলেন: আমার (সত্য) বান্দা সে নয় যে যাদু করে বা যার জন্য যাদুবিদ্যা করা হয়, যে যাজক বিদ্যা করে বা যার জন্য যাজকবিদ্যা করা হয় বা যে কুলক্ষণ গ্রহণ করে বা যার জন্য তা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু আমার (সত্য) বান্দা সে যে আমার উপর ঈমান নিয়ে আসে এবং ভরসা করে।

হে ঈমানদার সম্প্রদায়! যাদু করার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া কুফুর, আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। এর কাফির হওয়ার কারণ হলো, যে ব্যক্তি গিয়েছিল সে যাদুতে রাজি ছিল। অথবা এটি মানুষের উপর বা নিজেদের উপর করাতে সে সম্মত হয়েছে।

(৫০৩) সূরা ইউনুস, আয়াত নং: ৭৭।
(৫০৪) সূরা ইউনুস, আয়াত নং: ৮১।
(৫০৫) বুখারী (২৭৬৬), মুসলিম (৮৯)।

শুধু তাই নয়, জাদুতে সম্মতি দেওয়াও কুফুর, যদিও কেউ তা গ্রহণ না করে, কারণ কুফুরে সম্মতি দেওয়াও কুফুর, এটি তেমনই যেমন একজন ব্যক্তি মূর্তিপূজা বা ক্রুশের পূজায় সম্মতি দেয়। সুতরাং এমন ব্যক্তি কাফের যদিও সে মূর্তি পূজা না করে এবং ক্রুশের কাছে মাথা নত না করে। তাই যে ব্যক্তি বলেঃ (আমি যাদু চর্চা করি না, আমি যাদুকে উৎসাহিত করি না, আমি যাদু শিখি না, তবে আমি এটি আমার ঘরে এবং সমাজে হৃদয় থেকে ভালবাসি এবং এটিকে প্রত্যাখ্যান করি না) তাহলে এই ব্যক্তিটিও কাফের, কারণ কুফুরিতে রাজি হওয়াও কুফুর, এবং যে ব্যক্তি কমপক্ষে তার অন্তর থেকে কুফুর প্রত্যাখ্যান করে না, তার হৃদয়ে ঈমান নেই। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

একজন জাদুকর একই সাথে তাওহীদ রুবুবিয়্যাত এবং তাওহীদ ওলুয়্যিাতে উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহর সাথে শিরক করে।

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকর যারা কল্পনাপ্রসূত জাদু করে এবং বাস্তবতা পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে বলে দাবি করে, এই ধরনের লোকেরা এই কর্মের মাধ্যমে বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা উভয়ের দাবি করে।

প্রথম জিনিসটি হল তাওহীদ রুবুবিয়্যাতে শিরক এবং দ্বিতীয়টি ওলুহিয়্যাতে শিরক। আর এ দুটি কাজই শিরক ও গোমরাহীর জন্য যথেষ্ট।

রুবুবিয়্যাতে শিরকের কারণ হল তারা দাবি করে যে তারা বাস্তবকে পরিবর্তন করে, অথচ সত্য হল যে বাস্তব পরিবর্তন করা আল্লাহর হাতে, কারণ একমাত্র আল্লাহই মহাবিশ্বের পরিকল্পনা করেন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই একমাত্র একটি জিনিসকে এক লিঙ্গ থেকে অন্য লিঙ্গে পরিবর্তন করেন। যদিও এই যাদুকররা দাবী করে যে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শরীক, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী।

কারণ তারা যে জিনিসগুলোকে পরিবর্তন করার দাবি করে সেগুলো আসলে বাস্তবে বদলায় না, কিন্তু যাদুর প্রভাব শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর কার্যকারিতাও চোখের সামনে শেষ হয়ে যায়, তখন তা মানুষের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং ঘটনাগুলো তাদের আসল রূপে দেখা দেয়।

উলুহিয়্যাতে তাদের শিরকের কারণ হল তারা শয়তানের সাহায্য নেয় এবং তাকে সিজদা করে তার ইবাদত করে এবং তার নামে পশু জবাই করে। কখনও কখনও তারা তাদের খুশি করার জন্য কুরআনের অবমাননা করে। কেননা শয়তান তাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চায় না, এ ব্যতীত যে তারা কুফুর করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অতএব, যাদুকর শয়তানকে উপাসনা করে, তার সেবা করে, এটি তার কুফুরের কারণ, এবং শয়তান এই সুবিধা পায় যে জাদুকর তাকে পূজা করে, কারণ শয়তান আদম সন্তানের কাছ থেকে এটাই চায়।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٦٠ وَأَنِ ٱعْبُدُونِى هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾

অর্থ: হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর আমারই ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।[৫০৬]

পূর্বের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, কিতাব-সুন্নাহ এবং উম্মাহর ঐক্যমতের আলোকে জাদু হারাম।

- **যে শয়তান তাকে যাদুবিদ্যায় সাহায্য করে তার থেকে যাদুকর কী লাভ পায় এবং মানুষের কাছ থেকে সে কী লাভ পায়?**

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকর শায়তানের কাছ থেকে অনেক সুবিধা পায়, যেমন শায়তান তাকে প্রচণ্ড গতিতে দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যায় এবং এই ধরনের অন্যান্য সুবিধা।
যাদুকর মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাদুর বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে বৈষয়িক পুরষ্কার পাওয়ার জন্য এই কাজ করে। তিনটি দল- শয়তান, যাদুকর এবং যার জন্য যাদু করা হয়- এভাবে তাদের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে দেয়।

- **জাদুকরদের প্রতি মুসলিম ও শাসকদের দায়িত্ব:**

আল্লাহর বান্দারা! যাদু করা এবং যাদুকরদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।
দাওয়াহ সেন্টারগুলোকে সম্পর্কিত জাদুকরদের সম্পর্কে জানানোও জরুরী। তবে শর্ত হল যে এই দেশে শরিয়া আইন অনুসরণ করা হয়। একজন ব্যক্তির জাদুকরের কাছে না যাওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং একজন মুসলমানের জন্য জাদুকরদের সভা-সমাবেশে উপস্থিত হওয়া এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের বাজার উজ্জ্বল করা বৈধ নয়, যদিও তা টেলিভিশন, চ্যানেল এবং অ্যাপিণ্ডকেশনের মাধ্যমেই হয়। সেটা বিনোদন বা জ্ঞান বা তাদের কৌশলের সাথে পরিচিতির জন্য হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হোক।

আল্লাহর বান্দারা! যাদুকর এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাফেরদের উপর আল্লাহর হুদুদ (শাস্তি) আরোপ করা সর্বোত্তম ইবাদত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য। কারণ এই লোকেরা পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে দেয়, তাই আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "পৃথিবীতে অপরাধীর উপর হুদুদ জারি করা চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাতের চেয়ে উত্তম।"

ইবনে তাইমিয়া বলেছেন: একইভাবে, এটিও বাধ্যতামূলক যে তাদের অনুশীলনে (জাদু) সাহায্যকারী সমস্ত জিনিস সরিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের প্রকাশ্য রাস্তায় বসা থেকে বিরত রাখা উচিত, বাড়ির মালিক যেন তাদের বাড়ি ভাড়া না দেয়, এটাই আল্লাহর পথে জিহাদের সর্বোত্তম রূপ।

যাদুবিদ্যা শেখা থেকে বিরত থাকা জরুরী এবং যাদুকরের এবং যে যাদুর জন্য যায় তাদের কাফির হওয়ার ব্যাখ্যার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা।

(৫০৬) সূরা ইয়াসিন, আয়াত নং: ৬০।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং মনে রাখা উচিত যে জাদু এড়ানোর একটি উপায় হল সকাল-সন্ধ্যায় যিকর আযকারের প্রতি যত্নবান হওয়া।

- **তবে যাদুটি সংঘটিত হওয়ার পরে চিকিৎসা করার তিনটি উপায় রয়েছে:**

প্রথম পদ্ধতি: এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যার আযকার পাঠ করা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: এটি একটি সবচেয়ে উপকারী প্রতিকার, যাদুটির স্থানটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা, এটি ভূগর্ভস্থ না পাহাড়ের চূড়ায় বা যেখানেই হোক। জায়গাটি পরিচিত হলে সেখান থেকে তা সরিয়ে ফেলুন, বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয় পদ্ধতি: যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে বাধা অনুভব করেন তার জন্য এটি একটি উপকারী প্রতিকার।

সবুজ কুলের সাতটি পাতা নিন, পাথর ইত্যাদি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে পিষে নিন। তারপর একটি পাত্রে রেখে তাতে পর্যাপ্ত পানি ঢেলে দিন যা গোসল করার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর সেই পানিতে আয়াতুল কুরসী, সূরা কাফেরুন, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস, সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস ও সূরা ত্বহায় যে জাদুর আয়াত এসেছে তা তিলাওয়াত করুন। অতঃপর তিনবার যে পানিতে এই অয়াতগুলো পাঠ করা হয়েছে তার কিছু অংশ পান করুন এবং অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করুন, এতে রোগ সেরে যাবে। ইনশাল্লাহ। প্রয়োজনে দুই বা ততোধিকবার ব্যবহার করলেও ক্ষতি নেই, যতক্ষণ না রোগ সেরে যায়।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ সপ্তম ঈমান বিধ্বংসী কারণ: জ্যোতির্বিদ্যা

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

আল্লাহকে ভয় করুন এবং তাঁর ভয়কেআপনার অন্তরে জীবিত রাখুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করুন এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহর তাওহীদের মধ্যে আল্লাহকে তাঁর নাম ও গুণাবলীতে এক হিসাবে জানাও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের জ্ঞান। অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহর জন্য খাস হওয়ার বিষয়টি কিতাব, সুন্নাহ ও সর্বসম্মতি দ্বারা প্রমাণিত, কুরআনের দলীল আল্লাহর এই বাণী:

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

অর্থ: বলুন! 'আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না'।[৫০৭]

আর হাদীসের দলীল হচ্ছে খালিদ বিন জাকওয়ান রাবি বিনতে মুআয়্যিয থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা:) একটি মেয়েকে বলতে শুনেছেন: আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামীকাল কী ঘটবে তা জানেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এ কথা বলো না। আগামীকালের বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

ইবনে উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ গায়িবের চাবি পাঁচটি, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১) মায়ের পেটে কী লুকিয়ে আছে তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (২) আগামীকাল কী ঘটবে তাও জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (৩) বৃষ্টিপাত কখন হবে তাও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (৪) কে কোন্ ভূমিতে মারা যাবে তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (৫) ক্বিয়ামাত (কিয়ামত) কখন ঘটবে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।[৫০৮]

এটা জানা যায় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহর একটি প্রমাণিত গুণ যাতে তার কোন শরীক নেই, কোন নিকটবর্তী ফেরেশতা বা কোন প্রেরিত রসূলও নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি নিজের জন্য বা অন্য কারো জন্য অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে, সে আল্লাহ ও তার সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছুর মধ্যে অংশীদার নিযুক্ত করল যা কেবলমাত্র আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে, তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে ঘোষণা করল এবং সে শিরকে আকবার করল।

(৫০৭) সূরা আন-নামল, আয়াত নং: ৬৫।
(৫০৮) বুখারী, হা: ৪৭৯৭।

ইমাম, নুআইম বিন হামাদ আল-খুযায়ী বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাব্যস্ত করল সে কুফুরী আমল করল।

- **গণক ও জ্যোতিষীর পরিচয়:**

আল্লাহর বান্দারা! কিছু লোক দাবী করেছিল যে তারা আল্লাহর অদৃশ্যের জ্ঞানের গুণে অংশীদার, আল্লাহ এই দাবির চেয়ে পাক ও পবিত্র, এরা হল "আর্রাফ" ও 'কাহিন"।

"কাহিন" এমন ব্যক্তি যারা ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখে বলে দাবি করে। আর **"আররাফ"** এর মধ্যে গণক, জ্যোতিষী সবাই শামিল। যারা সবাই অদৃশ্যের জ্ঞান দাবি করে। আররাফ (আরাফ) থেকে অতিরঞ্জনের একটি রূপ।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন উসাইমিন বলেছেন: কাহানা: ফাআলা-র ওজনে, যা আল-কাহান উৎপত্তি, যার অর্থ: ভিত্তিহীন জিনিস থেকে সত্য অনুমান করা এবং খুঁজে বের করা। জাহিলিয়াতের যুগে এটা ছিল ঐসব লোকদের পেশা যাদের সাথে শয়তানরা এসে তাদের কাছে আসমান থেকে চুরি করা খবর বলে দিত, এই শয়তানদের দ্বারা আকাশের দু একটি কথা তাদের কাছে পৌঁছে যেত, তারা তাতে অসংখ্য মিথ্যা ও বানোয়াট জিনিস মিশিয়ে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করত।

যদি তাদের কথা অনুযায়ী কিছু ঘটত, তাহলে মানুষ তাদের দ্বারা প্রতারিত হত এবং তাদের নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করার এবং ভবিষ্যতের খবর জানার জন্য তাদের বিচারক বানিয়ে নিত। **এই কারণেই আমরা বলি:** একজন জ্যোতিষী সেই ব্যক্তি যে অদৃশ্য সম্পর্কে খবর দেই। এখান থেকে ইবনে ওসাইমিনের কথা শেষ।

- **ঈমানদারগণ! অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করার জন্য জ্যোতিষী দুটি পদ্ধতির একটি গ্রহণ করে:**

প্রথম পদ্ধতি: শয়তানদের কাছ থেকে খবর নেওয়া যারা আসমান থেকে ফেরেশতাদের কিছু খবর চুরি করে শুনে নেই। এর দলীল বুখারীর হাদীস, আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, ফেরেশতামন্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সঙ্গে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে।[৫০৯]

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ জ্বীনের সাহায্য নেওয়া। সে জ্বিন মানুষের সঙ্গী হোক বা অন্য কেউ, কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে জিন যুক্ত থাকে যে তাকে মন্দ কাজের আদেশ দেয়। সুতরাং আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতকগুলো লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ এ কিছুই নয়। তারা বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! ওরা কখনও কখনও আমাদের এমন কথা শোনায়, যা সত্য হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

(৫০৯) বুখারী ৩২১০।

ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সে কথা সত্য। জিনেরা তা ছোঁ মেরে নেয়। পরে তাদের বন্ধু (গণক) এর কাণে ঢেলে দেয়। তারা এর সাথে শত মিথ্যা মিলায়।

এটা এর দলীল যে জ্বিন মানুষের সাথে যুক্ত, কারণ প্রতিটি মানুষের সাথে একটি জ্বিন থাকে যে তাকে খারাপ কাজের আদেশ দেয়। এই জ্বীন একজন ব্যক্তির সমস্ত গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত থাকে যা অন্য লোকেরা জানে না, তাই উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তি কিছু হারায়, এই জ্বীনটি হারিয়ে যাওয়া জিনিসটির অবস্থান জানে কারণ সে সর্বদা তার সাথে থাকে।

যদি এই ব্যক্তিটি গণকের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে হারিয়ে যাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে জ্বীনটি গণককে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে, তারপর সেই ব্যক্তিটি সেই স্থানটি লোকটিকে জানায় এবং তাকে একশত মিথ্যা বলে। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি এই সত্যের মধ্যে এই গণককে সত্য বলতে দেখে, তবে সে তার সমস্ত কথা সত্য বলে জানতে শুরু করে এবং মনে করে যে সে অদৃশ্যের জ্ঞান জানে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তার বিশেষ বিষয়ের শুধু সেই বিষয়গুলোই বর্ণনা করেছে যা তার সঙ্গী জ্বীন তাকে বলেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তার এবং তার স্ত্রীর মধ্যে কি ঘটে, তার কর্ম সম্পর্কে, তার মায়ের নাম, শহরের নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি এবং অন্যান্য তথ্য যা তার পরিচিত।

আল্লাহর বান্দারা! সে যে শয়তানের সাথে মেলামেশা করে, সে তার কাছ থেকে যেসেবা পায় তার বিনিময়ে সে তার ইবাদত করে। আর এটাই শয়তানের উদ্দেশ্য, সে আদম সন্তানদের পিছনে লেগে থাকে শুধুমাত্র তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য, এটাই তার কাজ এবং এটাই তার বাণী। যাদুকর, গণক এবং জ্যোতিষীরা এর ফাঁদে পড়ে আছে। এরা মানুষের মধ্য থেকে শয়তান, আর এরা জিনদের মধ্য থেকে শয়তান, আমরা এসব শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আল্লাহর বান্দারা! একটি সূক্ষ্ম বিষয় হল যে, যারা শরয়ী রুকিয়াহ অনুশীলন করেন এবং যাদুকর ও যাদুকরদের কৌশলের সাথে পরিচিত তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন: আপনি যদি গণকদের গোপনীয়তা প্রকাশ করতে চান, তবে তাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন যা আপনি জানেন না তা জিজ্ঞাসা করুন, কারণ আপনি যদি এটির সাথে অপরিচিত হন তবে আপনার সঙ্গী জিনও এটির সাথে অপরিচিত হবে।

কাজেই গণক কিছুই জানতে পারবে না, উদাহরণ স্বরূপ মাটি থেকে কিছু কঙ্কর তুলুন এবং আপনার মুঠিতে বন্ধ করুন, তারপর গণককে জিজ্ঞাসা করুন: আমার হাতে কয়টি কঙ্কর আছে? সে এর উত্তর দিতে পারবে না এবং পালানোর চেষ্টা করবে, কারণ আপনার সঙ্গী জিন যদি এটি না জানে তবে গণক কোথায় উত্তর পাবে?!

সারসংক্ষেপে, গণক তার সমস্ত বিষয়েই জিনদের সাহায্য নেই।

সমস্ত ঘটনার তথ্যের জন্য তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তাই তারা তার কানে কিছু জিনিসের খবর দিয়ে দেয় এবং গণক তার অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে সংবাদ দেয়, সে খবর যদি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সাধারণ লোকটি মনে করতে শুরু করে যে, গণকের গায়েবের কিছু জ্ঞান আছে।

তাই সে তার প্রলোভনের শিকার হয়, অজ্ঞরা তাকে অলৌকিক মালিক মনে করে এবং সে বিশ্বাস করে যে এই গণক আল্লাহর ওলীদের একজন, অথচ সে শয়তানদের ওলীদের একজন।

যেমন আল্লাহ তাআলা সূরা শুআরাতে কাহিন তথা গণকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ۝٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ۝٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ﴾

অর্থ: তোমাদেরকে কি আমি জানাব কার কাছে শয়তানরা নাযিল হয়? তারা তো নাযিল হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর কাছে। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।[৫১০]

মুমিনদের দল! জ্যোতিষীরাও ভবিষ্যতের জ্ঞান দাবি করে, জ্যোতিষীরা হল তারা যারা নক্ষত্র থেকে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি যেমন বাতাসের সময়, বৃষ্টির সময়, গরম এবং ঠান্ডা ঋতু এবং দামের পরিবর্তন ইত্যাদি তথ্য জানার দাবি করে।

তারা দাবি করে যে নক্ষত্র তাদের নিজ নিজ কক্ষে ঘোরার এবং একে অপরের সাথে দেখা করার সময় পর্যবেক্ষণ করে তারা এই সমস্ত জিনিস উপলব্ধি করে থাকে। আর নিম্ন জগতে যে এর প্রভাব আছে, তাকে বলে প্রভাবের জ্ঞান। যে ব্যক্তি এটি বলে দাবি করে তাকে জ্যোতিষী বলা হয়। এই ক্ষেত্রে জ্যোতিষী নক্ষত্রকে সম্বোধন করে এবং শয়তান তাকে সেই ছবি দেখায় যার দ্বারা সে উপরোক্ত কথাগুলো আবিষ্কার করে, যা সবই কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন।

আল্লাহর বান্দারা! জ্যোতিষশাস্ত্রে ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করতে নক্ষত্রের আবর্তনের সাথে সাথে আবা জাদ (অক্ষরের জ্ঞান) ব্যবহার করে। আর সম্ভবত ইবনে আব্বাস (রা:)-এর এ উক্তির এটাই অর্থঃ "কোন কোন আবজাদ অক্ষরের শিক্ষক হয় নক্ষত্র গণনাকারী। যার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট কোন অংশই নেই"।[৫১১]

জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি বহিঃপ্রকাশ হল যে কিছু জ্যোতিষী দাবি করে যে তারা মানুষের ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলে সে সম্পর্কে সচেতন এবং তারা এই দাবি সংবাদপত্র ও সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে থাকে। তারা দাবি করে যে অমুক এবং অমুক নক্ষত্রে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি (উদীয়মান নক্ষত্রের সময়) যেমন বৃশ্চিক রাশিতে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান হবে এবং উদাহরণস্বরূপ, তুলা রাশিতে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তি ভাগ্যবান হবে, ইত্যাদি।

আল্লাহর বান্দারা! জ্যোতির্বিদ্যার হুকুমও যাদুবিদ্যার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের কারণ: শয়তানের সাথে সংযোগ যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

(৫১০) সূরা আশ-শুয়ারাহ, আয়াত নং: ২২১-২২৩।
(৫১১) মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৯৮০৫।

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষীর জ্ঞান শিক্ষা করলো সে যাদু বিদ্যার একটা শাখা শিক্ষা করলো। তা যতো বৃদ্ধি পাবে যাদুবিদ্যাও ততো বাড়বে।[৫১২]

জ্যোতির্বিদ্যাকে প্রভাবের জ্ঞান ও বলা হয়। অর্থাৎ নক্ষত্রের ঘূর্ণনের প্রভাব স্থূলজগতের ঘটনার উপর।

তার বক্তব্য: (সে জাদুর একটি অংশ শিখেছে) মানে সে এক ধরনের যাদু শিখেছে।

তাঁর বক্তব্য: (সুতরা যে এতে তার অংশ বাড়াতে চায়, সে যেন বাড়ায়) অর্থ: যে এটি করবে সে যতটা জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান শিখবে, সে যেন জাদুবিদ্যা শেখারক্ষেত্রে ততই বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **গণক ও জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া হারাম এর দলীলসমূহ:**

আল্লাহর বান্দারা! ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি ভাল লক্ষণ গ্রহণের নির্দেশ দেয় এবং একজন ব্যক্তিকে এমন কাজের দিকে পরিচালিত করে যাতে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ নিহিত থাকে।

এটি শিরক, কুসংস্কার ও প্রতারণা থেকে বিরত রাখে। তাই ইসলাম শয়তানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব, তিনি গণকদের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীর কাছে যায় তার পক্ষে কঠোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এমনকি যদি সে কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যও যায়।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক আররাফ-এর (গণকের) নিকট গেল এবং তাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করল, চল্লিশ রাত্রি তার কোন সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫১৩]

এই হাদীসে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিটি এমন একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে একজন গণকের কাছে যায় যে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করে এবং তাকে কেবল জিজ্ঞাসা করে, এমনকি যদি সে তা বিশ্বাস না করে তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। তবে সে কাফের হবে না, তাই সে ইসলামের থেকে বের হবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী গণককে প্রশ্ন করে এবং তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করে, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ যখন সে বিশ্বাস করে, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় যে, সে অদৃশ্য জ্ঞানের গুণে তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করে, অথচ এটা একান্ত আল্লাহর জন্য খাস। এভাবে সে কুরআনকে অস্বীকার করে এবং কুফুরিতে পতিত হয়। আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্‌র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।[৫১৪]

---

(৫১২) আহমাদ, আবু দাউদ: ৩৯০৫।
(৫১৩) মুসলিম ২২৩০।
(৫১৪) আহমাদ, ২/৪২৯, মুসনাদ এর মুহাক্কিকগণ এটিকে হাসান বলেছেন।

ইমরান বিন হুস্বাইন (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়। আর যে গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্‌র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।[৫১৫]

আল্লাহর বান্দারা! যাঁদের মধ্যে যাজকত্ব প্রচলিত তারা হলে সুফিগণ। তাদের অধিকাংশ মাশায়েখ হয় যাজক বা গণক। কারণ তারা তাদের মাশায়েখদের ওলীর মর্যাদা দাবি করে, অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি অলীর মর্যাদা লাভ করার অন্যতম অপরিহার্য বিষয়, যাকে তারা “কাশফ” বলে অভিহিত করে। তারা এটাকে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি বলে না যাতে তারা অসম্মানিত ও অপমানিত না হয়।

আল্লাহর বান্দারা! যাজকত্ব হারাম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার জন্য এবং যাজক ও গণকদের এবং যারা তাদের কাছে যায় তাদের কফরীকে ব্যাখ্যা করার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা। তা বাস্তবায়ন করে হোক বা অবলম্বন করে হোক বা অন্তর থেকে সম্মতি দিয়ে হোক, এগুলো সবই কুরী কাজ।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! আপনি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে “তারক”ও জোতির্বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। যা এক প্রকার জ্যোতির্বিদ্যা যার মাধ্যমে আরবরা তাদের ধারণা অনুযায়ী ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জন করত।

“তারক” শব্দটি “তারীক” থেকে উদ্ভূত হয়েছে, “তারকাল আরযা ইয়াতরুকুহা” সে সময় বলা হয় যখন যখন মাটিতে হাঁটে। তারা মাটিতে কিছু রেখা আঁকে যেন তারা তার উপর হাঁটছে, তারপর তারা মাটিতে আঁকা রেখার মাধ্যমে অদেখা জ্ঞানের খবর দিত।

রাম্মালও (বালিতে রেখা অঙ্কনকারী) জ্যোতির্বিদ্যার-এর অন্তর্ভুক্ত।

এর পদ্ধতি হলো রাম্মাল হাত দিয়ে বালির ওপর একটি রেখা আঁকে, তারপর তার মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দাবি করে, একে রাম্মাল বলে।

(৫১৫) বাযযার ও তাবরানী ফিল কাবীর।

জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং প্রশ্নকর্তা যখন যাজককে কোন ঘটনার বিষয়ে প্রশ্ন করে, তখন সে কয়েকটি কঙ্কর বের করে এবং একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সেগুলিকে আঘাত করে, যার পরে- তার মিথ্যা দাবির ভিত্তিতে- সে প্রশ্নকর্তার উত্তর দেই।

যাজকত্বের একটি রূপ হল কাপ পড়া, অর্থাৎ কফির কাপ (কাপ বা বাটি)। তাই গণক কফির অবশিষ্ট অংশে মনোনিবেশ করে, কাপের চারপাশে কিছু লাইন আঁকে, তারপর এটি সম্পর্কে খবর দেয় এবং দাবি করে যে এটি ঘটতে চলেছে!

অগ্নি পাঠও জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। গণক কখনও কখনও অগ্নিশিখার মাধ্যমে তার ধারণা অনুযায়ী ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে। পাম রিডিংও ভবিষ্যদ্বাণীর একটি রূপ, যেখানে ভবিষ্যদ্বাণীকারী তালুর রেখা এবং সেই রেখাগুলির বক্রতা উপর নির্ভর করে, তারপর দাবি করে যে অমুক এবং অমুক ঘটতে চলেছে।

এছাড়াও জোতির্বিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল ইয়াফাহ (পাখির উড্ডয়ন থেকে লক্ষণ নেওয়ার পদ্ধতি)।

এর পদ্ধতি হল পাখি উড়ানো। ডানে উড়ে গেলে সৌভাগ্যের লক্ষণ, আর বাঁ দিকে উড়লে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলে বিশ্বাস করা, এটাই জোতির্বিদ্যা।

প্রকৃতপক্ষে, ইয়াফাহ একটি মিথ্যা কাজ, কারণ পাখিটি আল্লাহর সৃষ্টি, এর প্রভাব ও পরিকল্পনা করার ক্ষমতা নেই, তবে আল্লাহ তায়ালা এর সমস্ত বিষয় পরিকল্পনা করেন এবং এর লালন-পালন ও বিকাশের ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

অর্থ: তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শুন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলোকে ধরে রাখেন না। নিশ্চয় এতে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে।[৫১৬]

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ﴾

অর্থ: তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উপরে পাখিদের প্রতি, যারা পাখা বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। নিশ্চয় তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।[৫১৭]

লক্ষণ গ্রহণ করাও যাজকত্বের অন্তর্ভুক্ত। এতে সাধারণ লক্ষণ রয়েছে, দেখার সাথে সম্পৃক্ত হোক বা শোনার সাথে। এর অর্থ হল একটি পাখি উড়ে যাওয়া এবং তার উড়ার দিক থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ

(৫১৬) সূরা আন-নামল, আয়াত নং: ৭৯।
(৫১৭) সূরা মূলক, আয়াত নং: ১৯।

করা। অতএব, তা যদি ডানদিকে উড়ে যায় তবে এ থেকে শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা এবং যদি বাম দিকে উড়ে যায় তবে তা থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা।

অশুভ লক্ষণ আভিধানিক অর্থে ইয়াফার সমার্থক। কিন্তু এটি ব্যাপক। তাই সব ধরনের অশুভ লক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন পেঁচা ও কাক দেখে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। ১৩ নম্বর থেকে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। অন্ধ এবং খোঁড়াকে দেখে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা। কেউ অন্ধকে দেখলেই বলে যে, আজকের দিনটা খারাপ। তাই ওই দিন সে দোকান বন্ধ করে দেয় এবং কেনা বেচা করবেন না। যেন সে নিশ্চিত ছিল যে সেদিন তার উপর বিপদ আসবে। যদি একজন ব্যক্তির ডান হাতে চুলকানি হয়, তবে বলে যে এটি হবে এবং যদি তার বাম হাতে চুলকানি হয়, তখন বলে যে এটি হবে।

এগুলি এবং এর মত অন্যান্য সমস্ত বিষয়যাতে আল্লাহ অশুভ রাখেননি, কিন্তু লোকেরা সেগুলিকে অশুভ বানিয়েছে এবং এই দিনটিকে নিজেদের জন্য অশুভ ঘোষণা করেছে।

যদিও আল্লাহ এটিকে একটি খারাপ দিন করেননি, তারা যেন দাবি করেছে যে তারা সেই দিন কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আল্লাহর সাথে অংশীদার।

প্রকৃতপক্ষে, তারা এমন জিনিসগুলিতে বিশ্বাস করে যেগুলি তারা এমন কারণগুলির জন্য দায়ী করে যেগুলি আসলে অপ্রীতিকর ঘটনার কারণ নয় যা ঘটার তারা আশা করে।

অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা হারাম, বরং তা শিরক। এর প্রমাণ হল আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করা থেকে বিরত থাকে সে শিরক করল। সাহাবীগণ বললেন এর প্রায়শ্চিত্ত কি? তিনি বলেন: এর জন্য এটা বলবে:

اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك

অর্থ: আপনি যা দিয়েছেন তা ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই, আপনি যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত কোন অশুভ লক্ষণ নেই এবং আপনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই।[৫১৮]

অশুভ লক্ষণ না থাকার আরেকটি দলীল হচ্ছে: আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রোগের কোন সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, পেঁচা অশুভের লক্ষণ নয়, সফর মাসের কোন অশুভ নেই।[৫১৯]

আপনি যে বলেছেন কুলক্ষণ বলে কিছু নেই এটা কুলক্ষণ না থাকার প্রমাণ।

সংক্ষেপে, জ্যোতির্বিদ্যার অনেক প্রকার রয়েছে, কিন্তু সমস্ত গণকদের মধ্যে যা মিল রয়েছে তা হল অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি।

(৫১৮) আহমাদ (২/২২০)।
(৫১৯) বুখারী ৫৭০৭, মুসলিম ২২২০।

কিন্তু তাদের পদ্ধতি ভিন্ন, তাদের মধ্যে কিছু শয়তানের সাথে জড়িত। আর কিছু লোক এটা দাবি করে শুধু মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করুন। আমিন!

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

অষ্টম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

- **আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা জরুরী:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর ভয়কেআপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবন্ত রাখুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা ওয়াজিব। অর্থাৎ তাদের ভালবাসা এবং তাদের সমর্থন করা। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾

অর্থ: আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৫২০]

- **আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে জন্য কুফর ও কাফেরদের প্রতি ঘৃণা করা জরুরী:**

কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বের অর্থ ও তাৎপর্য কি তা ব্যাখ্যা করি: মুমিন সম্প্রদায়! আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্যও কুফর ও কাফেরদেরঘ ঘৃণা ও শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে মুক্ত প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কেননা প্রকৃত মুমিন সেই যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রিয়তমকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও রাসূল যাকে ঘৃণা করেন সেও তাকে ঘৃণা করে। এর বিপরীত হল কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, অর্থাৎ পার্থিব লাভের জন্য তাদের বন্ধুত্ব করা এটি সীমালংঘন ও অবাধ্যতা, বরং এটি একটি বড় গুনাহ। কিন্তু এটা এমন কুফরী নয় যার কারণে একজন ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া হয়।
আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

(৫২০) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৭১।

﴿لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ﴾

অর্থ: মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ছড়া কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহ্‌র কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে।[৫২১]

- **কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করার অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং এর বিধান:**

আল্লাহর বান্দারা! কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার চেয়েও বড় গুনাহ। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা মানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা। অর্থাত যদি মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়, কাফেরদের কাতারে দাঁড়িয়ে তাদের অস্ত্র সম্পদ, মতামত, পরামর্শ এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের সাহায্য করবে। এর পিছনে উদ্দেশ্য হল কাফেরদের দ্বীনকে ইসলামের উপর প্রাধান্য দেওয়া, এটা করা ইসলাম ভঙ্গের একটি কারণ। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

অর্থ: আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।[৫২২]

কাফেরদের বন্ধুত্ব কুফর কারণ তা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের দিকে নিয়ে যায়, যা কুফরী। কারণ আল্লাহ আমাদের তাঁকে, তাঁর রাসূলকে, দ্বীনকে এবং মুসলমানদেরকে ভালোবাসতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার করলে উপরোক্ত সকল বিষয়ের বিরোধিতা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন।

শিনকিতি রাহঃ এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: "মহান আল্লাহ এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে সে তাদের সাথে বন্ধুত্বের কারণে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(৫২১) সূরা মুমতাহিনাহ, আয়াত নং: ১।
(৫২২) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৫১।

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন যে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে আল্লাহর গজব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি হবে। আর যাদের সাথে তাদের বন্ধুত্ব আছে, সে যদি মুমিন হতো তাহলে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতো না”।

হে ঈমানদারগণ! এটা অকল্পনীয় যে, একজন মুসলমান একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে একজন কাফেরকে সাহায্য করবে, শুধুমাত্র মুনাফিক বা তাদের চরিত্রের লোকেরা তা করতে পারে। রওয়াফিজ এবং তাদের মত কিছু লোক যারা কাফেরদের দেশে বসতি স্থাপন করেছে এবং তাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে, এই ধরনের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে। কারণ এটি তাদের চাকরীর দাবী যেমন তারা মনে করে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে হেফাজত করুন।

আল্লাহর বান্দারা! মুমিনদের বিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা এবং কুফর ও কাফেরদের থেকে মুক্তি প্রকাশ করার জন্য এবং ইসলামী আকীদাহে ওয়ালা ও বারার অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্য এটি একটি দরকারী ভূমিকা।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মনে রাখো যে, কাফেরদের ঘৃণা করার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে লেনদেনের বিষয়ে জুলুম করবে, অথবা তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, তাদের সাথে আলোচনা করা, চুক্তি করা এবং তাদের সাথে শান্তি স্থাপন করা হারাম। এটা এক জিনিস আর বন্ধুত্ব করা আরেক জিনিস। লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়নতা জরুরী এবং নৈতিকতা ও আচরণেও ভালো আচরণ প্রদর্শন করা কাম্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সাথে লেনদেন করতেন, যদিও তিনি তাদের এবং তাদের ধর্মকে ঘৃণা করতেন। তিনি তাদের প্রতি সদয় ছিলেন, যদিও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হত। আল্লাহ তায়ালার এ আদেশ অনুসরণ করেঃ

﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

অর্থ: আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।[৫২৩]

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

(৫২৩) সূরা আল-ইনসান, আয়াত নং: ৮।

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

নবম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম পালন করা জায়েয মনে করা

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

- **ইসলামী শরীয়ত মানব ও দানব সবার জন্য:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ভয়কে অন্তরে জীবিত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক এবং জেনে রেখো যে, ইসলামী বিধান বিচার দিবস প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নারী-পুরুষ সকলের জন্যই।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী (সাঃ)-কে বলেনঃ

﴿قُلۡ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا﴾

অর্থ: বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল।[৫২৪]

এখানে মানব ও দানব সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বলেনঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পুর্বে কাউকেও দান করা হয়নি:

(১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, একমাস দূরত্বেও তা প্রতিফলিত হয়;

(২) সমস্ত যমীন আমার জন্য পবিত্র ও সালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কোন লোক ওয়াক্ত হলেই সালাত আদায় করতে পারবে।

(৩) আমার জন্য গানীমাতের মাল হালাল করে দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কারো জন্য হালাল করা হয়নি।

(৪) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

(৫২৪) সূরা আ'রাফ, আয়াত নং: ১৫৮।

(৫) সমস্ত নবী প্রেরিত হতে কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।[৫২৫]

- **আল্লাহ তায়ালা সকল নবীদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তারা যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ পায় তাহলে তাঁর অনুসরণ করবে এবং তাঁর বিধান অনুসরণ করবে:**

হে ঈমানদার সম্প্রদায়! আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে তারা যদি নবী মুহাম্মদের যুগ পান তবে তারা তাঁর আইন অনুসরণ করবেন এবং তাঁকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ﴾

অনুবাদ: 'আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি; তারপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এর উপর আমার অংগীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিওতোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।[৫২৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরের হাতে আহলে কিতাবের গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা দেখতে পেলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, মূসা (আঃ)-ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় ছিল না।[৫২৭]

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, ঈসা ইবনে মারইয়াম যখন শেষ সময়ে নাযিল হবেন, তখন তিনি ইসলামী বিধান অনুসরণ করবেন এবং তার আলোকে ফাইসালা করবেন।[৫২৮]

ইসলামী আইন হল সেই আইন যা পূর্ববর্তী সকল আইনকে বাতিল করে দেয়।

---

(৫২৫) বুখারী: ৩৩৫ ও মুসলিম: ৫২১।
(৫২৬) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৮১।
(৫২৭) আহমাদ ৩/৩৮৭, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(৫২৮) দেখুন সহীহ মুসলিম: ২৮৯৭

আল্লাহর বান্দারা! ইসলামী আইন হল এমন একটি আইন যা পূর্ববর্তী সমস্ত আইন বাতিল করে, অর্থাৎ, এটি কুরআনে নাযিল হওয়া আইন ব্যতীত ইসলামী আইনের পূর্বের আইনে থাকা সমস্ত আইনকে বাতিল করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ﴾

অর্থ: আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে।[৫২৯]

এটি সেই কিতাবসমূহের আহকামের সত্যতা বর্ণনা করে। এগুলোর মধ্যে বিকৃতিগুলি ব্যাখ্যা করে এবং সেগুলোর কিছু নিয়ম বাতিল করে। ইসলামী বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।

আল্লাহর বান্দারা! ইসলামী শরীয়া নবীর জন্মের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে, পূর্ববর্তী শরীয়তের বিপরীত, কেননা তা ছিল অস্থায়ী এবং পরবর্তী শরিয়ত আবির্ভূত হলে তা বাতিল হয়ে যেত, ইত্যাদি।

সার কথা ইসলামের দ্বারা সমস্ত শরীয়া আইন, মুহাম্মদের সমস্ত নবী এবং কোরানের সমস্ত গ্রন্থের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে।

- **ইসলামী শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করা ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ:**

আল্লাহর বান্দারা! উল্লিখিত দলীলগুলোর ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামে প্রবেশ করা এবং তা অনুসরণ করা দ্বীনের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। এতে কোনো ব্যক্তির অজ্ঞ থাকার অবকাশ নেই, তাই যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তার জন্য ইসলামী শরীয়ত ত্যাগ করার অবকাশ রয়েছে, তাহলে সে একজন কাফের, এমনকি যদিও সে নামায ও রোযায় আবদ্ধ থাকে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে।

অতএব, যে ব্যক্তি বলে যে একজন ব্যক্তির জন্য ইহুদি, খ্রিস্টান বা অন্যান্য ধর্ম অনুসারে আল্লাহর ইবাদত করা জায়েজ, তবে সে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করেছে, আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন। কারণ সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছে এবং কুরআনের খবরকে অস্বীকার করেছে। এই লঙ্ঘনের প্রমাণ আল্লাহর এই বাণীঃ

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

অর্থ: আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[৫৩০]

---

(৫২৯) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।
(৫৩০) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৮৫।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, আল্লাহ বলেন: "মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর পক্ষ থেকে আরব ও অনারব, নিকট ও দূরবর্তী, বাদশাহ ও গরীব, যাহিদ এবং অ-যাহিদ, সমস্ত মানবজাতির কাছে প্রেরিত একজন রসূল। বরং তিনিই শেষ নবী এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী ও তদারককারী। অতএব, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, যে কোনো প্রাণীরই তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা এবং তাকে যে কিতাব ও প্রজ্ঞা সহ প্রেরিত করা হয়েছে তা থেকে বের হওয়ার অবকাশ রয়েছে সে কাফের"।

তিনি আরও বলেন: "যদি সে বিশ্বাস করে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো পথ তার পথের চেয়ে বেশি নিখুঁত এবং একজন অলীর জন্য মুহাম্মাদী শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হওয়ার অবকাশ রযেছে, তাহলে সে কাফের"।

"তওবা করার পরও যদি সে তার কথায় জেদ করে তাহলে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব"।[৫৩১]

- **কিছু কিছু সম্প্রদায়ের একটি বিবরণ যারা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে এবং এই সীমালঙ্ঘনের মধ্যে পড়েছে:**

আল্লাহর বান্দারা! কিছু সূফী সম্প্রদায় এই বিশ্বাসে আবির্ভূত হয়েছে যে ইসলামি আইন থেকে কারো জন্য বের হওয়ার অবকাশ রয়েছে। এরা সেসব সম্প্রদায় যারা শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তাই তারা তাদের কিছু মহান ব্যক্তিত্বের সাথে এটা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তারা যখন আল্লাহকে জানার একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তাদের জন্য নবী (সা.)-এর অনুসরণ ত্যাগ করা বৈধ!! প্রকৃতপক্ষে তাদের এ বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

কেননা নবীগণ সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহর সাথে অধিক পরিচিত ছিলেন, তারপর সাহাবায়ে কেরাম, তবুও মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তারা তাদের রবের ইবাদত করতে থাকেন।

তাদের কেউ কখনো ফরয আমল পরিত্যাগ করেনি, নিষেধাজ্ঞা জায়েজও করেনি, তবে তাদের কেউ রুকু, সিজদা বা রোযা অবস্থায় বা কুরআন তেলাওয়াত ও তেলাওয়াত করার সময় মারা যায়। এটি এই প্রার্থনার ফল, আমরাও আল্লাহর কাছে শুভ সমাপ্তি প্রার্থনা করি।

তাদের কথা বাতিল হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ﴾

অর্থ: আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদাত করুন।[৫৩২]

এ আয়াতে ইয়াকীন বলতে মৃত্যুকে বোঝানো হয়েছে, মুফাসসিরগণ এ ব্যাখ্যা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও তিনি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা থেকে বিরত থাকেননি, বরং তিনি ইবাদত ও আনুগত্যে নিজেকে নিয়োজিত

(৫৩১) মাজমূয়ুল ফাতাওয়া: ২৭৫৮।
(৫৩২) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৯৯।

করতেন, তিনি ছিলেন অধিকতর মুত্তাকী ও ইবাদতকারী। সকল মানুষের চেয়েও তিনি বেশি ইবাদত করতেন যতক্ষণ না তার পা ফুলে যেত, এবং যখন তাকে বলা হত, তখন তিনি বলতেন: আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?[৫৩৩]

আল্লাহর বান্দারা! এটাও লক্ষণীয় যে এই ইসলাম ভঙ্গের মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা বলে: শরীয়ত কেবলমাত্র প্রাচীন যুগের জন্য উপযুক্ত, শরিয়ত বর্তমান যুগের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এখন এমন লেনদেন এবং নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সমাধান ও ব্যবস্থাপনা ইসলামে নেই। এর অর্থ হল, তাদের মতে, শরীয়তের মধ্যে ঘাটতি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে, যা একটি ভিত্তিহীন কথা, কারণ ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত সব সময় ও স্থানের জন্য উপযুক্ত।

এতে কোনো অপূর্ণতা নেই, কোনো ঘাটতি নেই এবং কোনো ত্রুটি নেই, কারণ এটি আল্লাহর কাছ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

যিনি জ্ঞানী, তাঁর মাখলুকের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু। আল্লাহ ইসলামী শরীয়তকে পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[৫৩৪]

ইসলামের পরিপূর্ণতার একটি বহিঃপ্রকাশ হল যে এটি প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য উপযুক্ত। যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযুক্ত করে সে আসলে পবিত্র আল্লাহকে দোষারোপ করছে, যিনি ইসলামী শরীয়তকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ এ থেকে পাক ও পবিত্র।

একইভাবে, যে ব্যক্তি শরী'আত ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযোগ করে সে উপরের আয়াতের অর্থে বিশ্বাস করে না, কারণ আয়াতটি বলে যে শরীয়ত নিখুঁত এবং সে বলে যে শরিয়ত ত্রুটিপূর্ণ, তাই সে কাফের। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করুন।

আল্লাহর বান্দারা! এটি ইসলামী শরীয়াহ মেনে চলার বাধ্যবাধকতা এবং এর থেকে বিচ্যুত হওয়ার অবৈধতা স্পষ্ট করার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা।

(৫৩৩) সহীহ বুখারী ১১৩০, সহীহ মুসলিম ২৮১৯।
(৫৩৪) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৩।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

কতিপয় হুকুমে বিশ্বাস করা এবং অন্যকে অস্বীকার করা ইসলামী শরীয়ত ত্যাগের অংশ।

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন যে, কুরআনের কিছু আদেশে বিশ্বাস করা এবং অন্যকে অস্বীকার করা বা কিছু রসূলকে বিশ্বাস করা এবং অন্যকে অস্বীকার করা ইসলাম থেকে বের যাওয়ার সমতুল্য। যদিও যে ব্যক্তি এমনটি করে তার ধারণা হতে পারে যে, সে সমগ্র শরীয়ত থেকে বের হয়নি। কেননা আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং রসূল পাঠিয়েছেন যাতে মানুষ তাদের সকলকে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে। অতএব, যে ব্যক্তি এই কিতাব বা রসূলদের কোনটিকে প্রত্যাখ্যান করবে সে কুফুরী করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا﴾

অর্থ: নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ব্যাপারে) তারতম্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতক-এর উপর ঈমান আনি এবং কতকের সাথে কুফরী করি'। আর তারা মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বন করতে চায়।[৫৩৫]

আল্লাহর বান্দারা! এটি সেই ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে যে বলে যে সে কুরআনে বিশ্বাস করে কিন্তু নবীর হাদীসে নয়। এটি ইসলাম ভঙ্গের একটি কারণ, কেননা যে ব্যক্তি উভয় ওহীকে বা একটি ওহীকে অস্বীকার করে, উভয় ক্ষেত্রেই সে কাফের। অথবা সে বলে যে, সে কুরআনে বিশ্বাস করে কিন্তু তাতে সাহাবায়ে কেরামের দীনদারী এবং নবীর স্ত্রীদের পবিত্রতা ও সৎশীলতা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা বিশ্বাস করে না।

অথবা ধর্মনিরপেক্ষদের বুলি উচ্চারণ করে যে, ধর্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে আলাদা করা ফরজ। অথবা বলে যে, রাজনীতি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মানুষের ধর্ম ত্যাগ করার অবকাশ আছে। শুধুমাত্র দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই যথেষ্ট, তাই এটিও নির্দিষ্ট কিছু আদেশ অনুসরণ এবং বাকিকে অস্বীকার করার একটি রূপ। অতএব, যে ব্যক্তি এতে পতিত হয় সে তার ঈমান হারিয়ে ফেলে এবং ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে পড়ে। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(৫৩৫) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৫০-১৫১।

যদিও সে ফরয সালাতে আবদ্ধ এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, কারণ তার বিশ্বাসের বাস্তবতা ইসলামী শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সাথে শত্রুতার উপর ভিত্তি করে, যদিও যবানে সে তা প্রকাশ করেনি। কেননা ঈমান হলো অন্তরে জাগ্রত বিশ্বাস।

অজ্ঞতা ও অহংকার এই দুইটি রোগ যা এই দুই সম্প্রদায়কে এই বিশ্বাসে পতিত করেছে যে ইসলামী বিধান থেকে বিচ্যুত হওয়া জায়েয।

আল্লাহর বান্দারা! এই সূফী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের এই বিপথগামী বিশ্বাসের মধ্যে যেটা নিপতিত করেছে তা হল অজ্ঞতা অথবা অহংকার।

অজ্ঞতার নিরাময় হল জ্ঞান এবং অহংকার নিরাময় হল আল্লাহর মহানতাকে স্মরণ করা এবং এটা উপলব্ধি করা যে, মানুষকে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে এবং ইসলামী বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তার হিসাব নেবেন।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ

দশম ঈমান বিধ্বংসী কারণ হলো: আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

- **ইসলামী আইন মেনে চলা ফরয:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং সর্বদা অন্তরে তাঁর ভয়কে জীবন্ত রাখুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন এবং জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্যের নির্দেশ কুরআনের ৩৩টি জায়গায় দিয়েছেন।[৫৩৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾

অর্থ: রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমারা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ কর তা থেকে বিরত থাক।[৫৩৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

অর্থ: বলুন, ‘তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।’ তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।[৫৩৮]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ﴾

(৫৩৬) মাজমুউল ফাতাওয়া: ৯/১০৩।
(৫৩৭) সূরা হাশর, আয়াত নং: ৭।
(৫৩৮) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৩২।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তাঁর কথা শোন তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।[৫৩৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের।[৫৪০]

একইভাবে, অসংখ্য হাদীস রয়েছে যা আমাদেরকে নবী (সাঃ)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে এবং তাঁর পথ অনুসরণ করতে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধকে সম্মান করার প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেনঃ যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।[৫৪১]

আবু হুরাইরাহ হতেই বর্ণিত হয়েছে যে, (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন) যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলারই নাফরমানী করল।[৫৪২]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।[৫৪৩]

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে উটের মত তার মালিকের কাছ থেকে ছুটে বেড়ায়। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করতে পারে?

তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্য হবে সে প্রত্যাখ্যাত হবে।[৫৪৪]

---

(৫৩৯) সূরা আল-আনআম, আয়াত নং: ২০।
(৫৪০) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৫৯।
(৫৪১) বুখারী ৭২৮০।
(৫৪২) বুখিরী ৭১৩৭, মুসলিম।
(৫৪৩) বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম।
(৫৪৪) সহীহ ইবনে হিব্বান ১৭।

- **আল্লাহর ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়ার পরিচিতি এবং এ ব্যাখ্যা করা যে এটি ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ:**

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যের বিপরীত হল আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া, তা না শেখা বা তা পালন না করা এবং বালিগ বান্দাকে দ্বীনের সেসব নীতি শেখা ও অনুশীলন করা থেকে বিরত রাখা যা ছাড়া ইসলামের কল্পনা করা যায় না। নিজের কান ও অন্তর দিয়ে ইসলামের দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করা, এর সত্যায়ন না করা, অস্বীকারও না করা, এর প্রতি শত্রুতাও না পোষণ করা এবং এর শিক্ষা না শোনা।

যেমন ঈমানের আরকান ও এর সম্পর্কগুলো শেখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য প্রয়োজনীয় ইবাদতের পদ্ধতি জানা। যেমন নামায, যাকাত, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ইত্যাদি, তাহলে এটি ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ। আল্লাহ আমাদেরকে এর থেকে হেফাজত করুন। এর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

অর্থ: যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।[৫৪৫]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নেই, আল্লাহ তাকে অপরাধী বলেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোন আমল করে না এবং শুধুমাত্র জিহ্বা দ্বারা শাহাদাতাইন স্বীকার করেই সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে কাফের। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে আমল ত্যাগকারী বলেছেন, কিছু আলেম তাকে ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আসল বিষয়টি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়ত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অন্তর কলুষিত, কারণ তার অন্তরে যদি ঈমান থাকত, তাহলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্মের অধীন হত। কেননা অন্তর হচ্ছে রাজা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হল তার বাহিনী, যা তার আদেশ লঙ্ঘন করে না, কিন্তু অন্তর যখন কলুষিত হয়ে যায় তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অকার্যকর হয়ে পড়ে। আল্লাহর কাছে আমরা আরোগ্য প্রার্থনা করি।

- **আল্লাহর ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞা:**

আল্লাহর বান্দারা! বহু আয়াতে ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ أَعْمَىٰ﴾

(৫৪৫) সূরা সাজদাহ, আয়াত নং: ২২।

অর্থ: 'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন জমায়েত করব অন্ধ অবস্থায়।[৫৪৬]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَآ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾

অর্থ: যে ব্যক্তি তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।[৫৪৭]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ﴾

অর্থ: আর তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে?[৫৪৮]

"তার চেয়ে অধিক জালেম কে হতে পারে"-এর অর্থ এর চেয়ে অধিক জালেম কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾

অর্থ: অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন, "আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে, 'আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ'।"[৫৪৯]

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾

(৫৪৬) সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং: ১২৪।
(৫৪৭) সূরা সাজদাহ, আয়াত নং: ২২।
(৫৪৮) সূরা কাহাফ, আয়াত নং: ৫৭।
(৫৪৯) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ১৩।

অর্থ: আর যে ব্যক্তি তার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।[৫৫০]

আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ﴾

অর্থ: বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।[৫৫১]

যে ব্যক্তি আল্লাহর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার মন ও চিন্তার ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে।

আল্লাহর বান্দারা! যে ব্যক্তি আল্লাহর ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার মন ও চিন্তার ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦ وَإِنَّهُمۡ لَيَصُدُّونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُم مُّهۡتَدُونَ﴾

অর্থ: আর যে রহমানের যিকর থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।[৫৫২]

আর নিশ্চয় তারাই (শয়তানরা) মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়, অথচ মানুষরা (ভ্রষ্ট পথে থাকার পরও) মনে করে তারা (নিজেরা) হেদায়াতপ্রাপ্ত।

আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া কাফির ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহর বান্দারা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত শরীয়ত থেকে বিমুখ হওয়া কাফের ও মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ﴾

(৫৫০) সূরা জ্বীন, আয়াত নং: ১৭।
(৫৫১) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ৩২।
(৫৫২) সূরা যুখরুফ, আয়াত নং: ৩৬।

অর্থ: আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।[৫৫৩]

প্রথম খুতবার উপসংহারঃ আল্লাহর বান্দারা! এটি ইসলামী শরীয়ত অনুসরণের বাধ্যবাধকতা এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হারাম সংক্রান্ত একটি দরকারী ভূমিকা।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহর অনুসরণ ও দ্বীনের অনুসরণ করা ফরয। এটি করার উপায় হল জ্ঞান অর্জন এবং আমল করা। একজন মুসলমানের উচিৎ দ্বীনের মূলনীতি ও জরুরী বিষয় শিখে সেগুলো অনুসরণ করা।

এসব নীতির মধ্যে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ এবং ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ শীর্ষে রয়েছে।

দ্বীনের পরিপন্থী কাজে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যার মধ্যে ইসলাম ভঙ্গের দশটি জিনিস শীর্ষে রয়েছে। এরপর আসে বড় ও ছোট গুনাহ যা ঈমানের হ্রাস ঘটায়, সেসব গুনাহ থেকেও সাবধান থাকা।

কারণ যদিও এসব পাপ ধর্ম থেকে বের করে না, তবুও এগুলো অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের পরিপন্থী এবং একজন ব্যক্তিকে চূড়ান্ত শাস্তির যোগ্য করে তোলে।

- **জ্ঞান ও আমলের সাওয়াবঃ**

আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা শরীয়তের দিকে ফিরে যায়, তা শিখে এবং অনুসরণ করে।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে: “যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গ্রহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের উপর শান্তি ধারা অবতীর্ণ হয়। রহমাত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তার নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যে লোককে আমালে পিছনে সরিয়ে দিবে তার বংশ (মর্যাদা) তাকে অগ্রসর করে দিবে না”।[৫৫৪]

(৫৫৩) সূরা আহক্বাফ, আয়াত নং: ৩।
(৫৫৪) সহীহ মুসলিম ৬৭৪৭।

আর আমলের ফযীলত সম্পর্কে, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যাক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতা রাখবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করি। আমার বান্দা আমি যা তার উপর ফরয করেছি সেই ইবাদতের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয় কোন ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু সাওয়াল করে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি যে কোন কাজ করতে চাইলে এটাতে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ করি-না যতটা দ্বিধা সংকোচ মুমিন বান্দার প্রাণ হরণে করি। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার কষ্ট অপছন্দ করি।[৫৫৫]

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থ: (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়)।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও

(৫৫৫) সহীহ বুখারী ৬৫০২।

আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

ইসলামী শরীয়তের চল্লিশটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর খুতবার ধারাবাহিকতাঃ

(৮টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১-৫)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি নিশ্চিতভাবে সর্বজনবিদিত যে ধর্মীয় আইনগুলি আল্লাহর দ্বারা অবতীর্ণ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রতিটি জাতির কাছে একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন যারা তাদের ভাষায় কথা বলেন, যাতে তিনি তাদের কাছে এমন একটি আইন পৌঁছে দেন যা তাদের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে কোন আইন ছাড়া অনর্থক ছেড়ে দেননি।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ﴾

অর্থ: আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।[৫৫৬] আল্লাহ তায়ালার বাণী:

﴿لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾

অর্থঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটা করে শরীয়ত ও স্পষ্টপথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।[৫৫৭]

আল্লাহ যে নবীদেরকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের আনুগত্য করার মানুষদের দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ﴾

অর্থ: আল্লাহর অনুমতিক্রমে কেবল আনুগত্য করার জন্যই আমরা রাসূলেদের প্রেরণ করেছি।[৫৫৮]

আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম ও আইনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন। তাই তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তারা তাদের আইন রক্ষা করবে, কিন্তু তারা তা পারেনি, বরং তারা সেগুলোকে বিকৃত করেছে এবং তা নষ্ট করে ফেলেছে। তবে কুরআন রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ নিজের উপর নিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।[৫৫৯]

সকল শরীয়ত এক আল্লাহর ইবাদত ও শিরক থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ﴾

অর্থ: আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত কর।[৫৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

(৫৫৬) সূরা রা'দ, আয়াত নং: ৭।
(৫৫৭) সূরা মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।
(৫৫৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৬৪।
(৫৫৯) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৯।
(৫৬০) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নংণ ২৫।

অর্থ: আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাগূতকে বর্জন কর।[৫৬১]

শরীয়াহর আংশিক বিষয়গুলিতে একে অপরের থেকে পৃথক হতে পারে। তবে আসল মূল বিষয়ে সব যুগের শরীয়ত এক। সেই নীতিগুলি হল: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। আল্লাহর বিধান যে সকল বিষয়ে পরস্পর সম্মত, তার মধ্যে রয়েছে: ধর্ম, সম্মান, নৈতিকতা, জান-মাল ও বুদ্ধির সুরক্ষা করা।

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

- **ইসলামী শরীয়তের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য:**

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মদের মাধ্যমে নবীদের ধারাবাহিকতা, পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বইয়ের ধারাবাহিকতা এবং ইসলামী শরীয়তের মাধ্যমে আইনের ধারাবাহিকতা শেষ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী শরীয়াহকে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, নিচে আল্লাহর রহমতে সে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলো:

১- প্রথম বৈশিষ্ট্য হল: ইসলাম একটি আল্লাহর দেওয়া আইন, অথচ বর্তমানে যে সকল আইন ও জীবন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যারা একত্ববাদের আহ্বানকারী তা হচ্ছে ও অবিকৃত আইনের বিকৃত রূপ। তাই খ্রিস্টানদের ধর্ম বিকৃত হয়ে গেছে যার কারণে তারা ঈসা (আঃ)-কে তাদের মাবুদ মনে করতে শুরু করে এবং ক্রুশের পূজা শুরু করে। ইহুদিরা কিছু নবুওয়াতকে অস্বীকার করে ওযাইরের পূজা শুরু করে। এই সমস্ত আইন মানব রচিত আইন যার মধ্যে মূর্তিপূজা পাওয়া যায়।

আর যদি হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলা যায় তাহলে তাদের অনুসারীরা পাথরের পূজা করে।

আর রাফেযী শিয়ারা কবর পূজা করে, তাদের ইসলামের সাথে দূর দূর থেকেও কোন সম্পর্ক নেই। যদিও তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে বেড়ায়। তবে মানদন্ড তথ্যের উপর ভিত্তি করে, নামের উপর নয়।

২- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি ত্রুটিমুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ﴾

অর্থ: বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, সামনে থেকেও না, পিছন থেকেও না। এটা প্রজ্ঞাময়, চিরপ্রশংসিতের কাছ থেকে নাযিলকৃত।[৫৬২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

---

(৫৬১) সূরা আন-নাহল, আয়াত নং: ৩৬।
(৫৬২) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ২২।

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗا﴾

অর্থ: (আর সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ)।[৫৬৩]

অতএব, কুরআন তার সংবাদে সত্য এবং আদেশে ন্যায়সঙ্গত। হাদীসে এসেছেঃ (সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা)।[৫৬৪]

৩- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে মুক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনে বিদআত উদ্ভাবন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: (নিশ্চয়ই নতুন নতুন উদ্ভাবন থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখুন, নিঃসন্দেহে প্রতিটি নতুন জিনিস বিদআত এবং প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী)।[৫৬৫]

ইসলামের ইমামগণ হাদীসের কিতাবগুলোকে দুর্বল ও জাল হাদীস থেকে শুদ্ধ করার জন্য অনেক খেদমত করেছেন।

৪- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ। কুরআনের সুরক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।[৫৬৬]

কাফেরদের ষড়যন্ত্র, অগণিত যুদ্ধ ও অন্তহীন ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও নবীর হাদিসের ভান্ডার আজও সংরক্ষিত রয়েছে। যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এবং শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে সঞ্চারিত হচ্ছে। শরীয়তকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার একটি উপায় হল আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্য থেকে এমন লোকদের নিয়োজিত করেন যারা এই মিশনটি পূরণ করতে পারে এবং এটিকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ আলেমগণ যারা নবীদের উত্তরাধিকারী।

ঠিক একইভাবে ইসলামের সমর্থন ও সুরক্ষার জন্য নেককার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ও রাজা-বাদশাহ ও ক্ষমতা ও সম্পদশীলদের নিয়োজিত করেন যারা নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদ সমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি জ্ঞান প্রচার প্রসার করার জন্য অফুরন্ত অর্থ ব্যয় করেন।

মু'আবিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকবে। তাদেরকে যারা

(৫৬৩) সূরা আনআম, আয়াত নং: ১১৫।
(৫৬৪) মুসলিম হা: (৮৬৭), জাবের (রাযি:) হতে বর্ণিত।
(৫৬৫) বুখারী ও মুসলিম।
(৫৬৬) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৯।

অপমান করতে চাইবে অথবা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত আসা পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থার উপর থাকবে।[৫৬৭]

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

৫- আল্লাহর বান্দারা! আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত এবং মনে রাখা উচিত যে, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর শিক্ষাগুলি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। এটি অস্পষ্টতা ও জটিলতা, উপকথা এবং ভ্রান্তি থেকে মুক্ত।

কিন্তু মানব রচিত আইনে এই দোষ-ত্রুটি অবশ্যই বিদ্যমান। এই কারণেই শরিয়া শিক্ষাগুলি তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক, ছাত্র এবং এমনকি গ্রামবাসীরাও বুঝতে পারে।

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়ত আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

---

(৫৬৭) বুখারী ৩৬৪১, মুসলিম ১০৩৭।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৬-১০)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ:

৬- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি পৌরাণিক কাহিনী ও ভিত্তিহীন বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে এবং এগুলোর বাতিলকে স্পষ্ট করে দেয়। এই কুসংস্কার গুলোর মধ্যে রয়েছে যাদু, যা দ্বারা

জাদুকর তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শয়তানদের সাহায্যে নেই। এবং শয়তান ততক্ষণ তার সাহায্য করে না যতক্ষণ যতক্ষণ না সে তার পূজা করে। ইসলাম যেসব কুসংস্কার নিষেধ করেছে তার মধ্যে রয়েছে যাজকত্ব, যার অর্থ অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করা এবং সামনে থাকা মানুষের হৃদয়ের কথা বলার দাবি করা।

এই দুটিই- যাদু এবং যাজকত্ব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, বরং এগুলি করা ইসলাম লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। কারণ অদৃশ্যের জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন, কেননা এটি আল্লাহর গুণাবলীর একটি। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

অর্থ: বলুন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না'।[৫৬৮]

অতএব, যে ব্যক্তি নিজের জন্য অদৃশ্যর জ্ঞানের দাবি করে, সে অদৃশ্য জ্ঞানের গুণে আল্লাহর সাথে অংশগ্রহণের দাবি করে এবং কুরআনকে অস্বীকার করে।

৭- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এবং এতে জীবনের সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা আকীদা হোক বা ইবাদত। লেনদেন হোক বা রাজনীতি। ফাইসালা-বিচার হোক বা নেতিকতা (এটি সমস্তকে অন্তর্ভুক্ত করে)।

* অতএব, বিশ্বাসের অধ্যায়ে, এটি বিশ্বাসের নীতি এবং ভিত্তির উপর আলোকপাত করে।

আর এগুলো হলো: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস। এটি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি ঈমান আনার প্রয়োজনীয়তাও বর্ণনা করে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর সত্যায়ন এবং অনুসরণ করা।

* উপাসনার অধ্যায়ে, ইসলামিক শিক্ষা, হৃদয়, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাসনার সূক্ষ্ম বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

* লেনদেনের অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা এবং লেনদেনের সূক্ষ্ম বিবরণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমনঃ ক্রয়-বিক্রয়, মজুরির জন্য (যেকোন পণ্য) প্রদান, ওকীল ও ডেপুটি নিয়োগ করা, ঋণ লিখে নেওয়া, বিবাহ তালাক এবং কৃষি ইত্যাদির বিধি-বিধান।

* রাজনীতির অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা শাসক ও শাসিতদের মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যেমন আনুগত্য ও শ্রবণ করা, উপদেশ, দুআ, ঐক্য, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সেইসাথে শান্তি ও যুদ্ধের সময় অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের বিশদ বিবরণ ইসলামে রয়েছে।

(৫৬৮) সূরা আন-নামল, আয়াত নংঃ ৬৫।

ইসলাম শাসককে ন্যায় ও ন্যায্যতা বজায় রাখতে, আল্লাহর কালামের বুলন্দ করার জন্য লড়াই করতে, ইসলামিক দেশগুলিকে রক্ষা করতে এবং পাঁচটি মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ: ধর্ম, যুক্তি, জীবন, সম্পত্তি এবং সম্মান রক্ষা করার নির্দেশ দেয়।

* ন্যায় বিচারে অধ্যায়ে ইসলামী শিক্ষা, শাস্তির বিধান, হুদুদ এবং কিসাস, দিয়াত এবং শাস্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে অধিকার রক্ষা করা যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা যায় এবং দাঙ্গাকারীদের দাঙ্গা করা থেকে বিরত রাখা যায়।

* নৈতিকতা ও আচার-আচরণের অধ্যায়ে ইসলামিক শিক্ষা, পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিবরণ তুলে ধরে এবং ভালো নৈতিকতার বিকাশকে উৎসাহিত করে। তার মধ্যে রয়েছে পিতা-মাতার আনুগত্য, দয়া, ভাষার শালীনতা, হারাম জিনিস থেকে দৃষ্টি দূরে রাখা, গোপনাঙ্গের সুরক্ষা, পর্দা করা এবং শালীনতার প্রতি অঙ্গীকার এর তালিকাভুক্ত। এছাড়াও, ইসলামী শরীয়াহ খারাপ নৈতিকতা ও মন্দ গুণাবলীকে নিষিদ্ধ করে, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যকে উৎসাহিত করে, মতভেদ ও দলাদলি প্রতিরোধ করে এবং মানুষকে এক উম্মাহ হিসেবে বসবাস করার আহ্বান জানায়।

এই পূর্ণতার কারণে ইসলাম ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা সত্যিই বলেছেনঃ

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম।[৫৬৯]

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস: (যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে নিয়ে যায় তার সবই তোমার কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে)।[৫৭০]

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন অবস্থায় রেখে গেছেন যে, একটি পাখি তার ডানা মারলেও আমাদের নিকট তার জ্ঞান রয়েছে।[৫৭১]

৮- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা পরিবর্তন হয় না। এবং একই সময়ে এটি আত্মা এবং শরীরের চাহিদা পূরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ﴾

(৫৬৯) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৩।
(৫৭০) তাবরানী ১৬৪৭, আলবানী এটিকে সহীহা গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।
(৫৭১) ইবনে হিব্বান ১/২৬৭, আলবিনী ও শুআইব আরনাঊত এটিকে সহীহ বলেছেন।

অনুবাদঃ কাজেই আপনি একনিষ্ঠ হয়ে নিজ চেহারাকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন । আল্লাহর ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি বা দীন ইসলাম), যার উপর (চলার যোগ্য করে) তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[৫৭২]

৯- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি সঠিক বিবেক বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে সঠিক ও কল্যাণকর আকীদা, উত্তম নৈতিকতা যা আত্মা ও বুদ্ধিকে দগ্ধ করে, এমন কাজ যা পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে, বিধি-বিধানে যুক্তি-তর্ক মেনে চলা, মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকা, সে নারী হোক বা পুরুষ তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনকে খালিস করা এবং সেসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিষয় থেকে দূরে থাকা যা ইন্দ্রিয় ও যুক্তির পরিপন্থী এবং মনকে অবাক করে।[৫৭৩]

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথায় এমন কিছু নেই যা ইন্দ্রিয়, বাস্তবতা ও সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম-আহকামে এমন কিছু নেই যা হিকমত ও বান্দাদের উপকারের পরিপন্থী।

বরং এসব হুকুম-আহকাম তাদের অনুসারীদের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে আতব এবং যখন সেগুলোর প্রয়োগ বা সেগুলোর মধ্যে কিছুর প্রয়োগে উপেক্ষা করা হয় তখন ঘাটতি বা লোকসান হয়। (শাইখ সাদী আদ দালাইলুল কুরআনীয়াহ বা উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।)

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

১০- আল্লাহর বান্দারা! আপনার আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং মনে রাখুন যে, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এটি মহাবিশ্বে যুক্তি ও চিন্তা ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের প্রতিও অনুপ্রাণিত করে এবং মানুষকে তাদের নিজের শরীর ও দিগন্তের নিদর্শনগুলি বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَٰتِنَا فِى ٱلْءَافَاقِ وَفِىٓ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ﴾

(৫৭২) সূরা আর-রূম, আয়াত নং: ৩০।
(৫৭৩) শাইখ সাদি এর খুতবা “মাহাসিন আদ দিনিল ইসলামী” ৪৪-৪৫ থেকে।

অর্থ: অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য।[৫৭৪]

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ﴾

অর্থ: এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তবুও তোমরা কি চক্ষুষ্মান হবে না?[৫৭৫]

দেখা গেল ইসলামী আইন যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পরবিরোধী নয়। সে এমন তথ্য উপস্থাপন করেন যার সামনে বুদ্ধি অবাক হতে হবে, কিন্তু সেগুলিকে সে অসম্ভব বলে মনে করেন না।

ইসলামী অধীনে বৈজ্ঞানিক অলৌকিক সংস্থা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত অলৌকিকের অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। এই জ্ঞান ভ্রূণের অলৌকিকতার সাথে সম্পর্কিত হোক বা জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের সাথে, বা ওষুধের জ্ঞানের সাথে বা নেভিগেশন বিজ্ঞান ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত হোক।

অলৌকিকের এসব যুক্তির সামনে অমুসলিম বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত ও হতবাক। কেননা চৌদ্দশত বছর আগের এসব আবিষ্কারের কথা কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখ করা অসম্ভব, যদি না তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়। কেননা সে সময় এসব তথ্য আবিষ্কার করা ছিল দুষ্প্রাপ্য। এটি এমন একটি বিষয় যা অনেক ফিজিওট্রিস্টকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে।

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের কিছু বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

---

(৫৭৪) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ৫৩।
(৫৭৫) সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং: ২১।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১১-১৫)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ১০টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ।

১১- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, যখন একজন ন্যায়পরায়ন অমুসলিম ইসলাম সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি বিস্মিত হন এবং নিশ্চিত হন যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং এমনকি সমস্ত মানুষ একসাথে মিলেও এত সুন্দর এবং শক্তিশালী শরিয়ত পেশ করতে পারে না।

এটি একজন অমুসলিম ব্যক্তির পক্ষে সত্যের সাক্ষ্য। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে সত্যই বলেছেনঃ

﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾

অর্থ: যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।[৫৭৬]

১২- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে কেউ এটি জানতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, (এবং এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতেও পারে না) তারপর সে ইসলামে প্রবেশ করে, এমন লোকের সংখ্যা অগণিত, যদিও তারা কাফের দেশের বাসিন্দা হোক না কেন। অথবা ইসলামিক দেশগুলোতে বসবাসকারী অমুসলিমরা হোক, তারা শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত হোক।

১৩- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি চরমপন্থা ও অতিরঞ্জনের মধ্যে একটি মধ্যপন্থী ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗا﴾

অর্থ: আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির উপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হতে পারেন।[৫৭৭]

সুতরাং ইসলামের শিক্ষা আকীদা, ইবাদত, লেনদেন ও নৈতিকতার দিক থেকে মধ্যপন্থী ধর্ম।

১৪- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি আত্মা ও দেহের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানায়। সুতরাং আধ্যাত্মিক ও পার্থিব জীবনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ শরীয়ত বিভিন্ন ধরনের হৃদয়, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ইবাদতের মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধির আহ্বান জানাই।

যেমন আল্লাহর উপর আস্থা, ভয়, আশা, নামায, রোযা, হজ, আল্লাহর স্মরণ, সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা এবং অনুরূপ অন্যান্য ইবাদত যা ঈমানের শাখার অন্তর্ভুক্ত এবং যার সংখ্যা সত্তরের বেশি।

মানুষের জীবনধারার বিপরীত, যেমন বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতা যা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় এবং মানুষকে নিছক বস্তুবাদী প্রাণীতে পরিণত হতে আমন্ত্রণ জানায়।

(৫৭৬) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৮২।
(৫৭৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৪৩।

যে কেবল তার বস্তুগত প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে, এমনকি যদি তার জন্য তাকে তার পিতামাতা এবং পরিবারকে হারাতে হয়। এ কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের মধ্যে পারিবারিক ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

বস্তুবাদী ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে, বৈরাগ্যবাদের পদ্ধতি হল যে, এটি শারীরিক চাহিদা এড়িয়ে চলে, তাই এটি তার বিশ্বাসীদেরকে বিবাহ থেকে দূরে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং কিছু বিশুদ্ধ জিনিসকেও নিষিদ্ধ করে যা আল্লাহ হালাল করেছেন।

যেমনটি গির্জার পাদরীগণ দ্বারা অনুশীলন করা হয়। এর বিপরীত ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক চাহিদাকে স্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানায়। তাই ইসলাম বস্তুবাদে ডুবে যাওয়া এবং বৈরাগ্যবাদে কঠোরতা অবলম্বন করা দুটোকেই নিষেধ করেছে। এবং হালাল রিযিক অর্জন করার এবং যমীন আবাদে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেই।

একইভাবে বান্দা ও তার রবের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়রেরও নির্দেশ দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী নিজেকে ইবাদতে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাকে বললেন: (তোমার উপর তোমার আত্মারও অধিকার রয়েছে)।

(আহমাদ ৬/২৬৮, আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। এর মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।)

যখন কিছু সাহাবী বললেন: তারা গোশত খায় না, অন্যরা বলল: আমি নারীদের বিয়ে করব না। তৃতীয়জন বলল: আমি রোজা রাখব, রোজা ভাঙব না। চতুর্থজন বললঃ আমি রাত্রি যাপন করব, বিশ্রাম করব না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সকলকে বললেনঃ (আমি গোশত খাই, নারীদের বিয়ে করি, রোযা রাখি এবং ইফতার করি, নামায পড়ি এবং বিশ্রাম করি, সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়।[৫৭৮]

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

(৫৭৮) বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০২।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

১৫- আল্লাহর বান্দারা ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মনে রাখো যে, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বেশিষ্ট্য হচ্ছে এর শিক্ষার উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য, তাই এটি এমন প্রতিটি কাজের দাওয়াত দেয় যার সৌন্দর্য সঠিক বুদ্ধি ও সুস্থ প্রকৃতি থেকে জানা যায়। আর নিষেধ করে এমন সব কাজ যার মন্দ সঠিক বুদ্ধি ও সুস্থ প্রকৃতি দ্বারা জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾

অর্থ: আর দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে আর কে শ্রেষ্ঠতর?[৫৭৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ইহসান (সদাচরণ) ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালজ্ঘন থেকে নিষেধ করেন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।[৫৮০]

শায়খ আব্দুর-রহমান বিন সাদী বলেছেন: শরীয়তের শিক্ষাগুলো ভালো কাজ, ভালো নেতিকতা এবং বান্দাদের স্বার্থের যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেয়। ন্যায়বিচার, উদারতা, করুণা এবং দানশীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। নিষ্ঠুরতা ও অনৈতিকতাকে নিষিদ্ধ করে।

তাই নবীগণের দ্বারা বৈধ ঘোষণা করা প্রতিটি গুণকেও ইসলামী শরীয়ত বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। এবং পূর্ববর্তী শরীয়ত যে সকল দ্বীনি ও পার্থিব প্রয়োজনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, ইসলামী শরীয়তও তার প্রতি উৎসাহিত করেছে। এবং যাবতীয় মন্দ ও ফাসাদ থেকে বিরত রাখা এবং তা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছে।[৫৮১]

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের কিছু বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

---

(৫৭৯) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৫০।
(৫৮০) সূরা আন-নাহল, আয়াত নং: ৯০।
(৫৮১) আদ দুররা তুল মুখতাসারাহ, পৃঃ ১৫।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (১৬-২০)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلٰهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

إن {يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ১৫টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ:

১৬- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রতিটি বিশুদ্ধ জিনিসকে হালাল এবং প্রতিটি নোংরা ও মন্দ জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾

অর্থ: তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।[৫৮২]

১৭- ইসলামী আইনের একটি বেশিষ্ট্য হল যে এটি আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার আহ্বান জানায়, তাই এর শিক্ষা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং অন্তরকে পবিত্র করে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾

অর্থ: তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহঃ তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।[৫৮৩]

উদাহরণ স্বরূপ, নামাযকেই ধরুন, এটি আত্মাকে পবিত্রতা ও স্বস্তি দেয়, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (হে বিলাল! সালাতের ইকামা বলুন, আমাদেরকে তার মাধ্যমে স্বস্তি দাও)।[৫৮৪]

অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি আনুন, তিনি তাদেরকে নামায ও ইকামাতের আযান দিতে আদেশ করবেন যাতে তিনি শান্তি ও স্বস্তি পান।

যাকাত দ্বারা সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়, কৃপণতা থেকে আত্মশুদ্ধি হয়, আল্লাহর নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করা হয়।

আর শুকরিয়া আদায় হল অন্তরের পরিশুদ্ধির মাধ্যম। যাকাত গরীব-দুঃখীদের চাহিদা পূরণ করে, গরীব-ধনীর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে, এভাবে সমগ্র সমাজ পবিত্র হয়।

রোজা এই অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, সমস্ত কাজ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত, ফলে অন্তর লোক দেখানো ও রিয়া থেকে পবিত্র হয়। প্রচুর পরিমাণে খাওয়া-দাওয়া করে নফসের মধ্যে যে অহংকার সৃষ্টি হয় তাও রোযার দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

হজ্জে সকল হাজীরা ইহরামের পোশাক পরে, যার দ্বারা তাদের আত্মা বিলাসিতা থেকে মুক্তি পায়, তারা পবিত্র স্থানগুলোতে একত্রে দাঁড়ায়, তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হয় এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার জন্ম হয়। তারা একই ইবাদত করে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে। তাই তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহর যিকির আত্মা পরিশুদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। তাই কোরআন তেলাওয়াত, সকাল-সন্ধ্যার যিকির পাঠ এবং নামাযের পর নিয়মিত যিকির পাঠ করা আত্মার পরিশুদ্ধির সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

---

(৫৮২) সূরা আ'রাফ, আয়াত নং: ১৫৭।
(৫৮৩) সূরা জুমুআহ, আয়াত নং: ২।
(৫৮৪) আবু দাউদ ৫৯৮৫, আহমাদ ৫/৩৬৪, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা আত্মার পরিশুদ্ধির সবচেয়ে বড় উৎস, যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পরিবার ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করা।

ইসলামি শিক্ষায় আত্মা পরিশুদ্ধির যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর কিছু নমুনা ছিল যা আপনাদের সামনে পেশ করা হল।

১৮- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি শারীরিক পবিত্রতার জন্যও আহ্বান জানিয়েছে। তাই শুক্রবারে এবং জানাবাতের পরে গোসল করা, ওযুর জন্য পবিত্রতা অর্জন করা, প্রস্রাব ও পায়খানার পর পানি ও পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা এবং প্রকৃতিগত সুন্নাহর উপর আমল করার নির্দেশ দেয়।

যেমন গোঁফ কাটা, দাড়ি ছেড়ে দেওয়া, নখ ছেঁটে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা এবং লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করা।

১৯- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সহজতা সৃষ্টি করে এবং কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ﴾

অর্থ: আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কষ্ট চান না।[৫৮৫]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾

অর্থ: তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।[৫৮৬]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থ: (আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত)।[৫৮৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস আছে: (...যখন আমি তোমাকে কোন কাজের আদেশ দেই, তখন তা তোমার ক্ষমতা ও সাধ্য অনুযায়ী কর)।[৫৮৮]

২০- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি সত্য ও সহজ ধর্ম নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস হলঃ (আল্লাহ তায়ালা সেই দ্বীনকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন যেটি সরল ও সত্য)।[৫৮৯]

(৫৮৫) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৫।
(৫৮৬) সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত নং: ১৬।
(৫৮৭) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৮৬।
(৫৮৮) বুখারী মুআল্লাকান, আহমাদ ২৬৬/৫।
(৫৮৯) বুখারী মুআল্লাকান, আহমাদ ২৬৬/৫।

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম সত্য ও সততার নির্দেশ দিয়েছে, নবীর হাদিস রয়েছে: যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন।[৫৯০]

অর্থাৎ তার পাওনা দাবী করার সময় তিনি গরীব-মিসকিনদের প্রতি কঠোর হন না, বরং নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে দাবি করেন এবং অভাবীদের অবকাশ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

অর্থ: আর যদি সে অভাবগ্রস্থ হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তার অবকাশ। আর যদি তোমরা সাদকা কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।[৫৯১]

ইসলামের এটি কোমলতা ও ভদ্রতাই হল যে সে মন্দের প্রতিদান ভাল দিয়ে দিতে উৎসাহিত করেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ﴾

অর্থ: মন্দের মুকাবিলা করুন যা উত্তম তা দ্বারা।[৫৯২]

একইভাবে ইসলামও রাগ পান করা অত্যাচারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱلۡكَٰظِمِينَ ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ﴾

অর্থ: যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।[৫৯৩]

ইসলামের ভদ্রতার একটি দিক হল এটি ঈমানদারদের সাথে বিনয় ও নম্রতার প্রতি উৎসাহিত করে, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

অর্থ: এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি আপনার পক্ষপুট অবনত করে দিন।[৫৯৪]

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

(৫৯০) বুখারী ৩০৭৬।
(৫৯১) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ২৮০।
(৫৯২) সূরা মু'মীনূন, আয়াত নং: ৯৬।
(৫৯৩) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১৩৪।
(৫৯৪) সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত নং: ২১৫।

অর্থ: তারা মুমিনদের প্রাতি কোমল।[৫৯৫]

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

---

(৫৯৫) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৫৪।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (২১-২৫)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ২০টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহঃ

২১- ইসলামী শরীয়তের একটি বেশিষ্ট্য হল যে এটি অনুগ্রহ প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করে, তাই আল্লাহ তায়ালা ইসলামের প্রতিটি বিষয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শনকে বাধ্যতামূলক করেছেন, এমনকি জবাই করার সময়ও দয়ার কথা মাথায় রাখতে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবশ্যকতা গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা (কিসাসে অথবা জিহাদে) কোন লোককে হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং

কোন কিছু যবেহ করার সময় উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ যেন তার ছুরি ভালভাবে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয়"।[৫৯৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া বলেনঃ এটা প্রমাণ যে, অনুগ্রহ প্রদর্শন করা প্রত্যেক অবস্থাতেই ওয়াজিব, এমনকি রক্তপাত করার ক্ষেত্রেও, তা মানুষের রক্ত হোক বা পশুর। অতএব, একজন ব্যক্তি যখন প্রতিশোধ স্বরূপ কোন মানুষকে হত্যা করে তখন তা ভালকরে করা উচিত এবং যখন সে কোন পশুর রক্তপাত করে তখন তা ভালভাবে করা উচিত।[৫৯৭]

ইসলামী শরীয়তে দানের একটি উদাহরণ হল যে এটি পশুদের প্রতি সদয়তাকে উৎসাহিত করে, তাই নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানিয়েছিলেন যে একজন মহিলা একটি বিড়ালের কারণে কেয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, খানাপানি কিছু দেয়নি। আর ছেড়েও দেয়নি যে তা জমিনের পোকামাকড় খেয়ে জীবন ধারণ করত (এভাবে অনাহারে বিড়ালটি মারা গেল)।[৫৯৮]

সৃষ্টির প্রতি সর্বোচ্চ স্তরের সদয়তা হচ্ছে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। পবিত্র কুরআনে ছয়টি স্থানে এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এর বিপরীতে পিতা-মাতার অবাধ্যতা হারাম করেছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালার এই বাণী দেখুন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا﴾

অর্থ: আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।[৫৯৯]

আল্লাহ সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তায় নরম কণ্ঠ অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾

অর্থ: মানুষের সাথে সদালাপ করবে। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করবে।[৬০০]

এমনকি ইসলাম সেই বন্দীর সাথেও ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তাদের হাতে বন্দী হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾

(৫৯৬) মুসলিম ১৯৫৫।
(৫৯৭) আল-ফাতাওয়া আল কুবরা ৫/৫৪৯।
(৫৯৮) বুখারী ৭৪৫, মুসলিম ২২৪২।
(৫৯৯) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ২৩।
(৬০০) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ৮৩।

অর্থ: আর তারা মহব্বত থাকা সাপেক্ষে অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।[৬০১]

২২- ইসলামী শরীয়াহর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ, নৈতিকতা ও সদাচারের প্রতি আহ্বান জানায়। সুতরাং ইসলাম খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, বিয়ে, ভ্রমণ ও উপস্থিতি, হিতৈষী ও শত্রু, আত্মীয়-স্বজন, অপরিচিত, প্রতিবেশী, দূর পরিচিত, শাসক ও প্রজা, কর্মকর্তা, পদ ও ক্ষমতার মালিক, স্ত্রী, ছেলেপিলে, জীবিত ও মৃত সবার প্রতি শিষ্টাচার শিখিয়েছে।

মৃতদের সাথে শিষ্টাচার বলতে তাদের গোসল দেওয়া, সুগন্ধি লাগানো, কাফন পরানো, দাফন করা এবং দুআ করাকে বোঝায়।

একইভাবে ইসলাম যুদ্ধ ও শান্তির অবস্থায় শত্রু ও বন্ধু এবং যাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে তাদের সাথে আচরণ করার আদব-কায়দা শিখিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আচরণের সাথে যে ধরনের আচার-আচরণ জড়িত থাকুক না কেন, ইসলাম আমাদেরকে সেগুলি অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেছে। পাশাপাশি সেগুলির প্রতি সাওয়াব ও পুরস্কার নির্ধারণ করেছে এবং সব ধরনের খারাপ আচরণকে নিষিদ্ধ করেছে।

২৩- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি সার্বজনীন ধর্ম, সকল মানুষের জন্য উপযুক্ত এবং সকল প্রকার মানুষের জন্য পালনযোগ্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন:

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

অর্থ: বলুন! ‘হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল।[৬০২]

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বলেনঃ (সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য)।[৬০৩]

২৪- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি প্রতিটি সময় ও স্থানের জন্য উপযুক্ত। অতএব, তাঁর একটি শিক্ষাও মানুষের তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আট শতাব্দী ধরে, সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সভ্যতার আধিপত্য ছিল, যখন পরবর্তী সভ্যতাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

আল্লাহ সত্যই বলেছেনঃ

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾

অর্থ: যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।[৬০৪]

---

(৬০১) সূরা আল-ইনসান, আয়াত নং: ৮।
(৬০২) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৫৮।
(৬০৩) বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ৫২১।
(৬০৪) সূরা মুলক, আয়াত নং: ১৪।

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

২৫- আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং মনে রাখো যে, ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে পূর্ববর্তী সকল শরীয়তের গুণাবলী রয়েছে। এবং এতে সেই বোঝা ও শাস্তি নেই যা আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসরীদের উপর তাদের অবাধ্যতার শাস্তি হিসাবে আরোপ করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

অর্থ: আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল।[৬০৫]

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের কিছু বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

(৬০৫) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৫৭।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (২৬-৩২)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ২৫টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ:

২৬- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি কল্যাণ ও সংস্কারের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ ও ফাসাদ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾

অর্থ: নেককাজ ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[৬০৬]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নিজের স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করিবে না, তদ্রুপ পরস্পর কারও ক্ষতি করবে না।[৬০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কেউ কোন গর্হিত (শারী'আত বিরোধী) কাজ সংঘটিত হতে দেখলে তাকে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে। এরূপ করতে অক্ষম হলে তা কথার দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি এতেও অক্ষম হয় তাহলে সে তা অন্তরে ঘৃণা করবে (বা তা দূর করার উপায় অন্বেষনে চিন্তা-ভাবনা করবে)। তবে এটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক"।[৬০৮]

২৭- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি তার অনুসারীদেরকে শরীয়তের ভাল জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়, যা আত্মাকে জীবন দেয়, হৃদয়কে সংস্কার করে, ইহকাল ও পরকালের সুখ আনয়ন করে এবং সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতি এবং ধ্বংসাত্মক চিন্তা থেকে সুরক্ষিত রাখে। আল্লাহ তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدۡنِي عِلۡمٗا﴾

অর্থ: হে আমার রব! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন।[৬০৯]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের ইল্ম দান করেন।[৬১০]

২৮- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি পৃথিবীতে বসতি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَيۡهِ ٱلنُّشُورُ﴾

অর্থ: তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে তোমরা আহার কর; আর পুরুত্থান তো তাঁরই কাছে।[৬১১]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِيهَا﴾

(৬০৬) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ২।
(৬০৭) আহমাদ ১/৩১৩, মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে হাসান বলেছেন, (২৮৬৫)।
(৬০৮) মুসলিম ৪৯।
(৬০৯) সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং: ১১৪।
(৬১০) বুখারী ৭১, মুসলিম ১০৭৩।
(৬১১) সূরা মূলক, আয়াত নং: ১৫।

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন।[৬১২]

অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে তোমাদেরকে খলীফা বানিয়েছেন। তোমাদেরকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ামত দিয়েছেন, পৃথিবীতে শক্তি ও মর্যাদা দান করেছেন। তোমরা সেখানে বাড়িঘর নির্মাণ করছ, গাছপালা লাগাচ্ছ, চাষাবাদ করছ এবং যা ইচ্ছা বীজ বপন করে থাক এবং যমীনের এর সুবিধা ভোগ করে থাক।

২৯- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়দকে রহিত করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ﴾

অর্থ: আর আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি ইতোপূর্বেকার কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপন্নকারী ও সেগুলোর তদারককারীরূপে।[৬১৩]

৩০- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি নারীর অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা, অনুভূতি ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখে। তাই ইসলাম নারীদের জন্য যে অধিকার নিশ্চিত করেছে তার সংখ্যা আশি (৮০) এর বেশি। এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মুসলিম নারী সম্মানিত। সে তার স্বামী, সন্তান এবং সমাজের জন্য একটি নেয়ামত।

প্রাচ্য ও পশ্চিমে নারীরা চরমভাবে অপমানিত সে কুমারী হোক, মা হোক বা বৃদ্ধা হোক।

যদি সে অল্পবয়সী হয় তবে তাকে উপভোগের বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আর যদি সে বৃদ্ধা হয় তবে সে বৃদ্ধাশ্রমের অতিথি হয়। এই মহিলাদের মধ্যে ড্রাগস, গর্ভপাত এবং আত্মহত্যার কথা তো ছেড়েই দিন।

৩১- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বিধানগুলি ইলাহি প্রজ্ঞার উপর ভিত্তি করে। এই বিধানগুলি ইবাদতের সম্পর্কিত হোক, বা লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত, বা হুদুদ ও শাস্তির সাথে সম্পর্কিত হোক। আমরা এই প্রজ্ঞাগুলির সাথে পরিচিত হই বা না হই। আল্লাহ তার কাজ ও বাণীতে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

(৬১২) সূরা হুদ, আয়াত নং: ৬১।
(৬১৩) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৪৮।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر

الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

৩২- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং জেনে রাখুন যে, ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সত্য হয়। অতএব, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যা কিছু শরীয়ত দ্বারা অবহিত করা হয়েছিল, তা হয় ঘটেছে বা অবশ্যই ঘটবে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরে পৌঁছান, তখন তিনি সেই স্থান নির্ধারণ করেছিলেন যেখানে মুশরিকদের কয়েকজন নেতা নিহত হয়েছিল।

সুতরাং আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেদিন) আমাদেরকে আগামীকাল তাদের পড়ে যাওয়ার স্থান (মৃত্যুর স্থান) সমূহ দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনশা-আল্লাহ ইহা আগামীকাল অমুকের পড়ে যাওয়ার স্থান। উমর (রাযিঃ) বলেছেন, শপথ সে সত্তার! যিনি তাকে সত্য বাণী সহ পাঠিয়েছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন, তারা সে সীমারেখা একটুও অতিক্রম করেনি।[৬১৪]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ, জা'ফর ও 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র হতে সংবাদ আসার পূর্বেই আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, যায়দ (রাঃ) পতাকা ধারণ করে শাহাদাত লাভ করেছে। অতঃপর জা'ফর (রাঃ) পতাকা ধারণ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করল। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়ে শাহাদাত লাভ করল। তিনি যখন এ কথাগুলি বলছিলেন তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।[৬১৫]

এর আরেকটি একটি উদাহরণ হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ সেদিনই দিয়েছিলেন যেদিন নাজাশী আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে মারা গিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা:) মদিনায় তার অনুপস্থিতিত জানাজা আদায় করেন।[৬১৬]

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের কিছু বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ

(৬১৪) মুসলিম ২৮৭৩।
(৬১৫) বুখারী ১২৪৬।
(৬১৬) বুখারী ১২৪৫, মুসলিম ৯৫১।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৩৩-৩৮)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ৩২টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ:

৩৩- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে, সে যদি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী হয়, তবে সে তার দ্বীনকে রাগান্বিত ও বিরক্ত করে ত্যাগ করে না। ইসলামের ইতিহাসে এটি কখনও ঘটেনি, কারণ বলা হয়েছে যে ইসলামি শিক্ষা যুক্তি ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক চাহিদা পূরণ করে, আল্লাহর প্রশংসা যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পথ আলোকিত হয়েছে।

৩৪- ইসলামী শরীয়তের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে কেউ একে চ্যালেঞ্জ করে, সে পরাজিত হয় এবং যে এর বিরোধিতা করে, তাকে অসহায় করে দেয়। এ কারণেই কেউ কুরআনের কোনো আয়াত বা নবীর কোনো

হাদিসকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেনি। কিংবা কুরআনের আয়াতের মতো একটি আয়াতও কেউ পেশ করতে পারেনি। এমন শিক্ষা কেউ শেষ করতে পারে না যা রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর শিক্ষার কাছাকাছি ও সাদৃশ্যপূর্ণ।

মহান আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে সত্যই বলেছেন:

﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا﴾

অর্থ: তবে কি তারা কুরআনকে গভীরভাবে অনুধাবন করে না? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসঙ্গতি পেত।[৬১৭]

৩৫- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি তার অনুসারীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে। অতএব, শরীয়তের শিক্ষা এটা নির্দেশ করে যে সমস্ত মানুষ একই নর ও নারী (আদম ও হুওয়া) থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। একমাত্র মাপকাঠি যা সমস্ত মানুষের জন্য আদর্শ তা হল তাকওয়া, রঙ, বা সামাজিক বা বস্তুগত অবস্থান বা পদমর্যাদা নয়, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ﴾

অর্থ: হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।[৬১৮]

৩৬- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শুধুমাত্র যারা এতে বিশ্বাস করে তারাই সাহায্য পায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡأَشۡهَٰدُ﴾

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আমাদের রাসূলগণকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে, আর যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়াবে।[৬১৯]

৩৭- ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে, উমায়র ইবনু হানী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি মু'আবিয়াহ (রাযিঃ)-কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় বলতে শুনেছি "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মাতের একটি জামা'আত আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামাত এসে পড়বে আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে।"

(৬১৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ৮২।
(৬১৮) সূরা হুজরাত, আয়াত নং: ১৩।
(৬১৯) সূরা গাফির, আয়াত নং: ৫১।

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

৩৮- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন যে ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর অনুসারীরা সকল জাতির চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾

অর্থ: তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে।[৬২০]

বাহয় ইবনু হাকীম (রহঃ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে"- (সূরা আল-ইমরান ১১০) আয়াত প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেনঃ অবশ্যই তোমরাই দুনিয়াতে সত্তর (৭০) সংখ্যা পূর্ণকারী দল। তোমরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন"।[৬২১]

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের কিছু বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

(৬২০) সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং: ১১০।
(৬২১) তিরমিযী ৩০০১, ইবনে মাজাহ ৪২৮৮, আহমাদ ৩/৫, বাইহাকী ৫/৯, মুসনাদের মুহাক্কিকগণ ও আলবানী এর সনদকে হাসান বলেছেন।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

খুৎবার বিষয়ঃ ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য (৩৯-৪২)

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন।

ভালো কাজ করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকুন। এবং জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা একটি মহান উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করেছেন। তা হল দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের জন্য মানুষকে পথ প্রদর্শন করা। কারণ শুধুমাত্র মানুষের জ্ঞান ও যুক্তি এমন নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করতে পারে না যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বরং এটা আল্লাহর গুণ। যিনি তাঁর গুণাবলীতে নিখুঁত, তাঁর কাজ, কথা ও তাকদীর সম্পর্কে জ্ঞানী। তাঁর সৃষ্টির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান খুবই সীমিত।

হে ঈমানদারগণ! আগের খুতবায় আমরা ইসলামী শরীয়তের ৩৮টি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আজ আমরা একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখব ইনশা-আল্লাহ।

৩৯- ইসলামী শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য হল এর বিরোধিতাকারী প্রতিটি বক্তব্যই মিথ্যা, যা প্রতিযোগিতার সময় সত্যের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَقُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا﴾

অর্থ: আর বলুন! 'হক এসেছে ও বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে; 'নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[৬২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿قُلۡ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَمَا يُبۡدِئُ ٱلۡبَٰطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾

অর্থ: বলুন! 'সত্য এসেছে, আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে'।[৬২৩]

অন্য কথায়, তার বিষয়টি দুর্বল ও অর্থহীন হয়ে যাবে এবং তার গৌরব লোপ পেতে থাকবে, ফলে সে আগে কিছু করতে পারেনি এবং কিছু করতে পারবে না। (ইবনে সাদী এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন)

৪০- ইসলামী শরীয়াহর একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখে প্রতিষ্ঠিত, নিরন্তর এবং স্থায়ী। যদিও তার উপর ঘন ঘন আক্রমণ হয়, এবং শত্রুরা সর্বদা তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। ইসলামী শরীয়ত কখনও দুর্বল হয়ে পড়েনি বা পরিবর্তিতও হয়নি। পক্ষান্তরে মানুষের স্ব-আরোপিত আইন অল্প সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হয় এবং চিরস্থায়ী ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

ঐতিহাসিকভাবে, ইসলামী শরীয়তের স্থায়ীত্বের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হল এটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতির মোকাবেলায় অবিচল থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ, খ্রিস্টানাইজেশনের তরঙ্গ, যার লক্ষ্য সমগ্র বিশ্বকে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করা এবং তাদের ক্রুশের উপাসনার দিকে নিয়ে যাওয়া। যদিও খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারকারী দেশগুলির অপার ক্ষমতা রয়েছে, তবে এখানে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা খ্রিস্টান এবং অন্যান্য বিকৃত ধর্ম এবং মানব ধর্ম গ্রহণকারীদের চেয়ে অনেক বেশি।

ঐতিহাসিকভাবে ইসলামী শরীয়তের স্থায়ীত্বের একটি বহিঃপ্রকাশ এই যে, এটি ধর্মনিরপেক্ষতার তরঙ্গের মোকাবেলায় অবিচল ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে বাদ দিয়ে তা শুধুমাত্র একজন বান্দা ও রবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা।

ইতিহাসে ইসলামী শরীয়তের স্থায়ীত্বের একটি বহিঃপ্রকাশ হল যে জাতীয়তাবাদের ঢেউয়ের মুখেও এই ঢেউ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত এটি অটল ছিল।

ইতিহাসে ইসলামী শরীয়তের স্থিতিশীলতার একটি প্রকাশ হল যে, এটি সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার মতো ঢেউয়ের মুখে একটি পর্বতের ন্যায় টিকে ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কিছু ইসলামী দেশের শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করা। যাতে এই ঢেউয়ের ধারক-বাহকগণ সেখানকার সরকার দখল করতে সক্ষম হতে এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী, এই দেশগুলোকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতে পারে।

বিশ্ব দেখেছে যে দেশে তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করেছে, এই ভিত্তিহীন ঢেউয়ের প্রভাবে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, হারাম জিনিস হালাল করা হয়েছে, রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে,

(৬২২) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৮১।
(৬২৩) সূরা সাবা, আয়াত নং: ৪৯।

ইজ্জত-সম্মান নিলাম হয়েছে। মুসলমানদের এই খারাপ অবস্থা দেখে কাফেররা খুব খুশি হয়েছিল এবং এর নামকরণ করে "আরব বসন্ত"।

৪১- ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে কেউ এর সাথে শত্রুতা করবে সে শেষ পর্যন্ত পরাজয় ও লাঞ্ছনার শিকার হবে, তা সে ক্ষমতার অধিকারী হোক বা কর্তৃত্বের লোক হোক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতি ও গোঁড়ামির ধারক হোক। কমিউনিজমের কি হয়েছে? কোথায় গেল জাতীয়তাবাদ? এই সব ঢেউয়ের অপমৃত্যু ঘটেছে।

অন্যদিকে, ১৪ শতক বিস্তৃত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ইসলাম কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? ক্রুসেডের প্রভাব কি ইসলামে কোনো প্রভাব ফেলেছিল? আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে ইসলাম কি অলক্ষ্যে চলে গেল? ইরাকে তাতারদের হামলা কি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল? আহওয়াজ ও ইরাকে রাফেযীদের আক্রমণের মাধ্যমে ইসলাম বিলুপ্ত হয়ে গেল? ধর্মনিরপেক্ষতার আক্রমণে ইসলাম কি মুছে গেল? না, আল্লাহর কসম! তার অটলতা ও দৃঢ় সংকল্প আরো বেড়ে গেছে।

আল্লাহ সত্যই বলেছেনঃ

﴿وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

অর্থ: আর বলুন, 'হক এসেছে ও বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে; 'নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল'।[৬২৪]

উল্লিখিত প্রস্তাবনার পরে, আপনার জানা উচিত যে এটি শরীয়তের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার জন্য একটি দরকারী ভূমিকা যে ব্যক্তি এই মামলাটি বুঝতে পারবে, তার জন্য আল্লাহর হিকমত বোঝা সহজ হবে, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ শরীয়ত নাযিল করেছেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

৪২- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহকে ভয় করুন এবং মনে রাখুন যে, ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে সব দেশ ও জাতি তা বাস্তবায়ন করে, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সুখের ওয়াদা করেছেন, যাতে তারা দুনিয়াতে শান্তি, সম্মান এবং গৌরবের সাথে একটি সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে পারবে এবং পরকালে তাদের জন্য একটি মহান পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি আছে।

তবে যেসব দেশ ও জাতি আল্লাহর শরীয়ত থেকে বিচ্যুত হবে তারা বিপর্যয় ও ধ্বংসের শিকার হবে, যদিও তারা শক্তিশালী ও সবচেয়ে বিদ্রোহী দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়। বাস্তবতাও এর সাক্ষী, পূর্ববর্তী

(৬২৪) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ৮১।

লোকেরা যখন এই সত্যটি বুঝতে পেরেছিল এবং শরিয়ত বাস্তাবায়ন করেছিল, তখন আট শতাব্দী ধরে ইসলামি সভ্যতা পৃথিবীতে ছিল এবং তারা আল্লাহর কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়েছিলঃ

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ﴾

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না।[৬২৫]

কিন্তু যখন তারা আল্লাহর দ্বীনকে অমান্য করেছিল, তখন আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাদের শাসন ও রাজত্ব কেড়ে নেন এবং তাদের উপর শত্রু চাপিয়ে দেন, যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি।

* এগুলি হল ইসলামী শরীয়তের ৪২টি বৈশিষ্ট্য, যে কেউ এগুলি জানবে এবং বুঝবে সে ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর লুকানো প্রজ্ঞা সম্পর্কে সচেতন হবে। আর আমাদের যুগের মুনাফিকদের অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের গোমরাহীও তাদের উপর প্রকাশ পাবে। যারা ইসলাম এবং এর শিক্ষার সমালোচনা করে এবং দাবি করে যে এটি একটি পশ্চাৎপদ ধর্ম। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের সন্দেহ থেকে রক্ষা করুন।

* প্রিয় পাঠক! যে ব্যক্তি এই বেশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবগত সে সহজেই বুঝতে পারে যে বিপুল সংখ্যক লোকের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার রহস্য কি? বিশেষ করে যে দেশগুলি বস্তুগতভাবে উন্নত এবং উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। আল্লাহ সত্য বলেছেন:

﴿سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ﴾

অর্থ: অচিরেই আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শনাবলী দেখাব, বিশ্ব জগতের প্রান্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, অবশ্যই এটা (কুরআন) সত্য। এটা কি আপনার রবের সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব কিছুর উপর সাক্ষী?[৬২৬]

(৬২৫) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৫৫।
(৬২৬) সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং: ৫৩।

* আপনার আরও মনে রাখা উচিত- আল্লাহ আপনার সাথে রহমতের আচরণ করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

* হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং সেই সব কথা ও কাজ যা আমাদেরকে বেহেশতের কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং আমরা আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাদের জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমাদের আপনার ভালবাসা এবং প্রতিটি কর্মের ভালবাসা দিন যা আমাদের আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে।

* হে আল্লাহ! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

* হে আল্লাহ! আমাদের ছোট বা বড়, অতীত বা বর্তমান, প্রকাশ্য বা গোপন সমস্ত পাপ ক্ষমা করুন।

* হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিত সম্পর্কে খুতবার ধারাবাহিকতা:

(৪টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ নামাযের গুরুত্ব

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর ভয়কে আপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবন্ত রাখুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন। জেনে রাখুন! নামায আপনার সর্বোত্তম আমল, শরীয়তে এর গুরুত্বের দশটি দিক রয়েছে:

১- প্রথম: নামাজ হল সেই ইবাদত যা আল্লাহ শাহাদাতের পর ফরজ করেছেন। এভাবে এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ। ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি:

১। আল্লাহ্ ছাড়া ইলাহ্ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান।

২। সালাত কায়েম করা।

৩। যাকাত দেওয়া।

৪। হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং

৫। রামাদান এর সিয়াম পালন করা।[৬২৭]

(৬২৭) বুখারী (৮), মুসলিম (১৬)।

২- নামাযের গুরুত্বের অন্যতম কারণ হল, মদীনায় হিজরতের পূর্বে মক্কী তাঁর জীবনেই ইসরা ও মিরাজের সময় এটি ফরয করা হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজের ও নবীর মধ্যে সরাসরি সম্বোধনের মাধ্যমে কোনো ফেরেশতার সাহায্য ছাড়াই সপ্তম আসমানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।

সালাতের গুরুত্বের অন্যতম কারণ হল দ্বীনের ক্ষেত্রে এর অবস্থান ও মর্যাদা এত বেশি যে অন্য কোন উপাসনা এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, তাই এটি দ্বীনের একটি স্তম্ভ যা ছাড়া এর ইমারত দাঁড়াতে পারে না। হাদিসে আছে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আন থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেনঃ আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেনঃ সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।[৬২৮]

৪- সালাতের অন্যতম গুরুত্ব হল এটি বান্দা ও তার রবের মধ্যে কথোপকথনের একটি মাধ্যম। কারণ এতে (একসাথে) হৃদয়, জিহ্বা এবং শরীর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। যেমন আল্লাহর প্রশংসা ও ইবাদত পাঠ করা এবং তাঁর কাছে দোয়া করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবীর পাঠ করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নম্রতা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা। যেমন রুকু ও সিজদা করা, নম্রতা ও বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো, আল্লাহর সামনে দৃষ্টি অবনত রাখা। নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এতগুলো ইবাদত একত্রিত হয় যা অন্য কোনো ইবাদতে নেই।

৫- নামাযের গুরুত্বের একটি দলীল হল এতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা অন্যান্য ইবাদতে পাওয়া যায় না। যার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল:

ক. সালাতের জন্য আহ্বান করা, যাকে আযান বলা হয়।

খ. এর জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

গ. শান্তভাবে এবং সম্মানের সাথে এর জন্য যাওয়া।

ঘ. এতে সমস্ত অঙ্গ-প্র্যঙ্গের ইবাদত পাওয়া যায় যা অন্য ইবাদতে পাওয়া যায় না।

৬- নামাজের গুরুত্বের অন্যতম কারণ হল, মুকীম, সফর, ভয়, শান্তি, সুস্থতা বা অসুস্থতা সব অবস্থায়ই নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। যদি না কোনো ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত হয় যার কারণে জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় লোপ পায়।

৭- নামাযের গুরুত্বের একটি প্রমাণ হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নামায আদায় করার অসিয়ত করেছিলেন। তাই উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বলছিলেনঃ “সালাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী”। বারবার একথা বলতে বলতে শেষে তাঁর যবান মুবারক জড়িয়ে যায়।[৬২৯]

(৬২৮) তিরমিযী ২৬১৬, তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
(৬২৯) ইবনে মাজাহ ১৬২৫, আহমাদ ৬/২৯০, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

অর্থাৎ যবান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযের অসিয়ত করতে থাকেন।

৮- নামাযের গুরুত্বের অন্যতম কারণ হল, নামায হল সেই আমল যা সম্পর্কে কেয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথমে প্রশ্ন করা হবে। ইবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত নামায আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি নামায নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয নামাযের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ (যদিও তিনি ভাল ভাবেই জানেন) দেখ, বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে।[৬৩০]

৯- নামাজের গুরুত্বের একটি কারণ হল শেষ সময়ে নামাজই হবে ধর্মের শেষ অংশ যা মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাবে। এর প্রমাণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসঃ এক এক করে ইসলামের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। যখনই একটি বন্ধন ছিন্ন হবে, মানুষ পরের বন্ধনে যোগ দিবে। সর্বপ্রথম যে বন্ধন ছিন্ন হবে তা হল রাজত্ব এবং সর্বশেষ যে বন্ধনটি ছিন্ন হবে তা হল নামায।[৬৩১]

১০- নামাযের গুরুত্বের একটি কারণ হল, এটি ইসলাম ও কুফরের সীমারেখা।

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো সালাত। অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।[৬৩২]

জাবির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মু'মিন) বান্দাহ্ ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায ত্যাগ করা।[৬৩৩]

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের ক্বিবলা (কিবলা/কেবলাহ) মুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।[৬৩৪]

হে মুসলমানগণ! এই দশটি দলীল যা নামাযের গুরুত্ব প্রমাণ করে। আল্লাহ সকল মানুষকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী নামায কায়েম করার তৌফিক দান করুন।

---

(৬৩০) আবু দাউদ (৮৪৬), আহমাদ (২/৪২৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৩১) আহমাদ ৫/২৫১, ইবনে হিব্বান ৬৭১৫, মুসনাদ আহমাদ এর মুহাক্কিকগণ বলেন এর সনদ সঠিক।
(৬৩২) তিরমিযী ২৬২১, নাসাঈ ৪৬২, আলবিনী বলেছেন এটি মুসলিম এর শর্তে।
(৬৩৩) বুখারী ৩৯১।
(৬৩৪) বুখারী ৩৯২।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

মনে রাখবেন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- নামায হল বান্দা এবং তার প্রভুর মধ্যে কথোপকথনের একটি মাধ্যম। কারণ এতে রয়েছে আল্লাহর যিকির এবং প্রশংসা, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর। এতে রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করা। যেমন রুকু ও সিজদা করা, নম্রভাবে দাঁড়ানো এবং আল্লাহর সামনে দৃষ্টি অবনত রাখা।

শায়খ আব্দুর রহমান বিন সাদী, এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُ﴾

অর্থ: নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।[৬৩৫]

তাফসীরে লিখেছেন: এর থেকেও সালাতের মধ্যে একটি আরও বড় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। তা হল- নামায হল হৃদয়, জিহ্বা এবং শরীর একসাথে আল্লাহর জিকির করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইবাদতের জন্য বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং বান্দার সর্বোত্তম ইবাদত হল নামায। শরীরের সকল অঙ্গের এত ইবাদত এতে একত্রিত হয় যে অন্য কোনো ইবাদত একত্র হয় না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُ﴾

অর্থঃ আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

---

(৬৩৫) সূরা আনকাবুত, আয়াত নং: ৪৫।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি করার ফযীলত

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন। আর মনে রাখবেন নামায আপনার সর্বোত্তম আমলের একটি, আল্লাহ তায়ালা একে অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় অনেক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এবর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তায়ালা আসমানে এটিকে ফরজ করেছেন, আমলে তা পাঁচ ওয়াক্ত কিন্তু পাল্লায় (সওয়াব) পঞ্চাশটি নামায। নামায গুনাহ মুছে দেয়। নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং সেখান থেকে বের হওয়া ইবাদত। অনুরূপভাবে এর সবচেয়ে বড় ফজিলত হলো, তার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব।

হে ঈমানদারগণ! নামাযের এই অবস্থান ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি যাওয়াকে মুস্তাহাব করেছেন এবং এর জন্য বিরাট সওয়াব নির্ধারণ করেছেন।

আবু হুরায়রাহ (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: পুরুষদে জন্য প্রথম লাইন উত্তম এবং শেষের লাইন মন্দ। মহিরাদের জন্য শেষের লাইন উত্তম এবং প্রথম লাইন মন্দ।[৬৩৬]

(৬৩৬) মুসলিম হা: ৪৪০।

আবু হুরায়রাহ (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কী (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে) লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো।[৬৩৭]

আবু হুরায়রাহ (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, কুরআহর মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হত, তাহলে অবশ্যই তারা কুরআহর মাধ্যমে ফায়সালা করত। যুহরের সালাত আুয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফাযীলাত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী ফাযীলাত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত।[৬৩৮]

আল-বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় প্রথম কাতারসমূহের প্রতি মহান আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করেন"।[৬৩৯]

আল্লাহর রাসূলের উক্তি 'ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া করেন'-এর অর্থ হলো: ফেরেশতারা প্রথাম কাতারের লোকদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার দুআ করেন। কারণ আরবীতে সালাত অর্থ দুআ করাও হয়।

ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কাতারের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।[৬৪০]

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বিলম্ব করতে দেখে বললেন: সামনে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরের লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। একদল লোক সর্বদাই (প্রথম কাতার থেকে) পিছরেন দিকে সরতে থাকবে। ফলে মহান আল্লাহও তাদের পিছনে ফেলে রাখবেন।[৬৪১]

অর্থাৎ মহান অনুগ্রহ ও করুণা এবং উচ্চ অবস্থান ও মর্যাদা থেকে আল্লাহ তাদেরকে সরিয়ে দেবেন।

আয়োশাহ (রাযিঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যারা প্রথম কাতারে পিছনে থাকবে, আল্লাহ তাদের রহমতে পিছনে রাখবেন"।[৬৪২]

(৬৩৭) মুসলিম হা: ৪৩৯।
(৬৩৮) বুখারী (৬১৫), মুসলিম (৪৩৭)।
(৬৩৯) আবু দাউদ হা: ৬৬৪।
(৬৪০) নাসাঈ ৮১৬, ইবনে মাজাহ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৪১) মুসলিম হা: ৪৩৮।
(৬৪২) আবু দাউদ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আপনার এটা জানা উচিত- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। ইসলামে নামাজের এমন স্থান ও মর্যাদা রয়েছে যা অন্য কোনো ইবাদতের নেই, নামাজ এমন একটি দ্বীনের স্তম্ভ যা ছাড়া দ্বীনের ইমারত দাঁড়াতে পারে না।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন: সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ।[৬৪৩]

প্রার্থনা বান্দা এবং তার রবের মধ্যে কথোপথন করার একটি মাধ্যম, কারণ প্রার্থনায় প্রভুর প্রশংসা করা হয় এবং গুণ বর্ণনা করা হয়। নামাজের মধ্যে রয়েছে কুরআন তেলাওয়াত, তাহমীদ, তাকবীর এবং শারীরিক নম্রতা। যেমন সেজদাহ করা, রুকু করা এবং খুশু খুযু ও নম্রভাবে রবের সামনে চোখ নীচে করে দাঁড়ানো।

শেখ সাদী (রাহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন:

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ﴾

অর্থ: নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ।[৬৪৪]

লিখেছেন: নামাযের একটি উদ্দেশ্য এর চেয়েও বড় ও মহৎ, তাহল হৃদয়, জিহ্বা ও শরীর দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ করা।

কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্নাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার দাসত্বের জন্য। বান্দার সর্বোত্তম ইবাদত হল নামাজ। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইবাদত নামাযের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। এ অবস্থা অন্য কোনো ইবাদতে পাওয়া যায় না। তাই আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড় জিনিস"।

আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ভয়কে অন্তরে জীবিত রাখ, তাঁর আনুগত্য কর এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক এবং জেনে রেখো যে, ইসলামী বিধান বিচার দিবস প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নারী-পুরুষ সকলের জন্যই।

---

(৬৪৩) তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।
(৬৪৪) সূরা আনকাবুত, আয়াত নং: ৪৫।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ জামাআতে নামায আদায় করা ওয়াজিব

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لاإِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর ভায়কে আপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবন্ত রাখুন। তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকুন। জেনে রাখো! সালাত তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর একটি, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জামাতের সাথে মসজিদে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর কোন শরয়ী ওজর ব্যতীত জামাতে নামায ত্যাগ করা থেকে নিষেধ করেছেন, মসজিদে সালাত আদায় করার নির্দেশ বিভিন্ন হাদীসে এসেছে।

আবু হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "কোন ব্যক্তি মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করলে তা তার বাড়িতে বা বাজারে সলাত আদায় করার চেয়ে বিশগুণেরও অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। কারণ কোন লোক যখন সালাতের জন্য ওযু করে এবং ভালভাবে ওযু করে মসজিদে আসে তাকে সলাত ছাড়া আর কিছুই মসজিদে আনে না; আর সে সলাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যও পোষণ করে না। সুতরাং এ উদ্দেশে সে যখনই পদক্ষেপ করে তখন থেকে মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতিটি নেকীর বদলে ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে পাপ মিটিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মাসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে সলাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে ততক্ষণ যেন সে সলাতরত থাকে। আর তোমাদের কেউ যখন সলাত আদায় করার পর সলাতের স্থানেই বসে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ (ফেরেশতাগণ) তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকে যে, হে আল্লাহ! তুমি তার তাওবাহ কবুল করো। এরূপ দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ওযু নষ্ট না করে"।[৬৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি আগামীকাল কিয়ামাতের দিন মুসলিম হিসেবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পেতে আনন্দবোধ করে, সে যেন ঐ সলাতের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যেসব সালাতের জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীর জন্য হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছেন। আর এসব সলাতও হিদায়াতের পন্থা পদ্ধতি, যেমন জনৈক ব্যক্তি সলাতের জামা'আতে উপস্থিত না হয়ে বাড়িতে সলাত আদায় করে থাকে, অনুরূপ তোমরাও যদি তোমাদের বাড়িতে সলাত আদায় করো তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পন্থা-

(৬৪৫) বুখারী ৬৪৭, ৬৪৯।

পদ্ধতি পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা যদি এভাবে তোমাদের নাবীর সুন্নাত বা পদ্ধতি পরিত্যাগ করো তাহলে অবশ্যই পথ হারিয়ে ফেলবে। কেউ যদি অতি উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে (সলাত আদায় করার জন্য) কোন একটি মাসজিদে উপস্থিত হয় তাহলে মাসজিদে যেতে সে যতবার পদক্ষেপ ফেলবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিখে দেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং একটি করে পাপ দূর করে দেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, আমরা মনে করি যার মুনাফিকী সর্বজনবিদিত এমন মুনাফিক ছাড়া কেউ-ই জাম'আতে সলাত আদায় ছেড়ে দেয় না। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এমন ব্যক্তি জামা'আতে উপস্থিত হত যাকে দু'জন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে এসে সলাতের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো"।[৬৪৬]

আল্লাহর বান্দারা! যারা মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করবে, আল্লাহ তাদের কেয়ামতের দিন তার ছায়াতলে স্থান দান করবেন, যখন সূর্য প্রাণীদের থেকে এক মাইল দূরে থাকবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সাত রকমের লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া হবে না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্; ২. আল্লাহর 'ইবাদাতে লিপ্ত যুবক; ৩. এমন যে ব্যক্তি আল্লাহকে নির্জনে স্মরণ করে আর তার চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়; ৪. এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে; ৫. এমন দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর উদ্দেশে পরস্পর ভালোবাসা রাখে; ৬. এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত রূপসী নারী নিজের দিকে ডাকল আর সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি; ৭. এমন ব্যক্তি যে সদাকাহ করল আর এমনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানে না যে তার ডান হাত কী করে"।[৬৪৭]

৪- আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় সালাত আদায়করতে মসজিদে যায় এবং যতবার যায় আল্লাহ তা'আলা ততবারই তার জন্য জান্নাতের মধ্যে মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন।[৬৪৮]

এটি এমন একটি স্থানকে বোঝায় যা অতিথিদের মেহমানদারীর জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়।[৬৪৯]

৫- মসজিদে জামাতে নামায ফরয হওয়ার একটি দলীল হল যে, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধ অবস্থায় জামাতে নামাযকে ফরয বলে ঘোষণা করেছেন, যা সবচেয়ে কঠিন অবস্থা। এই প্রার্থনা সালাতুল খাউফ নামে পরিচিত। আল্লাহ সর্বশক্তিমান বলেনঃ

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾

অর্থঃ আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায়।[৬৫০]

(৬৪৬) মুসলিম ৬৫৪।
(৬৪৭) সহীহ বুখারী ৬৮০৬, মুসলিম ৬৬৯।
(৬৪৮) বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৬৬৯।
(৬৪৯) দেখুন নিহায়া ও ফাতহুল বারী।
(৬৫০) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১০২।

৬- আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾

অর্থঃ আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত দাও এবং রুকু কারীদের সাথে রুকু করো।[৬৫১]

রুকুকারী বলতে মসজিদে নামাজ আদায়ারীদের জামাত বোঝায়।

৭- হে মুমিন সম্প্রদায়! মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ে অবহেলা ও অলসতা করার বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়া হয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, অতঃপর সালাত কায়েমের আদেশ দেই, অতঃপর সালাতের আযান দেয়া হোক, অতঃপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামত করার নির্দেশ দেই। অতঃপর আমি লোকদের নিকট যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি গোশ্‌তহীন মোটা হাড় বা ছাগলের ভালো দু'টি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশা সালাতের জামা'আতেও হাযির হতো"। সহীহ মুসলিম এর বর্ণনায় আছে, "আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ যারা সলাতের জামা'আতে আসে না তাদের কাছে যাই এবং আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিই।[৬৫২]

৮- ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "যে ব্যাক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হল না, তার সালাত নাই"।[৬৫৩]

অর্থাৎ সে সালাতের পূর্ণ সাওয়াব পাবে না।

৯- আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ এক অন্ধ লোক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়িতে সালাত আদায়করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন জানাল। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বাড়িতে সলাত আদায়করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমি কি সলাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাহলে তুমি মাসজিদে আসবে"।[৬৫৪]

১০- জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে (জুমু'আহর) সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় খাদ্য দ্রব্য বহণকারী একটি উটের কাফিলা হাযির হল এবং তারা (মুসল্লীগণ) সে দিকে এত অধিক মনোযোগী হলেন যে, নাবী

---

(৬৫১) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ৪৩।
(৬৫২) বুখারী ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১।
(৬৫৩) ইবনে মাজাহ ৭৯৩, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৫৪) মুসলিম ৬৫৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মাত্র বারোজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ "এবং যখন তারা ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখতে পেল তখন সে দিকে দ্রুত চলে গেল এবং আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল"।[৬৫৫]

আল্লাহর বান্দারা! এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে ইবাদত বর্জন করে পার্থিবতার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে ভর্ৎসনা করেছেন। এর পর আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে বিশ্বাস করার উপদেশ দিয়েছেন যে, বাস্তবে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কোনো রিজিক দাতা নেই, তাই আল্লাহ পাক। সর্বশক্তিমান বলেছেনঃ

﴿قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَـٰرَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾

অর্থ: বলুন! 'আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উৎকৃষ্ট।' আর আল্লাহ্ সর্বেশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।[৬৫৬]

অর্থাৎ নবীর সাথে সালাত আদায়ও অটল থাকার সওয়াব ও নেকী খেলাধুলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়ে উত্তম ও বড়। তাই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর এই হুকুম মেনে নিলেন, যার ফল হলো সাহাবায়ে কেরাম ক্রয়-বিক্রয় করতেন এবং ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু যখন আল্লাহর ডাক পড়ত, তখন তাদের ব্যবসা আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে বিরত রাখত না। বরঞ্চ তারা আল্লাহর কাছে তাদের হক যথাসময়ে পরিশোধ করতেন, ফলে তারা তাদের রব ও প্রভুর আনুগত্য করতেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও ভালবাসাকে নিজেদের ইচ্ছা ও ভালবাসার চেয়ে প্রাধান্য দিতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ﴾

অর্থ: সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কোনোটিই আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না।[৬৫৭]

হে মুসলমানগণ! মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়া ফরজের এগুলো দশটি দলীল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে যেভাবে সালাত কায়েম করার আদেশ করেছেন সেভাবে সালাত কায়েম করার তাওফীক দান করুন।

---

(৬৫৫) বুখারী ৪৮৯৯, মুসলিম ৮৬৩।
(৬৫৬) সূরা জুমুআহ, আয়াত নং: ১১।
(৬৫৭) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৩৭।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আপনার এটাও জানা উচিত- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা ঈমানের একটি শাখা এবং ধর্মের প্রতীক। তাই নামাজের আযান হলে তাড়াহুড়ো করে মসজিদে যাওয়া সকল দোকানদার ও ব্যবসায়ীর উপর ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে, যারা প্রশাসনিক বৈঠকে থাকে তাদের উপরও এটা ওয়াজিব। এবং যারা এই সমাবেশের আয়োজন করে, তাদের উপর ওয়াজিব যে, তারা নামাযের আযানের সাথে সাথে তাদের সমাবেশ ত্যাগ করবে, সালাত আদায়করবে এবং তারপর নামায শেষ করে মিটিং এ যোগ দান করবে।

কারণ জামাতে নামায পড়া কোন দ্বিতীয় পর্যায়ের ও ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটা আল্লাহর হুকুম, বিনা প্রয়োজনে জামাতে নামায পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। যে কারণে জামাত পরিত্যাগ করা যায় তা হলঃ হেফাজত করা ও পাহারা দেওয়া, ট্রেন বা জাহাজ ধরা, অসুস্থ বা দুস্থদের জীবন বাঁচানো, ভয়, বৃষ্টি বা শক্তিশালী বাতাস এবং ঝড় প্রবাহিত হলে।

আল্লাহর বান্দারা! জামাত বলতে প্রথম জামাতকে বোঝায়, যার জন্য নামাযের আযান দেওয়া হয় এবং ইকামাহ বলা হয়। কিছু লোক-আল্লাহ তাদের হেদায়াত দান করুন। তারা প্রথম জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই কারণেই মসজিদে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জামাত চলতে থাকে, যার ফলে লোকেরা এক জামাতের পরিবর্তে বিভিন্ন জামাতে নামাজ আদায় করতে থাকে! আমরা এটা সম্পর্কে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করি!

হে মুসলমানগণ! একজন মুসলমান যে তার বিশ্বাসে সত্য, তার জন্য নামাযের যথার্থ মূল্য দেওয়া এবং সম্মান করা আবশ্যক। সে যেন জেনে নেয় যে, আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকা দিয়ে পরীক্ষা করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ﴾

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।[৬৫৮]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ

(৬৫৮) সূরা মুনাফিকুন, আয়াত নং: ৯।

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧ لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾

অনুবাদঃ সে সব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কোনোটিই আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। যাতে তারা যে উত্তম কাজ করে তার জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে পুরষ্কার দেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের বেশী দেন। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত জীবিকা দান করেন।[৬৫৯]

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে নামাযের প্রতি অবহেলা না করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং এটাও সতর্ক করেছেন যে, রিযিক আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা সীমাহীন ও অগণিত রিযিক দান করেন। এটা বলা উচিত যে, নামাজ রিযিকের পথে বাধা নয়, রিযিকের পথও রুদ্ধ করে না, বরং এটি রিযিক, বরকত, বৃদ্ধি ও রিযিক বৃদ্ধির দরজা খুলে দেয়, যে এর বিপরীত চিন্তা করে, সে তার রবের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে।

হে মুমিন সম্প্রদায়! আমরা শাইখ বিন বাজের এই ফতোয়া দিয়ে আজকের খুতবা শেষ করছি, যেখানে তিনি বলেছেন: "...যেখানেই আযান দেওয়া হোক না কেন, আল্লাহর ঘরে জামাতে নামাজ পড়া সকল পুরুষের জন্য ফরজ। কোনো দোকানদার-ব্যবসায়ী ইত্যাদিকে জামায়াতের পেছনে থাকতে দেওয়া সরকার ও আলেমদের জন্য জায়েয নয়। এটি শরীয়তের দলীলের উপর আমল করার এটাই দাবী। এছাড়াও, আল্লাহ মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া মুমিনদের জন্য ফরজ করেছেন। এই ফরয প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সহায়তারও এটাই দাবী। আর এই ফরমানে আল্লাহ যে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তার প্রতি আমল করারও এটাই দাবী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾

অর্থ: আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে।[৬৬০]

عباد الله! إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربی، وينهی عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

---

(৬৫৯) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৩৬-৩৮।
(৬৬০) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৭১।

খুৎবার বিষয়ঃ জুমাআর সালাতের ১০টি বৈশিষ্ট্য

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর ভয়কে আপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবন্ত রাখুন। জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী, এর একটি বহিঃপ্রকাশ এই যে তিনি যে সকল প্রাণীকে চান তাকে মহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করেন, তা সে ব্যক্তি হোক, স্থান হোক, সময় হোক বা ইবাদাতই হোক না কেন। এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর হিকমত যা তিনি জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ﴾

অনুবাদঃ আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন।[৬৬১]

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নবীদের মনোনীত করেছেন। আর নবীদের মধ্যে ওলুল আযমদের মনোনীত করেছেন। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ইসা ও মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম। আর উলুল আযমদের মধ্যে দুই খলীলকে মনোনীত করেছেন। আর দুই খলীলের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনোনীত করেছেন। সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(৬৬১) সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত নং: ৬৮।

আর নিঃসন্দেহে, আল্লাহ তায়ালা নামাযের মধ্যে জুমার নামাযকে মনোনীত করেছেন এবং এটিকে কিছু বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করেছেন এবং এর জন্য কিছু সুন্নত ও মুস্তাহাবকে বিধিবদ্ধ করেছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুনান ও মুস্তাহাব নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. জুমার নামাজ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাবেশের একটি।

২. জুমার নামাযের সুন্নতের মধ্যে রয়েছে তার জন্য গোসল করা এবং এটি একটি অত্যন্ত জোরালো আদেশ। একইভাবে সুগন্ধি লাগানো, মিসওয়াক করা এবং সুন্দর পোশাক পরিধান করাও জুমার সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি শুক্রবারে গোসল করে, তারপর সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করে এবং সম্ভব হলে সুগন্ধিও ব্যবহার করে, অতঃপর সে শান্তভাবে জুমু'আর জন্য বের হয় এবং কাউকে কষ্ট দেয়নি, তারপর তিনি যতটুকু তার ভাগ্যে ছিল ততোটুকু নফল সালাত আদায় করল, তারপর ইমামের আগমনের অপেক্ষা করল তবে দুই জুমার মধ্যে তার কৃত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

সালমান ফারিসী (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে ও নিজের তেল হতে ব্যবহার করে বা নিজ ঘরের সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর বের হয় এবং দু' জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে, অতঃপর তার নির্ধারিত সালাত আদায় করে এবং ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় চুপ থাকে, তা হলে তার সে জুমু'আহ হতে আরেক জুমু'আহ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী)

আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর শুক্রবার গোসল করা জরুরী এবং মিসওয়াক করা ও সুগন্ধি লাগানো তার জন্য যা সম্ভব হয়।[৬৬২]

৩. জুমার নামাযের একটি সুন্নত হল এর জন্য কিছু বিশেষ পোশাক রাখা, এর প্রমাণ হল আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআহর দিন লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তাদেরকে দৈনন্দিনের পোশাক পরিহিত দেখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কী হলো যে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে কি তার কাজকর্মের পোশাকদ্বয় ছাড়া জুমুআহর সালাত এর জন্য আরো একজোড়া পোশাক গ্রহণ করতে পারে না?[৬৬৩]

উপরোক্ত হাদিস থেকে জানা যায় যে, জুমার নামাজের জন্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৪. জুমার নামাযের মুস্তাহাব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মসজিদে সুগন্ধি দেওয়া। উমর বিন আল-খাত্তাব (রাঃ) প্রতি শুক্রবার দুপুরে মসজিদে নববীতে ঊদ দিয়ে সুগন্ধি ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।[৬৬৪]

(৬৬২) বুখারী ৮৮০, মুসলিম ৮৪৬।
(৬৬৩) আবু দাউদ ১০৭৮, ইবনে মাজাহ ১০৯৫।
(৬৬৪) আবু ইয়ালা ১৯০, ইবনে কাসীর এর সনদকে হাসান বলেছেন।

৫. জুমআর নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করা এবং পায়ে হেঁটে যাওয়াও একটি সুন্নত এবং এটাই সর্বোত্তম যাত্রা এবং সওয়্যাবের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতা নেই। আওস ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ যে ব্যক্তি গোসল করল এবং গোসল করাল, সকাল সকাল মসজিদে আসল, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল এবং নিশ্চুপ থাকলো তার জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের (নফল) রোযা ও নামাযের সাওয়াব রয়েছে।[৬৬৫]

নবীর উক্তি: (গোসল করাল) অর্থ: "তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা"। যেমনটি ইমাম আহমদ ব্যাখ্যা করেছেন। আর এর প্রজ্ঞাও সুস্পষ্ট যে, মানবাত্মা যৌন মিলনের মাধ্যমে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে, যা প্রার্থনাকারীর জন্য স্বস্তিদায়ক।

আরেকটি উক্তি অনুযায়ী: "গোসল করল এবং করাল" এর অর্থ নিজের মাথা ধৌত করা এবং গোসল করা, কারণ লোকেরা তাদের মাথায় তেল দিত, তাই গোসল করার আগে মাথা ধোয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়"।

জুমার নামাজের জন্য তাড়াতাড়ি পৌঁছার ফজিলত সম্পর্কিত আরেকটি হাদিস আছে, যা আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি জুমু'আহর দিন জানাবাত গোসলের ন্যায় গোসল করে এবং সালাতের জন্য আগমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে আগমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় পর্যায়ে যে আগমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। চতুর্থ পর্যায়ে আগমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম পর্যায়ে যে আগমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। পরে ইমাম যখন খুত্বাহ দেয়ার জন্য বের হন তখন মালাইকাহ যিকর শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকে।[৬৬৬]

৬. জুমার নামাযের একটি বৈশিষ্ট্য হল, যারা মসজিদে আসে তাদের জন্য ইমাম মিম্বরে আসার আগে নামায পড়া মুস্তাহাব এবং ঢলে যাওয়ার সময়ও নামায পড়া মাকরূহ নয়। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলঃ "অতঃপর সে তার ভাগ্যে যত নামায ছিল থাকে তা আদায় করল"।

এটি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অভিমত, যা ইমাম ইবনে তাইমিয়াও গ্রহণ করেছেন।

৭. জুম্মার নামাযের সুন্নতের মধ্যে রয়েছে খুতবা চলাকালীন চুপ থাকা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "যদি তুমি তোমার কোন সঙ্গীকে ইমামের খুতবার সময় চুপ থাকতে বল, তাহলে তুমি ভুল করলে"।[৬৬৭]

৮. জুমআর নামাযের একটি ফযীলত হল যে, এই জুমাআহ এবং পূর্ববর্তী জুমাআহর মধ্যে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় যদি বড় গুনাহ না করা হয়।

(৬৬৫) তিরমিযী ৪৫৬, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৬৬) বুখারী ৮৩২, মুসলিম ১৪০৩।
(৬৬৭) বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১

এর প্রমাণ আবু হুরায়রা (রা:)-এর হাদিস যা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং এক জুমুআহ থেকে অন্য জুমুআহ এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সব গুনাহের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যায় যদি সে কাবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত না হয়"।[৬৬৮]

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করার পর জুমুআর সলাতে এলো, নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শুনল, তার পরবর্তী জুমুআহ পর্যন্ত এবং আরো অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (অহেতুক) কঙ্কর স্পর্শ কর সে অনর্থক, বাতিল, ঘৃণিত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য কাজ করল।[৬৬৯]

৯. জুমার নামাজের একটি বৈশিষ্ট্য হল উভয় রাকাতে সূরা আল-জুমা এবং সূরা আল-মানাফিকুন বা সূরা আল-আলা এবং সূরা আল গাশিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজে এ সূরাগুলো পড়তেন।

ইবনুল কাইয়্যিম, জুমার দিনে উভয় সূরা (জুম্মাহ এবং আল-মুনাফিকুন) পাঠ করার হিকমত ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন: "এই সূরায় জুমার নামায আদায় করার এবং এর জন্য তাড়াতাড়ি করার, জুমার নামাযের প্রতি বাধা সৃষ্টিকারী কাজগুলো পরিত্যাগ করা এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

যাতে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য ও সমৃদ্ধি পায়। কেননা আল্লাহর স্মরণ ভুলে যাওয়া ইহকাল ও পরকালে ধ্বংস ও মৃত্যুর কারণ।

আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা "মুনাফিকুন" পাঠ করা হয়, ইসলামী উম্মাহকে নিফাকের ভয়াবহতা থেকে সতর্ক করার জন্য। মানুষের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তাদের জুমার নামাজ পড়া এবং আল্লাহকে স্মরণ করা থেকে বিভ্রান্ত না করে। যদি লোকেরা তা করে তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

একইভাবে, এই সূরাটি মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করতে উৎসাহিত করার জন্য পাঠ করা হয়, যা সফলতার সর্বোচ্চ স্তরগুলির একটি। এবং মৃত্যুর আকস্মিক আক্রমণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। যখন লোকেরা এটি থেকে গাফিল এবং ফিরে আসার জন্য আকুল হয়ে উঠছে, কিন্তু তাদের অনুরোধগুলি মোটেই শুনা হচ্ছেনা।

১০. জুমুআর নামাযের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যা প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা আসরের সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাতের ক্ষেত্রে আসেনি।

আবুল জা'দ আদ-দামরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (বিনা কারণে) অলসতা করে পরপর তিনটি জুমু'আহ ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তার অন্তরে সীলমোহর মেরে দেন।[৬৭০]

(৬৬৮) মুসলিম ২৩৩।
(৬৬৯) সহীহ মুসলিম ৮৫৭।
(৬৭০) আহমাদ ৩/৪২৫, এর মুহাক্কিকগণ এটিকে হাসান বলেছেন।

১১. জুমআর নামাযের একটি বৈশিষ্ট্য হল জুমার নামাযের সময় লোকেদের ঘাড় পাড়িয়ে যাওয়া এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত হওয়ার কঠোর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, কারণ এই কাজগুলি মানুষের নীরবতা ভঙ্গ করে এবং খুতবার সময় লোকেরা শোনার পরিবর্তে কথা বলায় ব্যস্ত হয়।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করে এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করে, সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যায়।[৬৭১]

অর্থাৎ সে ব্যক্তি জুমু'আহর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তাই জুমআর নামাযের জন্য আগত ব্যক্তিদের জন্য বিনয়ের সাথে তা সম্মান করা ওয়াজিব কেননা এটা মহান আল্লাহ তায়ালার একটি বড় নিদর্শন।

ইমামের খুতবার সময় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া থেকে বিরত রাখাও তার শ্রদ্ধার অংশ। যেমন নুড়ি স্পর্শ করা, মাটিতে রেখা আঁকা, মিসওয়াক করা ইত্যাদি। একইভাবে নীরব থাকাও এর শ্রদ্ধার অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় একজন ব্যক্তি গুনাহগার হবে, জুমার সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে এবং তার জুমুআর সালাতকে যোহরের সালাতে পরিবর্তন করা হবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমু'আহর দিন যখন তোমার পাশের মুসল্লীকে চুপ থাক বলবে, অথচ ইমাম খুৎবাহ দিচ্ছেন, তা হলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে।[৬৭২]

১২. জুমুআর নামাযের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, জুমুআর নামায পড়ার পর চার রাকাত নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমআর নামায পড়ে, সে যেন তার পরে চার রাকাত নফল নামায পড়ে"।[৬৭৩]

১৩. জুমার নামাযের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে যা ইমাম ইবনু কায়্যিম, বলেছেন: "জুমাআহর নামায অন্যান্য ফরয নামায থেকে এমন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক করা হয় যা অন্যান্য নামাযে পাওয়া যায় না। যেমন জমায়েত হওয়া, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, মুকিম হওয়া, দেশে থাকা এবং উচ্চস্বরে কিরআত করার শর্তাবলী"।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এগুলি হল এমন বৈশিষ্ট্য যার কারণে জুমার নামায অন্যান্য নামায থেকে আলাদা এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ। তাই এসব বৈশিষ্ট্য বাস্তাবায়নের জন্য আমাদের আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত এবং এসব কাজের জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা উচিত।

(৬৭১) আবু দাউদ ৩৪৭, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(৬৭২) বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১।
(৬৭৩) মুসলিম ৮৮১।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

عباد الله! إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون

বার্ষিক মৌসুমসমূহের উপর খুতবার ধারাবাহিকতা:

(১১টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ

মুহাররম মাসের সম্মান করা এবং আশুরার রোযার ফযীলত

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

সালাত ও সালামের পর!

সর্বোত্তম বাণী হলো আল্লাহর বাণী, আর সর্বোত্তম পন্থা হলো মুহাম্মদের পন্থা, সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নব আবিষ্কৃত, আর প্রতিটি নব আবিষ্কৃত বিদআত, প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহী জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

হে মুসলমানগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁর ভয়কে আপনার হৃদয়ে সর্বদা জীবন্ত রাখুন। তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করুন। জেনে রাখুন যে, সৃষ্টির উপর আল্লাহর প্রভুত্বের একটি প্রমাণ হল যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়কে বেছে নিয়েছেন এবং কিছু সময়কে অন্য সময়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল মহররম মাস, এটি একটি মহিমান্বিত ও বরকতময় মাস, এটি হিজরি বছরের প্রথম মাস। এটি এমন একটি পবিত্র মাস যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٌۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡ﴾

অনুবাদঃ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র কাছে গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না।[৬৭৪]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায়: (এই মাসগুলোতে তোমাদের আত্মার প্রতি জুলুম করো না), ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন: "সকল মাসে তোমাদের আত্মার প্রতি জুলুম করো না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা চারটি মাসকে বিশেষ করে উল্লেখ। তিনি এগুলোকে মহিমান্বিত বলে ঘোষণা করেছেন, এগুলোর মর্যাদা উন্নত করেছেন, এর মধ্যে সংঘটিত পাপকে আরও গুরুতর হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর মধ্যে সম্পাদিত ভাল কাজের পুরস্কার বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন"।

কাতাদাহ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: (এই মাসগুলোতে তোমাদের আত্মার প্রতি জুলুম করো না): নিষিদ্ধ মাসগুলোতে অন্যায় করার গুনাহ অন্যান্য মাসের তুলনায় অনেক বেশি এবং গুরুতর অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ যার ইচ্ছা তার মর্যাদা উন্নীত করেন।

তিনি আরও বলেন: আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে মনোনীত করেছেন। তিনি কিছু ফেরেশতাকে তাঁর দূত এবং কিছু মানুষকে তাঁর দূত ও বার্তাবাহক হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীর জায়গা থেকে মসজিদ বেছে নিয়েছেন, মাস থেকে রমজান ও নিষিদ্ধ মাসগুলো বেছে নিয়েছেন, দিন থেকে শুক্রবার বেছে নিয়েছেন, রাত থেকে কদরের রাত বেছে নিয়েছেন, অতএব, আল্লাহ যেগুলোকে মহান করেছেন তার সম্মান করা উচিত, কারণ বুদ্ধিমানদের নিকট, সমস্ত জিনিসের মহত্ত্বের মানদন্ড হল আল্লাহ যেগুলো সম্মানিত করেছেন।

এই কথাটি সংক্ষেপে ইবনে কাসিরের তাফসীর থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: (আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযারা যা জুমাদাহ ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত)।[৬৭৫]

মহররম মাসকে এই নামে ডাকা হয় কারণ এটি একটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস, এর পবিত্রতা ও মহত্ত্বের উপর জোর দেওয়ার কারণে।

রজব মুযারকে এই নামে ডাকা হয় কারণ মুযার গোত্র এই মাসটিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে নেয়নি, তারা এটিকে তার সময়ে গণনা করেছিল। অন্যান্য আরব উপজাতির মত নয়, তারা যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে পবিত্র মাসগুলোকে তাদের প্রকৃত সময় থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। তাদের এই প্রক্রিয়াটি আন-নাসি নামে পরিচিত।

(৬৭৪) সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত নং: ৩৬।
(৬৭৫) বুখারী (৩১৯৭), মুসলিম (১৬৭৯)।

আল্লাহ তা'আলা এই মাসগুলোকে যে মর্যাদা, সম্মান, পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য দিয়ে উন্নীত করেছেন তার প্রতি আমাদের খেয়াল রাখা উচিত। যেমন, তিনি এ মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করেছেন এবং এ গুলোতে পাপ ও গুনাহ করাকে জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন।

হে মুসলমানগণ! মহররম মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার ফজিলত প্রমাণিত, তাই আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (রমজানের রোযার পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হল আল্লাহর মাস মহরমের)।[৬৭৬]

মহররম মাস আল্লাহর দিকে সম্বোধন করা হয়েছে: (আল্লাহর মহররম মাস), যা তাঁর মহত্ত্বের প্রমাণ।

হে ঈমানদারগণ! সৃষ্টির উপর আল্লাহর প্রভুত্বের একটি প্রমাণ হল যে, তিনি কিছু দিন বেছে নিয়েছেন এবং অন্যান্য দিনের তুলানয় সেগুলিতে করা ইবাদতকে মহত্ত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছেন। এই দিনগুলির মধ্যে আশুরার দিন (মহররমের দশম), ইসলামিক ক্যালেন্ডার অনুসারে, এটি হিজরির মহররম মাসের দশম দিন। এই দিনটির মাহাত্ম্যের একটি মজার পটভূমি রয়েছে। তা হল, যখন আল্লাহ তাঁর নবী মুসা (আঃ)-কে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফেরাউনকে তার সম্প্রদায়সহ ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, তখন মুসা (আঃ) এই নেয়ামতের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ১০ই মহররম রোজা রেখেছিলেন।

অতঃপর আহলে কিতাব-ইহুদী ও খ্রিস্টানরাও এই রোজা পালন করতে শুরু করে, তারপর জাহিলিয়াত যুগের আরব জাতিরাও এই রোজা পালন করতে শুরু করে, যারা আহলে কিতাব নয়, মুশরিক ছিল। তাই মক্কার কুরাইশ গোত্র তাদের জাহিলী যুগে এই দিনে রোযা রাখত। তারপর যখন নবী মদীনায় হিজরত করেন, তখন তিনি ইহুদিদের এই দিনে রোজা রাখতে দেখেন, তাই তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কেন এই দিনে রোজা রাখো? তারা বললঃ এটি একটি মহান দিন, সেদিন আল্লাহ মুসা (আঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন এবং ফেরাউনের পরিবারকে নিমজ্জিত করেছিলেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মুসা (আঃ) সেদিন রোজা রেখেছিলেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ আমরা মূসা (আঃ)-এর (অনুসরণের) ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। তারপর তিনি এদিনে রোযা রাখেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।[৬৭৭]

বরং ইহুদীরা সেদিন ঈদ উদযাপন করত, তাদের নারীদেরকে অলংকারে সজ্জিত করত এবং তাদেরকে সুন্দর পোশাক পরিধান করিয়ে শোভিত করত।[৬৭৮]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও আশুরার দিনকে সম্মান করত।[৬৭৯]

আয়িশাহ (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ কুরাইশরা জাহিলী যুগে আশুরার দিন সিয়াম (রোজা/রোযা) পালন করত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও এ দিন সওম পালন করতেন। এরপর যখন তিনি মাদীনায় হিজরত করলেন, তখনও তিনি আশুরার সওম পালন করেছেন এবং

(৬৭৬) মুসলিম হাঃ (১১৬৩)।
(৬৭৭) বুখারী হাঃ (২০০৪), মুসলিম হাঃ (১১৩০)।
(৬৭৮) মুসলিম হাঃ (১১৩১)।
(৬৭৯) মুসলিম হাঃ (১১৩৪)।

লোকদেরকেও তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর যখন রমযানের রোযাকে ফরয করা হলো, তখন যার ইচ্ছা সে আশুরা সওম পালন করত, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।[৬৮০]

আয়িশাহ (রাযিঃ) আরো বলেনঃ সে দিনই কা'বা ঘর (গিলাফে) আবৃত করা হতো[৬৮১]। অর্থাৎ তারা তাকে কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে সম্মান প্রদর্শন করত।

আল্লাহ তা'আলা যখন রমজানের রোযা ফরজ করলেন, তখন নবী (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই সংবাদ দিলেন যে, যে আশুরার জো রাখতে চায়, সে যেন রাখে এবং যে রোজা রাখতে চায় না সে যেন রোজা না রাখে। অর্থাৎ আশুরার রোজা রমজানের রোজার মতো ফরজ নয়, বরং এটি একটি মুস্তাহাব রোজা। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রোজা রাখবে সে মহান সওয়াব লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিভাবে সওম পালন করেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ (প্রতি মাসে তিনদিন সওম পালন করা এবং রমাযান মাসের সওম এক রমাযান থেকে পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত সারা বছর সওম পালনের সমান। আর আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। আর আশুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছরের গুনাহসমূহের কাফফারাহ হয়ে যাবে।[৬৮২]

বিগত বছরের মধ্যে একজন মানুষ যতগুলো ছোটখাটো গুনাহ করে থাকে, আল্লাহ এই দিনে রোজা রাখার মাধ্যমে সে সব গুনাহ মাফ করে দেন। তবে কবীরা গুনাহ মাফ করার জন্য সত্যিকারের তাওবা করতে হবে। আল্লাহ পরম করুণাময়।

হে মুসলমানগণ! আশুরার রোযার গুরুত্ব ও মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (সা:) এ রোজার অনেক যত্ন নিতেন। যেমন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'আশূরার দিনের সওমের উপরে অন্য কোন দিনের সওমকে প্রাধান্য প্রদান করতে দেখিনি এবং এ মাস অর্থাৎ রমাযান মাস।[৬৮৩]

সালাফে সালেহীনদের একটি দল সফরেও আশুরার রোজা রাখতেন, যাতে তাদের থেকে এই ফযীলত ছুটে না যায়। ইবনে রজব (রাহঃ) বলেন: সালাফদের একটি দল সফরের সময় আশুরার রোজা রাখতেন। যেমন ইবনে আব্বাস, আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী এবং যুহরী। যুহরী (রাহঃ) বলতেন: রমজানের রোযার কাযা অন্যান্য দিনে করা যায়, কিন্তু আশুরার ফজিলত ছুটে গেলে তা কাযা করা যাবে না।[৬৮৪]

(৬৮০) বুখারী (২০০২), মুসলিম (১১২৫)। এ অধ্যায়ে ইবনে উমার (রা:) হতে বর্ণিত আছে, যা ইমাম বুখারী (১৮৯২) ও মুসলিম (১১২৬) এ বর্ণনা করেন।
(৬৮১) বুখারী (১৫৯২)।
(৬৮২) মুসলিম (১১৬২), কাতাদাহ (রা:) থেকে বর্ণিত।
(৬৮৩) বুখারী (২০০৬), মুসলিম (১১৩২)।
(৬৮৪) বায়হাকী ফী শুয়াবিল ঈমান (৩/৩৬৭)।

ইমাম আহমদ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, আশুরার রোজা সফর অবস্থায় রাখা যাবে। ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহর উক্তি শেষ হলো।[৬৮৫]

সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের রোজায় অভ্যস্ত করার জন্য আশুরার রোজা রাখতে বলতেন। সুতরাং রুবায়্যি বিনতু মু'আব্বিয (রাযি:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'আশূরার সকালে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ দিলেনঃ যে ব্যক্তি সওম পালন করেনি সে যেন দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকে, আর যার সওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সওম পূর্ণ করে। তিনি (রুবায়্যি') (রাযি:) বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন সওম পালন করতাম এবং আমাদের শিশুদের সওম পালন করাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত।[৬৮৬]

আল্লাহর বান্দারা! আশুরার রোজা রাখার সঠিক নিয়ম হল: এর সাথে মহররমের নবম তারিখের রোজাও রাখতে হবে। এর প্রমাণ রাসূল (সাঃ) এর এই হাদিস। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহাররমের নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব।[৬৮৭]

অর্থাৎ আমি যদি পরবর্তী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি এবং আমি মৃত্যুবরণ না করি, তাহলে আমি দশম তারিখের পাশাপাশি নবম তারিখেও রোজা রাখব, কিন্তু পরের বছরের আশুরার আগে নবী (সাঃ) মারা যান।

হে মানুষগণ! দশম দিনের সাথে নবম দিনে রোজা রাখার কারণ হল যাতে মুসলমানরা ইহুদীদের অনুকরণ এড়াতে পারে, কারণ ইহুদিরা মুহাররমের দশম দিনে রোজা রাখত, সেই কারণে নবী (সাঃ) তাদের অনুকরণ করা অপছন্দ করতেন। তাই এই বিজাতির সাদৃশ্য দূর করতে তিনি দশম তারিখের সাথে নবম তারিখ রোজা রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। এটা ইসলামী আইনের একটি বৈশিষ্ট্য যে এর অনুসারীরা তাদের ইবাদতে অন্যান্য জাতি ও ধর্মের অনুসারীদের থেকে আলাদা।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করেঃ শুধু মুহাররমের দশ তারিখে রোজা রাখা কি জায়েজ? এর উত্তর হল: হ্যাঁ, তবে তার আগে একদিন রোজা রাখা উত্তম, এটি নবীর একটি প্রমাণিত সুন্নত: "আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে আমি মহররমের নবম তারিখেও রোজা রাখব।"

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر

الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

(৬৮৫) লাতাইফুল মাআরিফ পৃ: ১১০।
(৬৮৬) বুখারী (১৯৬০), মুসলিম (১১৩৬), ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত।
(৬৮৭) মুসলিম (১১৩৪), ইবনে আব্বাস (রাযি:) থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد

হে মুসলমানগণ! আল্লাহ দিনরাত সৃষ্টি করেছেন এক মহান হিকমতের উদ্দেশ্যে, আর তা হলো নেক আমল করা। এটা জানা যায় যে আল্লাহ দিন এবং রাতকে অকারণেই সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوۡ أَرَادَ شُكُورًا﴾

অনুবাদঃ আর তিনিই করেছেন রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তার জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করতে বা কৃতজ্ঞ হতে চায়।[৬৮৮]

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلًا﴾

অনুবাদঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য --- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম।[৬৮৯]

আবূ বারযা আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (কোন বান্দার পদদ্বয় কিয়ামত দিবসে) এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে? কিভাবে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কি আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কি কি কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।[৬৯০]

হে ঈমানদারগণ! এই দিনগুলিতে আমরা গত বছরকে বিদায় জানাচ্ছি যা আমরা দেখছি, এবং একটি নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছি। কেউ আমাকে বলতে পারবেন যে আমরা বিগত এক বছরে আমলনামায় কী কী আমল লিপিবদ্ধ করেছি? এবং নতুন বছরের জন্য আমরা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছি? বছরগুলো খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে, এই বছরটা দেখুন, একটা দিনের মতো কেটে গেছে বরং এক ঘণ্টার মত। অতএব, আমাদের নিজেদের হিসাব করা উচিত, এই বছরের সময়গুলোকে আমরা কতটা ব্যবহার করেছি জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য?

আল্লাহর আনুগত্যে আমরা কতটা তৎপরতা দেখিয়েছি? সারা বছরে আমরা কয়টি নফল নামাজ ও রোজা পালন করেছি? আমরা কত দান-খয়রাত করেছি? আপনি কতটা আল্লাহর স্মরণে সময় অতিবাহিত করেছেন? নামাজের প্রথম ওয়াক্তে আপনি কতবার মসজিদে গেছেন? আমরা কি পাপ ও অবাধ্যতা থেকে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছি? আমরা কি মহিলাদের থেকে দৃষ্টি নীচু রেখেছি? গীবত ও মিথ্যা কথা থেকে

(৬৮৮) সূরা ফুরকান, আয়াত নং: ৬২।
(৬৮৯) সূরা মূলক, আয়াত নং: ০২।
(৬৯০) তিরমীযি (২৪১৭), তিনি বলেন হাদিসটি হাসান সহীহ।

নিজের জিহ্বা রক্ষা করতে পেরেছি? আমরা কি আমাদের অন্তরকে বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে পরিষ্কার করেছি?

আমরা কি আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও চাকর-বাকরদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করেছি? আমরা কতবার আমাদের নারীদেরকে হিজাব, পর্দা, শালীনতা পরিধানের নির্দেশ দিয়েছি এবং কতবার তাদেরকে নগ্নতা ও অশ্লীলতা থেকে নিষেধ করেছি?

- **হে মানুষ! এক বছর অতিবাহিত হলে এবং অন্য বছর শুরু হলে তিনটি জিনিস আমাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়:**

প্রথম: জীবনে আরেকটি সুযোগ পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া।

দ্বিতীয়: গত মাস ও বছরের আলোকে স্ব-জবাবদিহিতা করা।

তৃতীয়: অবশিষ্ট দিনগুলির জন্য স্ব-সংশোধন এবং নিজের আত্মাকে পবিত্র করা। উমার (রাঃ) বলেনঃ "হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব নাও এবং মহা সমাবেশে হাযির হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার হিসাব-নিকাশ নেয়, কিয়ামতের দিন তার হিসাব অত্যন্ত হালকা ও সহজ হবে"।[৬৯১]

হে মুসলমানগণ! মৃত্যু আসার আগেই তোমার দিন ও রাতগুলোকে ভালো কাজ দিয়ে পূর্ণ কর।

আপনার আরও মনে রাখা উচিত! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- যে আল্লাহ আপনাকে একটি মহান কাজের আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

---

(৬৯১) মুসনাদুল ফারুক(২/৬১৮) ইবনে কাছীর।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের ‘আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন।

খুৎবার বিষয়ঃ জুমাআর দিনের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী, এর একটি বহিঃপ্রকাশ এই যে তিনি যে সকল প্রাণীকে চান তাকে মহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করেন, তা সে ব্যক্তি হোক, স্থান হোক, সময় হোক বা ইবাদাতই হোক না কেন। এর পেছনে রয়েছে আল্লাহর হিকমত যা তিনি জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ﴾

অনুবাদঃ আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন।[৬৯২]

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নবীদের মনোনীত করেছেন। আর নবীদের মধ্যে ওলুল আযমদের মনোনীত করেছেন। তাঁরা হলেন নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ইসা ও মুহাম্মদ আলাইহিমুস সালাম। আর উলুল আযমদের মধ্যে দুই খলীলকে মনোনীত করেছেন। আর দুই খলীলের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনোনীত করেছেন। সকল নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ যে জায়গাগুলোকে ফযীলত দান করেছেন তার মধ্যে মক্কাও রয়েছে। যাকে আল্লাহ সারা বিশ্বের মধ্যে মনোনীত করেছেন। এর পরে স্থান হল মসজিদ নববীর। এবং যে ব্যক্তি এই দুটি মসজিদে সালাত আদায় করবে সে অনেক বেশি সওয়াব ও সওয়াব পাবে। আল্লাহর মনোনীত সময়ের মধ্যে রয়েছে জুমার দিন। এটিকে সমস্ত দিনের সর্দার করেছেন।

(৬৯২) সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত নং: ৬৮।

আল্লাহ তায়ালা এটিকে অনেক বৈশিষ্ট্যের দান করেছেন এবং কয়েকটি কারণের ভিত্তিতে একে অন্যান্য দিনের তুলনায় অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। কিছু কারণ নিম্নরূপঃ

১- এ দিনে বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আওস ইবনু আওস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে।[৬৯৩]

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন সর্বোত্তম। এ দিন আদাম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে এবং এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়।[৬৯৪]

২- জুমার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি এমন একটি দিন যেদিন মানুষ একত্রিত হয় এবং একে অপরকে শুরু এবং শেষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারণ করেছেন যেদিন তারা নিজেদেরকে ইবাদতের জন্য মুক্ত রাখবে এবং একে অপরকে শুরু ও শেষ এবং পুরুস্কার ও শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একত্রিত হবে। এই সমাবেশের মাধ্যমে তারা সেই দিনের কথা স্মরণ করবে যেদিন সর্ববৃহৎ জামাত বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর সামনে সমবেত হবে। তিনি তাদের জন্য এই দিনে একত্রিত হওয়া বিধিবদ্ধ করেছেন যাতে তারা আনুগত্য ও ইবাদত করে এবং সৃষ্টির জ্ঞান এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করে। এই দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনের বাস্তবতা বুঝুন এবং সেই দিনের কথা স্মরণ করুন যেদিন আসমান ও জমিন ভাঁজ হয়ে যাবে এবং সবকিছু সেই অবস্থায় ফিরে আসবে যে অবস্থায় আল্লাহ তাদের শুরু করেছিলেন। এটাই আল্লাহর সত্য ওয়াদা ও নির্দেশ।

এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে ফজরের নামাযে সূরা সাজদাহ ও সূরা ইনসান পাঠ করতেন, কারণ এই দুটি সূরায় দুনিয়ার শুরু ও শেষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে মানুষদের একত্রিত হওয়ার কথা এবং কবর থেকে উঠে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে।[৬৯৫]

৩- জুমার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এটি এমন একটি ঈদ যা প্রতি সপ্তাহে ফিরে আসে, যেমনটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমুআহর সালাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য”।[৬৯৬]

৪- জুমার বেশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম উম্মতকে এটি দান করেছেন এবং এটি শুধুমাত্র তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যা হল মুহাম্মাদী উম্মাহ। এবং এই দিনটিকে বাকি

(৬৯৩) আবু দাউদ ১০৩৪, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৯৪) মুসলিম ৮৫৪।
(৬৯৫) যাদুল মাআদ ১/৪২১।
(৬৯৬) ইবনে মাজাহ ১০৯৮, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।

উম্মাহ থেকে গোপন রেখেছেন। আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জুমুআর দিন সম্পর্কে সঠিক পথের সন্ধান দেননি বিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে। তাই ইয়াহুদীদের জন্য শনিবার এবং খ্রিষ্টানদের জন্য রবিবার জুমুআহ নির্ধারিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে (পৃথিবীতে) আনলেন এবং আমাদেরকে জুমুআর দিনের সঠিক সন্ধান দিলেন।[৬৯৭]

৫- জুমার বৈশিষ্ট্য ও ফজিলতের মধ্যে একটি হল এই দিনে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করা সপ্তাহের সব নামাজের চেয়ে উত্তম।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সবচেয়ে উত্তম নামায হল জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায"।[৬৯৮]

এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, ফজরের সালাত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে সর্বোত্তম, জুমার দিন সব দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া উত্তম, তাই এই নামাযের এই ফযীলত।

৬- জুমার একটি বৈশিষ্ট্য হলো জুমুআর দিন ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান পাঠ করা সুন্নত। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের সালাতে প্রথম রাকাতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইনসান পাঠ করতেন।[৬৯৯]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন: নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমার দিনে ফজরের নামাযে এই দুটি সূরা পাঠ করতেন, কারণ এতে যা কিছু ঘটেছিল এবং ঘটবে এই সূরাগুলোতে তা সম্পর্কে জানানো হয়েছে। তার মধ্যে আদমকে সৃষ্টি, কিয়ামত ও বান্দাদের পুরুত্থানের কথা বলা হয়েছে এবং এসব ঘটনা জুমুআর দিনে ঘটেছে বা ঘটবে। তাই এই সূরাগুলো তেলাওয়াতের মাধ্যমে উম্মতকে ওই দিনে ঘটে যাওয়া বা ঘটতে যাওয়া ঘটনাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

৭- শুক্রবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করা হয়। আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা আল কাহাফ পড়বে, তার (ঈমানের) নূর এ জুমাহ্ হতে আগামী জুমাহ্ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে।[৭০০]

৮- জুমার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো এতে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় রয়েছে, যাতে কোনো মুসলমান আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে দান করেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আহর দিন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, "এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে কোন মুসলিম বান্দা যদি এ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে

(৬৯৭) মুসলিম ৮৫৬।
(৬৯৮) বাইহাকী শুআবুল ঈমান ২৭৮৩। আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৬৯৯) বুখারী ৮৯১, মুসলিম ৮৮০।
(৭০০) বাইহাকী শুআবুল ঈমান, ২৭৮৩, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেনঃ সহীহা ১৫৬৬।

আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে থাকেন এবং তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত"।[৭০১]

৯- জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের ফিতনা হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। আদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাতে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে কবরের ফিতনা হতে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন।[৭০২]

১০- জুমার দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এতে জুমার নামাজ রয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত নামাজ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এ নামাযের জন্য আহ্বানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।[৭০৩]

১১- জুমুআর দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে দান-খয়রাতের সওয়াব ও সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়। আব্দুর রাজ্জাক তার "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "শুক্রবারে দান-খয়রাত করা অন্য সব দিনে দান-সদকা করার চেয়ে উত্তম"।

ইবনে আবি শায়বা তার 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে: "শুক্রবারের দিন দান-খয়রাতের সওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়"।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: শুক্রবারের দান অন্য সব দিনের দান থেকে আলাদা। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবারে দান-খয়রাত করা তেমনি ফযীলতপূর্ণ যেমন বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে সদকা করার গুরুত্ব রয়েছে। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে দেখেছি যে, তিনি যখন জুমু'আর জন্য বের হতেন, তখন ঘরে যা কিছু রুটি থাকত তা সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং পথে লুকিয়ে তা সদকা করতেন।[৭০৪]

১২- জুমার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর বেশি বেশি দরূদ ও সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব। কেননা এ দিনে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার যা ফজিলত রয়েছে অন্য কোনো আমলের তা নেই। কারণ এই দুনিয়ায় উম্মাহ মুহাম্মাদিয়াহ দুনিয়ায় ও আখেরাতের যা

---

(৭০১) বুখারী ৮৯১, মুসলিম ৮৮০।
(৭০২) তিরমিযী ১০৮০, আলবানী এটিকে হাসান বা সহীহ বলেছেন।
(৭০৩) সূরা জুমুআহ, আয়াত নং: ৯।
(৭০৪) যাদুল মাআদ ১/৪০৭।

কিছু কল্যাণ লাভ করেছে, তা তাঁর মাধ্যমেই পেয়েছে। অতএব, তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং ও অধিকারের সর্বনিম্ন অংশ হল যে শুক্রবারের রাতে এবং দিনে তাঁর প্রতি ঘন ঘন দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও, তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পাঠানোর অর্থও মনে রাখতে হবে। তা হল তাঁর উত্তম প্রশংসা, মহিমা এবং আসমান ও জমিনে তাঁর ভাল স্মরণের জন্য দুআ করা।

এগুলি হল জুমআর দিনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যার কারণে শুক্রবার আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং সকল দিনের সর্দার।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

খুৎবার বিষয়ঃ রোযার দশটি হিকমত ও রহস্য

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু ফেরেশতাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কিছু গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থের উপর, কিছু নবীকে অন্যদের উপর এবং কিছু স্থানকে অন্য স্থানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মত কিছু মাসকে অন্য মাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের মৌসুম প্রস্তুত করে রেখেছেন, যাতে নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, পাপের কাফফারা হয় এবং মুমিনদের মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত হয়। এটা আল্লাহ তাআলার একটি হিকমত। কেননা, তিনি তার সমস্ত কাজ, কর্ম ও ফাইসালাই হাকীম।

আল্লাহর বান্দাগণ! এটি আল্লাহ্‌র একটি হিকমত যে, তিনি বান্দাদের রমযান মাসের রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রোযা হচ্ছে নিজেকে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং যৌন মিলন থেকে বিরত রাখা।

১- আল্লাহ তা'আলা একটি মহান উদ্দেশ্য ও হিকমতের জন্য রোযার বিধান দিয়েছেন[৭০৫], যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল তাকওয়া অর্জন করা। তিনি বলেছেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেয়গারী অর্জন করতে পার।[৭০৬]

মহান আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, রোযার হিকমত হচ্ছে তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়া হল আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর আযাবের মধ্যে ঢাল সৃষ্টি করা।

এইভাবে আল্লাহ তা'আলা যে, মানুষের সব কিছু দেখেন এই বিশ্বাসের প্রতি মানুষের আত্মা প্রশিক্ষিত হয়। তাই রোযাদার ব্যক্তি তার আত্মা যা ইচ্ছা করে, তা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে তা ত্যাগ করে, কারণ সে জানে আল্লাহ তাদের সব অবস্থা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।

২- রোযার একটি হিকমত হল, এটি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের একটি মাধ্যম। কারণ রোযা হলো খাওয়া-দাওয়া ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা। আর এগুলি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

রোজা একজন ব্যক্তিকে এই নেয়ামতগুলির মূল্য সম্পর্কে অবহিত করে, কারণ মানুষের নেয়ামত যখন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়, তখন সে তার মূল্য বুঝতে পারে। এইভাবেই রোযা মানুষকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে।

৩- রোযার একটি হিকমত হল যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পরিত্যাগ করার এটি একটি মাধ্যম, কেননা রোজা আত্মার লোভ-লালসা ও তার ময়লা পরিষ্কার করে, তাকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। তখন সেই আত্মা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং মানুষের সাথে আচার-আচরণকে নরম করে। পক্ষান্তরে চিরস্থায়ী তৃপ্তি, বিলাসিতা এবং মহিলাদের সাথে সহবাসের ফলে তার আত্মা গাফিল ও বেপরোয়া হয়ে উঠে।

৪- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি যৌন ক্ষমতাকে দমন করে। কারণ আত্মা যখন তৃপ্ত হয় তখন এটি কামনা বাসনা করে, এবং যদি এটি ক্ষুধার্ত থাকে তবে এটি যা কামনা করে তা থেকে বিরত থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (হে যুবকের দল! তোমাদের

(৭০৫) সাওয়াল ও জাওয়াব ওয়েবসাইট থেকে সংক্ষিপ্তাকারে নেওয়া হয়েছে। সেই মত ইবনে ওসাইমিন (রা:) এর রামাযানের নবম মজলিস থেকেও গ্রহণ করা হয়েছে।
(৭০৬) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৩।

মধ্যে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে এবং যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন 'সওম' পালন করে। কেননা, সওম যৌন ক্ষমতাকে দমন করে)[৭০৭]।

হাদীসে বর্ণিত (ইজাওন) শব্দের অর্থ হচ্ছে, যৌন ক্ষমতাকে দমনকারী।

৫- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি দরিদ্রদের প্রতি করুণা ও সহানুভূতির কারণ। কেননা, রোযাদার যখন কোনো সময়ে ক্ষুধার যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করে, তখন তার বেশিরভাগ সময় ক্ষুধার্ত থাকা ব্যক্তিদের কথা স্মরণ পড়বে, আর তারা হচ্ছে দরিদ্র ও অভাবী। তাই সে তাদের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবে, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের দান খয়রাত করবে।

৬- রোযার একটি হিকমত হল, এটি শয়তানকে পরাভূত করে এবং তাকে দুর্বল করে, তাই মানুষের প্রতি তার প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা দুর্বল হয়ে যায় এবং তার থেকে অবাধ্যতা হ্রাস পায়, কারণ শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রোজা রাখার ফলে শয়তানের চলাচল সংকুচিত হয়, ফলে সে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার প্রভাব হ্রাস পায়, তাই ভাল কাজ করার জন্য এবং পাপ ত্যাগ করার জন্য অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠে।[৭০৮]

৭- রোযার একটি হিকমত হল যে, এটি মুমিনকে প্রচুর ইবাদত করতে অভ্যস্ত করে, কারণ রোযাদার ব্যক্তি সাধারণত অনেক ইবাদত করে থাকে। যেমন আল্লাহকে স্মরণ করা, কুরআন পাঠ করা এবং সালাত আদায় করা। তাই সে রমযানের সময় এবং পরে ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৮- রোযার একটি হিকমত হল, এটা দুনিয়া ও তার কামনা-বাসনাকে ত্যাগ করা এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে যা আছে তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

৯- রোজা রাখার হিকমতগুলির মধ্যে একটি হল যে, এতে সারা বিশ্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ পায়। তাই আপনি বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে এই মাসে সম্মিলিতভাবে রোযা রাখতে দেখতে পাবেন, এমনকি যে ফাসেকেরা রোযা রাখেন তারাও প্রকাশ্যে পানাহার করতে পারে না। শুধু তাই নয় কাফেরেরাও মুসলমানদের সম্মানের বশবর্তী হয়ে তাদের সামনে পানাহার করে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি গৌরবের চিহ্ন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলোর মধ্যে একটি ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ।

১০- রোযার অন্যতম হিকমত হল এতে শারীরিক উপকারও রয়েছে। কারণ এটি হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষতিকারক তেল, চর্বি এবং অ্যাসিড থেকে রক্তকে বিশুদ্ধ করে। সেই মত রোযা পেটকে হজম প্রক্রিয়া থেকে বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করে। একজন ব্যক্তিকে স্থূলতা থেকেও রক্ষা করে, শরীরে জমা টক্সিন থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে এবং রক্তচাপ ও সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

অতঃপর, এগুলো রোযার দশটি হিকমত ও রহস্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার সকল বিধানে হিকমত দান করেছেন।

---

(৭০৭) বুখারী হা: (৫০৬৫), ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত।
(৭০৮) বুখারী (২০৩৯), মুসলিম (২১৭৫), সাফিইয়্যা (রা:) থেকে বর্ণিত।

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে রমজানের রোযা রাখতে সাহায্য করেন, যেভাবে তাঁকে খুশি করে, এবং তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে এবং উত্তমরূপে ইবাদত করতে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাকে ও আপনাদেরকে দান করুন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, এটি নবীর আদর্শ ছিল যখনই তিনি নতুন চাঁদ দেখতেন তিনি বলতেন:

اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك

উচ্চারণ: "আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাববী অরাববুকাল্লা-হ।"

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।[৭০৯]

তিনি যখনই রমজানে এবং অন্যান্য মাসে নতুন চাঁদ দেখতেন তখনই তিনি এ দুআটি পাঠ করতেন, তাই আমাদের উচিত তার আদর্শ অনুসরণ করা, বিশেষত এটা সৎ কাজের জন্য সাহায্য চাওয়া অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ যদি বান্দাকে রামাযান মাসে পৌঁছে দেওয়ার নেয়ামত দান করেন, তবে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ নিরর্থকভাবে তা করেননি, বরং পরীক্ষা হিসাবে তিনি তা করেছেন। এটা দেখার জন্য যে, সে রামাযান মাসের কাজগুলি যেমন রোযা, কিয়াম সম্পাদন করে কি করে না। এবং আত্মাকে সঠিক পথে স্থাপন করছে কি করছে না।

(৭০৯) আহমাদ (১/১৬২), তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা:) থেকে। এ হাদীস কতক শাহিদ থাকার কারণে মুসনাদের মুহাক্কিকগণ একে হাসান বলেছেন।

তাই কোমর বেঁধে সৎ কাজের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। এবং লম্পট ও মানব শয়তানদের অনুসরণকারী দস্যুদের থেকে সতর্ক থাকুন, যারা রমাযানেও বিভ্রান্তিকর প্রোগ্রাম, এবং ধ্বংসাত্মক সিরিজের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়।

সালাফে সালেহীনগণ রোযা, নামায, কিয়াম, যিকির এবং কুরআন পাঠে আত্মনিয়োগ করার জন্য রমযানে শিক্ষা ছেড়ে দিতেন। তাহলে কিভাবে মুসলিম ব্যক্তি এই চারটি মৌলিক কাজ থেকে বিরত থেকে খেল-তামাশায় মগ্ন থাকতে পারে!

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! নেক কাজে আমাদেরকে সাহায্য করুন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নি'আমাত দূর হয়ে যাওয়াা হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার অকস্মাৎ শাস্তিক আসা হতে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! এ দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ (১)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।[৭১০]

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু ফেরেশতাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কিছু গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থের উপর, কিছু নবীকে অন্যদের উপর এবং কিছু স্থানকে অন্য স্থানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মত কিছু মাসকে অন্য মাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের মৌসুম প্রস্তুত করে রেখেছেন, যাতে নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, পাপের কাফফারা হয় এবং মুমিনদের মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত হয়।

(৭১০) সূরা আন-নিসা, আয়াত নংঃ ১৩১।

- **আল্লাহর বান্দাগণ! রমাযানের সাধারণত ত্রিশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ**

১- এটি ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। ইবনু উমার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত- আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা, সালাত কায়িম করা, যাকা দেয়া, হজ্জ করা ও রমাযানের সিয়াম পালন করা।[৭১১]

২- রোযার বৈশিষ্টের মধ্যে একটি হল ইসলামের পূর্বেও রোযার বিধান দেওয়া হয়েছিল। এ থেকে রোযার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেয়গারী অর্জন করতে পার।[৭১২]

৩- রোজার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল যে, আল্লাহ রোজাকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। যা থেকে অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় এর মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "রোযা ব্যতীত আদম সন্তানের প্রতিটি কাজই তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু সিয়াম আমার জন্য, তাই আমিই এর প্রতিদান দেব"।

রোজা 'রিয়া' বা প্রদর্শনপ্রিয়তামুক্ত হওয়ার কারণেই আল্লাহ তাকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন।

আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সমস্ত ইবাদতের মধ্যে শুধুমাত্র রোযাকে নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন। এ থেকে রোযার মর্যাদা ও গুরুত্ব বোঝা যায়। কারণ রোযা প্রদর্শনপ্রিয়তামুক্ত এবং এটি বান্দার মধ্যে একটি গোপন বিষয়। একমাত্র তার রব তা দেখতে পান। কেননা রোজাদার লোকের শূন্যস্থানে থাকে এবং আল্লাহ তাকে রোযার অবস্থাই যা নিষেধ করেছেন তা করতে সক্ষম থাকে, তাসত্তেও সে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এবং তার পুরস্কারের আশায় এটি ছেড়ে দেয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য সমস্তইবাদতের মধ্যে শুধুমাত্র রোযাকে নিজের জন্য খাস করেছেন।

৪- রমজানের রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, আল্লাহ তার প্রতিদান নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন, তাই তিনি বলেছেন: "রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব"।

তাই তিনি অন্যান্য নেক আমলের মতো সংখ্যা বিবেচনা না করে, তিনি নিজেই পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেননি যে, রোযার সওয়াব দশগুণ। বরং তিনি এর অনির্দিষ্ট সাওয়াবের কথা বলেছেন। তাই এটি রোযার মহত্ত্ব প্রকাশ করে। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তাই তাঁর পুরস্কার সেই অনুপাতেই হবে।

৫- রোযার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এতে তিন প্রকার ধৈর্য পাওয়া যায়। আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিহারে ধৈর্য এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার মতো

(৭১১) বুখারী (৮), মুসলিম (১৬)।
(৭১২) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৩।

আল্লাহর কষ্টকর আদেশে ধৈর্য্য ধারণ করা। এভাবে রোযাদার ব্যক্তি ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾

অর্থ: ধৈর্য্যশীলদেরকে হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।[৭১৩]

৬- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল যারা রোযা রাখে তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতের একটি দরজা প্রস্তুত করে রেখেছেন যা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জান্নাতের মধ্যে রায়য়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে সিয়াম পালনকারী লোকেরা (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের ছাড়া আর কেউ তাদের সঙ্গে এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বলা হবে, সিয়াম পালনকারী লোকেরা কোথায়? অতঃপর তারা সে দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। তাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করার পরই দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না"।[৭১৪]

৭- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি ঢাল (অর্থাৎ, জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা)। উসমান বিন আবিল আস (রাঃ) বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, "সাওম ঢাল স্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়"।[৭১৫]

৮- রমযান মাসের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রোযা রাখবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমাযানের সিয়াম ব্রত পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়"।[৭১৬]

মালিক বিন হাসান বিন মালিক বিন হুয়াইরিষ তাঁর পিতা হতে, তিনি (হাসান) তাঁর (মালেকের) পিতামহ (মালিক বিন হুয়াইরিস) হতে বর্ণনা করে বলেন: "একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে চড়েন। প্রথম ধাপে চড়েই বললেন, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে চড়ে বললেন, আমীন অনুরূপ তৃতীয় ধাপেও চড়ে বললেন, আ-মীন। অতঃপর তিনি (এর রহস্য ব্যক্ত করে) বললেন, আমার নিকট জিবরীল উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রমযান পেল অথচ পাপমুক্ত হতে পারল না আল্লাহ তাকে দূর করেন। তখন আমি (প্রথম) 'আ-মীন' বললাম"।[৭১৭]

---

(৭১৩) সূরা আয-যুমার, আয়াত নং: ১০।
(৭১৪) বুখারী (১৮৯৬), মুসলিম (১১৫২), শব্দটি বুখারীর।
(৭১৫) ইমাম আহমাদ (৪/২২), মুনাদের মুনাদের মুহাক্কিকগণ বলে এর সানাদ মুসলিমের শর্তে সহীহ।
(৭১৬) বুখারী (৩৮), মুসলিম (৭৬০)।
(৭১৭) আহমাদ (২/২৪৬-২৫৪), ইবনে খুযাইমা (৩/১৯২), এর আসল মুসলিমের নিকট রয়েছে (২৫৫১)। এবং আলবানী এটিকে সহীহুত তারগীব গ্রন্থে (৯৯৭) হাসান সহীহ বলেছেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআহ থেকে আর এক জুমুআহ এবং এক রমাযান থেকে আর এক রমাযান, তার মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে যদি কাবীরাহ গুনাহ হতে বেঁচে থাকে)।[৭১৮]

৯- রামাযানের রোজার একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলমানদের জন্য সুবিধাজনক। রোজাদার ব্যক্তি যখন মনে করবে যে, তার আশেপাশের সবাই রোযা রাখছে, তখন এটি তার জন্য সহজ হবে এবং তাকে এই ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করবে।

১০- রোযার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যা আল্লাহ তা'আলা রোযাদার ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা রোযাদার ব্যক্তির দুয়া কবুল করেন। এর দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (তিন ব্যক্তির দু'আ কবুল হয়ঃ (১) পিতা-মাতার দু'আ, (২) রোযাদার ব্যক্তির দুআ, (৩) মুসাফিরের দু'আ)।[৭১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ (তিন ব্যক্তির দু'আ রদ হয় নাঃ ন্যায়পরায়ণ শাসক, রোযাদার যতক্ষণ না ইফতার করে এবং মজলুমের দু'আ)[৭২০]।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

১১- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে, যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রা জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ (যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়)[৭২১]।

১২- রমাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, রামাদানের রাত্রিতে নফল 'ইবাদাত করলে বহু পরিমাণে সাওয়াব পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (ইমামের সাথে যদি কোন লোক (ফরয) নামাযে শামিল হয় এবং ইমামের সাথে নামায আদায় শেষ করে তাহলে সে লোকের জন্য সারা রাত (নফল) নামায আদায়ের সাওাব লিপিবদ্ধ করা হয়।[৭২২]

১৩- রমযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য যে এই মাসে বেশি বেশি করে সাদকা দেওয়া মুস্তাহাব। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে

(৭১৮) মুসলিম (২৩৩)।
(৭১৯) বাইহাকী (৩/৩৪৫), আনাস বিন মালিক থেকে, আলবানী আস-সহীহা গ্রন্থে (১৭৯৭) উল্লেখ করেছেন।
(৭২০) ইমাম আহমাদ (৯৭৪৩), মুসনাদের মুহাক্কিগণ বলেন এর সানাদ বিভিন্ন শাওয়াহিদের কারণে সহীহ।
(৭২১) বুখারী (৩৭), মুসলিম (৭৬০)।
(৭২২) বুখারী, আবু দাউদ (১৩৭৫), আবু যার থেকে শুয়াইব আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন।

সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমাযানে জিবরাঈল (আঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন)[৭২৩]।

১৪- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে এই মাসে উমরাহ পালনের সাওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বলেনঃ (রমযান মাস এলে তুমি উমরাহ কর। কারণ এ মাসের উমরাহ একটা হাজ্জের হজের সমান)[৭২৪]।

১৫- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ মাসে প্রত্যেক রাতে বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (শাইতান ও দুষ্ট জিনদেরকে রামাযান মাসের প্রথম রাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা হয় এবং এর দরজাও তখন আর খোলা হয় না, খুলে দেওয়া হয় জান্নাতের দরজাগুলো এবং এর একটি দরজাও তখন আর বন্ধ করা হয় না। (এ মাসে) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিতে থাকেনঃ হে কল্যাণ অন্বেষণকারী! অগ্রসর হও। হে পাপাসক্ত! বিরত হও। আর বহু লোককে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে এ মাসে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক রাতেই এরূপ হতে থাকে)[৭২৫]।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি ইফতারের অর্থাৎ প্রতি রাতে বেশ সংখ্যক লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন)[৭২৬]।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

---

(৭২৩) বুখারী (৬), মুসলিম (২৩০৮)।
(৭২৪) বুখারী (১৯৮২), মুসলিম (১২৫৬)।
(৭২৫) তিরমিযী (৬৮২), ইবনে মাজাহ (১৬৪২), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন, সহীহুল জামি (১৩৪০)।
(৭২৬) আহমাদ (২২২০২), শব্দটি তারই এবং আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন, সহীহ ইবনে মাজাহ (১৩৪০)।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্যসমূহ (২)

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।[৭২৭]

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না। এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু ফেরেশতাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং কিছু গ্রন্থকে অন্য গ্রন্থের উপর, কিছু নবীকে অন্যদের উপর এবং কিছু স্থানকে অন্য স্থানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই মত কিছু মাসকে অন্য মাসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের জন্য কল্যাণের মৌসুম প্রস্তুত করে রেখেছেন, যাতে নেক আমল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, পাপের কাফফারা হয় এবং মুমিনদের মর্যাদা জান্নাতে উন্নীত হয়।

১৬ ও ১৭- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়।

(৭২৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩১।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (যখন রমাযান মাস আরম্ভ হয়, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়)[৭২৮]।

১৮- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এই মাসে শয়তানদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এর দলীল হচ্ছে উপরে দুটি হাদীস। শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয় তাই তারা এই মাসা কুমন্ত্রণা দিতে পারে না, যেমন অন্য মাসে দেয়। ফলে পাপের হার রামাযান মাসে হ্রাস পায়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শুধুমাত্র অবাধ্য শয়তানদের বন্দি করা হয়।

১৯- রমজান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি এমন একটি মাস যাতে প্রচুর পরিমাণে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব। নবীর সুন্নাত অনুসরণ করে রমযানে সালাফগণ কুরআন খতম করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। কেননা জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তাকে প্রতি বছর রমযানে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

২০- রোযার একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য তার মর্যাদা বৃদ্ধি করার ও তার গুনাহের কাফফারার জন্য সুপারিশ করবে। আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা‘আত কবূল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে”।[৭২৯]

২১- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই সওম পালনকারীর মুখের গন্ধ[৭৩০] আল্লাহর নিকট মিসকের সুগন্ধির চাইতেও উৎকৃষ্ট”।[৭৩১]

২২- রামাযানের একটি বৈশিষ্ট্য হল রোযাদারের জন্য দু’টি খুশী রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “রোযাদারের জন্য রয়েছে দু’টি খুশী যা তাকে খুশী করে। যখন সে ইফতার করে, সে খুশী হয় এবং যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন সওমের বিনিময়ে আনন্দিত হবে”।[৭৩২]

আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদেরকে রমজানের রোযা রাখতে সাহায্য করেন, যেভাবে তাঁকে খুশি করে, এবং তাঁকে স্মরণ করতে, তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে এবং

---

(৭২৮)

(৭২৯) আহমাদ (২/১৭৪) এবং আলবানী এটিকে সহীহুত তারগীব গ্রন্থে (৯৮৪) ও সহীহুল জামি গ্রন্থে (৭৩২৯) সহীহ বলেছেন।

(৭৩০) পেট খালি থাকার কারণে এ গন্ধ হয়ে থাকে।

(৭৩১) বুখারী (১৯০৪), মুসলিম (১১৫১)।

(৭৩২) বুখারী (১৯০৪), মুসলিম (১১৫১)।

উত্তমরূপে ইবাদত করতে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা মহা গ্রন্থ কুরআনের বরকত আমাকে ও আপনাদেরকে দান করুন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

২৩- রামাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই মাসেই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ﴾

অর্থ: রামাযান হচ্ছে সেই মাস যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।[৭৩৩]

এবং রামাযানের লাইলাতুল কদরে এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ﴾

অর্থ: লাইলাতুল কদরে আমি এই কুরআন নাযিল করেছি)।[৭৩৪]

এই রাতটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এ রাতেই কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে অল্প-অল্প করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠানো হতে থাকে।

এ রাতটি অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত রাত, তাই একে "লাইলাতুল কাদর" বলা হয়।

কেউ কেউ আবার বলেন প্রতি বছর কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটবে এই রজনীতে তা স্থির করা হয় বলে একে "লাইলাতুল কাদর" বলা হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾

(৭৩৩) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৫।
(৭৩৪) সূরা আল-ক্বদর, আয়াত নং: ১।

অর্থ: এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।[৭৩৫] ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন এটাই বিশুদ্ধতম মত।[৭৩৬]

আল্লাহ তা'আলা এ রাতকে বরকতময় বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেনঃ (আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে)।[৭৩৭]

২৪- রমজানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লায়লাতুল কদরে ইবাদত করবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে এবং আল্লাহ তা'আলা এই মহান রাত্রিতে অবস্থানকারীদের জন্য যে সওয়াব নির্ধারিত করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস রেখে ও সওয়াবের আশায় এ রাতে জাগ্রত থাকবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে 'ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে)।[৭৩৮]

২৫- রমজানের একটি বৈশিষ্ট্য হল লাইলতুল ক্বদরে রাত জেগে ইবাদাত করা হাজার মাস ইবাদত করার চেয়ে উত্তম, অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে তা জাগরণ করার ফলে যে সওয়াব পাওয়া যায় তা তিরাশি বছর ইবাদতের সওয়াবের চেয়েও বেশি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেঃ (তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল)।[৭৩৯]

শাইখ ইবনে সাদী বলেছেন: এটি এমন একটি বিষয় যা মনকে বিস্মিত করে, কারণ আল্লাহ এই জাতিকে এমন একটি রাত দান করেছেন যেটিতে ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। একজন দীর্ঘজীবী মানুষের আয়ুর চেয়েও বেশি!

২৬- রমাযানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। আর ই'তিকাফ হচ্ছে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদকে আঁকড়ে ধরা।

---

(৭৩৫) সূরা আদ-দুখান, আয়াত নংঃ ৪।
(৭৩৬) শিফাউল আলীল (১/১১০), এ দুটি উক্তি শাইখ সালিহ ফাওযানের আহাদীসুস সিয়াম গ্রন্থে (পৃঃ ১৪০)-এ উল্লেখ রয়েছে। মুফাসসিরগণের নিকট এ উক্তি দুটি খুবই প্রসিদ্ধ।
(৭৩৭) রামাযানের শেষ দশকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খুতবা প্রস্তুত করার আল্লাহ যেন তাওফীক দান করেন।
(৭৩৮) বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৫৯)।
(৭৩৯) নাসাঈ (২১০৬), আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

নাবী সহধর্মিণী 'আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল)।[৭৪০]

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকাফের উদ্দেশ্য ছিল লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করা। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এ রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমাযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (লোক) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে"।[৭৪১]

২৭- এই মাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে সওমকে পবিত্র করার এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য এই মাসের শেষে যাকাতুল ফিতরের বিধান প্রদান করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু 'আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর ফারয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) সওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য"। [৭৪২]

২৮- রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, আল্লাহ এর পর ঈদের অনুষ্ঠান নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ মুসলমানদের জন্য দুটি মহান ইবাদত পালনের পর দুটি উৎসব নির্ধারণ করেছেন, যেটি হল রমজানের রোযা রাখা এবং হজ। তাই মুসলমানরা এতে জুমুআর চেয়ে শেি সংখ্যায় একত্রিত হয়। এতে তাদের শক্তি প্রদর্শিত হয়, এবং এই উৎসবের প্রতি তাদের গর্ব প্রকাশ পায়, এবং তাদের প্রাচুর্য জানা যায়, তাই প্রত্যেকের জন্য এমনকি ছেলে, মহিলার জন্যও বাইরে যাওয়া মুস্তাহাব। এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও বাইরে যান এবং মুসলমানদের কল্যাণ ও দুআই যোগদান করেন।

ঈদে আল্লাহর অনুগ্রহের পূর্ণতা, মাসের সমাপ্তি, ঈদের আবির্ভাব এবং তাঁর রহমতের পরিপূর্ণতার কারণে, মুসলমানদের খুশী ও আনন্দ প্রকাশ পায়।[৭৪৩]

যেমন আল্লাহ মুসলমানদের জন্য হজের শেষে ঈদুল আযহা নির্ধারণ করেছেন, ওকুফে আরাফা উপলব্ধি করার মাধ্যমে, যা জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন।

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি এবং গোনাহ মাফ আরাফার দিনের চেয়ে বছরের কোন দিনে ঘটে না। তাই আল্লাহ তাআলা এর পরে পরেই বড় ঈদ নির্ধারণ করেছেন।

২৯- রমাযান মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল রমজান শেষ হলে তাকবীর পাঠ আরম্ভ করা। রমাযানের শেষ দিনে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ঈদের রাতের শুরু থেকে ঈদের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে।

(৭৪০) বুখারী (২০২৬), মুসলিম (১১৭২)।
(৭৪১) মুসলিম(১১৬৭)।
(৭৪২) আবু দাউদ (১৬০৯), আরনাউত এটিকে হাসান বলেছেন।
(৭৪৩) দেখুন ফাত্থুল বারী লি ইবনে রাজাব, হাদীস (৪৫)।

আল্লাহ তাকে এই ইবাদত করতে সাহায্য করেছে এবং মাসের শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন তাই তার শুকরিয়া আদায় করবে।

তাকবীরে শব্দ হলঃ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

তাই নারী-পুরুষ ঘরে-বাইরে তাকবীর পাঠ করে। পুরুষরা উচ্চস্বরে বলে, এবং মহিলারা পুরুষদের উপস্থিতিতে ধীর কণ্ঠে তাকবীর পাঠ করে। উম্মু 'আতিয়্যাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেয়া হত। এমন কি আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও অন্দর মহল হতে বের করতাম এবং ঋতুমতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পিছনে থাকতো এবং তাদের তাকবীরের সাথে তাকবীর বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করত)।[৭৪৪]

ইমাম ঈদের সালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছয় তাকবীর দিবে। এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিবে।

দুই ঈদের তাকবীরের মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত রয়েছে, আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর মহিমান্বিত ও অধিকার স্মরণ করিয়ে দেওয়া । এবং এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে আল্লাহ সবচেয়ে বড় মহান, তিনি তাঁর সত্তায় মহান, তাঁর গুণাবলীতে মহান এবং তিনি মুসলমানদের উপর তাঁর অধিকারের ক্ষেত্রে মহান, যার মধ্যে রয়েছে রমযানের রোযা ও হজ। তাই মুসলমানরা তা পালন করার জন্য একত্রিত হয়। অতঃপর তারা দুই ঈদের জন্য একত্রিত হয় এবং তাদের শত্রুর সামনে তাদের ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

৩০- রমযান মাসের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত। কেননা; প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ১০ গুণ করে দিয়ে থাকেন। এই হিসাবে রমযান মাসে এক মাসের রোযা ১০ গুণ হয়ে তিনশত দিনের সমান হয়। ছয় দিনের রোযা ৬০ দিনের সমান হয়। এইভাবে ৩৬০ দিনের সমান হয়। আর চান্দ্র মাস হিসেবে তিনশত চুয়ান্ন বা তিনশত পঞ্চান্ন দিনে এক বছর হয়।

আবূ আইয়্যুব আল আনসারী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (রমযান মাসের সিয়াম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত)।[৭৪৫]

এগুলি রমজান রামাযান মাসের ত্রিশটি বৈশিষ্ট্য, যা মুসলমানের তার রোযার সময় জানা এবং মনে রাখা উচিত, যাতে তাকে বিশ্বাসে এবং প্রত্যাশায় রোজা রাখতে সহায়তা করে।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

(৭৪৪) বুখারী (৯৭১), শব্দটি তারই, মুসলিম (৮৯০)।
(৭৪৫) মুসলিম (১১৬৪), আবু আইয়্যুব আল আনসারী (রাযি:) থেকে বর্ণিত।

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাবান মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ রামাযান মাসে বেশি বেশি কুরআন পাঠের উৎসাহ প্রদান

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, তাকওয়া এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তাকওয়া হচ্ছে পরকালের মুসাফিরের জন্য উত্তম সম্বল, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ﴾

অর্থ: আর হজের সফরে পথ খরচ সাথে নিয়ে নিয়ো, বস্তুত তাকওয়াই উত্তম পাথেয়)।[৭৪৬]

আর এই তাকওয়াই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

(৭৪৬) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নংঃ ১৯৭।

﴿وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ﴾

অর্থ: (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।[৭৪৭]

য়ার যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (মুত্তাকীদের নিবাস কতই না উত্তম)।

আল্লাহর বান্দাগণ, রমাযান হল কুরআনের মাস, এই মাসেই সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশ বায়তুল ইজ্জতে পবিত্র কুরআন একবারে নাজিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার ঘটনা অনুসারে ও প্রয়োজন হিসেবে অল্প অল্প করে নবী করিম (সা:)-এর প্রতি নাজিল হতে থাকে। এমনকি কুরআন ছাড়া অন্য আসমানী গ্রন্থও রামাযান মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ওয়াসেলা বিন আসকা থেক বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (সুহুফি ইব্রাহিম রমযানের প্রথম রাতে নাজিল হয়েছিল, রমযানের ছয় তারিখে তাওরাত নাজিল হয়েছিল, রমযানের তেরো তারিখে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রমজানের চব্বিশ তারিখে কুরআন অবতীর্ণ হয়)।[৭৪৮]

হে ঈমানদারগণ, রমজান মাসে কুরআন পাঠ করা অন্যতম প্রধান ইবাদত।

কারণ এটি এমন একটি মাস যাতে প্রচুর পরিমাণে কুরআন পাঠ করা মুস্তাহাব এবং এটি ছিল সালাফে সালেহীনদের তরীকা। সালাফগণ রমজানে বারবার কুরআন খতম করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের কেউ প্রতি তিন রাতে কুরআন শেষ করতেন, আবার তাদের কেউ এটি প্রতি চার রাতে শেষ করতেন, আবার তাদের কেউ কেউ এর চেয়েও বেশি সময়ে এটি শেষ করতেন। আল্লাহর বান্দারা, কুরআন পাঠ করা হল একটি শ্রেষ্ঠ ইবাদত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্য লাভের উত্তম উপায়। কুরআন পাঠ রাতের নামাযের সময় হোক বা নামাযের বাইরে সর্বক্ষেত্রে এটি উত্তম ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩ لِيُوَفِّيَهُمۡ أُجُورَهُمۡ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ غَفُورٞ شَكُورٞ ٣٠﴾

অর্থ: নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং সালাত কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই)।[৭৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার

(৭৪৭) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩১।
(৭৪৮) আহমাদ (৪/১০৭), আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(৭৪৯) সূরা ফাতির, আয়াত নং: ২৯।

একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ"।[৭৫০]

আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিন ব্যাক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মুমিন ব্যাক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরতুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক্ব ব্যাক্তি সুগন্ধি গুল্মের সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মুনাফিক্ব ব্যাক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই।[৭৫১]

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরকে যদি এমন জ্ঞান দেয়া হত, যেমন অমুককে দেয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মত 'আমাল করতাম। অন্য আর এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলেঃ হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মত সম্পদ দেয়া হত, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম)।[৭৫২]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যাক্তি পুণ্যবান, মহান ফিরিশতাকুলের সঙ্গী। আর যে ব্যাক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তাতে সে তো- তো, তো করে ও তার উচ্চারণ তার কাছে কঠিন মনে হয়, তার জন্য দ্বিগুন সাওয়াব।[৭৫৩]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমাদের কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, যখন সে তার বাড়ীতে ফিরে যায় তখন সেখানে সে তিনটি গর্ভবর্তী তাজা উট পেয়ে যাবে? আমরা বললাম জ্বী, হ্যাঁ! তিনি বললেন তা হলে তিনটি আয়াত যা তোমাদের কেউ তার সালাতে পাঠ করে তা তার জন্য তিনটি গর্ভবর্তী মোটা তাজা উটের চেয়ে উত্তম)।[৭৫৪]

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে আসলেন, আমরা তখন সুফফায় ছিলাম। তিনি বললেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটা পছন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন সকালে 'বুতহান' কিংবা আকীক নামক স্থানে যাবে এবং সেখান থেকে কোন পাপের আশ্রয় না নিয়ে কিংবা কোন প্রকার আত্নীয়তা ছিন্ন না করে বড় বড় কূঁজবিশিষ্ট দুটি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন, তবে, তোমাদের যে কেউ সকাল বেলা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিখে অথবা তিলাওয়াত করে যা তার জন্য

(৭৫০) তিরমিযী (২৯১০), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৭৫১) বুখারী (৫৪২৭), মুসলিম (৭৯৭)।
(৭৫২) বুখারী (৫০২৬)।
(৭৫৩) বুখারী (৪৯৩৭), মুসলিম (৭৯৮) শব্দটি বুখারীর।
(৭৫৪) মুসলিম (৮০২)।

দুটি উটনীর চেয়ে উত্তম। আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে যত আয়াত তিলাওয়াত করবে ততো উটনীর চেয়ে উত্তম)।[৭৫৫]

আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশ-কারী হিসাবে আগমন করবে[৭৫৬]।”

রমজান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে মানুষকে কুরআন পড়ার আহ্বান জানানোর অধ্যায়ে এগুলো উল্লেখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

অর্থঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

সুতরাং জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, যদি একজন মুমিন রোযার সাথে অনেক বেশি কোরআন পাঠকে একত্রিত করে, তবে সে অবশ্যই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা এই দুটি কাজের সুপারিশ কিয়ামতের দিন উপলব্ধি করবে, আর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং পাপের কাফফারা করা হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফা‘আত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা‘আত কবূল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে)[৭৫৭]।

(৭৫৫) মুসলিম (৮০৩)।
(৭৫৬) মুসলিম (৮০৪)।
(৭৫৭) আহমাদ (২/১৭৪), আলবানী (রাহঃ) সহীহ আত তারগীব (৯৮৪) ও সহীহুল জামি গ্রন্থে (৭৩২৯) এটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লাহর বান্দারা! সৎ কাজের দিকে ধাবিত হন, আপনার মাসের অর্ধেক অতিবাহিত হয়েছে, এবং এর শেষ তৃতীয়াংশ চলে এসেছে, কেবলমাত্র মুমিনের উপর আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে একটি নেয়ামত যে, মুমিন ব্যক্তি রমযান মাসে দুটি জিহাদ একত্রিত করার জন্য সক্রিয় হয়ে যায়। দিনে রোযা রাখার মাধ্যমে জিহাদ এবং রাতে কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে জিহাদ করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুটি জিহাদকে একত্রিত করবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে, সে আল্লাহর এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবেঃ (ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত সাওয়াব দেওয়া হবে)।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: “নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও”।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের রামাযান মাসের ১৮ তারীখে।

খুৎবার বিষয়ঃ লায়লাতুল কদরের দশটি বৈশিষ্ট্য

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمَدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لاإِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তাকওয়া হচ্ছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।[৭৫৮]

অতএব তোমারা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর আযাব থেকে সাবধান হও, তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর অবাধ্য হয়ো না, এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা হিকমত ও প্রয়োজন অনুসারে মনোনীত করেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বোত্তম। তাই তিনি কিছু সময়কে অন্য সময়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সুতনরাং যুল-হিজ্জার দশ দিনকে বছরের দিনগুলোর ওপর, আরাফার দিনকে বছরের অন্য

(৭৫৮) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩১।

সব দিনের ওপর, রমজানকে অন্য সব মাসের ওপর এবং লাইলাতুল কদরকে অন্য সব রাতের ওপর পছন্দ করা হয়েছে। রমজান। লায়লাতুল কদরের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ রামাযানের শেষ দশকে কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ﴾

অর্থঃ (নিশ্চয় আমি একে (কুরআনকে) শবে-কদরে নাযিল করেছি)।[৭৫৯] এই রাতেই মাসেই সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশ বায়তুল ইজ্জতে পবিত্র কুরআন একবারে নাজিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার ঘটনা অনুসারে ও প্রয়োজন হিসেবে অল্প অল্প করে নবী করিম (সা:)-এর প্রতি নাজিল হতে থাকে।

এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে লাইলাতুল কাদর তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। যেমন বলা হয়: فلان عظيم القدر অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অতি সম্মানিত, এখানে গুণের দিকে এ রাত্রির সম্বোধন করা হয়েছে।

এটাও বলা হয়েছে যে, এ রাতে তকদীর সংক্রান্ত পুরো বছরের সব ফায়সালা লিপিবদ্ধ করা হয় তাই একে লাইলাতুল কাদর বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেন:

﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾

অর্থঃ এ রাতে প্রত্যেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থিরকৃত হয়)[৭৬০]। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, "এটাই বিশুদ্ধ মত"।[৭৬১]

এই রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি প্রয়োগকারী ফেরেশ্‌তাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু রিযিক, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ইত্যাদি ফেরেশ্‌তাগণকে লিখে দেওয়া হয়[৭৬২]। ইবনে আব্বাস রাযিঃ বলেঃ এ রাতে মৃত্যু, জীবন, বৃষ্টি এমনকি এ বছর কে হজ করবে তাও লেখা হয়[৭৬৩]।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا﴾

অর্থঃ সে রাতে ফেরেশ্‌তাগণ ও রুহ নাযিল হয়)।[৭৬৪]

(৭৫৯) সূরা ক্বদর, আয়াত নং: ১।
(৭৬০) সূরা দুখান, আয়াত নং: ৪।
(৭৬১) শিফাউল আলীল (১/১১০)। এ দুটি উক্তি শায়খ সালিহ আল ফাওযানের "আহাদীসুস সিয়াম" গ্রন্থ দেখুন।
(৭৬২) এ আয়াতের তাফসীরে দেখুন শাইখ শিন কিতিরি আযওয়ায়ুল বায়ান।
(৭৬৩) জারীর তাবারী, শব্দটি তারই।
(৭৬৪) সূরা ক্বদর, আয়াত নং: ৪।

রুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জিবরীল (আ)। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন: অধিক বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণে ফেরেশ্তা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। যেমন তারা কুরআন তিলাওয়াত, যিকিরের মজলিসে অবতরণ করেন এবং তালিবে ইলমদের জন তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যঃ এ রাতকে আল্লাহ বরকতময় বলেছেন। যেমন তিনি বলেন:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍ﴾

অর্থ: আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে।[৭৬৫]

চতুর্থ বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ এ রাতকে শান্তির রাত হিসেবে ভূষিত করেন ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ এই রাত্রির সবটাই মঙ্গলময়, ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কোন অকল্যান ঘটে না।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্যঃ যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পিছনের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে"।[৭৬৬]

ষষ্ঠম বৈশিষ্ট্যঃ এ রাত্রি রাত জেগে নামায পড়া ও ইবাদত করা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের বেশী। আল্লাহ তা আলা বলেন:

﴿لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ﴾

অর্থ: লাইলাতুল ক্বদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[৭৬৭]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তোমাদের নিকট রমযান উপস্থিত হয়েছে, যা একটি বরকতময় মাস। তোমাদের উপরে আল্লাহ তা'আলা অত্র মাসের সওম ফরয করেছেন। এ মাস আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর আল্লাহর অবাধ্য শয়তানদের গলায় লোহার বেড়ী পরানো হয়। এ মাসে একটি রাত রয়েছে যা এক হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি সে রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল সে প্রকৃত বঞ্চিত রয়ে গেল[৭৬৮]।

---

(৭৬৫) সূরা আদ-দুখান, আয়াত নং: ৩।
(৭৬৬) বুখারী (১৯০১), মুসলিম (৭৫৯)।
(৭৬৭) সূরা ক্বদর, আয়াত নং: ৩।
(৭৬৮) নাসাঈ (২১০৬), আবু হুরায়রা (রা:) থেকে, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।

ইবনু সাদী, বলেছেন: এটি এমন একটি বিষয় যা মনকে বিস্মিত করে, কারণ আল্লাহ এই জাতিকে এমন একটি রাত দান করেছেন যেটিতে ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়েও বেশী। একজন দীর্ঘজীবী মানুষের বয়স, তিরাশি বছর আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে[৭৬৯]।

সপ্তম বৈশিষ্ট্যঃ এই সম্মানিত রাতের অনুসন্ধানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না। আ:িশাহ (রাযিঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলানায় রমযানের শেষ দশকে অধিক পরিমাণে এমনভাবে সচেষ্ট থাকতেন যা অন্য সময়ে থাকতেন না[৭৭০]।

আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রমাযানের শেষ দশক আসত তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত্র জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন[৭৭১]।

"লুঙ্গি কষে নিতেন" অর্থাৎ বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। আবার কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

অষ্টম বৈশিষ্ট্যঃ এই সম্মানিত রাতের অনুসন্ধানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, (নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশক ই'তিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীগণও (সে দিনগুলোতে) ই'তিকাফ করতেন)[৭৭২]।

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: এ রাতের অনুসন্ধানকল্পে আমি (রমাযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করলাম। অতঃপর মাঝের দশকে ইতিকাফ করলাম। এরপর আমার নিকট একজন আগন্তুক (লোক) এসে আমাকে বলল, লায়লাতুল কদর শেষ দশকে নিহিত আছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইতিকাফ করতে চায়, সে যেন ইতিকাফ করে[৭৭৩]।

আল্লাহর বান্দারা! নবীর পক্ষ থেকে এই প্রচেষ্টা, পুণ্যময় সময়ে তার রবের আনুগত্যের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। তাই মুসলমানের উচিত তার আদর্শ অনুসরণ করা, কারণ তিনি উত্তম আদর্শ। এবং তাকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর ইবাদাত করুন, এবং এই দিন এবং রাতের সময়গুলিকে নষ্ট করবেন না, কারণ কেউ জানে না যে, আনন্দের ধ্বংসকারী এবং দলগুলির বিভাজনকারী

---

(৭৬৯) নাইয়যিফ শব্দের অর্থ হল এক তিন পর্যন্ত। আর বিযউন শব্দের অর্থ হল তিন থেকে নং পর্যন্ত।
(৭৭০) মুসলিম (১১৭৫), আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(৭৭১) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।
(৭৭২) বুখারী (২০২৬), মুসলিম (১১৭২)।
(৭৭৩) মুসলিম (১১৬৭)।

মৃত্যু কবে এসে পড়বে, ফলে সে এই ফযীলতগুলি আবার উপলব্ধি করতে পারবে না। তখন আর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না[৭৭৪]।

নবম বৈশিষ্ট্যঃ এ রাতকে আল্লাহর কাছে বেশী বেশী করে ক্ষমা ও মাগফিরাত চাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা। আয়িশাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি "লাইলাতুল কদর" জানতে পারি তাহলে সে রাতে কি বলব? তিনি বললেনঃ "তুমি বল, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।" অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি সম্মানিত ক্ষমাকারী, তুমি মাফ করতেই পছন্দ কর, অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও"[৭৭৫]।

দশম বৈশিষ্ট্যঃ আল্লাহ তাআলা এর সম্মানে এমন একটি সুরা নাযিল করেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। এ সুরাতে আল্লাহ তাআলা এ রাতের মহামান্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন, এবং এর মহামান্বিত হওয়ার কারণও উল্লেখ করেন, আর তা হচ্ছে এ রাতে কুরআন নাযিল করা হয়। সেই মত এ রাতে ফেরেশ্তাদের অবতরণ হওয়ার কথা, এই রাতে ইবাদতের সাওয়াব এবং এ রাত কবে শুরু হয়, কবে শেষ হয়, এ সব কিছু আল্লাহ তাআলা এ সুরাতে আলোচনা করেন। সব তারিফ আল্লাহর যে, তিনি আমাদেরকে কল্যাণের এই মৌসুম দান করেছেন।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر

الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

অর্থঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ আপনাকে এবং আমাকে বরকত দান করুন এবং এতে যে আয়াত ও হিকমত রয়েছে তার দ্বারা আমাকে এবং আপনাকে উপকৃত করুন। এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

সুতরাং জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, যে আল্লাহ তাআলা বিশেষ হিকমতে এটিকে গোপন রেখেছেন, যাতে করে মুমিনগণ পুরো শেষ দশকে এটি খুঁজে বের করার জন্য সক্রিয় থাকে, যাতে তার পুরস্কার আরও বেশি হয়, যদি এটি জানা থাকত তাহলে শুধুমাত্র সেই রাতের জন্য তারা আমল করত। অতঃপর, যদি শবে কদর জানা থাকত, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(৭৭৪) কিছু পরিবর্তনের সাথে সালিহ আল মুনাজ্জিদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
(৭৭৫) আহমাদ (৬/১৭১) মুসনাদের মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।

এর অনুসন্ধান করার জন্য পুরো দশ দিন ইতিকাফ করতেন না এবং তিনি তার জাতিকে পুরো শেষ দশকে এটি অনুসন্ধান করার জন্য নির্দেশনাও দিতেন না। বরং তিনি শুধুমাত্র একটি রাত ইতিকাফ করতেন।

আল্লাহর বান্দাগণ! শবে কদর শেষ দশকের জোড় রাতের চেয়ে বিজোড় রাতগুলোতে হওয়ার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে। আয়িশাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান কর)[৭৭৬]।

আল্লাহর বান্দাগণ! লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত হাদীসগুলো একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, লাইলতুল কদর প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটি দিনে হয় না; বরং এটি বিভিন্ন বছরে ভিন্ন ভিন্ন দিনে হয়। তবে শেষ দশক অতিক্রম করে না। তাই শেষ দশকের প্রতিটি রাতে ইবাদতে ব্যস্ত থাকা উচিত। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা শবে কদর নির্দিষ্ট দিনে হওয়ার কথা বলে থাকেন, তাদের পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

আল্লাহর বান্দাগণ! দুটি কারণে শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদত করা উচিতঃ ১- লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করার জন্য। ২- এমন একটি মাসকে বিদায় দেওয়ার জন্য যে, সে জানে আবার সে এ মাসকে ফিরে পাবে কি না[৭৭৭]।

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

---

(৭৭৬) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪) শব্দটি তারই।
(৭৭৭) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪) শব্দটি তারই।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের রামাযান মাসের ২৫ তারীখে।

খুৎবার বিষয়ঃ ঈদুল ফিতরে দশটি করণীয়

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও কর্মসমূহের অকল্যান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

১- আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে সেইভাবে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত। এবং ইসলামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দৃঢ়তর লজ্জুকে আঁকড়ে ধর, এবং মাসটি পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর প্রশংসা কর, কারণ এটি হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে, বিরাট অবদান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

অর্থ: আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূর্ণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[৭৭৮]

তাই আমরা এখন সংখ্যা পূর্ণ করেছি, আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করেছি। এখন শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইবাদত বাকী রয়েছে।

(৭৭৮) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ১৮৫।

২- হে মুসলমানগণ! আল্লাহ কতই না সত্য বলেছেন, যখন তিনি বলেছেন: (গোনা কয়েক দিন), সেই দিনগুলি কত দ্রুত কেটে গেছে এবং চলে গেছে। আপনি কি অনুভব করেছেন সেগুলি কত দ্রুত চলে গেল?

৩- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অভিনন্দন, তোমরা এ মাসে রোযা রেখেছ। তোমাদের অভিনন্দন, তোমরা এর রাতে কিয়াম করেছ। তোমাদের জন্য অভিনন্দন, কারণ তোমরা এর শেষভাগে পৌঁছেছ। সেই সময় কিছু লোক এমন আছেন মারা গেছেছেন এবং তা পালন করতে সক্ষম হয়নি। আমরা আল্লাহর এ নি'আমাতের কি শুকরিয়া আদায় করব না?

৪- হে মুসলমানগণ! তোমাদের এই আনন্দের জন্য অভিনন্দন, যেখানে ইসলামের একটি স্তম্ভ পালনের শেষে আমাদের উৎসব আসে, যা হল রমজানের রোজা। এবং তোমরা এই উৎসবে আল্লাহর মহিমা ও একত্বাদের ঘোষণা কর, এবং তাঁর বড়ত্ব স্বীকার কর। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের নেকী বৃদ্ধি পেয়েছে, পাপ মোচন করা হয়েছে, এবং তোমাদের পদমর্যাদা বাড়ানো হয়েছে।

৫- আল্লাহর বান্দাগণ! এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহর হিকমত ও রহস্য যে, তিনি দুটি মহান উপলক্ষের পরে আমাদের জন্য দুটি উৎসব নির্ধারণ করেছেন। আমাদের রোজা শেষ করার পর ঈদুল ফিতর, এবং হজ সমাপ্ত করার পর ঈদুল আযহা আসে। তাই আমাদের উৎসবগুলো হলো ধর্ম পালন ও ইবাদাত, নামাজ ও তাকবীর, আত্মার পরিশুদ্ধি ও যাকাত ফিতর, আনন্দ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখা, সাক্ষাৎ ও ভালোবাসা। অতীতকে ক্ষমা করা, সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা এবং ক্ষোভ ও শত্রুতা ভুলে যাওয়া। তাই যাদের মধ্যে শত্রুতা বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাদের জন্য ঈদের সময়কে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

৬- হে বিশ্বাসীগণ! এই আনন্দের জন্য তোমাদের অভিনন্দন, যার মধ্যে আমাদের উৎসব আসে। এবং এটি অন্যদের উৎসবের মতো নয়, মুশরিক ও গোমরাহ লোকদের মত, যাদের উৎসব কেবল তাদের পাপ এবং আল্লাহ থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

আল্লাহর বান্দারা: এই রহমতগুলিতে আনন্দ উপভোগ করুন, কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ﴾

অর্থ: বলুন! আল্লাহর কৃপা ও রহমতেই তা হয়েছে। সুতরাং এতে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।[৭৭৯] এবং আল্লাহর কাছে আরো বেশি প্রার্থনা করুন।

৭- হে মুসলমানগণ! এই দিনে নিজেকে সুন্দর ও সুসজ্জিত কর এবং সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আমি আহলে ইলমদের হতে শুনেছি, তারা প্রতি ঈদে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাজসজ্জাকে মুস্তাহাব মনে করতেন[৭৮০]।

---

(৭৭৯) সূরা ইউনূস, আয়াত নং: ৫৮।
(৭৮০) শারহুল বুখারী লি ইবনে রাজাব (৬/৬৮)।

৮- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ঘর ও হৃদয় খুলে দাও, রমযানের ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য একে অপরের জন্য দোয়া কর এবং একে অপরকে অভিনন্দন জানাও, যেমন সাহাবীগণ একে অপরকে বলতেন, "তাকাবাল্লাল্লাহু মিন্না ও মিনকা", অর্থাৎ, আল্লাহ আমার ও আপনার ইবাদত কবুল করুন।

৯- হে মুসলমানগণ! যা অতিবাহিত হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া সর্বোত্তম ইবাদতের একটি এবং আল্লাহ এর জন্য সীমাহীন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ﴾

অর্থ: অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিস্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে[৭৮১]। এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু তা নির্দিষ্ট করেননি, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি মহান পুরস্কার।

হে ঈমানদারগণ! আত্মাকে সংস্কার ও পরিশুদ্ধ করা সর্বোত্তম ইবাদতের একটি এবং এর জন্য আল্লাহ সফলতা নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا﴾

অর্থ: সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজেকে কলুষিত করেছে।[৭৮২]

আল্লাহর বান্দারা! ঈদের আনন্দ যেটা বাড়িয়ে দেয় তা হল সামাজিক সম্পর্ক সংস্কার করা, তাদের শক্তিশালী করা এবং আত্মাতে পুরো বছরে যা বিদ্বেষ ও শত্রুতা জড়িত ছিল তা থেকে আত্মাকে ধুয়ে ফেলা। তাই অভিনন্দন যারা ঈদের এই সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি বিচ্ছিন্ন দম্পতির মধ্যে পুনর্মিলন করে এবং দুটি পৃথক হৃদয়কে একত্রিত করে। ফলে সে ব্যক্তি সেই পরিবারের শিশুদের সুখ পুনরুদ্ধারের মাধ্যম হয়, অথবা রক্ত মাফ করা, বা ঋণ বাদ দেওয়া, বা আত্মীয়দের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন দূর করার কারণ হয়।

হে আল্লাহ্! তুমি এ মাস পূর্ণ করার ও ঈদে উপনীত হওয়ার যে নি'আমাত দান করেছ তার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হে আল্লাহ! তোমার আনুগত্য করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ্! আমাদের তোমার ভালোবাসা এবং যে আমল তোমার নৈকট্য লাভের কারণ সে আমলের প্রতি ভালবাসা দান কর।

এটিই আমার বক্তব্য। এবং আল্লাহর নিকট আমার ও আপনার জন্য প্রতিটি পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাই তাঁর কাছে আপনারাও ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ তিনি তওবাকারীদের ক্ষমা করেন।

---

(৭৮১) সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত নং: ৪০।
(৭৮২) সূরা শামস, আয়াত নং: ৯-১০।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

১০- হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা জেনে রাখ- আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন, সবচেয়ে বড় খুশি হচ্ছে যখন আমরা নেক আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করব। যেদিন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন: হে জান্নাতবাসীগণ! তারা বলবে, "লাব্বাইকা রব্বানা ওয়া সাদাইকা" (হে প্রভু! আমরা উপস্থিত)। তিনি বলবেন: তোমরা কি খুশি হয়েছো? তারা বলবে: আমরা কেন খুশি হবো না? আপনি তো আমাদেরকে ঐ সমস্ত জিনিস প্রদান করেছেন যা আপনার আর কোন সৃষ্টিকেই দেননি। তিনি বলবেন: আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম জিনিস প্রদান করবো। তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম জিনিস আর কি আছে? তিনি বলবেন: আমি তোমাদের উপর আমার চির সন্তুষ্টি বর্ষণ করছি, এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না[৭৮৩]।

১১- হে মুমিনগণ! রামাযান হল পথ সংশোধন করার এবং ধারাবাহিকতার পথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মজবুত করার একটি সুযোগ, তাই আসুন আমরা ইবাদত চালিয়ে যাই, যেহেতু ইবাদত রমজান শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয় না, বরং শেষ হয় মৃত্যুর সাথে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ﴾

অর্থ: তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করতে থাক।[৭৮৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহর কাছে এমন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয় যা কম হলেও স্থায়ীভাবে করা হয়)।[৭৮৫]

হে মুসলমানগণ! রমজানের পর সৎকাজ চালিয়ে যাওয়া আল্লাহর তাওফীক ও আমল কবুলের অন্যতম লক্ষণ। আমলকেকে মৌসুমে সীমাবদ্ধ রাখা এটি জ্ঞান ও তাওফীকের অভাব। রমযানের যিনি পালনকর্তা, তিনি সকল মাসের পালনকর্তা।

এক সালাফকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যারা রমজানে ইবাদত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে এবং অন্য সময়ে তা ত্যাগ করে? তিনি বলেছিলেন: এটা দুর্ভাগ্যজনক! মানুষ রমজান ছাড়া আল্লাহকে চেনে না।

---

(৭৮৩) বুখারী (৬৫৪৯), মুসলিম (২৮২৯), আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত।
(৭৮৪) সূরা হিজর, আয়াত নং: ৯৯।
(৭৮৫) বুখারী (৫৮৬১), আয়িশাহ (রা:) হতে বর্ণিত।

হে ঈমানদারগণ! একজন মুসলমানের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে একটি হলো সে যেন আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর আনুগত্য হচ্ছে ইবাদতে অটলতা ও স্থায়ীভাবে ইবাদত করা। আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন যাদের আনুগত্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।[৭৮৬]

১২- আল্লাহর বান্দারা! রমযানের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ছয় দিন রোজা রাখা একটি মুস্তাহাব সুন্নত এবং এতে বহু সওয়াব রয়েছে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রমযান মাসের রোযা পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মত[৭৮৭]।

শাওয়ালের ছয় দিনের রোজা রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ হিকমত হল রমজানের ফরজ রোজায় যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল তা পূরণ করা, যেহেতু রোজাদার এমন কোনও ত্রুটি বা পাপ থেকে মুক্ত নয় যা ফরজ রোজাকে প্রভাবিত করে, তাই এই নফল রোযা পালনের মাধ্যমে সেই ঘাটতি পূরণ হবে।

এই দশটি করণীয় যা একজন মুসলমানের ঈদুল ফিতরের সময় মনে রাখা উচিত, যাতে তার উৎসব একটি ইবাদতে পরিণত হয়, অভ্যাসে নয়।

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعل الجنة مثوانا والفردوس مأوانا، وأدخلك الجنة بلا حساب ولا عذاب يا كريم يا وهاب، اللهم اعتقنا من النار، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل عيدنا سعيدا، وعيشنا رغيدا، واخلف

(৭৮৬) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৩৫।
(৭৮৭) বুখারী (৬৫৪৯), মুসলিম (১১৬৪), আবু আয়্যুব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত।

علينا مواسم الطاعات والبركات ونحن والمسلمون في صحة وعافية وأمن، اللهم ثبتنا على الأعمال الصالحة بعد رمضان، واجعلنا من القانتين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحان ربنا رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، الحمد لله رَبِّ العالمين.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ এবং আমাদের কাজে বাড়াবাড়ি মাফ করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ, জান্নাতকে আমাদের আবাস এবং ফিরদৌসকে আমাদের বাসস্থান করুন এবং বিচার বা শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করুন। হে কারীম, হে ওয়াহাব!

হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও এবং আমাদের গুনাহ করে দিয়ে সেই দিনের মত নিষ্পাপ করে দাও যেদিন আমাদের মায়েরা আমাদের জন্ম দিয়েছিলেন।

হে আল্লাহ! এই সমাবেশকে গোনাহ মাফ করা ও আমল গৃহীত হওয়া ছাড়া আলাদা করবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের এই দেশকে এবং অন্যান্য সমস্ত মুসলিম দেশকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ঈদ আনন্দময় এবং আমাদের জীবন সমৃদ্ধ করুন। আমাদের জন্য আনুগত্য ও বরকতের মৌসুম আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আর আমরা মুসলমানরা যেন সুস্থতা ও নিরাপত্তায় থাকি।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমজানের পর নেক আমলে অবিচল রাখুন এবং আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য[৭৮৮]।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের শাওয়াল মাসের ১ তারীখে।

(৭৮৮) বুখারী (২০২৪), মুসলিম (১১৭৪), শব্দটি তারই।

খুৎবার বিষয়ঃ যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনের বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

হামদ ও সালাতের পর!

হে মুসলমানগণ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং আপনার মনে ও অসন্তরে তাঁর ভয়কে জীবন্ত রাখুন। তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যতা এড়িয়ে চলুন। জেনে রাখুন যে সৃষ্টির উপর আল্লাহর প্রভুত্বের একটি বহিঃপ্রকাশ হল যে তিনি সৃষ্টির মধ্যে যাকে চান মহান করে তোলেন, সে মানুষ হোক, বা স্থান হোক বা সময় হোক বা উপাসনা সোক। এর পেছনে একটি হিকমত রয়েছে, যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ﴾

অর্থঃ আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই।[৭৮৯]

এই খুতবাটিতে আমি যথাসম্ভব সেই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনকে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা দান করেছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ তা'আলা এই দিনগুলোর কথা কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لِّيَشْهَدُواْ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ﴾

অর্থঃ যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।[৭৯০]

নির্ধারিত দিনগুলি হল যুল-হিজ্জার দশ দিন, যেমনটি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: নির্দিষ্ট দিন বলতে যুল-হিজ্জাহর দশ দিনকে বোঝায়।[৭৯১]

যুল-হিজ্জার দশ দিনের শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলা এই দশ রাতের শপথ করে বলেছেন:

(৭৮৯) সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত নং: ৬৮।
(৭৯০) সূরা হজ্ব, আয়াত নং: ২৮।
(৭৯১) সহীহ বুখারী মুয়াল্লাকান, কিতাবুল ঈদাইন। বাব ফাযলুল আমাল ফি আয়্যামিত তাশ্রীক।

﴿وَٱلۡفَجۡرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشۡرٖ﴾

অর্থঃ শপথ ফজরের, শপথ দশ রাতের।[৭৯২]

ইবনে কাসীরও একই মত পোষণ করেছেন: দশ রাত মানে হল যুল হিজ্জার দশ দিন, যেমনটি ইবনে আব্বাস, ইবনুল জুবায়ের, মুজাহিদ এবং অনেক পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বর্ণনা করেছেন। যুল-হিজ্জার দশদিনের শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রমাণ এই যে, এ দিনগুলোতে করা আমলের সওয়াব বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি। ইবনু 'আব্বাস (রাযি:) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহর নিকট যে কোনো দিনের সৎ আমলে চেয়ে যিলহজ (হজ্জ) মাসের দশ প্রথম দিনের আমলের অধিক প্রিয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? তিনি বললেনঃ না, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে জিহাদে বের হয় এবং কোনো একটি নিয়েও ফিরে না আসে তার কথা স্বতন্ত্র।[৭৯৩]

ইবনে রজব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তিটির সারমর্ম হলো: এটি একটি অত্যন্ত মহান ও সম্মানিত হাদীস। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সাধারণ আমলগুলোও যদি শ্রেষ্ঠ সময়ে করা হয় তাহলে সময়ের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তা উৎকৃষ্ট আমলের চেয়েও উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে। এছাড়াও এর প্রমাণ রয়েছে যে, যুল-হিজ্জার দশ দিনে কৃত আমল অন্যান্য দিনে করা নেক আমলের চেয়ে অনেক উত্তম। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম হল সর্বোত্তম প্রকারের জিহাদ, যেটি হল যখন একজন ব্যক্তি তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে বের হয় এবং তারপর কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। এই হাদিসটি আরো ইঙ্গিত করে যে, যুল হিজ্জার দশদিনে করা নফল আমল রমজানের শেষ দশ দিনে করা নফল আমল থেকে উত্তম। অনুরূপভাবে, যুল-হিজ্জাহ মাসের দশদিনে যে ফরয পালন করা হয় তা অন্যান্য দিনের ফরয আমলের চেয়ে উত্তম।[৭৯৪]

যুল-হিজ্জাহর এই দশ দিনের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ হল যে, এতে আরাফাহ দিবস রয়েছে যেদিন আল্লাহ তাঁর দ্বীন সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এই আয়াতটি নাযিল করেছিলেনঃ

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا﴾

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[৭৯৫]

যুল-হিজ্জাহর এই দশ দিনের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ হল যে এতে কুরবানীর দিন রয়েছে, যাকে হজ্জ আকবরের দিন বলা হয়, যে দিনটিতে অনেক ইবাদত একত্রিত হয়। সেগুলো হল: কুরবানী, 'তাওয়াফ করা', 'সায়ী করা', চুল মুণ্ডন করা বা কাটা এবং কংকর নিক্ষেপ করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ (প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিন হলো কুরবানীর দিন,

(৭৯২) সূরা ফাজর, আয়াত নং: ১-২।
(৭৯৩) বুখারী (৬৯৯), আহমাদ (১/৩৩৮-৩৩৯)।
(৭৯৪) ফাতহুল বারী (৯/১১-১৬)।
(৭৯৫) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত ৩।

তারপর মেহেমানদারীর দিন, সেটি হলো দ্বিতীয় দিন)[৭৯৬]। ইয়ুমুন নাহর "ইয়ুমুল কার" নামে পরিচিত। কারণ হল এই দিনে হজযাত্রীগণ মিনায় অবস্থান করেন এবং বিশ্রাম নেন।

হে মুসলমানগণ! এই দশ দিনে নিম্নোক্ত ছয়টি আমল করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী:

১- আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আকবর বেশি বেশি পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহর নিকট যে কোনো দিনের সৎ আমলে চেয়ে যিলহজ (হজ্জ) মাসের দশ প্রথম দিনের আমলের অধিক প্রিয়। সুতরাং তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আকবর ও আলহামদুলিল্লাহ বেশি বেশি পাঠ কর।[৭৯৭]

বুখারী (রাহঃ) বলেন: ইবনে উমর এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) এই দশ দিনে বাজারে যেতেন এবং উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন। তাই লোকেরা তাদের দেখাদেখি তাকবীর পাঠ করত।[৭৯৮]

তাকবীর পাঠের একটি বাক্য এটাওঃ

الله اكبر، الله اكبر، لا إله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

জানা যায়, এই দশ দিনে আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা উত্তম। ইবাদত প্রকাশের জন্য এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করার জন্য মসজিদে, বাড়িতে, রাস্তাঘাটে এবং যেখানেই আল্লাহর জিকির করা জায়েয সেখানে এগুলো পাঠ করা মুস্তহাব। পদ্ধতিটি হল পুরুষের জন্য উচ্চস্বরে এই শব্দগুলি পাঠ করা এবং মহিলা যদি পুরুষদের মধ্যে থাকে তবে তার কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে।

আজকের যুগে তাকবীরের সুন্নত পরিত্যাগ করা হয়েছে 'তোমরা খুব কম লোককে তাকবীর বলতে শুনবে' তাই এই সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং গাফেলদের সতর্ক করার জন্য উচ্চস্বরে তাকবীর পড়তে হবে যাতে অন্যরাও তা দেখাদেখি করে। সুতরাং তাকবীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। পৃথকভাবে সবাই তাকবীর পাঠ করবে। সম্মিলিতভাবে তাকবীর পাঠ করা এর অর্থ নয়। কেননা এটি একটি অবৈধ কাজ।

২- এই দশ দিনে যে কাজগুলো করা মুস্তাহাব তার মধ্যে রয়েছে রোজা রাখা, তাই একজন মুসলমানের জন্য যুল-হিজ্জার নয় দিন রোজা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মুস্তাহাব আমল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুল-হিজ্জার নয়টি রোযা রাখতেন।

আহমদ ইবন ইয়াহইয়াহ (রহঃ) ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন স্ত্রী থেকে বর্ণিত যে, (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসের নয় দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করতেন-মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার)।[৭৯৯]

(৭৯৬) আবু দাউদ (১৭৬৫), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৭৯৭) আহমাদ (২/১৩১), মুসনাদের মুহাক্কীকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন (৬১৫৪)।
(৭৯৮) সহীহ বুখারী মুয়াল্লাকান, কিতাবুল ঈদাইন। বাব ফাযলুল আমাল ফি আয়্যামিত তাশ্রীক।
(৭৯৯) আবু দাউদ (২৪৩৭), নাসাঈ (২৪১৭), আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললামঃ (আমাকে এমন একটি ইবাদাতের নির্দেশ দিন যা আমি আপনার নির্দেশক্রমে পালন করব। তিনি বললেন, তুমি সাওমকে আকড়ে ধর যেহেতু এর কোন বিকল্প নাই)।[৮০০]

৩- এই দশ দিনে যে আমলগুলো করা মুস্তাহাব তার মধ্যে আরাফার রোযাও রয়েছে। এর দলীল হচ্ছে, আবূ কাতাদাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (আর আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে)।[৮০১]

৪- সেই মত এই দশ দিনে যে আমলটি মুস্তাহাব তা হচ্ছে ঈদের নামায। আর এটি একটি সর্বজনবিদিত বিষয়।

৫- এই দশ দিনে যেসব কাজ করা মুস্তাহাব তার মধ্যে রয়েছে কুরবানীর পশু জবাই করা। ঈদুল আযহার দিনে কুরবানীর পশু জবাই করা তাশরীকের অন্যান্য দিনের তুলনায় অধিকতর উত্তম, কেননা ঈদুল আযহার দিনটি যুল-হিজ্জার দশ দিনের শেষ দিন এবং এই দশটি দিন অন্যান্য সকল দিনের চেয়ে উত্তম। তাশরীকের দিনগুলো যুল-হিজ্জার প্রথম দশ দিনের অন্তর্ভুক্ত নয়, আরেকটি কারণ ঈদের দিনে পশু জবাই করা একটি নেক কাজে তাড়াতাড়ি করার অন্তর্ভুক্ত।[৮০২]

৬- যুল-হিজ্জাহর দশদিনে যেসব কাজ করার মুস্তাহাব তার মধ্যে রয়েছে হজ ও ওমরাহ। এটি এই দশ দিনের মধ্যে করা সর্বোত্তম আমল, "আল্লাহ যাকে বায়তুল্লাহ হজের তাওফীক দান করেছেন তার উচিত হজ শরীয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী পালন করা এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসগুলি, যেমন ঝগড়া অশ্লীলতা, গোনাহ অশ্লীলতা এবং মারামারি থেকে বিরত থাকা, তাই তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য যে, সে হজের সওয়াব জান্নাত পাবে[৮০৩]।

আল্লাহর বান্দারা! এগুলি হল ছয়টি ইবাদত যা যুল-হিজ্জাহ মাসের দশ দিনে করা মুস্তাহাব ইবাদতের মধ্যে শীর্ষ স্থানে। এই ইবাদতগুলো সারা বছরের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দিনের তুলনায় জুল হিজ্জার দশ দিনের জন্য নির্দিষ্ট। যেহেতু এই দশদিনের মধ্যে এই ইবাদতগুলি একত্রিত হয়, তাই বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় এই দিনগুলির একটি অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত মৌলিক ইবাদত এই দিনগুলোর মধ্যে একত্রিত হয়, যেমন নামায, রোজা, দান এবং হজ। এই ইবাদতগুলি অন্যান্য দিনে একত্রিত হয় না। এটি ইবনে হাজার (রাহঃ) উক্তি[৮০৪]।

আল্লাহর বান্দারা! এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষ রমজানের শেষ দশদিনে প্রচণ্ড চেষ্টা ও তৎপরতা দেখায়, অথচ তারা যুল-হিজ্জার এই দশদিনে তেমন কোন তৎপরতা দেখায় না। অথচ এই দিনগুলো

---

(৮০০) নাসাঈ (২৮৪০), আহমাদ (৫/২৪৯), মুসনাদের মুহাক্কীকগণ বলেছেন এর সনদ মুসলিমের শর্ত রয়েছে।
(৮০১) মুসলিম (১১৬২)।
(৮০২) তাসহিলুল ফিকহ আব্দুল্লাহ ইবনে বিজরীন (৯/২২৯)।
(৮০৩) বুখারী (১৭৩৩), মুসলিম (১৩৪৯)।
(৮০৪) ফাতহুল বারী (২/৫৩৪) হাঃ (৯৬৯)।

অধিক মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। জলিলুল কদর তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রা:)-এর এই আচরণ ছিল যে, যখন যুল-হিজ্জার দশ দিন আসত, তখন তিনি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করতেন। এমনকি তাদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতেন[৮০৫]।

আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: "দশ তারিখের রাত্রিতে বাতি বন্ধ করবেন না"[৮০৬]। অর্থাৎ ঐ রাতগুলোকে তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদে ব্যস্ত রাখুন।

আসুন আমরা এই দিনগুলোতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং বেশি বেশি নেক আমল করি, এই দশকে নেক আমল করার ক্ষেত্রে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এবং আল্লাহর কাছে এই কাজের প্রতিদানের আশা করি। আজকে আমলের সুযোগ, হিসাব নয়। আর কিয়ামতের দিন হিসাব থাকবে, কর্মের সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾

অর্থঃ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে।[৮০৭]

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

হামদ ও সালাতের পর!

হে ঈমানদারগণ! আপনার জানা উচিত যে জুল-হিজ্জার দশ দিন রমজানের শেষ দশ দিনের চেয়েও উত্তম, তাই এই দিনগুলিতে আন্তরিকভাবে ইবাদত করুন। হাফিজ ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেনঃ

(৮০৫) দারিমী (১৮১৫)।
(৮০৬) সিয়ার আলামুন নুবালা (৪/৩২৬)।
(৮০৭) সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নংঃ ২১।

"সংক্ষেপে, এই দশ দিন সম্পর্কে বলা হয় যে তা বছরের সমস্ত দিনের চেয়ে উত্তম। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, রমজানের শেষ দশকের উপর অনেক আলেম এই দিনগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

কেননা রমজানের শেষ দশ দিনে যেসব ইবাদত মুস্তাহাব, সেসব ইবাদতও এ দিনগুলোতে মুস্তাহাব, যেমন নামায, রোজা, দান-খয়রাত ইত্যাদি, কিন্তু যুল-হিজ্জার দশদিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর মধ্যে ফরজ হজ আদায় করা হয়।

একটি উক্তি এটাও আছে: রমজানের শেষ দশক অধিকতর পছন্দনীয়, কেননা এতে শবে কদর রয়েছে, যা হাজার রাতের চেয়েও উত্তম। একদল মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করে বলেছে: যুল-হিজ্জার দশটি দিন অধিকতর উত্তম এবং রমজানের শেষ দশটি রাত অধিকতর উত্তম। এভাবে সব দলীল যুক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যতা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহই ভালো জানেন[৮০৮]।

এটা জেনে রাখুন আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যখন তোমরা যিলহাজ্জ মাসের (নতুন চাঁদ দেখতে পাও) আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল না ছাটে ও নখ না কাটে)[৮০৯]।

সহীহ মুসলিমে এভাবেও বর্ণিত হয়েছেঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যখন (যিলহাজ্জ মাসের) প্রথম দশদিন উপস্থিত হয়, আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল ও নখের কিছুই স্পর্শ না করে (কর্তন না করে)।

হে মুসলমানগণ! ইসলামী শরীয়তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে কোন সংকীর্ণতা নেই ব্যথা। অতএব, যার চুল বা নখ বা চামড়া কাটতে বাধ্য হবে, সে তা করতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ইবনে উসাইমীন (রাহঃ) বলেন: যে ব্যক্তির চুল, নখ ও চামড়া কেটে ফেলার প্রয়োজন হবে সে তা করতে পারে তাতে কোন সমস্যা নেই। যেমন, যদি তার এমন কোন আঘাত থাকে যার কারণে সে তার চুল কেটে ফেলতে বাধ্য হয় বা তার নখ টেনে বের করা হয় এবং তা তার জন্য কষ্টদায়ক হয়, তাহলে সে নখের ব্যথাদায়ক অংশটি কেটে ফেলতে পারে। অথবা যদি চামড়া কেটে ঝুলে পড়ে এবং তাকে ব্যথা দেয়, তাহলে তা কেটে ফেলতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নেই।[৮১০]

হে মুসলমানগণ! কোন হাজী যখন কুরবানী করার নিয়ত করে তখন তাকেও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই ওমরাহ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তার চুল ও চামড়া কাটা উচিত নয়। যদি সে ওমরাহ করে তবে তার চুল কাটা আবশ্যক। সেজন্য সে দেশে কুরবানীর ইচ্ছা না থাকলেও চুল কেটে ফেলেন। কারণ ওমরায় চুল কাটা ওমরাহ ইবাদতের একটি অংশ। এটি ইবনে বাজ এবং ইবনে উসাইমিন (রাহঃ) মতামত[৮১১]।

(৮০৮) তাফসীর ইবনে কাসীর সূরা হাজ্ব (২৮)। ইবনে তাইমিয়া (ফাতওয়া, ২৫/২৮৭) ও ইবনুল কায়্যিম এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

(৮০৯) মুসলিম (১৯৭৭)।

(৮১০) ফাতাওয়া ইবনে ওসাইমিন ()২৫/১৬১।

(৮১১) ফাতওয়া ইবনে বায (১৭/২৩৩) ফাতাওয়া ইবনে ওসাইমীন (২৫/১৪১)।

তাহলে জেনে রাখুন- আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন (নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমু'আহর দিন। এদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, এদিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিলো, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! তুমি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত কর এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

তারা যা আরোপ করে, তা থেকে পবিত্র ও মহান আপনার রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

মাজিদ বিন সুলাইমান আল-রাসি এই খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন, সৌদি আরব রাজ্যের জুবাইল শহরে ১৪৪২ সালের যুল কাদা মাসে।

খুৎবার বিষয়ঃ আরাফার দিনের বৈশিষ্ট্য

প্রথম খুৎবা

إِنَّ الحمدَ للهِ نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

হামদ ও সালাতের পর!

জেনে রাখুন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী, এর একটি বহিঃপ্রকাশ এই যে তিনি যে সকল প্রাণীকে চান তাকে সহত্ত্ব ও মর্যাদা দান করেন, তা সে ব্যক্তি হোক, স্থান হোক, সময় হোক বা ইবাদাতই হোক না কেন। এ পেছনে রয়েছে আল্লাহর হিকমত যা তিনি জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ﴾

অর্থঃ আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই।[৮১২]

- **এই খুতবায়, আমরা আরাফার দিনকে আল্লাহ কী কী মহত্ত্ব ও কি দশটি বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ:**

১- প্রথম বৈশিষ্ট্যঃ আরাফার দিন হল ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতা ও বরকত পূর্ণ হওয়ার দিন।

ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হতে বর্ণিত, জনৈক ইয়াহূদী তাঁকে বললঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই আমরা সে দিনকে খুশীর দিন হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন্ আয়াত? সে বললঃ

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

অর্থ: "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম"।[৮১৩] উমার (রাযি:) বললেন:

এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটা ছিল জুমু'আহর দিন।[৮১৪]

(৮১২) সূরা আল-ক্বছাছ, আয়াত নং: ৬৮।
(৮১৩) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৩।
(৮১৪) বুখারী ৫৪, মুসলিম ৩০১৬।

আরাফাহ দিবসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে দুই স্থানে এর দ্বারা শপথ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র বড় বড় জিনিসের কসম খেয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালার এই বাণীতে মাশহুদ থেকে এই দিনটিকেই বোঝানো হয়েছে:

﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾

আবু হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (শাহিদ মানে জুমার দিন, আর মাশহুদ মানে আরাফার দিন, আর মাওউদ মানে হল কিয়ামতের দিন।[৮১৫]

২- আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহর বাণী:

﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ﴾

অর্থঃ শপথ জোড় ও বেজোড়ের।[৮১৬]

বেজোড় বলতেও আরাফার দিনকে বোঝায়। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (আয়াতটিতে) "দশ দিনের শপথ" অর্থ যুল-হিজ্জার দশ দিন, বেজোড় এর অর্থ আরাফার দিন, আর জোড়ের অর্থ কোরবানির দিন।[৮১৭]

৩- আরাফাহ দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দিনে রোজা রাখলে দুই বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আরাফার দিনে রোযা রাখলে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি যে, বিগত বছরের এবং পরের বছরের গুনাহসমূহ কাফফারা হয়ে যাবে।[৮১৮]

৪- আরাফাহ দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটি নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হয়। এর আগেও নিষিদ্ধ মাস আসে এবং এর পরেও নিষিদ্ধ মাস।

৫- আরাফার দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন, এই দিনে আল্লাহ (বান্দাদের) নিকটবর্তী হন। আর মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীদের জন্য তাঁর গর্ব ও প্রশংসা প্রকাশ করেন। এ তিনটি বৈশিষ্ট্য একই হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। আয়িশাহ (রাযিঃ) বলেছেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

আরাফাহ দিবসের তুলনায় এমন কোন দিন নেই- যেদিন আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক সংখ্যক লোককে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তা'আলা নিকটবতী হন, অতঃপর বান্দাদের সম্পর্কে

(৮১৫) মুসনাদ আহমাদ, ৭৯৭৩, এর মুহাক্কিকগণ এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮১৬) সূরা ফাজর, আয়াত নং: ৩।
(৮১৭) আহমাদ, ১৪৫১১, এর মুহাক্কিকগণ এটিকে হাসান বলেছেন।
(৮১৮) মুসলিম ১১৬২।

মালয়িকার সামনে গৌরব প্রকাশ করেন এবং বলেনঃ তারা কী উদ্দেশে সমবেত হয়েছে (বা তারা কী চায়।[৮১৯]

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরাফার দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং হাজীদের ব্যাপারে মালায়িকাহ্'র (ফেরেশতাদের) সম্মুখে গর্ববোধ করেন এবং বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকাও, তারা আমার কাছে আসছে এলোমেলো চুলে, ধূলাবালি গায়ে উপস্থিত হয়েছে।[৮২০]

ইবনে রজব (রহঃ) বলেনঃ আরাফার দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির দিন। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা আরাফায় হাজীদের এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। তাই পরবর্তী দিনটি সকল মুসলমানের জন্য ঈদের দিন, তারা আরাফার ময়দানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। কেননা সেদিন তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ক্ষমা লাভে সবাই অংশীদার হয়।[৮২১]

৬- আরাফাহ দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দিনে করা দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরাফাতের দিনের দু'আই উত্তম দুআ। আমি ও আমার আগের নবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথাঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তারই এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান"।[৮২২]

৭- আরাফাহ দিবসের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি যুল-হিজ্জার দশ দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়, যা বছরের শ্রেষ্ঠ দিন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এমন কোন দিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যুলহিজ্জা মাসের এই দশ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয় সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোন লোক আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দুটির কোনটিই নিয়ে যদি সে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা (অর্থাৎ সেই শহীদের মর্যাদা) আলাদা।[৮২৩]

৮- আরাফার দিনের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই দিনে হজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি (রুকন) পালন করা হয়, যা হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান করা।[৮২৪]

৯- আরাফাহ দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দিনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানরা এসে এক জায়গায় সমবেত হয় এবং একই দায়িত্ব পালন করে যা অন্য কোনো দিনে করা যায় না। অন্য কোন

---

(৮১৯) মুসলিম ১৩৪৮।
(৮২০) আহমাদ ২/২২৪, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮২১) লাতায়েফুল মাআরিফ।
(৮২২) তিরমিযী ৩৫৮৫, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।
(৮২৩) বুখারী ৯৬৯।
(৮২৪) নাসাঈ ৩০১৬, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

ইবাদতে এই সম্মিলিত প্রদর্শনী ঘটে না, এটি ইসলামী আচার-অনুষ্ঠানের আবির্ভাব ও তার উচ্চতার বহিঃপ্রকাশ এবং এটি শয়তানের পশ্চাদপসরণ করার কারণও বটে, কারণ সে দেখে যে বান্দাদের উপর বরকত বর্ষিত হয়। গুনাহ মাফ করা হচ্ছে, যার কারণে সে পশ্চাদপসরণ করে।

১০- হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই দশটি বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ আরাফার দিনের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তার অবস্থান, মর্যাদা এবং মহত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে।

অতএব, আমাদের উচিত সৎ কাজের মাধ্যমে এই ফজীলতগুলো অর্জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া, একে অপরকে অতিক্রম করে নেকী অর্জন করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করা। কারণ আজ কর্মের সুযোগ আছে, হিসাব নয়, আগামীকাল হবে হিসাবের দিন যেখানে কর্মের সুযোগ থাকবে না।

﴿سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ﴾

অর্থঃ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের রবের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে।[৮২৫]

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আল্লাহরই প্রশংসা, এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর বান্দাদের উপর যাদের তিনি মনোনীত করেছেন।

হে ঈমানদারগণ! আপনার জানা উচিত যে আরাফাতের দিন দুআ করার ফজীলত সারা বিশ্বের মানুষের জন্য ব্যাপক। এই ফজিলত শুধুমাত্র সেই হাজীদের জন্য নয় যারা আরাফার ময়দানে অবস্থান করেন। কারণ এটি সময়ের ফজিলত। তবে কোন সন্দেহ নেইযে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীরা স্থান ও সময় উভয়েরই ফযীলত পাবেন।

(৮২৫) সূরা আল-হাদীদ, আয়াত নং: ২১।

আল্লাহর বান্দারা! আরাফার দিনে যিকির ও দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজনে সাহায্য করতে পারে এমন একটি বিষয় হল যোহরের সময় থেকে মাগরিবের সময় পর্যন্ত যথাসম্ভব মসজিদে অবস্থান করা।

আরাফার দিনে নামাযের পর নির্দিষ্ট তাকবীর পড়াও মুস্তাহাব। যারা হাজী নন তাদের জন্য, এই তাকবীর আরাফার দিনে ফজরের সালাত থেকে শুরু করে যুল-হিজ্জাহ মাসের তেরো তারিখে আসরের নামাযের শেষ পর্যন্ত পাঠ করা মুস্তাহাব। হাজীদের জন্য, আরাফার দিনে যোহর ও আসরের নামাজ শেষ করার পর তাকবীর শুরু হয়। হাজী যখন নামায শেষ করেন, তখন তাকে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে, তারপর এই দুআ পাঠ করতে হবে:

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام

অতঃপর তাকবীর পাঠ করবে এবং বলবে:

الله اكبر، الله اكبر، لاإله الا الله، والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.

হে ঈমানদারগণ! এটি একটি মহান সুযোগ এবং আমাদের রবের কাছ থেকে রহমতের বর্ষণ যা বছরে একবার আসে।

যদি বান্দা আল্লাহর দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আল্লাহ তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আল্লাহর দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আল্লাহ তার দিকে দু' হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি তার দিকে হেঁটে আসে, আল্লাহ তার দিকে দৌড়ে যাই।

এই হাদিসটি আল্লাহ তায়ালার মহান অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এ বিষয়টিও নির্দেশ করে যে বান্দারা ভালো কাজ ও সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে, তত দ্রুত আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে কল্যাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হন।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদের প্রতি রহমত ও শান্তি প্রেরণ করুন এবং তাঁর খলিফা, সম্মানিত তাবেঈন এবং বিচার দিবস পর্যন্ত যারা আন্তরিকভাবে তাদের অনুসরণ করেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

হে আমাদের রব! আমরা নিজেদেরই বড় ক্ষতি করেছি এবং আপনি ছাড়া অন্য কেউ পাপ ক্ষমা করে না, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন, নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আরাফাহ দিবসে পৌঁছে দিন এবং এই দিনে আরও ভাল উপায়ে আপনাকে স্মরণ করার, শুকরিয়া আদায় করার এবং ইবাদত করতে আমাদের সহায়তা করুন।

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

খুৎবার বিষয়ঃ ঈদুল আযহার খুৎবা- বিশটি দিকনির্দেশনা

প্রথম খুৎবা

الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا.

الحمد لله جل جلاله، وعظم ثناؤه، وتقدست أسماؤه، سبحانه وبحمده لا تحصى نعماؤه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

অতঃপর, আপনারা মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন; কেননা তাঁর তাকওয়া হল উত্তম পাথেয় এবং কিয়ামত দিবসে নাজাতের অসীলা।

১. হে মুসলমানগণ! আপনারা আল্লাহর তায়ালার নিকক শ্রেষ্ঠ দিনসমূহের মধ্য হতে একটি দিনে অবস্থান করছেন; আর সে দিনটি হল পশু জবাইয়ের দিন তথা বরকতময় কুরবানীর ঈদের দিন। দিনটি ইসলামের ফরজ বিধানসমূহের অন্যতম একটি ফরজ বিধান হজ সম্পাদনের পরেই আগমন করে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন হল কুরবানীর দিন অতঃপর মিনায় অবস্থানের দিন।)[৮২৬]

কুরবানীর দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার রহস্য হল; এ দিনটিতে হজের অধিকাংশ আমলসমূহ সম্পাদিত হয়। যেমন: জামারা আকাবাতে (বড় জামারা) পাথর নিক্ষেপ, হজের পশু জবাই, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটার মাধ্যমে হজের প্রথম হালাল অর্জন, তাওয়াফে ইফাযাহ করা, সাফা-মারওয়া সায়ী করা এবং হাজীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য কুরবানীর পশু জবাই করা। আর এ আমলসমূহ শুধুমাত্র এ দিনটিতেই সমবেত হয়।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

২. হে আল্লাহর বান্দাগণ! সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ইসলামের ঈদগুলোকে অন্যান্য সকল উৎসব-পার্বন থেকে পৃথক করে। তা হল: গভীর তাৎপর্য এবং মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঈদগুলোকে

(৮২৬) সুনানে আবু দাউদ (১৭৬৫), সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন কুরতুব (রা:) হতে বর্ণিত এবং শায়খ আলবানী (রাহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।

শরীয়তে প্রবর্তন করা হয়েছে। তন্মধ্যেঃ আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, মুমিনদের হৃদয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রবেশ করানো এবং দ্বীন ইসলামের মহানুভবতা ও সহজ-সরলতার দিকটি তার অনুসারীদের নিকট উন্মোচিত করা। রাসূল সাঃ বলেছেনঃ (আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো আমাদের মুসলিমদের জন্য ঈদ স্বরূপ।)[৮২৭]

আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

৩. হে মুমিনগণ! এ মর্যাদাপূর্ণ দিনে মুমিন বান্দা যে শ্রেষ্ঠ আমলের মাধ্যমে তার রবের নৈকট্য অর্জন করে; তা হল কুরবানী করা। এটি আল্লাহর দু'জন খলীল ইবরাহীম (আঃ) ও মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সুন্নাত।

৪. জবাই করার কিছু আদব ও সুন্নাত রয়েছে; তন্মধ্যেঃ কুরানীর পশুকে কিবলামুখী করা, জবাইয়ের প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা এবং বলাঃ

اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم تقبل مني

অর্থঃ হে আল্লাহ! এটি আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনার উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! এটি আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে, হে আল্লাহ! আপনি আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

৫. কুরবানীদাতার জন্য মুস্তাহাব হল, সক্ষম হলে নিজ হাতে তার কুরবানির পশুকে জবাই করা এবং জবাই করার সময় গলার দুই পাশের দুটি মোটা রগ কেটে জবাই করা।

৬. কুরবানীদাতা যদি তার পশুকে জবাই করার দায়িত্বভার অন্যের উপর অর্পণ করে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। তখন জবাইকারী বলবেঃ হে আল্লাহ! এটি আপনার পক্ষ থেকে এবং আপনার উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! এটি অমুকের (নাম উচ্চারণ করবে) পক্ষ থেকে, হে আল্লাহ! আপনি তার পক্ষ থেকে কবুল করুন।

৭. জবাইকারী পশুর নিকট থেকে ছুরি গোপন রাখবে, তার থেকে দূরে গিয়ে ছুরি ধার দিবে এবং তার সমগোত্রীয় পশুর সামনে জবাই করবে না রাসূল (সাঃ) নির্দেশনা পালনার্থেঃ (মহান আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জিনিসের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনকে বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। তোমরা যখন জবাই করবে তখন উত্তম পন্থায় জবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং জবাইকৃত পশুকে আরাম দেয়।)[৮২৮]

৮. কুরবানীর পশু জবাইয়ের সময় চার দিন; যথাঃ কুরবানীর ঈদের দিন এবং তাশরীকের তিন দিন। তবে উত্তম হল ঈদের দিন জবাই করা; যেন এটি জিলহজ মাসের ফযিলতপূর্ণ দশদিনের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

(৮২৭) সুনানে আবু দাউদ (১৭৬৫), সাহাবী উকবা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) এটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮২৮) সহীহ মুসলিম (১৯৫৫), সাহাবী উকবা বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত।

৯. রাসূল (সাঃ) সাদা বর্ণের শিং যুক্ত দুটি দুম্বা কুরবানী করেন এবং কুরবানীতে কোন ধরণের পশু জবাই করা যাবেন না; তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন: (চার ধরণের পশু কুরবানী করা জায়েয নয়। অন্ধ- যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট, রুগ্ন- যার রোগ সুস্পষ্ট, খোঁড়া- যার খোঁড়াত্ব স্পষ্ট এবং বৃদ্ধ ও দুর্বল- যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে।)[৮২৯]

১০. রাসূল (সাঃ) কুরবানীর ঈদের দিন তার কুরবানীর পশুর গোশত খাওয়ার পূর্বে কোন কিছু খেতেন না।

১১. হে আল্লাহর বান্দাগণ! রাসূল (সাঃ)-এর যুগে মুসলমানরা হজের ও কুরবানীর পশুর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন; ফলে তারা হজের হাদী ও কুরবানীর পশু হিসেবে সুন্দর ও মোটা-তাজা পশুকে বাছাই করতেন। কেননা কুরবানীর পশু যত মূল্যবান ও পূর্ণ নিখুঁত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে পশুটি তত আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় হবে এবং কুরবানীদাতা বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ) বলেন: “সাধারণত কুরবানীর সওয়াব পশুর মূল্যের সমানুপাতিক হয়ে থাকে”।[৮৩০]

১২. হে আল্লাহর বান্দাগণ! কুরবানীর পশুর গোশত বন্টনের জন্য নির্ধারিত কোন খাত নেই তবে তা থেকে খাওয়া, সফরে পাথেয় হিসেবে সঙ্গে নেয়া এবং দরিদ্রদের দেয়ার নির্দেশনা এসেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ﴾

অর্থ: তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে।[৮৩১]

রাসূল (সাঃ) থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে: (খাও এবং সঞ্চয় করে রাখো।)[৮৩২] অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং জমা করে রাখো।)[৮৩৩]

১৩. কুরবানীর পশু জবাই করার পরে তার কোন কিছু কোন বিক্রয় করা জায়েয নয়, না গোশত না অন্য কিছু। এমনটি চামড়াও বিক্রি করা জায়েয নয়।

১৪. কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ কাফেরদেরকে দেয়া জায়েয আছে তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য এবং দ্বীন ইসলামের নিদর্শনাবলীর সৌন্দর্য প্রকাশার্থে।

১৫. কুরবানীর গোশত থেকে কোন কিছু কসাইকে তার পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া যাবে না। তবে কুরবানীদাতা তার কাজ অনুপাতে অর্থ দিতে পারে।

---

(৮২৯) মুসনাদে আহমাদ (৪/৩০০), মুসনাদের মুহাক্কীকগণ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮৩০) আল-ফাতওয়া আল-কুবরা (৪/৪৬৮)।
(৮৩১) সূরা আল-হজ: ৩৬।
(৮৩২) সহীহ বুখারী (১৭১৯), সহীহ মুসলিম (১৯৭২), সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত।
(৮৩৩) সহীহ মুসলিম (১৯৭২), সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত।

১৬. হে আল্লাহর বান্দাগণ! কুরবানীর মহান দিনের পরেই আগমন করে ফযিলতপূর্ণ তাশরীকের দিনগুলো। উক্ত দিনগুলোতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বেশি বেশি স্মরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖ﴾

অর্থ: আর তোমরা গোনা দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে।[৮৩৪] ঈদের দিনগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আমলের অন্তর্গত হল; তাশরীকের তিন দিন তাকবীর পাঠ করা। ঈদের দিন থেকে তাশরীকের তৃতীয় দিনের মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত সারা সময়ে তাকবীর পাঠ করা- এটিকে তাকবীরে মুতলাক বলা হয়। আর তাশরীকের তৃতীয় দিনের আসরের সালাত পরবর্তী সময় পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পরে তাকবীর পাঠ করা- এটিকে তাকবীরে মুকায়য়াদ বলা হয়। যদি চায় তাহলে সে তিন বা দুই বার করে আল্লাহু আকবর বলতে পারে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

১৭. ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলো আহার, পান এবং আল্লাহর যিকির করার দিন। সুতরাং ঈদ ও তাশরীকের দিনগুলোতে সিয়াম রাখা জায়েয নয়; কেননা এটি উৎসব। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (তাশরীকের দিনগুলো হল পানাহারের দিন।) অন্য বর্ণনায়: (আল্লাহর যিকির করার দিন।)[৮৩৫]

১৮. ঈদের অন্যতম হিকমত ও শ্রেষ্ঠ উপকারিতা হল মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ, পরিদর্শন, হৃদ্যতা অর্জিত হওয়া এবং একাকিত্ব দূর হওয়া, হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন নির্বাপিত হওয়া। ঈদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে এক স্থানে মুসলমানদের সমবেত করতে পারার ক্ষেত্রে ইসালামের সামর্থ্য প্রমাণ করে যে তাদেরকে হকের উপর সমবেত রাখতে এবং তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে তাদের অন্তরগুলোর মাঝে প্রীতি সৃষ্টিতে ইসলাম সক্ষম। নুমান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি মানব দেহের মত। যখন তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন তার সমগ্র দেহ তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে।)[৮৩৬]

ঈদে মুস্তাহাব আমলসমূহের অন্তর্ভুক্ত হল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দার উপর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে আবশ্যক করেছেন বিশেষত আনন্দ-উৎসবে। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: (আমি-ই রহমান। আমি আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করেছি এবং নাম (রহমান) থেকে এর নাম (রেহেম) উদগত করেছি।

(৮৩৪) সূরা আল-বাকারা: ২০৩।
(৮৩৫) সহীহ মুসলিম (১৯৭২), সাহাবীয়া নুবায়শাহ আল-হুযালী (রাঃ) হতে বর্ণিত।
(৮৩৬) সহীহ মুসলিম (১৯৭২), সাহাবী নুমান বিন বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত।

সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখবে আমিও তার সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক রাখব, আর যে ব্যক্তি তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলব।)[৮৩৭]

আল্লাহর বান্দাগণ! যে ব্যক্তি তার আত্মীয় বা বন্ধু বা প্রতিবেশির সাথে বিবাদে লিপ্ত সে যেন তার সাথে বিবাদ মিটিয়ে নেয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ﴾

অর্থ: অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় ও আপস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে।[৮৩৮]

তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ﴾

অর্থ: মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই; কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।[৮৩৯]

১৯. হে আল্লাহর বান্দাগণ! ঈদে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানানো উত্তম ও বৈধ। ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ) বলেন: "ঈদের দিন ঈদের সালাতের পরে একে অপরের সাথে দেখা হলে বলা:

تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك

অর্থ: আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন এবং আল্লাহ তায়ালা এটিকে তোমার উপর পূর্ণতা দিন। কতক সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "তারা ঈদের দিনে এরূপ করতেন। এরূপ শুভেচ্ছা জানানোর বিষয়ে ইমাম আহমদ সহ অন্যান্য ইমামগণ অনুমতি দিয়েছেন"।[৮৪০]

২০. হে আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের বিপরীতে হারাম খেল-তামাশা, অবাধ্যচরণ এবং পাপাচার থেকে সতর্ক থাকুন, নতুবা আপনাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর শাস্তি নেমে আসবে।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

আল্লাহু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লাহে কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা।

---

(৮৩৭) মুসনাদে আহমাদ (১/১৯৭), সুনানে আবু দাউদ (১৬৯৪), সাহাবী আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং মুসনাদের মুহাক্কীগণ ও শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮৩৮) সূরা আশ-শূরা: ৪০।
(৮৩৯) সূরা আল-হুজুরাত: ১০।
(৮৪০) মাজউল ফাতওয়া (২৪/২৫৩)।

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

হামদ ও সালাতের পর।

২১. হে মুমিন নারীগণ! আল্লাহ তায়ালা উম্মাহাতুল মুমিনীনদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে স্বীয় গ্রন্থ কুরআনুল কারীমে বলেন:

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ﴾

অর্থ: আর তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাক।[৮৪১] এই আল্লাহ প্রদত্ত দিকনির্দেশনা হল উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং কিয়ামত অবধি যে সকল মুমিন নারীগণ তাদের পথে চলবে; তাদের জন্য। অতএব, হে সে সকল নারীগণ! যারা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছ; তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকে এবং মানব ও জ্বিন শয়তানের ষড়যন্ত্র, দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অবাধ মেলামেশার ফেতনা থেকে সতর্ক থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন: প্রাচীন জাহেলী যুগের প্রদর্শনীর মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।

যে ব্যক্তি নিরাপত্তা চায় সে যেন নিজেকে উপকারী বিষয়ে ব্যস্ত রাখে এবং পাপাচারীদের অনুসরণ পরিহার করে; কেননা হৃদয় বিনষ্টে তাদের অনুসরণের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمًا﴾

অর্থ: আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।[৮৪২]

ঈদ উপলক্ষ্যে আপনাদের প্রতি শুভেচ্ছা। আল্লাহ তায়ালা সুখ-শান্তিকে আপনাদের জন্য স্থায়ী করুন, আপনাদের মাঝে আনন্দ ও প্রফুল্লতা ছড়িয়ে দিন, আপনাদের ইবাদতগুলো কবুল করুন, আপনাদের

(৮৪১) সূরা আল-আহযাব: ৩৩।
(৮৪২) সূরা আন-নিসা: ২৭।

খুশিকে স্থায়ী করুন, আপনাদের পাপসমূহ মোচন করুন, কল্যাণ দ্বারা আপনাদের অন্তরকে সৌভাগ্যবান করুন, আপনাদের আশাকে পূর্ণ করুন এবং আপনাদেরকে সৎকাজের তাওফীক দান করুন।

অতঃপর, আপনারা রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করুন। কেননা যে ব্যক্তি তার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

খুৎবার বিষয়ঃ বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে আকসার দশটি বৈশিষ্ট্য

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

সবচেয়ে সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলিমগণ! আমি তোমাদেরকে এবং আমাকে আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তাকওয়া হচ্ছে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-আল্লাহ তাআলা যার নির্দেশ-উপদেশ পূর্বের ও পরের সকল জাতিকেই দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدۡ وَصَّيۡنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَإِيَّاكُمۡ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾

অর্থ: (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর)।[৮৪৩]

সুতরাং আপনারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন, তাকে ভয় করুন, তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্য হবেন না। আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর হিকমত অনুযায়ী যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন। ফলে তিনি কিছু ফেরেশতাগণকে অপর ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, কিছু আসমানী গ্রন্থকে অপর আসমানী গ্রন্থের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, কতক নবীকে অপর নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন, কিছু সময়-কালকে অপর সময়ের উপর মর্যাদা দান করেন এবং কিছু স্থানকে অপর স্থানসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এরই অন্তর্গত হল বরকতময় যমীনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা; যা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর এটি হল আল্লাহর হেকমত ও তাঁর সুন্দর এখতিয়ারের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ﴾

অর্থঃ আর আপনার রব যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছে মনোনীত করেন, এতে তাদের কোনো হাত নেই।[৮৪৪]

বায়তুল মুকাদ্দাস এর অর্থ হল, শিরকের চিহ্ন-নিদর্শন থেকে পবিত্র গৃহ।

---

(৮৪৩) সূরা আন-নিসা, আয়াত নং: ১৩১।
(৮৪৪) সূরা আল-ক্বছাছ, আয়াত নং: ৬৮।

- **হে আল্লাহর বান্দাগণ! বায়তুল মুকাদ্দাসের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:**

১. আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুবারক তথা বরকতময় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন:

﴿سُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ﴾

অর্থ: পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করালেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার আশপাশে আমি দিয়েছি বরকত।[৮৪৫]

আর কুদস হল মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

২. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হল আল্লাহ তায়ালা একে মুকাদ্দাস তথা পবিত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর তা মূসা আঃ এর জবানে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾

অর্থ: হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর।[৮৪৬]

পবিত্র ভূমি দ্বারা উদ্দেশ্য হল বায়তুল মুকাদ্দাস।

৩. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্গত হল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মূসা (আঃ)-কে এর অধিবাসী পরাক্রমশালী মূর্তিপূজারী আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন; যেন তিনি তাদের নিকট থেকে পবিত্র ভূমি ছিনিয়ে নেন, সেখানে তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন এবং সেখান থেকে শিরক দূরীভূত করেন। মূসা আঃ তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন:

﴿يَٰقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَرۡتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ﴾

অর্থ: হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করো না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।[৮৪৭]

৪. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, যে বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) সংবাদ প্রদান করেছেন; তা হল, মূসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে তাকে যেন বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী করে দেয়া হয় পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ কাছাকাছি স্থানে; যাতে তিনি তার নিকটে মৃত্যু বরণ করতে পারেন। আর এটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি ভালবাসার কারণে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: "যখন নবী মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু উপস্থিত হল তখন তিনি তার রবের নিকট প্রার্থনা করলেন যেন তাকে পবিত্র ভূমি

---

(৮৪৫) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ১।
(৮৪৬) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ২১।
(৮৪৭) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ২১।

থেকে পাথর নিক্ষেপের দূরত্বের সমান স্থানে তাকে পৌঁছে দেয়া হয়।" আর এটি জানা বিষয় যে, পবিত্র ভূমি তখন মূর্তিপূজারী প্রতাপশালী আমালেকা সম্প্রদায়ের শাসনাধীন ছিল। কাজেই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে সেখানে মৃত্যুবরণ করার বিষয়টি মূসা (আঃ)-এর হাতে ছিল না। তাই তিনি যতদূর সম্ভব তার নিকটবর্তী হওয়ার দোয়া করেছিলেন। অতঃপর রাসূল (সাঃ) বলেন: "আমি যদি সেখানে থাকতাম তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে রাস্তার পার্শ্বে লাল টীলার নীচে কবরটি দেখিয়ে দিতাম"।[৮৪৮]

৫. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন যখন নবী ইউশা বিন নূন (আঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী প্রতাপশালী আমালেকা সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প করেছিলেন। কেননা একদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল এবং তার সাথে ছিল সেনাবাহিনী। ফলে তিনি আল্লাহর নিকট সূর্যকে স্থির রাখার দোয়া করেছিলেন যাতে তিনি সন্ধ্যা নামার পূর্বে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে আমালেকাদের সাথে লড়াই করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা তার প্রার্থনা অনুসারে সূর্যকে থামিয়ে দিয়েছিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় সম্পন্ন হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: (মানুষের উপর কখনো সূর্যকে স্থির রাখা হয়নি, তবে ইউশা (আঃ)-এর উপর রাখা হয়; যে রাতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে সফর করেন।)[৮৪৯]

৬. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, এটির বিজয় সম্পন্ন হওয়া কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। আউফ বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আগমন করলাম, তিনি তখন একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাসূল সাঃ বললেন: "কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো: আমার মৃত্যু অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়"।[৮৫০]

৭. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, কানা দাজ্জাল সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না বরং তার নিকবর্তীস্থানে তাকে হত্যা করা হবে এবং ঈসা মসীহ (আঃ) তাকে হত্যা করবে যখন তাকে 'বাবে লুদ' নামক স্থানে ধরতে পারবে।[৮৫১] আর লুদ স্থানটি হল বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী।

৮. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, শীর্ষ কাফের নেতৃবৃন্দ ও তাদের প্রতীকসমূহের শেষ পরিণতি সংঘটিত হবে ফিলিস্তিনে। যেমন: দাজ্জাল ঈসা (আঃ)-এর হাতে ফিলিস্তিনে নিহত হবে একটি প্রকৃত হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী যুদ্ধে; যে যুদ্ধে দাজ্জাল ইহুদী জাতির প্রধান হিসেবে ভূমিকা রাখবে। ঈসা (আঃ) ও তার সেনাবাহিনী দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীকে হত্যা করবে। বরং যে সকল খ্রিষ্টান 'ঈসা (আঃ) একজন মানুষ এবং রাসূল' এ মর্মে সঠিক ঈমান আনেনি তাদেরকেও উক্ত যুদ্ধে হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে শুকর হত্যা করা হবে এবং তাদের পূজনীয় ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা হবে। আর এ সবগুলোই সংঘটিত হবে ফিলিস্তিনে।

---

(৮৪৮) সহীহ বুখারী (১৩৩৯), সহীহ মুসলিম (২৩৭২), সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত।
(৮৪৯) মুসনাদে আহমাদ (৮৩১৫), সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত এবং মুসনাদের মুহাক্কীকগণ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮৫০) সহীহ বুখারী (৩১৭৬)।
(৮৫১) সহীহ মুসলিম (২৩৭২), সাহাবী নাওয়াস বিন সামআন (রা:) হতে বর্ণিত।

৯. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম হল, শেষ জামানায় যখন মাসীহ ঈসা (আঃ) নেতৃত্বে মুসলিমদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধ হবে তখন গাছ ও পাথর ইহুদীদের প্রকাশ করে দিবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: "কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত মুসলিমগণ ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে লড়াই না করবে। মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করবে। ফলে তারা পাথর বা বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করবে। তখন পাথর বা গাছ বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই তো ইয়াহুদী আমার পশ্চাতে। এসো, তাকে হত্যা কর। কিন্তু 'গারকাদ' গাছ এ কথা বলবে না। কারণ এ হচ্ছে ইয়াহুদীদের গাছ"।[৮৫২]

১০. বায়তুল মুকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল, তথায় মসজিদুল আকসা অবস্থিত। আর মসজিদুল আকসা হল কুরআন ও হাদিসের দলীলের আলোকে সম্মানিত তিনটি মসজিদের একটি। মসজিদে আকসা নানা দিক থেকে সম্মানিত তন্মধ্যে দশটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হল:

প্রথম: রাসূল (সাঃ)-কে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় রাতের বেলায় ভ্রমণ করানো হয় অতঃপর সেখান থেকে আসমান অভিমূখে তার মিরাজ সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহ তায়াল বলেন:

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا﴾

অর্থ: পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করালেন আল-মসজিদুল হারাম থেকে আল-মসজিদুল আকসা পর্যন্ত।[৮৫৩]

অতঃপর তিনি যখন আসমান থেকে ফিরে আসলেন তখন মসজিদুল আকসাতে আসলেন এবং সেখান থেকে মক্কাতে আসলেন। মসজিদুল আকসা হয়ে রাসূল (সাঃ)-এর দুই বার অতিক্রম তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়: রাসূল সাঃ মিরাজের রজনীতে মসজিদুল আকসাতে সকল নবীদের সালাতে ইমামতি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেন: "তারপর নামাজের সময় হল এবং আমি তাদের ইমামতি করলাম"।[৮৫৪]

তৃতীয়: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, আল্লাহ তায়ালা মসজিদুল আকসাকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সামনে উদ্ভাসিত করে দেন যাতে তিনি দেখতে পারেন। আর এটি করেছিলেন সেই সময় যখন মুশরিকগণ রাতের বেলায় তার মসজিদুল আকসা ভ্রমণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। তারা রাসূল (সাঃ)-কে মসজিদুল আকসার বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যেন তিন লা-জবাব হয়ে পড়েন; কেননা তারা জানত যে রাসূল (সাঃ) কখনো মসজিদুল আকসাতে ভ্রমণ করেন নি। তখন আল্লাহ তায়ালা তার নিকট মসজিদুল আকসাকে উদ্ভাসিত করে দিলেন আর রাসূল (সাঃ) তার অবকাঠামো এবং সেখানের নিদর্শনসমূহের বর্ণনা দিতে লাগলেন। এ প্রসঙ্গে জাবের (রাঃ) বলেন: "যখন কুরাইশগণ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আল্লাহ তায়ালা তখন আমার

(৮৫২) সহীহ বুখারী (২৯২৬), সহীহ মুসলিম (২৯২২)।
(৮৫৩) সূরা আল-ইসরা, আয়াত নং: ১।
(৮৫৪) সহীহ মুসরিম (২৯২২), সাহাবী আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত।

সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন; ফলে আমি দেখে দেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম"।[৮৫৫]

চতুর্থ: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি মুসলমানদের প্রথম কেবলা। বারা বিন আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা নবী (সাঃ)-এর সাথে ষোল অথবা সতের মাস ব্যাপী বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছি। এরপর আমাদেরকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয়।"[৮৫৬]

পঞ্চম: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি সে সকল মসজিদের অন্তর্গত যে সকল মসজিদের দিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়। এ প্রসঙ্গে দলীল হল রাসূল (সাঃ)-এর বাণী: (মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার এ মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে-সালাতের-উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না।)[৮৫৭] অর্থাৎ, আমার মসজিদ বলতে মসজিদে নববী। কাজেই পৃথিবীর কোন অঞ্চলেই ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত।

ষষ্ঠ: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায় করা অপেক্ষা আড়াইশো গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমরা রাসূল সাঃ এর নিকট আলোচনা করলাম মসজিদে নববী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মাঝে কোনটি বেশি মর্যাদাপূর্ণ! তখন রাসূল (সাঃ) বললেন: আমার মসজিদে সালাত আদায় করা তথায় সালাত আদায় করার চেয়ে চারগুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ। সে কতই না উত্তম মুসল্লী! অচিরেই একজন ব্যক্তির ঘোড়ার রশি পরিমাণ জমিনও থাকবেনা যেখান থেকে সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে দেখবে; যা তার জন্য সমগ্র দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম হবে, অথবা বলেছেন: দুনিয়া ও তার মাঝে অবস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম হবে।)[৮৫৮]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! যেহেতু মসজিদে নববীতে সালাত আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি সেহেতু মসজিদুল আকসাতে সালাত আদায় আড়াইশো গুণ বেশি ফযিলতপূর্ণ; কেননা এটি হাজারের এক চতুর্থাংশ।

সপ্তম: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, পৃথিবীতে নির্মিত এটি দ্বিতীয় মসজিদ। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (আমি রাসূল (সাঃ)-ক বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদুল হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয় মসজিদ তৈরির মাঝে ব্যবধান কত ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।)[৮৫৯]

অষ্টম: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, সুলাইমান বিন দাউদ (আঃ) মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমার দোয়া করেছিলেন ঐ সকল ব্যক্তির জন্য যারা তথায়

---

(৮৫৫) সহীহ বুখারী (৩৮৮৬), সহীহ মুসলিম (১৭০)।
(৮৫৬) সহীহ বুখারী (৪৪৯২), সহীহ মুসলিম (৫২৫)।
(৮৫৭) সহীহ বুখারী (৪৪৯২), সহীহ মুসলিম (৫২৫), সাহাবী আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত।
(৮৫৮) আল-মুজাম আল-আওসাত: ত্বাবারানী (৬৯৮৩), মুস্তাদরাকে হাকেম (৪৫০৯), শাইখ আলবানী হাদীসটিকে তামামুল মিন্নাহ গ্রন্থে (পৃ: ২৯৪) সহীহ বলেছেন।
(৮৫৯) সহীহ বুখারী (৩৪২৫), সহীহ মুসলিম (৫২০)।

সালাত আদায় করবে। আল্লাহ তায়ালা তার দোয়াটি কবুল করেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাঃ বলেছেন: (সুলাইমান বিন দাউদ যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে তিনটি বস্তু চাইলেন। এমন ফায়সালা যা তাঁর ফায়সালার মত হয়। ফলে তা তাকে প্রদান করা হল। আর তিনি আল্লাহর নিকট চাইলেন এমন রাজত্ব; যার অধিকারী তার পরে আর কেউ হবে না। এটাও তাকে দেয়া হল। আর মসজিদ নির্মাণের কাজ যখন তিনি সমাপ্ত করলেন তখন তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, যে ব্যক্তি তাতে সালাতের জন্য আগমণ করবে, তাকে যেন পাপ থেকে ঐ দিনের মত মুক্ত করে দেন যেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিল।)[৮৬০]

নবম: মসজিদুল আকসাকে সুলাইমান (আঃ)-এর পূর্বে আরো কিছু নবী পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। যেমন: ইবরাহীম (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)।

দশম: মসজিদুল আকসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এটি খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম খলীফা উমরা (রাঃ) জয় করেছেন। তার শাসনামলে প্রখ্যাত সাহাবী আবু উবায়দা আমের ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহিনী ১৫ হিজরী মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কুদস অবরোধ করে। অবরোধের ছয় মাস অতিবাহিত হলে মুসলিমদের খলীফা উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর আগমনের শর্তে খ্রিষ্টানদের প্রধান আত্মসমর্পণ করতে সম্মত হয়।

১৬. হিজরীতে খলীফা উমর (রাঃ) কুদস অভিমুখে রওয়ানা হলেন শহরের চাবি গ্রহণ এবং কুদস মুসলিম দেশের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেয়ার জন্য। অতঃপর এটি সম্পন্ন হয়। তিনি মসজিদুল আকসাতে সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন যে দরজা দিয়ে নবী (সাঃ) মিরাজের রাতে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি মসজিদুল আকসার মিহরাবে দাউদে তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত আদায় করলেন এবং পরবর্তী দিনের ফজরের সালাতে মুসলিমদের নিয়ে ইমামতি করে সালাত আদায় করলেন। প্রথম রাকাতে সূরা সোয়াদ তেলাওয়াত করলেন এবং তেলাওয়াতে সাজদা করলেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা বানী ইসরাইল তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর উমরী চুক্তি লিখিত হল; যা মূলত শামের খ্রিষ্টানদের উপর তার আরোপিত শর্তকে ধারণ করেছে এবং যে সকল খ্রিষ্টান ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়ায় ফিলিস্তিনে অবস্থান করতে চায়, মুসলমানগণ তাদের যে সমস্ত অধিকার নিশ্চিত করবে; উক্ত চুক্তিতে তা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল মুসলিমদের দেশে তাদের বসবাস, নিরাপত্তা ও সম্মান সুরক্ষার বিনিময়ে মুসলিমদেরকে জিযিয়া প্রদান করা।[৮৬১]

অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই দশটি বৈ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন এবং দশটি বৈশিষ্ট্য মসজিদুল আকসার জন্য নির্ধারণ করেছেন; উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সমুন্নত করতে। তাই প্রতিটি মুসলিমের জন্য করণীয় হল এগুলো সম্পর্কে সে নিজে জানবে এবং তার সন্তানদের জানাবে। কেননা ফিলিস্তিন ইস্যু কোন বস্তুগত বা রাজনৈতিক ইস্যু নয় বরং আকীদাগত ইস্যু। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করা দ্বীনের ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে গন্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকগণ দখলদার ইহুদীদের সেখান থেকে উৎখাতের জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বর্তমান যুগে ফিলিস্তিনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছে

(৮৬০) মুসনাদে আহমাদ (২/১৭৬), সুনানে নাসাঈ (৬৯৩), আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এবং শাইক আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৮৬১) দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

এই উম্মতের অগ্নিপূজারী ইরানের রাফেজী সম্প্রদায়; যারা কুদস মুক্তির শ্লোগানের আড়ালে মসজিদুল আকসাতে তাদের শিরকী পতাকা উত্তোলন করতে চায় এবং তাদের রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কাবার রবের শপথ! তারা বিতাড়িত হয়েছে। কেননা ফিলিস্তিন জয় করেছেন উমর (রাঃ) অতঃপর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ)। আর পুনঃরায় এটিকে কক্ষনো বিজয় করতে পারবে না তারা, যারা উমর (রাঃ) ও সালাহুদ্দীন (রহঃ)-ক গালি দেয়!

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

অতঃপর, হে মুমিনগণ! ইহুদীরা দাবী করে যে, অন্যদের থেকে মসজিদুল আকসার ক্ষেত্রে তারাই অধিক হকদার; কেননা মসজিদে আকসা নির্মাণ করেছেন সুলাইমান (আঃ) এবং তারা তার বংশের। তাদের এ দাবী অগ্রহণযোগ্য সাতটি কারণে:

প্রথম: সুলাইমান আঃ মসজিদটির প্রতিষ্ঠাকালীন নির্মাতা নয় বরং তিনি মসজিদটির পুনঃনির্মাতা। আর মূলত মসজিদটি সুলাইমান (আঃ)-এর বহুযুগ পূর্বে নির্মাণ করা হয়। কারো মতে মসজিদটি আদম (আঃ) নির্মাণ করেছেন আবার কারো মতে অন্য কেউ।

দ্বিতীয়: মসজিদে আকসা সুলাইমান (আঃ)-এর পূর্বে ইবরাহীম আঃ এবং ইয়াকুব (আঃ) পুনঃনির্মাণ করেছিলেন; যাতে সেখানে তাওহীদবাদীরা ইবাদত করতে পারে, ইহুদীদের উপাসনালয় হিসেবে নয়।

তৃতীয়: সুলাইমান (আঃ) ছিলেন তাওহীদবাদী। পক্ষান্তরে ইহুদীগণ তাদের নবীদের মানহায অনুসরণ করেনি বরং তারা তাদের সাথে শত্রুতা করেছে, আসমানী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলকে পরিবর্তন করেছে এবং কাফের হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ইহুদীরা তাদের কুফরীর কারণে বনী ইসরাইল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বনী ইসরাইলদের সময়কালেই; যেমন নূহ (আঃ) সম্পর্কোচ্ছেদ করেছেন তার সন্তানের সাথে, ইবরাহীম (আঃ) তার বাবা আযরের সাথে এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) স্বীয় চাচা আবু লাহাবের সাথে। কুফর মূলতঃ মুসলিম ও কাফেরদের মাঝের সম্পর্ককে ছিন্ন করে দেয়। এজন্য বনী ইসরাইলদের যে মর্যাদা ছিল তাতে ইহুদীদের কোন অংশ নেই; কেননা তাদের কুফরী তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে।

চতুর্থ: সুলাইমান (আঃ) মসজিদটির নির্মাতা হওয়া বংশীয় সূত্রে মসজিদের উপর তাদের মালিকানা বুঝায় না। তিনি মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেছিলেন যেন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে লোকেরা সেখানে নামাজ পড়তে পারে। কেননা নবীগণের দাওয়াত জাত-পাত কেন্দ্রিক নয় বরং তা তাওহীদ ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চম: উমর (রাঃ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন তখন তিনি সন্ধি করেন; যা তখন থেকে বিদ্যমান। সে সন্ধি থেকে মুসলিমগণ সরে আসেনি এবং তারাও সরে যায়নি। আর সে সন্ধির বক্তব্য হল, ফিলিস্তিন মুসলিমদের জন্য এবং তারাই শাসনভার দেখভাল করবে। ইহুদীরা শুধু সেখানে বসবাসের অধিকার বৈ ভিন্ন কিছু পাবে না। মুসলমানদের শাসনাধীন থাকার বিপরীতে তাদের নিকট থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করা হবে।

ষষ্ঠ: আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে ফায়সালা করে রেখেছেন যে, যমীনের একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর এবং তিনি সে যমীনের উত্তরাধিকার বানান তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের। তিনি বলেন:

﴿وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ﴾

অর্থ: আর অবশ্যই আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, যমীনের অধিকারী হবে আমার যোগ্য বান্দাগণই।[৮৬২]

জ্ঞাত বিষয় যে, দ্বীন ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিই কেবলমাত্র সালেহ বা সৎকর্মশীল। পক্ষান্তরে ইহুদীরা হল রাসূলগণের শত্রু এবং নবীগণের হত্যাকারী। ইবনে উসায়মীন (রহঃ)-এর একটি বক্তব্যের সারমর্ম হল: মানুষের মাঝে পবিত্র ভূমির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি হকদার হল বনী ইসরাইলেরা। এটিকে তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয় যখন তারা মুমিন ছিল; এজন্য নয় যে তারা বনী ইসরাইল বরং তারা মুমিন হওয়ার কারণে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে তারা মূসা (আঃ)-এর যুগে পৃথিবীর মাঝে সর্বোত্তম মানুষ ছিল। আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: আর অবশ্যই আমি উপদেশের পর যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, যমীনের অধিকারী হবে আমার যোগ্য বান্দাগণই। আল্লাহ বনী ইসরাইলকে যেমনিভাবে ফেরাউনের দেশ ও ভূমির উত্তরাধিকার বানিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাসী মুসলিমগণ বনী ইসরাইলের উত্তরাধিকার হয়েছে।[৮৬৩]

সপ্তম: সাধারণভাবে সকল মসজিদ আর বিশেষভাবে তিন মসজিদের মালিকানা মুসলিমদের; কাফেরদের নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِينَ أَن يَعۡمُرُواْ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَٰلِدُونَ ١٧ إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمۡ يَخۡشَ إِلَّا ٱللَّهَۖ﴾

অর্থ: মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদসমূহের আবাদ করবে এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সব কাজই নষ্ট হয়েছে এবং তারা আগুনেই

(৮৬২) সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং: ১০৫।
(৮৬৩) সূরা মায়িদার আয়াত [হে আর আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি লিখে দিয়েছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর] এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।

স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না।[৮৬৪]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! সিজদাকারী কপাল, তাওহীদবাদী অন্তর, ওযুকারী হাত এবং সত্যবাদী জবানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য অবধারিত; আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদি এবং তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক।[৮৬৫]

তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। মহান আল্লাহ আপনাকে একটি মহান বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদকে বরকত ও শান্তি দান করুন এবং তাঁর সঙ্গী, খলিফাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলমানকে সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন, আপনার শত্রু, ধর্মের শত্রুদের ধ্বংস করুন এবং আপনার তাওহিদপন্থী বান্দাদের বিজয় দান করুন।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ করুন, আমাদের ইমামদের এবং আমাদের বিষয়ের দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে সংশোধন করুন এবং তাদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শক করুন।

(৮৬৪) সূরা তাওবাহ, আয়াত নং: ১৭-১৮।
(৮৬৫) সূরা আন-নূর, আয়াত নং: ৫৫।

হে আল্লাহ! মুসলমানদের সকল শাসককে আপনার কিতাব অনুযায়ী বিধান দেওয়ার, আপনার ধর্মকে সম্মান করার এবং তাদের প্রজাদের জন্য তাদের রহমত করার তৌফিক দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি সকল মুসলিম শাসকদেরকে আপনার কিতাব অনুযায়ী শাসন এবং আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করার তাওফীক দান করুন। আর তাদেরকে জনগণের জন্য রহমত স্বরূপ করুন।

হে আল্লাহ! ইহুদীরা অত্যাচার ও সীমালজ্ঘন করেছে এবং যমীনে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। হে আল্লাহ! তারা নবীদের হত্যা করেছে, সৎকর্মশীলদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, ঘরবাড়ি জবরদখল করেছে, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে; তাই আপনি তাদের উপর শাস্তি, মহামারি এবং ভয়-ভীতি চাপিয়ে দিন। আপনার নিকটেই সকল অভিযোগ এবং আপনার উপরেই নির্ভরশীলতা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

হে আল্লাহ! আপনি মসজিদে আকসাকে উঁচু ও শক্তিশালী করুন এবং তাকে ইহুদীদের আবর্জনা থেকে মুক্ত রাখুন।

তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান আমাদের রব, সকল ক্ষমতার অধিকারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন: সম্মানিত শাইখ মাজেদ বিন সুলাইমান আর-রাসি হাফিযাহুল্লাহ। ৯-ই শাওয়াল, ১৪৪২ হিজরী, আল-জুবাইল সিটি, রাজকীয় সৌদি আরব।

দুইটি ঈমানদীপ্ত খুতবাহ

(২টি খুতবাহ)

খুৎবার বিষয়ঃ যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা নিষেধ

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

অতঃপর, সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলমানগণ! আপনারা আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বন করুন ও তাকে ভয় করুন এবং তাঁর আনুগত্য করুন ও তাঁর অবাধ্যচরণ করবেন না। আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহ তায়ালা ইসলাহ তথা সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। শুয়াইব (আঃ) তার জাতিকে লক্ষ্য করে বললেন:

﴿إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ وَمَا تَوۡفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِۚ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ﴾

অর্থ: আমি তো আমার সাধ্যমত সংশোধন করতে চাই, আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তারই উপর নির্ভর করি এবং তারই অভিমুখী।[৮৬৬]

আল্লাহ তায়ালা সংশোধনকারী তথা সৎকর্মশীলদের বিরাট সওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন:

(৮৬৬) সূরা হূদ, আয়াত নং: ৮৮।

﴿وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلۡكِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِينَ﴾

অর্থ: যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে ও সালাত কায়েম করে, আমরা তো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।[৮৬৭]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি কোন জনপদের অধিবাসীরা সংশোধনকারী ও আল্লাহর নির্দেশ মান্যকারী থাকা অবস্থায় সে জনপদকে ধ্বংস করেন না। এ মর্মে তিনি বলেন:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلۡمٍ وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ﴾

অর্থ: আর আপনার রব এরূপ নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।[৮৬৮]

হে মুসলমানগণ! ইসলাহের বিপরীত হল ফাসাদ। আর আল্লাহ তায়ালা ফাসাদ ও ফাসাদকারীদের ঘৃণা করে বলেন:

﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾

অর্থ: আর আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।[৮৬৯]

আর তিনি ফাসাদে লিপ্ত হতে নিষেধ করে বলেন:

﴿وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾

অর্থ: যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িওনা।[৮৭০] তিনি ফাসাদকারীদের ভীতিপ্রদর্শন করে বলেন:

﴿فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾

অর্থ: সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন।[৮৭১]

আল্লাহ তায়ালা অনেক ফাসাদকারী জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তিনি ফেরাউন প্রসঙ্গে বলেন:

﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ عَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَا شِيَعٗا يَسۡتَضۡعِفُ طَآئِفَةٗ مِّنۡهُمۡ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَهُمۡ وَيَسۡتَحۡيِۦ نِسَآءَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾

---

(৮৬৭) সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত নং: ১৭০।
(৮৬৮) সূরা হূদ, আয়াত নং: ১১৭।
(৮৬৯) সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং: ৬৪।
(৮৭০) সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং: ৬০।
(৮৭১) সূরা আল-আ'রাফ: ১০৩।

অর্থ: নিশ্চয় ফিরআউন যমীনের বুকে অহংকারী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী।[৮৭২]

অনুরূপভাবে তিনি মুনাফিকদের ফাসাদকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা নিজেদের ফাসাদমূলক কর্মকে সংশোধনী কর্ম হিসেবে জাহির করে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾

অর্থ: আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে, "আমরা তো কেবল সংশোধনকারী"। সাবধান! এরাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, তা কিন্তু তারা তা বুঝে না"।[৮৭৩]

আল্লাহ তায়ালা সংশোধনকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন:

﴿أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ﴾

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?[৮৭৪]

হে মুমিনগণ! ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে আকীদা, ইবাদত, স্বভাব-চরিত্র এবং পারস্পরিক লেনদেনে। আকীদাতে বিপর্যয় সৃষ্টির ধরণ হল: গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা, গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা এবং আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত বিচারকাজে ভিন্ন বিধানের দ্বারস্থ হওয়া।

ইবাদতে ফাসাদ সৃষ্টির ধরণ হল: ইচ্ছাকৃতভাবে সূর্যোদয়ের পরে ফজরের সালাত আদায় করা, বিদআতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রয়াস করা। যেমন: ঈদে মীলাদুন্নবী।

স্বভাব-চরিত্রে ফাসাদ সৃষ্টির ধরণ হল: কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, জিহ্বা দ্বারা সংঘটিত পাপে জড়িত হওয়া এবং গান-বাজনা শোনা। নবী (সাঃ) বলেছেন: আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে যারা ব্যাভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে।[৮৭৫]

লেনদেনে ফাসাদ সৃষ্টির ধরণের মাঝে হল; সুদী লেনদেন করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوا۟ ٱلرِّبَوٰٓا۟ أَضْعَـٰفًا مُّضَـٰعَفَةً وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

(৮৭২) সূরা আল-কাসাস: ০৪।
(৮৭৩) সূরা আল-বাক্বারা: ১১-১২।
(৮৭৪) সূরা সোয়াদ: ২৮।
(৮৭৫) বুখারী (৫৫৯০), আবু মালিক আল-আশআরী (রা:) হতে বর্ণিত।

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৮৭৬]

নবী (সাঃ) সুদখোরকে লানত করেছেন। হাদিসে এসেছে: "রাসূল (সাঃ) সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক এবং সাক্ষীর উপর লানত করেছেন। আর বলেছেন: এরা সকলেই সমান"। অর্থাৎ, লানত প্রাপ্তিতে; কেননা তারা এক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তাকারী।

লেনদেনে ফাসাদ সৃষ্টির ধরণের মাঝে যেটি সবচেয়ে বিস্তার লাভ করেছে তা হল; ঘুষের লেনদেন। আর এর ধরণ হল, একজন কর্তৃক আরেক জনকে অর্থ প্রদান করা অনৈতিক সুবিধা লাভ বা নিজের উপর আদায়যোগ্য অধিকার বিলোপের জন্য। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূল সাঃ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতাকে লানত করেছেন।)[৮৭৭]

ঘুষকে আত্মসাৎ হিসেবে নামকরণমূলক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, নবী (সাঃ) বলেছেন: (আমি যাকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করব এবং তার জন্য যে বেতন নির্ধারণ করব; এর অতিরিক্ত যদি সে কিছু গ্রহণ করে তবে তা আত্মসাৎরূপে গণ্য হবে।)[৮৭৮]

হাদিসটির মর্ম হল, যাকে আমরা কোন কাজে নিয়োগ দিব তাকে এ দায়িত্বের বিপরীতে আমরা অর্থ দিব; সুতরাং এর বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করা তার জন্য হালাল নয়। যদি এর বাইরে সে অর্থ নেয় তাহলে সেটি আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে। আর আত্মসাৎ হল গণীমতের মালে বা মুসলিমদের বায়তুল মালে খেয়ানত করা।

এই হাদিসে এ বিষয়ের দলীল রয়েছে, যে ব্যক্তি কর্মকর্তা হিসেবে তার সরকারী বা বেসরকারী সেক্টরের বেতন গ্রহণ করে; তার জন্য দায়িত্বসূত্রে অন্য কারো থেকে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করা জায়েয নয়। যদি সে বেতনের বাইরে অন্য কারো কাছ থেকে অর্থ বা উপহার গ্রহণ করে তাহলে সেটি আত্মসাৎ হিসেবে গণ্য হবে।

একটি বিষয়ে সাবধান করা সমীচীন মনে হচ্ছে, আর তা হল: ঘুষের নাম পরিবর্তন তার হাকীকত পরিবর্তন করতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি ঘুষকে হাদিয়া বা সম্মানী নামে গ্রহণ করে সে মূলত ঘুষখোর। কেননা ধর্তব্য হল মূল বিষয় নাম নয়।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

(৮৭৬) সূরা আল-ইমরান: ১৩০।
(৮৭৭) মুসনাদে আহমাদ (৬৫৩২), সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা:) হতে বর্ণিত এবং মুসনাদের মুহাক্কীকগণ এর সনদকে শক্তিশালী বলেছেন।
(৮৭৮) সুনানে আবু দাউদ (২৯৪৩), সাহাবী বুরাইদা (রা:) হতে বর্ণিত এবং শাইখ আলবানী হাদিসটিকে আবু দাউদ গ্রন্তে সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

অতঃপর, রাসূল সাঃ ইবনু লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে বানু সুলাইম গোত্রের জাকাত সংগ্রহের দায়িত্বশীল নির্ধারণ করলেন। যাকাত সংগ্রহ করে ফিরে এসে বলল: (হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আপনাদের জন্য এবং এটি আমাকে হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন: তুমি তোমার পিতা-মাতার গৃহে বসে থেকে দেখতে যে, তোমাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? অতঃপর নবী (সাঃ) বিকেলের সালাত শেষে দাড়ালেন এবং শাহাদাতের বাক্য উচ্চারণ করে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, অতঃপর, আমি যাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে পাঠাই তার কী হল যে, সে ফিরে এসে বলে: এই মাল তোমাদের এবং এটি আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে! সে তার পিতা-মাতার গৃহে বসে থেকে দেখল না কেন যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? যার হাতে আমার জীবন সেই মহান সত্তার কসম! তোমাদের কেউ জাকাতের সম্পদ হতে কোন জিনিস আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সে তা কাঁধে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয় তবে সে উট আওয়াজ করতে থাকবে। যদি গাভী হয় তবে সে হাম্বা রবে ডাকতে থাকবে, যদি ছাগল হয় তবে সে বকরীর মত আওয়াজ করতে থাকবে। আমি পৌঁছে দিয়েছি।

আবু হুমায়দ বলেন: অতঃপর রাসূল (সাঃ) তার হাত এত উপরে উঠালেন যে, আমরা তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম।[৮৭৯]

অতঃপর -আল্লাহ আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন- আপনারা সৃষ্টির সেরা এবং মানবজাতির মাঝে অধিক পবিত্র নবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ এর এর দরূদ পাঠ করুন; যিনি হাওযে কাওসার ও শাফায়াতের অধিকারী। কেননা আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"।

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ এর উপর সালাত, সালাম এবং বরকত নাযিল করুন; যিনি আলোকময় মুখাবয়ব এবং মনোহর ললাটের অধিকারী। আপনি খলীফা চতুষ্টয় আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী (রাঃ)-সহ আপনার নবীর সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং কিয়ামত অবধি তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আর তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিও আপনার ক্ষমা, উদারতা, করুণা এবং দয়ার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে দয়াশীলদের মাঝে অতিশয় দয়ালু।

---

(৮৭৯) সহীহ বুখারী (৬৬৩৬), সাহাবী আবু হুমায়দ (রা:) হতে বর্ণিত।

হে আল্লাহ! আপনি ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের অপদস্থ করুন। হে আল্লাহ! আপনার দ্বীন, কিতাব, নবীর সুন্নাত এবং মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! মুসলিমদের মাঝে যারা দশ্চিন্তাগ্রস্ত তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিন, বিপদগ্রস্তদের বিপদ তিরোহিত করুন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করে দিন, আমাদের ও মুসলিমদের রোগীদের সুস্থতা দান করুন -আপনার বিশেষ রহমতে, হে অতিশয় দয়ালু!

হে আল্লাহ! আপনি অন্তরসমূহকে তাকওয়া দান করুন, আপনি তাকে পরিশুদ্ধ করুন; কেননা আপনি-ই তার সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী এবং আপনি তার অভিভাবক।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দেশসমূহে নিরাপত্তা প্রদান করুন, আমাদের শাসকদেরকে সংশোধন করুন এবং আমাদের শাসনভার অর্পণ করুন তাদের মাঝে যারা আপনাকে ভয় করে, আপনার তাকওয়া অবলম্বন করে ও আপনার সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, হে বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ!

হে আল্লাহ! আপনি সমস্ত মুসলিম শাসকদেরকে আপনার কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ও আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করার তাওফীক দান করুন এবং তাদেরকে জনগণের জন্য কল্যাণকর করুন।

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন: সম্মানিত শাইখ মাজেদ বিন সুলাইমান আর-রাসি হাফিযাহুল্লাহ।

২৬ শে রবিউস সানী, ১৪৪২ হিজরী।

আল-জুবাইল সিটি, রাজকীয় সৌদি আরব।

খুৎবার বিষয়ঃ করোনা ভাইরাস- ব্যাধি ও তার প্রতিকার

প্রথম খুৎবা

إنَّ الحمدَ لله نَحمدُهُ ونَستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أنْ لا إلَهَ إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ}

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}

{يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ خَيْرَ الكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ ومحدثة بدعة، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

অতঃপর, সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে দ্বীনে নবাবিষ্কৃত কর্ম। আর (দ্বীনে) সকল নবাবিষ্কৃত কর্মই বিদআত। এবং সকল বিদআতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

হে মুসলামানগণ! আপনারা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাকে ভয় করুন। তাঁর আনুগত্য করুন এবং তাঁর অবাধ্যচরণ করবেন না। আপনারা জেনে রাখুন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের উপর যে ভাল-মন্দ এবং সুখ-দুঃখ নির্ধারণ করেন; সে বিষয়ে তিনি হেকমতের অধিকারী। সে হেকমতসমূহের অন্যতম হল, বান্দাদের ইবাদত পালন ও পাপ বর্জনে ধৈর্যের পরিক্ষা নেয়া। অনুরূপভাবে তাদের ভাগ্যে জীবন, ফসল এবং ধন-সম্পদের যে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণর করেছেন সে বিষয়ে তাদের ধৈর্যক্ষমতার পরিক্ষা নেয়া। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَةٗۖ وَإِلَيۡنَا تُرۡجَعُونَ﴾

অর্থ: আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরিক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৮৮০]

(৮৮০) সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৫।

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা, সম্মান ও লাঞ্ছনা, জীবন ও মৃত্যু, সুস্থতা ও অসুস্থতা এবং রোগবালাই ও নিরাপত্তা দিয়ে পরিক্ষা করি; যাতে করে আমি জানতে পারি, তোমাদের মাঝে কে উত্তম আমল করে, কে তওবা করে আর কে এ পরিক্ষার দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন থেকে পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে!

হে মুমিনগণ! আজানা নয় যে, এ যুগে মানুষের উপর আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় যে বালা-মসিবত নির্ধারণ করে রেখেছেন তার অন্যতম হল করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব। এটি হল সেই মহামারি যা জনকল্যাণ বিঘ্ন, প্রাণহানী এবং জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির কারণ। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুসলিমের জন্য সমীচীন হল, সে এ থেকে নিজের জন্য উপদেশ গ্রহণ করবে। এই মহামারির আবির্ভাব কোন অনর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং আল্লাহ তায়ালা মহান হিকমতের লক্ষ্যে নির্ধারণ করেছেন; যা তিনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অসংখ্যবার উল্লেখ করেছেন। আর তা হল: পাপাচার ও নাফরমানীতে মানুষের ডুবে থাকার ফলে তিনি তাদের কর্মের প্রতিফলের কিছু নমুনা দুনিয়াতেই প্রদান করেন; যাতে তারা তাদের ফাসাদমূল কর্ম থেকে ফিরে আসে। ফলে তাদের অবস্থা সংশোধিত হবে এবং তাদের কর্ম সঠিক হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾

অর্থ: মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সাগরে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; ফলে তিনি তাদেরকে তাদের কোন কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৮৮১] তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٖ فَبِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِيكُمۡ وَيَعۡفُواْ عَن كَثِيرٖ﴾

অর্থ: আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের হাত যা অর্জন করেছে তার কারণে এবং অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন।[৮৮২]

আর এই ব্যাপক বালা-মসিবত হল ঐ সকল পাপাচার ও নাফরমানির কারণে; যা দৃশ্যমান; গোপন কোন বিষয় নয়। বস্তুত মিডিয়ার মাধ্যমে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে, এতে গান-বাজনা, অশ্লীলতা এবং দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আওয়াজ উচ্চকিত হয়েছে; এমনকি রমজান মাসেও। সুদী লেনদেন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে- যাকে ফাসাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না, কর্মক্ষেত্রে ও মার্কেটে বেহায়াপনা এবং অবাধ মেলামেশার সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং নারীরা হিজাব করার ব্যাপারে উদাসীনতা করছে; তাদের কারুকার্যময় এবং টাইট বোরখা পরিধানের বিষয়ে আর কী-ই বা বলার আছে! আর নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা, মসজিদ পরিত্যাগ করা, মসজিদে জামাতে শরীক না হয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকা ইত্যাদি আরো বিষয় উল্লেখ করতে পারেন। এত পাপাচার ও নাফরমানির পর এই ব্যাপক মহামারির প্রাদুর্ভাবে কি বিস্ময় প্রকাশ করা যায়?

(৮৮১) সূরা আর-রূম: ৪১।
(৮৮২) সূরা আশ-শূরা: ৩০।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! রোগ-ব্যাধি এবং মহামারি নির্ধারণে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের অন্তর্গত হল, বান্দার অন্তর যেন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং সে যেন অনুধাবন করে- যে নিয়ামত ও ধনাঢ্যতা এতে রয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ; আল্লাহ তায়ালা যে কোন মুহূর্তে তা পরিবর্তন করে দিতে পারেন। ফলে সে সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে তাঁর নাফরমানিতে পতিত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থেকে; যাতে ঐ নিয়ামত চলে না যায়। কেননা যখন নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয় তখন তা স্থির থাকে আর কুফুরি করা হলে দূরে চলে যায়।

রোগ-ব্যাধি এবং মহামারি নির্ধারণে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের অন্তর্গত হল, এতে উদাসীন ও পাপাচারীদের জন্য উপদেশ রয়েছে; যেন তারা তাদের রবের দিকে ফিরে আসে, তাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করে এবং জেনে রাখে যেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী একজন মহান রব রয়েছেন; যিনি পাপের কারণে পাকড়াও করেন ও তার জন্য শাস্তি দেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

অর্থ: আর আমি তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরিক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।[৮৮৩] তিনি আরো বলেন:

﴿فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟﴾

অর্থ: সুতরাং যখন আমার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হল, তখন তারা কেন বিনীত হল না?[৮৮৪]

এই মহামারির প্রাদুর্ভাবের মাঝে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের অন্যতম হল, অনবরত পাপকাজ করার কারণে কিছু পাপীদের অন্তর কঠোর হয়ে পড়ে এবং শয়তান তাদের পাপকাজকে তাদের নিকট সুশোভিত করে তোলে; ফলে তারা মনে করে যে, তারা ভাল কিছুই করছে এবং জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি ও দুর্দশার আগমনে তার পাপের কোন ভূমিকা নেই। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অবকাশ দেয়া এবং তাদের পাপাচার ও গাফিলতি সত্ত্বেও নিয়ামত জারি রাখার মাধ্যমে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝٤٤ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ﴾

অর্থ: আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে ধরব এমনভাবে যে, তারা জানতে পারবে না। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যান্ত বলিষ্ঠ।[৮৮৫] তিনি বলেন:

---

(৮৮৩) সূরা আল-আ'রাফ: ১৬৮।
(৮৮৪) সূরা আল-আন'আম: ৪৩।
(৮৮৫) সূরা আল-ক্বলাম: ৪৪-৪৫।

﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ﴾

অর্থ: অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ করা হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম: ফলে তখনি তারা নিরাশ হল।[৮৮৬] তিনি আরো বলেন:

﴿وَلَقَدۡ أَخَذۡنَٰهُم بِٱلۡعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمۡ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝٧٦ حَتَّىٰٓ إِذَا فَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَابٗا ذَا عَذَابٖ شَدِيدٍ إِذَا هُمۡ فِيهِ مُبۡلِسُونَ﴾

অর্থ: আর অবশ্যই আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, তারপরও তারা তাদের রব-এর প্রতি অবনত হল না এবং কাতর প্রার্থনাও করল না। অবশেষে যখন আমি তাদের উপর কঠিন কোন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব তখনই তারা এতে আশাহত হয়ে পড়বে।[৮৮৭]

অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে আশাহত হয়ে পড়বে।

রোগ-ব্যাধি এবং মহামারি নির্ধারণে আল্লাহ তায়ালার হিকমতের অন্তর্গত হল, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে, সওয়াবের প্রত্যাশা করবে, সন্তুষ্ট থাকবে এবং অস্থির হবেনা; আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাকে সওয়াব প্রদান করা। রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর! তার সকল কাজই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। সে সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকর গুজার করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মসিবতে আক্রান্ত হলে ধৈর্য ধারণ করে। প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর।[৮৮৮]

আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (মুমিন নারী-পুরুষের উপর, তার সন্তানের উপর ও তার ধন-সম্পদের উপর অনবরত বিপদাপদ লেগেই থাকে। সবশেষে আল্লাহ তায়ালার সাথে সে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হয়)।[৮৮৯]

এই মহামারির মাঝে আল্লাহ তায়ালার অন্যতম হিকমত হল, এই ছোট্ট ভাইরাসের সামনে মানবজাতির দুর্বলতা ও অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ। এই জাতি যারা অগ্রগতি, সভ্যতা, প্রযুক্তি, আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনের শীর্ষে উপনীত হয়েছে; তারা হয়রান, হতবিহ্বল এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে এই ছোট্ট ভাইরাসের সামনে। অনেক রাষ্ট্র বলত: আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে? অথচ তারা এই মহামারির সামনে তাদের শক্তি ভেঙ্গে পড়ছে এবং অন্যেকে উপেক্ষা করে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন:

(৮৮৬) সূরা আল-আন'আম: ৪৪।
(৮৮৭) সূরা আল-মুমিনুন: ৭৬-৭৭।
(৮৮৮) সহীহ মুসলিম (২৯৯৯)।
(৮৮৯) সুনানে তিরমিযী (২৩৯৯) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান ও সহীহ। মুসনাদে আহমাদ (৭৮৫৯), দেখুন: সিলসিলাহ সহীহাহ (২২৮০)।

﴿وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوۡ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمۡ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ وَعۡدُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخۡلِفُ ٱلۡمِيعَادَ﴾

অর্থ: আর যারা কুফর করেছে তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে, অথবা বিপর্যয় তাদের আবাসের আশেপাশে আপতিত হতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।[৮৯০] তিনি বলেন:

﴿فَكُلًّا أَخَذۡنَا بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنۡهُم مَّنۡ أَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِ حَاصِبًا وَمِنۡهُم مَّنۡ أَخَذَتۡهُ ٱلصَّيۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّنۡ خَسَفۡنَا بِهِ ٱلۡأَرۡضَ وَمِنۡهُم مَّنۡ أَغۡرَقۡنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظۡلِمَهُمۡ وَلَٰكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ﴾

অর্থ: সুতরাং তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারো উপর আমি পাঠিয়েছিলাম পাথরকুচিসম্পন্ন প্রচণ্ড ঝটিকা তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে আমি করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।[৮৯১] তিনি আরো বলেন:

﴿وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَا﴾

অর্থ: আর আমি বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ-সম্পদের অহংকার করত![৮৯২]

হে মুসলমানগণ! আশ্চর্যের বিষয় হল যে, জাতির উপর যে মহামারি নেমে এসেছে তার কারণ হিসেবে কিছু মানুষ শুধু বস্তুগত কারণ উল্লেখ করে; যেমন: জীবানুনাশকের মাধ্যমে সুরক্ষা অবলম্বনে ত্রুটি বা মহামারি উৎপত্তিস্থলে সীমাবদ্ধ রাখতে অবহেলা ইত্যাদি কারণ, যা তাকদীরে অবিশ্বাসী ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করে। এ ধরণের কথা বলাটা নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ এবং অল্প জ্ঞান ও ঈমানের নির্দেশক। বস্তুত এক আল্লাহই এই মহামারির আবির্ভাবের বিষয়টি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং একমাত্র তিনিই এটিকে দূর করতে পারেন। তারা কি আল্লাহ তায়ালার এ বাণী শোনেনি:

﴿أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَٰتٗا وَهُمۡ نَآئِمُونَ ۝٩٧ أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحٗى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ ۝٩٨ أَفَأَمِنُواْ مَكۡرَ ٱللَّهِۚ فَلَا يَأۡمَنُ مَكۡرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ﴾

অর্থ: তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে? নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমার শাস্তি তাদের

---

(৮৯০) সূরা আর-রা'দ: ৩১।
(৮৯১) সূরা আল-আনকাবূত: ৪০।
(৮৯২) সূরা আল-কাসাস: ৫৮।

উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধূলায় মেতে থাকবে? তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না।[৮৯৩] তিনি আরো বলেন:

﴿قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ أَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعٗا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأۡسَ بَعۡضٍۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ﴾

অর্থ: বলুন তোমাদের উপর বা নীচ থেকে শাস্তি পাঠাতে, বা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে বা এক দলকে অন্য দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাতে তিনি (আল্লাহ) সক্ষম। দেখুন, আমি কিরূপে বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে।[৮৯৪]

এই মহামারির মাঝে আল্লাহর হিকমতের অন্যতম হল, মুসলিম শাসকদের আনুগত্য, একতাবদ্ধতা এবং শাসক ও প্রজাদের মাঝে বাড়িত অবস্থান করা, ঘোরাফেরা না করা, সুরক্ষা উপকরণ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও মহামারির সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার স্বাস্থ্যগত দিকনির্দেশনা মেনে চলার ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে এই মহামারি থেকে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেছেন, তাতে বিরাট কল্যাণের বহিঃপ্রকাশ ঘটা।

সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং প্রকাশ্যে ও নির্জনে তাঁকে ভয় করুন। গাফিলতি করা এবং নাফরমানিতে অবিচল থাকা থেকে সাবধান থাকুন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ﴾

অর্থ: আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন; কাজেই তাকে ভয় কর।[৮৯৫]

সুতরাং যিনি আমাদের আশেপাশের ব্যক্তিদের আক্রান্ত হওয়াকে নির্ধারণ করে রেখেছিলেন তিনি এতে আমাদেরকেও আক্রান্ত করাতে সক্ষম। কাজেই আপনাদের কর্তব্য হল সকল গোনাহ ও পাপাচার থেকে তওবা করা। এটি মহামারি থেকে নিষ্কৃতি লাভের চাবিকাঠি। যেমনটি করেছিলেন উমর (রাঃ); যখন রামাদের বছর মানুষেরা দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত হয়েছিল তখন তিনি মানুষদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার নামাজ পড়ার জন্য বের হলেন এবং বললেন: (হে আল্লাহ! পাপের কারণেই বালা-মসিবত অবতীর্ণ হয় এবং তাওবার মাধ্যমেই তা দূরীভূত হয়। আপনার দিকে আমাদের পাপী হাত উত্তোলন করেছি এবং তাওবার জন্য আমাদের মস্তক আপনার নিকট অবনত।)

(৮৯৩) সূরা আল-আ'রাফ: ৯৭-৯৯।
(৮৯৪) সূরা আল-আন'আম: ৬৫।

(৮৯৫) সূরা আল-বাক্বারা: ২৩৫।

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

দ্বিতীয় খুৎবা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

অতঃপর, হে মুসলমানগণ! করোনা মহামারি, অন্যান্য অনিষ্ট এবং বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকার গুরুত্বপূর্ণ সাতটি উপায় রয়েছে:

প্রথম: আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা। এর অর্থ হল, অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর উপর হৃদয়ের নির্ভরতার সাথে সাথে বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করা।

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৮৯৬]

দ্বিতীয়: এ মহামারি ও অন্যান্য অনিষ্টের উপস্থিতি, এতে আক্রান্ত হওয়া এবং এ থেকে নিরাপদ থাকা মহান আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ীই হয়ে থাকে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল উপকরণ গ্রহণ করে আর আল্লাহ তায়ালা তার তাকদীরে বালা-মসিবতে আক্রান্ত হওয়াকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন; তাহলে সে তাতে আক্রান্ত হবে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

অর্থ: আর যদি আল্লাহ আপনাকে কোন দুর্দশা দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি তিনি আপনাকে কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি তো সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।[৮৯৭]

তৃতীয়: বেশি বেশি ইবাদত করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ﴾

(৮৯৬) সূরা আত-ত্বলাক: ০৩।
(৮৯৭) সূরা আল-আন'আম: ১৭।

অর্থ: আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?[৮৯৮]

আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে বান্দার জন্য তিনি যথেষ্ট হওয়াকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন বান্দার ইবাদতের সাথে। সুতরাং যে ব্যক্তি যত বেশি ইবাদতকারী হবে সে অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার তত বেশি উপযুক্ত হবে।

চতুর্থ: অনিষ্ট থেকে বান্দার সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হওয়ার অন্যতম উপায় হল; তাঁর উপর আন্তরিকভাবে তাওয়াক্কুল করা। আর তাওয়াক্কুল হল: অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর উপর হৃদয়ের নির্ভরতার সাথে সাথে বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾

অর্থ: আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[৮৯৯]

পঞ্চম: অনিষ্ট থেকে বান্দার সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হওয়ার অন্যতম উপায় হল; নবী (সাঃ)-এর উপর বেশি বেশি দরূদ পড়া। এ প্রসঙ্গে দলীল হল, কা'ব (রাঃ) নবী (সাঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, তিনি তার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করেন এমনকি তার দোয়ার বৃহত্তর অংশ তার দরূদ পাঠে অতিবাহিত করেন। নবী (সাঃ) তকে বললেন: (তাহলে তো তোমার চিন্তামুক্তির জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে আর তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।[৯০০]

ষষ্ঠ: অনিষ্ট থেকে বান্দার সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হওয়ার অন্যতম উপায় হল; দুই দুই রাকাত করে চাশতের চার রাকাত সালাত আদায় করা। এর দলীল হল হাদিসে কুদসীতে আল্লাহর বাণী: (হে বনী আদম! তুমি আমার জন্য চার রাকাত সালাত আদায় কর দিনের প্রথমে; আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব দিনের শেষে।)[৯০১] অর্থাৎ আমি দিনের শেষ ভাগের বিপদাপদ ও ক্ষতিকর দুর্ঘটনা থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হব।

সপ্তম: অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে বান্দার সুরক্ষার জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হওয়ার শ্রেষ্ঠতম উপায় হল; সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত যিকির-আযকার করা। তন্মধ্যে:

সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করা। এর দলীল হল: খুবাইব বিন আদী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশনা: (তুমি সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে তিনবার কুল হুআল্লাহু আহাদ এবং সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করবে; এতে তুমি যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।)[৯০২]

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (রাসূল সাঃ সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোয়া কখনই পরিত্যাগ করতেন না; হে আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আখেরাতে আপনার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

(৮৯৮) সূরা আয-যুমার: ৩৬।
(৮৯৯) সূরা আত-ত্বলাক: ০৩।
(৯০০) সুনানে তিরমিযী (২৪০৭), শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
(৯০১) সুনানে তিরমিযী (৪৭৫), সাহাবী আবু দারদা (রা:) ও আবু যার (রা:) হতে বর্ণিত। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৯০২) সুনানে আবু দাউদ (৫০৮২), আর শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও সম্পদে স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দোষত্রুটিকে গোপন রাখুন এবং আমার ভীতিকে নিরাপত্তায় পরিণত করুন। হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন আমার সামনে ও পিছন, আমার ডান ও বাম দিক এবং উপর দিকের ক্ষতি থেকে। আর আমি আমার নীচ থেকে যমীনে ধ্বসে যাওয়া থেকে আপনার মহত্ত্বের মাধ্যমে আশ্রয় চাচ্ছি।)[৯০৩]

সন্ধ্যাকালীন যিকিরের অন্তর্গত হল, সন্ধ্যা নামলে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।)[৯০৪]

একজন মুসলিম বাড়ি থেকে বের হলে যে যিকিরসমূহ তাকে হিফাযতে রাখে তার অন্যতম হল বাড়ি থেকে বের হওয়ার দোয়া পাঠ করা। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: (যখন কোন ব্যক্তি বাড়ি থেকে বের হওয়ার প্রাক্কালে বলবে:

بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله

অর্থ: 'আল্লাহর নামে বের হলাম, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পূণ্য করা সম্ভব নয়'। তখন তাকে বলা হয়, তুমি হিদায়েত পেয়েছো, তোমাকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এ দোয়া তোমার জন্য যথেষ্ট। শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায় আর অন্য শয়তান তাকে বলে: এখন তুমি তার কি ক্ষতি করতে পার? যে হিদায়েত পেয়েছে, এ দোয়া তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং তাকে সমস্ত বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।[৯০৫]

সর্বদা আল্লাহর নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনামূলক যিকিরের অন্যতম হল, যা আবু বকর আস-সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাঃ বলেন: (তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর; কেননা ঈমানের পর তোমাদের কাউকে নিরাপত্তার চাইতে উত্তম আর কিছুই দেয়া হয়নি।)[৯০৬]

রাসূল (সাঃ) বিতরের দোয়া কুনুতে বলতেন: "وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ" আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে আমাকেও নিরাপত্তা দান করুন।[৯০৭]

রাসূল সাঃ এর অন্যতম দোয়া হল:

اللهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعمَتِكَ وتَحوِلِ عَافِيتِكَ وفُجَاْةِ نِقمَتِكَ وجَمِيعِ سَخطِكَ

(৯০৩) সুনানে আবু দাউদ (৫০৮২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৩৮৭১) আর শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
(৯০৪) সহীহ বুখারী (৪০০৮), সহীহ মুসলিম (৮০৭), সাহাবী আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা:) হতে বর্ণিত।
(৯০৫) সুনানে আবু দাউদ (৩৮৪৯), শায়খ শুয়াইব আরনাউত সুনানে আবু দাউদের টীকাতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
(৯০৬) সুনানে আবু দাউদ (৫৯৫), শায়খ শুয়াইব আরনাউত সুনানে আবু দাউদের টীকাতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।
(৯০৭) মুসনাদে আহমাদ (১/১৯৯), মুসনাদের মুহাক্কিগণ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (১৭১৮)।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই নিয়ামত দূর হয়ে যাওয়া হতে, তোমার দেয়া সুস্থতা পরিবর্তন হয়ে যাওয়া থেকে, তোমার আকস্মাৎ শাস্তি আসা থেকে এবং তোমার সকল প্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।[৯০৮]

রোগ-ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার অধ্যায়ে যে সকল আযকার বর্ণিত হয়েছে; তার অন্যতম হল আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিস, নবী (সাঃ) বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই ধবল, পাগলামি, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে।[৯০৯] আর কুষ্ঠ হল এমন রোগ যা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আক্রান্ত করে এমনকি তার সমগ্র শরীরকে ধ্বংস করে দেয়।

অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা পাওয়া সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিস ও যিকির অনেক; যেগুলো আযকার সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে। যেমন: ইবনে তায়মিয়াহ (রহিঃ) কর্তৃক বিরোচিত 'আল-কালিম আত-তায়্যেব', ইমাম নববী (রহিঃ)-এর 'আল-আযকার' এবং কাহত্বানী (রহিঃ)-এর 'হিসনুল মুসলিম' ইত্যাদি গ্রন্থ।

করোনার সৃষ্টিকর্তা ও তার প্রেরক কতই না মহান। বান্দাদেরকে প্রত্যক্ষ করান তারা কতই না দুর্বল!

এমন ভাইরাস যা ক্ষুদ্রতার কারণে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু দুনিয়ার অধিকাংশ অধিবাসী তাতে আক্রান্ত।

কত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উর্দ্ধমুখীর পর নিম্নমুখী হয়েছে। নাগরিকদের কত কর্মতৎপরতা স্থবির হয়েছে।

মানুষের চলাচল ও সফরকে বাতিল করেছে। মানুষকে ঘরবন্দি করেছে ঝিনুকের মাঝে মুক্তার ন্যায়।

উৎকণ্ঠায় মানুষের শ্লোগান হল 'কোনো ধরণের স্পর্শ নই' ধ্বংসাত্মক স্পর্শ থেকে সকলেই সতর্ক।

কত জাতি জীবন ধারণে জটিলতায় পড়েছে, যারা অঢেল সম্পদের অহংকার করত।

এমনকি দুই বন্ধুর সালাম বিনিময় হত দূর থেকে কৃপণের ন্যায় যে তার দুই হাতকে গুটিয়ে নিয়েছে।

করোনার সৃষ্টিকর্তা ও তার প্রেরক কতই না মহান, যিনি তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর শাস্তির ভয় দেখান।

তাদের উদাসীনতা থেকে সম্ভবত তারা জেগে উঠবে অহংকার, অবাধ্যতা এবং ঔদ্ধত্য ত্যাগ করবে।

সম্ভবত তারা নিয়ামত উপলব্ধি করবে যা তারা অস্বীকার করেছিল, আর কত নিয়ামত ভুলে গেছে দীর্ঘদিন পাওয়ার কারণে।

(৯০৮) সহীহ মুসলিম (২৭৩৬), সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা:) হতে বর্ণিত।
(৯০৯) মুসনাদে আহমাদ (৩/১৯২), মুসনাদের মুহাক্কীকগণ হাদীসটির সনদকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন (১৭১৮)।

যাতে আমাদের প্রতি মহান দাতার সহনশীলতা প্রত্যক্ষ করি, তিনি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তেই আমাদের ধ্বসিয়ে দিতে পারেন।

হে আমাদের রব! কঠিনতার পর আমাদের সহজতাকে ত্বরান্বিত করুন, আমাদের নিষ্কৃতি দিন; কেননা সিয়ামের মাস অত্যাসন্ন।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এই মহামারি জীবনের জন্য ঝুকিপূর্ণ এবং এর বিস্তার ঘটে অতি দ্রুত। এ প্রেক্ষিতে মুমিন ব্যক্তির করণীয় হল এ মহামারি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি রোনাজারি করা। কেননা জীবন হল মূল্যবান নিয়ামত। আর আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে তাদের জীবনের হিফাযত করার নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমনটি নবী (সাঃ) বলেছেন: (তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে।)[৯১০]

অতঃপর আপনাদের উপর আল্লাহ রহমত করুন। আপনারা জেনে রাখুন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا﴾

অর্থ: "নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও"[৯১১]।

নবী সাঃ বলেছেন: (তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হল জুমার দিন। এদিন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এদিনই তার রূহ কবজ করা হয়েছিল, এদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এদিনই বিকট শব্দ করা হবে। কাজেই এদিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।)[৯১২] হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ-এর উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন। তার খলীফা সাহাবীগণ, তাবেয়ী এবং যারা কিয়ামত দিবস অবধি কল্যাণের সাথে তাদের অনুসরণ করবে; তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

হে আল্লাহ! যে বিপদাপদ-ই অবতীর্ণ হয় তা আমাদের পাপের কারণে এবং তা দূরীভূত হয় কেবল তাওবার মাধ্যমে। পাপের বোঝা নিয়ে আমাদের হাতসমূহ আপনার নিকট উত্তেলিত। তওবার নিয়তে আমাদের মস্তকসমূহ আপনার নিকট অবনত; তাই আমাদের ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা মুসলিম, তাই আমাদের থেকে এ মহামারি দূর করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা মুসলিম, তাই আমাদের থেকে এ মহামারি দূর করে দিন। হে আল্লাহ! আমরা মুসলিম, তাই আমাদের থেকে এ মহামারি দূর

(৯১০) মুসনাদে আহমাদ (৮/২৬৮), সাহাবীয়া আয়েশাহ (রা:) হতে বর্ণিত। আর মুসনাদের মুহাক্কীকগণ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন (২৬৩০৮)। তবে হাদীসটির মূল সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে সাহাবী আবু জুহায়ফা (রা:)-সহ অন্যান্য সাহাবী হতে।

(৯১১) সূরা আহযাব, আয়াত নং: ৫৬।

(৯১২) মুসনাদে আহমাদ (৪/৮), শায়খ আলবানী আবু দাউদে এবং মুসনাদের মুহাক্কীগণ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন (১৬১৬২)।

করে দিন। হে আল্লাহ! এ মহামারিতে যে মুসলিমগণ মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি রহম করুন এবং যে অসুস্থ হয়েছে তাকে আপনি সুস্থতা ও প্রতিদান দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমজান মাসে উপনীত করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমজান মাসে উপনীত করুন। হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

হে আমাদের রব ও সকল ক্ষমতার অধিকারী! তারা যা আরোপ করে তা থেকে আপনি পবিত্র ও মহান। সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের উপর। আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই প্রাপ্য।

খুতবাটি প্রস্তুত করেছেন: সম্মানিত শাইখ মাজেদ বিন সুলাইমান আর-রাসি হাফিযাহুল্লাহ। ২৪ শে রজব, ১৪৪২ হিজরী, আল-জুবাইল সিটি, রাজকীয় সৌদি আরব।